প্রাপ্তিস্থান
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৭
সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক ও মুদ্রাকর শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

নিবেদন

কৃতবিদ্য নাট্যকার ও বাস্তবদৃষ্টিনিপুণ সুরসিক সাহিত্য-আলোচক রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা'-গ্রন্থখানি সংস্কৃত, ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি নানা ভাষায় সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্য-শাস্ত্রিমহাশয় আমাকে রাজশেখরের জীবনচরিত ও রচনাবলীর আলোচনা-সহ 'কাব্যমীমাংসা'-গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদন করিবার জন্য উৎসাহিত করেন। আজ বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-গ্রন্থমালা-প্রকাশন-কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ ও বিদ্যোৎসাহিতায় কাব্যমীমাংসার সেই অভিলষিত সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

এই উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতীর নিকট অকপটচিত্তে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি এবং পূজনীয় শাস্ত্রি-মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

আরও বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ-প্রণয়নে আমার সহকর্মী সুহৃদ্‌বর ডক্টর সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য ন্যায়বৈশেষিকাচার্য-মহাশয় যে অকৃত্রিম সাহায্য দান করিয়াছেন, তাহা যথার্থ সৌহার্দ্যেরই পরিচায়ক।

গ্রন্থখানির মুদ্রণকার্যে শান্তিনিকেতন প্রেসের কর্মিগণ যে সহায়তা করিয়াছেন তাহাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

২৯শে পৌষ, ১৩৬৬
উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি
শান্তিনিকেতন

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
বিশ্বভারতী বিদ্যাভবন, সংস্কৃতবিভাগ

সংক্ষিপ্ত সাধারণ-সূচীপত্র

প্রাক্‌-কথন

সাহিত্য সভ্যতার অন্তরঙ্গ রূপ। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম রচনা ঋগ্বেদ ভাব এবং ভাষার অপূর্ব সমন্বয়-হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। এই গঙ্গোত্রী হইতে উৎসারিত কবিমানস আদিকবি বাল্মীকির অমরকাব্য রামায়ণে হরিদ্বারের গঙ্গারূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছিল। রামায়ণোত্তর সাহিত্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আদিকবির কাব্যরসে অভিষিক্ত এবং অনুপ্রাণিত। যুগে যুগে অনন্ত শাখা-প্রশাখায় বহুধা বিভক্ত হইলেও সংস্কৃতসাহিত্যের যুগাতিবাহী প্রবাহ নব নব রূপে প্রকাশ পাইতেছে। তাই, সংস্কৃতসাহিত্য ভারতীয় চিন্তাধারার অবিচ্ছিন্ন ধারক এবং বাহকরূপে সহৃদয়মাত্রেরই পরম আদরের সামগ্রী।

আদর্শ কবিচিত্ত একাধারে স্রষ্টা এবং সমালোচক। উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত যুগ্মপুষ্পের মত পরস্পরের সান্নিধ্যে সার্থকরূপ। বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণী শক্তি ভাবধর্মী কল্পনাকে কেবল শুদ্ধ ও দীপ্তিমণ্ডিতই করে না, কল্পনার উচ্ছ্বাসময় গতিপথকে সুশৃঙ্খল ও সুসংযত করিয়া রাখে। বিশ্লেষণ-আবিষ্ট কবিকল্পনা তাই ভাবালুতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌।

সংস্কৃতসাহিত্যে সাহিত্যসৃষ্টি এবং তাহার সমালোচনা দুইটি সমান্তরাল খাতে প্রবাহিত। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমালোচনা সাহিত্য সৃজনধর্মী কাব্যের গতি এবং প্রকৃতিকে নির্দিষ্ট রূপ দান করিতেছে। সেই গতিপথে সঞ্চারশীল সংস্কৃতকাব্য চিত্তক্ষেত্রকে উর্বর এবং শ্যামল করিয়া কালের পরিবর্তনশীলতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। চিন্তার সেই অবিনশ্বর স্বরূপকে বক্ষে ধারণ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য তাই অতি প্রাচীন হইলেও চিরনবীন। ভারতবর্ষের জ্ঞানভাণ্ডার এই শাশ্বতসম্পদে সমৃদ্ধ।

এই জাতীয় সম্পদের আহরণ, প্রসারণ এবং প্রচারণে রাজশেখরের নাম সহৃদয়-মাত্রকেই গৌরব দান করিবে। খৃষ্টীয় নবম এবং দশম শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মহারাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ যাযাবরীয় ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাব্য-পুরাণ-দর্শনাদি নানাশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং স্বীয় অনন্যসাধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রাজশেখরের সহজাত প্রতিভা একটি বলিষ্ঠ সৌষ্ঠব লাভ করে। তদুপরি অবন্তি-সুন্দরীর মত লোকমান্যা বিদুষী পত্নীলাভ এবং রাজকবির মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনকে একটি দূরপ্রসারী বিস্তৃতি দান করিয়াছিল।

সহজাত প্রতিভা এবং অনুকূল পরিস্থিতি—এই উভয়ের অদ্ভুত সমন্বয়ে রাজশেখর

সংস্কৃতসাহিত্যের আপাততঃ ক্ষীয়মাণ প্রবাহটিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বতঃপ্রসারী প্রতিভা কেবল সংস্কৃত-প্রবাহকেই পূর্ণতা দান করে নাই ; পণ্ডিতসমাজে অবজ্ঞাত প্রাকৃত-ভাষাকেও দৈন্য এবং কুণ্ঠা হইতে মুক্তি দান করিয়াছিল। দার্শনিক, শিল্পী এবং সমালোচক রাজশেখর সৃজনধর্মী দ্বিধাবিভক্ত রচনা—কাব্য ও নাট্যকে অবলম্বন করিয়া যেমন তাঁহার অসামান্য প্রতিভার স্বীকৃতিরূপে 'কবিরাজ'-সংজ্ঞায় ভূষিত হইয়াছিলেন, তেমনই সমালোচনাগ্রন্থ 'কাব্যমীমাংসা' নির্মাণ করিয়া তিনি পূর্ববর্তী আচার্য রুদ্রট, বামন প্রভৃতির যথোচিত মর্যাদা দানপূর্বক বহু নূতন জ্ঞাতব্য তথ্যে আলোক সম্পাত করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকারের পরিকল্পিত অষ্টাদশ অধিকরণ পাওয়া যায় নাই, মাত্র প্রথম অধিকরণের অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সুধীসমাজের হস্তগত হইয়াছে এবং এই অংশই কাব্যমীমাংসা-নামে পরিচিত।

রাজশেখরের লোকোত্তর মনীষার অমৃতস্বরূপ এই **কাব্যমীমাংসার** বহুল প্রচার আবশ্যক। সুহৃদ্‌বর **শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী** মহাশয় এতদুদ্দেশ্যে বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর শতধা সংশয়ে বিদীর্ণ চিত্ত যাহাতে কাব্য-মীমাংসার নিষ্কলঙ্ক অথচ গভীর চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারে, তাহার জন্য অতি সুপাঠ্য প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় সমগ্র গ্রন্থ প্রয়োজনীয় পাদটীকাসহ অনূদিত হইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত বিদ্যামোদীর জ্ঞাতব্য বিবিধ তথ্যে সমৃদ্ধ **'রাজশেখর'** নামক একটি সুদীর্ঘ বিশ্লেষণগর্ভ **ভূমিকা** তাঁহার মননশীলতার এবং অনুসন্ধিৎসার নিঃসংশয় সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অনুবাদের শেষে সংযোজিত **পরিশিষ্ট, অনুক্রমণী ও বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূল** এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

আশা করি এই জাতীয় গ্রন্থ বিশ্বভারতীর গবেষণাবিভাগের উদ্দেশ্য সফল করিতে সহায়তা করিবে। ইতি—

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য
এম. এ., পি. এইচ্. ডি (লণ্ডন) ডি. লিট্ (লিল্)
কাব্যতীর্থ, ন্যায়-বৈশেষিক-আচার্য্য (কাশী)।
প্রধান অধ্যাপক
সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত বিভাগ
বিশ্বভারতী

২৫।১।৬০

বিস্তৃত সূচীপত্র

রাজশেখর

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

কাব্যমীমাংসার কয়েকটি বিচিত্র বিষয়

কাব্যমীমাংসার বঙ্গানুবাদ (পাদটীকাসহ)

পরিশিষ্ট

काव्यमीमांसा (संस्कृतमूल)

শুদ্ধিপত্র

রাজশেখর-অংশ

* *	মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ	পঠনীয় বিশুদ্ধ রূপ
৩।৬	এতটকুও	এতটুকুও
৬।১৯	ক্ষত্রিযা-জাতীযা	ক্ষত্রিয়-জাতীয়া
৭।৭	যাবাবর	যাযাবর
৯।১৩	যাযাবর	যাযাবর
১৫।২২	খৃষ্টব্দে	খৃষ্টাব্দে
২১।১৮	স্বরস্বতীজন্মভূঃ	সরস্বতীজন্মভূঃ
২২।৯	রাজশেখরর্বারাণসীম্	রাজশেখরকবির্বারাণসীম
২৫।৬	রহিয়াছে	রহিয়াছে।
২৭।২৫	নৃত্যগাত	নৃত্যগীত
২৯।৮	দ্বিতায়া	দ্বিতীয়া
৩২।১	পূর্ববতা	পূর্ববর্তী
৩৫।১৬	কাব্যমামাংসা	কাব্যমীমাংসা
৩৭।২২	শঙ্করাচায	শঙ্করাচার্য
৩৯।১৮	শ্লেষ	শ্লেষং
৪৫।২	প্রাতিং	প্রীতিং
৪৯।১৯	রাতিই	রীতিই
৪৯।২১	স্বাকার	স্বীকার
৪৯।২২	বিন্যাসপ্রণালীল	বিন্যাসপ্রণালীর
৫২।৫	কাব্যলকার	কাব্যালংকার
৫২।১২	প্রতিভানম	প্রতিভানম্
৫২।২৩	বিচিত্র	বিচিত্র
৬৪।২২	পাঠ ভঙ্গীদ্বাবাই	পাঠভঙ্গীদ্বারাই
৬৯।২২	অন্বিতাভিধান বাদ	অন্বিতাভিধানবাদ
৮৬।৩	অনিয়ন্ত্রণ	নিয়ন্ত্রণ
৮৭।১৬	চক্রবতিক্ষেত্র	চক্রবর্তিক্ষেত্র

* *	মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ	পঠনীয় বিশুদ্ধ রূপ
৮৯।৪	নরনারা	নরনারী
৯০।১৫	প্রথমঅধিকরণমিত্যাদি	প্রথমমধিকরণমিত্যাদি
৯০।২৭	উল্লিাখত	উল্লিখিত
৯২।১৫	কাব্যেপুরুষ	কাব্যপুরুষ
১০১।২৮	লোহিত্য	লৌহিত্য
১০৭।১০	ভারতায়	ভারতীয়
১০৭।২৭	রাজধানার	রাজধানীর
১০৮।২২	কার্তিকেয়নগর	কার্ত্তিকেয়নগর
১১০।৩০	দেশ-গন্ধর্ব দ্বীপ	দেশ গন্ধর্বদ্বীপ
১১২।২১	নন্দদুলাল	নন্দলাল
১২৫।২১	সারবমতী	সাবরমতী
১৩৩।৬	কাদম্ববা	কাদম্বরী
১৩৪।৩০	হরণকারা	হরণকারী
১৩৫।২৬	হয়গ্রাববধ	হয়গ্রীববধ

* * প্রথম সংখ্যাটি পৃষ্ঠাসংখ্যা ; দ্বিতীয় সংখ্যা পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা।

রাজশেখর (পাদটীকা-সমূহ)

* * *	মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ	পঠনীয় বিশুদ্ধ রূপ
১৫।১।১	পৃঃ ১৯-১৯৮	পৃঃ ১৯০-১৯৮
১৫।৩।১	ত্রিধাঽভিধাব্যাপারঃ	ত্রিধা অভিধাব্যাপারঃ
৯৩।২।২	ব্রহ্মরথস্মানং	ব্রহ্মরথযানম্।

* * * প্রথম সংখ্যাটি পৃষ্ঠাসংখ্যা, দ্বিতীয় সংখ্যা পাদটীকা-সংখ্যা' এবং তৃতীয় সংখ্যা পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা।

কাব্যমীমাংসা (অনুবাদ-অংশ)

* *	মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ	পঠনীয় বিশুদ্ধ রূপ
১৪।১৯	আমাদগের	আমাদিগের
১৭।১০	ব হলীক	বাহ্লীক

* *	মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ	পঠনীয় বিশুদ্ধ রূপ
৩০।১১	শাস্ত্রওকাব্য	শাস্ত্র ও কাব্য
৩১।৪	দানকারা	দানকারী
৪০।১৬	হস্ত	হস্তী
৬৯।৩	স্থান সমূহে	স্থানসমূহে
৭৫।১৭	ভ্রূকুটি কুটিল	ভ্রূকুটিকুটিল
৭৮।৬	অপভ্রংশ	অপভ্রংশে.
৮০।৬	যথাযথ	যথাযথ
৯১।৭	পানিনি	পাণিনি
৯৫।৩	ভগবান	ভগবান্
৯৮।৬	কপিশ বর্ণের	কপিশবর্ণের
৯৮।১৫	স্বায়	স্বীয়
১১১।১৪	উদায়মান	উদীয়মান
১১১।২৪	দাপশিখা	দীপশিখা
১১৪।২	করো	করে।
১১৪।৮	দেহাস্থত	দেহস্থিত
১১৪।২৬	ক্রীড়াদর্শন	ক্রীড়া দর্শন
১১৫।২০	সিন্ধুবার পুষ্পে	সিন্ধুবার-পুষ্পে
১২০।১৮	উৎকর্ষলাভ	উৎকর্ষ লাভ
১২২।১৫	বিপরাত	বিপরীত
১২৬।২৩	বর্ণিতহয়	বর্ণিত হয়।
১২৮।৪	বর্ণনা-না-করা ও	বর্ণনা-না-করাও
১২৮।৮	সখা	সখী
১২৯।১৪	মালতামালার	মালতীমালার
১৩৩।১	নানা-বর্ণনার	নানা বর্ণের
১৩৬।২৯	সর্ব্বাঙ্গাপূর্ণকারী	সর্ববাঙ্গাপূর্ণকারী
১৩৮।২	হয়গ্রাব	হয়গ্রীব
১৫২।১৪	তাম্বূল-লতাগুলিকে	তাম্বূললতাগুলিকে
১৫৪।১৭	তটদশ	তটদেশ
১৫৫।৬	ধনা	ধনী
১৫৫।৭	ধর্মচিন্তা	ধর্মচিন্তায়

**	মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ	পঠনীয় বিশুদ্ধ রূপ
১৫৬।১১	আকাশথে	আকাশ-পথে
১৭১।৬	ঋ্নতুশৈশব	ঋতুশৈশব
১৭১।২০	কপিত্থপাক	কপিত্থপাক
১৭৭।১১	সংখ্যোল্লেকহরণ	সংখ্যোল্লেখহরণ
১৮৪।৯	কাব্যলংকারসূত্রবৃত্তি	কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি

* * প্রথম সংখ্যাটি পৃষ্ঠাসংখ্যা ; দ্বিতীয় সংখ্যা পংক্তি সংখ্যা

কাব্যমীমাংসা (অনুবাদ-অংশের পাদটীকা)

* * *	মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ	পঠনীয় বিশুদ্ধ রূপ
৪।৪।৩	কাব্যদর্শ	কাব্যাদর্শ
৬।১৪।১	অলোচ্য	আলোচ্য
৮।৫।৩	শাবরভাষ্য ২. ১. ৩০	শাবরভাষ্য ২. ১. ৩৩
১০।৭।৬	প্রাতবাদীকে	প্রতিবাদীকে
৫৬।১।২	যে ব্যক্তির	যে ব্যক্তির
৫৮।২।৭	সন্দুদ্ধ	সম্বন্ধ
৬২।১১।২	আলোচিত বা	বা আলোচিত
৭৩।১১।৩	ব্যতিরেক মুখে	ব্যতিরেকমুখে
৭৪।১৪।১	যাষাবরবংশীয়	যাযাবরবংশীয়
৭৯।১।১	নামধাতু পারায়ণ	নামধাতুপরিায়ণ
৮৪।৬।২	কাব্যদর্শ	কাব্যাদর্শ
৮৪।৬।৫	জরমঙ্গল	জয়মঙ্গল
৯১।২২।৫	উলিখিত	উল্লিখিত
১০৩।৪।২	বিষম্নবস্তুর	বিষয়বস্তুর
১১৮।১।১	আনন্দর্ধ্বনের	আনন্দবর্ধনের

* * * প্রথম সংখ্যাটি পৃষ্ঠাসংখ্যা ; দ্বিতীয় সংখ্যা পাদটীকা-সংখ্যা ; তৃতীয় সংখ্যা পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা ।

রাজশেখর

সমাধি-গুণশালিন্যঃ প্রসন্নপরিপক্তি্রমাঃ।
যাযাবরকবের্বাচো মুনীনামিব বৃত্তয়ঃ॥

—তিলকমঞ্জরী

বভুব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা
ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্তৃমেণ্ঠতাম্।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া
স বর্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ॥

—বালরামায়ণ

রাজশেখর

সাধারণ পরিচয়

ভারতীয় সাহিত্যের স্বাভাবিক গতি ও প্রকাশের ধারা নাট্যকার ভবভূতির পর হইতেই ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সাহিত্য-প্রতিভার স্বতঃপ্রকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল গতানুগতিকতা ও ব্যর্থ অনুকরণপ্রিয়তা। সাহিত্যের স্রোত মানুষের বাস্তব জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল কৃত্রিমতার খাতে। বৈচিত্র্যের স্বভাব-সরল গতি পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যিকগণ অলংকার-শাস্ত্রের তথাকথিত নিয়ম-পদ্ধতিকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া তুলিতেছিলেন। ভাব ও ভাষা, রীতি ও পদ্ধতি, বিষয়-বস্তু ও চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে না ছিল নূতনত্ব, না ছিল স্বাধীন চিন্তার পরিচয়। সাহিত্যের প্রাণশক্তি স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। এমন দুর্যোগের দিনে আবির্ভূত হইলেন যাযাবরীয় রাজশেখর। সংস্কৃত সাহিত্যের উৎসাহী উত্তর-পুরুষের নিকট তিনি একটী বিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার স্বাক্ষর রাখিয়া গেলেন।

রাজশেখরের নাম ভারতীয় সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার সাহিত্যিক-প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। তিনি ছিলেন একাধারে নাট্যকার, সমালোচক ও কবি। তাঁহার রচিত বাল-রামায়ণ, বাল-ভারত, বিদ্ধশালভঞ্জিকা ও কর্পূর-মঞ্জরীনামক চারিখানি নাট্যশ্রেণীর রচনা, 'হর-বিলাস'কাব্য, এবং 'কাব্যমীমাংসা' নামে সুপরিচিত সাহিত্য-সমালোচনার গ্রন্থ সংস্কৃত-সাহিত্যরসিক সমাজে বিশেষ খ্যাতি ও সমাদর লাভ করিয়াছিল। 'বাল-রামায়ণ'-নাটকের (১.২) 'বাল-কবি' রাজশেখর 'কর্পূর-মঞ্জরী' রচনার সময় 'মহা-কবি' হইতেও উচ্চতর 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, রাজশেখরের সাহিত্যিক-প্রতিভা উত্তরোত্তর বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। রাজশেখরের আবির্ভাবের পূর্বযুগে ভারতীয় সাহিত্য জরা, জড়তা ও অভ্যাসের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছিল। রাজশেখরের প্রতিভা-স্পর্শে মৃতপ্রায় সাহিত্য ও সাহিত্যিক আলোচনা নবীনতার সুধারসে পুনর্জীবন লাভ করিল—আপাততঃ মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃতকে সমান মর্যাদা দান করিয়া রাজশেখর সংস্কৃতের গতিপথকেই সমৃদ্ধ ও সাবলীল করিয়া দিলেন। গতানুগতিকতা, অনুকরণ-প্রিয়তা ও কৃত্রিমতাকে বর্জন

করিয়া স্বভাবসিদ্ধ গতি ও বিবর্তনকেই তিনি স্বীকার করিলেন ভাষার ক্ষেত্রে। আঞ্চলিক ভাষা যে প্রাকৃত, তাহার প্রতি তাঁহার ছিল অপরিসীম সহানুভূতি। সংস্কৃত সংলাপের সহিত আঞ্চলিক প্রাকৃত-ভাষার যথাযোগ্য সংমিশ্রণ করিয়া কালিদাসপ্রভৃতি নাট্যকারগণ নাট্য-সাহিত্যকে সমাজ ও লৌকিক-জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর কালক্রমে আঞ্চলিক ভাষাগুলি ভাব-প্রকাশের বাহন হিসাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইল। ভাষার মধ্যেও কত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিল। কিন্তু সাহিত্যিকগণ সে বিষয়ে তেমন অবহিত হইলেন না। ফলে সাহিত্য গতানুগতিকতার আবর্জনার স্তূপে আচ্ছাদিত হইল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে মৃত্যুর পদ-সঞ্চারণের লক্ষণ দেখা দিল। রাজশেখরের লেখনী সাহিত্যকে রক্ষা করিল এই আসন্ন বিপত্তির কবল হইতে। তিনি নাট্য-সাহিত্যকে নব-কলেবর দান করিলেন—এই নব-কলেবর হইল সাহিত্যে যুগোপযোগী আঞ্চলিক প্রাকৃতভাষার প্রয়োগ, স্বীকৃতি ও যথোপযুক্ত মর্যাদা-দান। ইহা কি কম দুঃসাহস ও দূরদর্শিতার পরিচয়?

কেবল মাত্র সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-আলোচনার প্রসঙ্গেও রাজশেখর ছিলেন এক নবীন পথের পথিক। আজি পর্যন্ত সাহিত্য-আলোচনা-মূলক যত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিরই আলোচ্য বিষয় গতানুগতিক ছকে বাঁধা। ঐ আলোচ্য বিষয়গুলি প্রকারান্তরে শব্দ বা অর্থের দার্শনিক আলোচনা। কাব্যে বা সাহিত্যে শব্দ প্রধান, না, অর্থ প্রধান, না, শব্দার্থ উভয়েই সমভাবে প্রধান; কাব্যের আত্মস্থানীয় বিষয় কি বস্তু, অলংকার, রচনা-রীতি, ধ্বনি বা রস বা অন্য কিছু—এই জাতীয় বহু প্রশ্নের আলোচনা ও প্রতি-আলোচনায় সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা সমাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রকার আলোচনা সাহিত্যিক পণ্ডিতগণের দৃষ্টি ও মনন-শক্তিকে এমন ভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তথাকথিত আলোচনা বিভিন্ন সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি করিয়াছিল— যেমন (১) অলংকার-সম্প্রদায় (২) রীতি-সম্প্রদায় (৩) বক্রোক্তি-সম্প্রদায় (৪) ধ্বনি-সম্প্রদায় (৫) রস-সম্প্রদায়। কিন্তু এই আলোচনার মধ্যে সাধারণ কাব্যামোদী মানুষের মন তৃপ্তি লাভ করিল না। কাব্য সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে এমন কতকগুলি প্রশ্ন ও কৌতূহল নীড় বাঁধিতে লাগিল, যাহার উত্তর বা সমাধান উল্লিখিত সম্প্রদায়-সমূহের কোনও আলোচনায়ই তেমন মিলিল না। রাজশেখরের সমালোচনার অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী পাঠকগণের সেই বহু-প্রত্যাশিত এবং দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করিল। কবি কোন্ শক্তি ও উপাদান

লইয়া কাব্য রচনা করেন, কবির পালনীয় বিধি-নিষেধ কি, কবির ইষ্টলাভের উপায় কি, কবির বিপদের সম্ভাবনা কোথায়—এমন জন-প্রিয় অথচ কাব্য-আলোচনার নিগূঢ় তথ্যগুলির সর্বাঙ্গীণ আলোচনা লইয়া রাজশেখর রচনা করিয়াছিলেন কাব্য-বিচার-গ্রন্থ। তাই পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও ঔচিত্যবোধে সমৃদ্ধ রাজশেখরের কীর্তিদীপ-শিখা আজিও ভারতীয় সারস্বত-মন্দিরে অম্লান ও অনির্বাণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চলিয়াছে। কালের অভিঘাতে তাহা এতটকুও কম্পিত হয় নাই।

রাজশেখর-বিষয়ক আলোচনা-সাহিত্য

রাজশেখরের জীবন-চরিত, আবির্ভাব-কাল ও রচনাবলী-সম্পর্কে অনেক জ্ঞানী ও গুণী মনীষী আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল—

(১) ভি. এস্. আপ্তে-রচিত প্রবন্ধ—রাজশেখরের জীবনী ও গ্রন্থাবলী (পুণা হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)।

(২) এফ্. কিল্‌হর্ণ-রচিত প্রবন্ধ (এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৬২-১৭৯)।

(৩) জে এফ্. ফ্লিট-রচিত প্রবন্ধ (ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিকুয়ারী পত্রিকা, ষোড়শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৮।)

(৪) স্টেন কোনো সম্পাদিত 'কর্পূর-মঞ্জরী'-সংস্করণের পৃষ্ঠা ১৭৭-১৮৬।

(৫) গাইকোয়াড় ওরেয়েণ্টাল সিরীজে প্রকাশিত সি. ডি. দালাল-কর্তৃক সম্পাদিত 'কাব্য-মীমাংসা'র ভূমিকা।

(৬) শ্রীসুশীলকুমার দে-প্রণীত 'সংস্কৃত-পোয়েটিক্স' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২২-১২৮।

(৭) শ্রীমনোমোহন ঘোষ-কর্তৃক সম্পাদিত 'কর্পূর-মঞ্জরী' গ্রন্থের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৬৫-৭২।

(৮) শ্রীযুত দে এবং দাসগুপ্ত-কর্তৃক সম্পাদিত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৫৩-৪৬১।

(৯) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-কর্তৃক সম্পাদিত 'কর্পূর-মঞ্জরী'র সংস্করণ।

(১০) পাঠক স্মৃতি-সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুত ভি. ভি. মিরাশীর 'রাজশেখর'-প্রবন্ধ।

(১১) শ্রীমধুসূদন শাস্ত্রি-কৃত 'মধুসূদনী'-বিবৃতি সহ 'কাব্য-মীমাংসা'-গ্রন্থের সংস্কৃত সংস্করণ।

(১২) কাশীর গোবিন্দদেব-শাস্ত্রি-সম্পাদিত 'বাল-রামায়ণ'-গ্রন্থ।

(১৩) কলিকাতার জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-কর্তৃক সম্পাদিত 'বালরামায়ণ'-গ্রন্থ।

(১৪) স্ট্রাসবুর্গ, জার্মানী হইতে শ্রী সি. ক্যাপেলার-কর্তৃক সম্পাদিত 'বাল-ভারত'-গ্রন্থ।

(১৫) নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত 'বাল-ভারত'-গ্রন্থ।

(১৬) নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত 'কর্পূরমঞ্জরী'-গ্রন্থ।

(১৭) নারায়ণ দীক্ষিতের টীকাসহ বি আর আর্তে-কর্তৃক সম্পাদিত বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা-গ্রন্থ।

(১৮) 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'র এল্. এইচ্. গ্রে-কৃত ইংরাজী অনুবাদ (জে. এ. ও. এস. পত্রিকার সপ্তবিংশ খণ্ড পৃ: ১-৭১.)

(১৯) কীথ-প্রণীত 'সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস' পৃঃ ৩৫০

(২০) সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস-মূলক গ্রন্থ-সমূহের প্রয়োজনীয় অংশগুলি।

(২১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক-অনূদিত 'কর্পূর-মঞ্জরী'প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থ।

(২২) পণ্ডিত কেদারনাথ শর্মা সারস্বত-কর্তৃক অনূদিত 'কাব্যমীমাংসা'-গ্রন্থের হিন্দীসংস্করণ।

(২৩) নাদিনে শ্চৌপাক ও লুই রেণো-কর্তৃক-অনূদিত 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থের ফরাসী সংস্করণ।

বংশ-পরিচয়

'কাব্য-মীমাংসা'-গ্রন্থে রাজশেখর নিজের পরিচয় দিয়াছেন 'যাযাবরীয়'[১] অর্থাৎ যাযাবর-বংশজাত। তাঁহার অনুগামী লেখকগোষ্ঠীর নিকট তিনি 'যাযাবর'নামেই বেশি পরিচিত। ধনপাল তাঁহার 'তিলকমঞ্জরী'র অবতরণিকা-কবিতায় রাজশেখরকে বলিয়াছেন 'যাযাবর[২]-কবি'। আবার, 'উদয়-সুন্দরী'-রচয়িতা সোড্ঢল তাঁহাকে বলিয়াছেন 'যাযাবর'[৩]। রাজশেখরের নিজস্ব নাট্যগ্রন্থগুলি হইতেও তাঁহার বংশের

১ "যাযাবরীয়ঃ সংক্ষিপ্য মুনীনাং মতবিস্তরম্।"—কাব্যমীমাংসা ২. ১. ১১.
"পঞ্চমী সাহিত্যবিদ্যা" ইতি যাযাবরীয়ঃ—কাব্যমীমাংসা ৪. ১. ১৪.

২ সমাধিগুণশালিন্যঃ প্রসন্নপরিপক্ত্রিমাঃ।
'যাযাবর'কবের্বাচো মুনীনামিব বৃত্তয়ঃ।—তিলকমঞ্জরী ৩৩.

৩ যাযাবরঃ প্রাজ্ঞবরো গুণজ্ঞৈরাশংসিতঃ সূরিসমাজবর্য্যৈঃ।
নৃত্যত্যুদারং ভণিতে রসস্থা নটীব যস্যোদ্ধুরসা পদশ্রীঃ॥
—উদয়সুন্দরী উচ্ছ্বাস ৮.

কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আপন প্রখ্যাত বংশের গৌরব ও সাহিত্যরসিক পূর্বপুরুষদিগের কৃতিত্বের জন্য গর্ব অনুভব করিতেন। 'বাল-রামায়ণ'-নাটকে (১. ১৩) নিজের যাযাবর-বংশের কৌলীন্য ও আভিজাত্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

স মূর্তো যত্রাসীদ্ গুণগণ ইবাকালজলদঃ
সুরানন্দঃ সোঽপি শ্রবণপুটপেয়েন বচসা।
ন চান্যে গণ্যন্তে তরলকবিরাজপ্রভৃতয়ো
মহাভাগস্তস্মিন্নয়মজনি যাযাবরকুলে॥

রাজশেখরের যাযাবর-বংশ প্রখ্যাত পণ্ডিতের বংশ। অকালজলদ, সুরানন্দ, তরল, কবিরাজপ্রভৃতি মনীষীর জন্ম যে বংশে, তিনি সেই বংশের লোক। তাঁহার বংশ-গরিমা ছিল যথেষ্ট। সত্যই তাঁহার প্রপিতামহ অকালজলদ[১] কবিখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন; তিনি রচনা করিতেন অনবদ্য কবিতা; তাই 'কাদম্বরীরাম'[২] স্বীয় নাটকে অকালজলদের কবিতা অপহরণ করিয়াছিলেন। সুরানন্দ ছিলেন চেদি-রাজের[৩] সভাকবি; কাব্য-মীমাংসায় উদ্ধৃত অভিমত হইতে বোঝা যায় যে, সুরানন্দ সাহিত্য-সমালোচনা অবলম্বনে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তরলের কবিত্ব শক্তিও কম ছিল না। কবিরাজ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। রাজ-শেখরের পিতার[৪] নাম মহামন্ত্রী দুর্দুক (বা দুহিক), আর মাতার নাম শীলবতী।

১ অকালজলদেন্দোঃ সা হৃদ্যা বচনচন্দ্রিকা।
নিত্যং কবিচকোরৈর্যা পীয়তে ন হীয়তে। (সূক্তিমুক্তাবলী)
"কবিরূপ চকোরবৃন্দ অকালজলদরূপ চন্দ্রের হৃদয়হরণ বচন-চন্দ্রকিরণ নিত্য নিয়ত পানই করিয়া চলিয়াছেন, পরিত্যাগ করেন নাই কখনও।"

২ অকালজলদশ্লোকৈশ্চিত্রমাত্মকৃতৈরিব।
জাতঃ কাদম্বরীরামো নাটকে প্রবরঃ কবিঃ। (সূক্তিমুক্তাবলী)

৩ নদীনাং মেকলসুতা নৃপাণাং রণবিগ্রহঃ।
কবীনাং চ সুরানন্দশ্চেদিমণ্ডলমণ্ডনম্। (সূক্তিমুক্তাবলী)

৪ যাযাবরকুলশ্রেণের্হারযষ্টেশ্চ মণ্ডনম্।
সুবর্ণবর্ণরুচিরস্তরলস্তরলো যথা। (সূক্তিমুক্তাবলী)

৫ দৌর্দুকিঃ শীলবতীসূনুরুপাধ্যায়ঃ শ্রীরাজশেখর ইত্যপর্যাপ্তং বহুমানেন (বালরামায়ণ,১)

রাজশেখরের জাতি

'যাযাবর'-বংশে রাজশেখরের জন্ম ; ইহা হইতে সাধারণতঃ বোঝা যায় না যে, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন। তবে রাজা মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় রাজশেখরের ব্রাহ্মণ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ, মনুসংহিতা বলেন,—"যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে" ; আর, অধ্যাপন মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণের জীবিকা-সংগ্রহের শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা। আবার, চৌহাণ-কুলজাতা[1] অবন্তিসুন্দরী ছিলেন তাঁহার স্ত্রী ; ইহা হইতে অনেকে হয়তো বা মনে করিতে পারেন যে, রাজশেখর ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয়। কিন্তু, অসবর্ণ-বিবাহক্রমে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়-জাতীয়া স্ত্রী থাকা অশাস্ত্রীয় ব্যবহার ছিল না। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি (১. ৩. ৫৩.) বলেন—

তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্যেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্যা স্বা শূদ্রজন্মনঃ ॥

এই বচনের ব্যাখ্যাকালে মিতাক্ষরা-লেখক বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন,—

"বর্ণক্রমেণ ব্রাহ্মণস্য তিস্রো ভার্যাঃ। ক্ষত্রিয়স্য দ্বে। বৈশ্যস্যৈকা। শূদ্রস্য তু স্বৈব ভার্যা ভবতি। সবর্ণা পুনঃ সর্বেষাং মুখ্যা স্থিতৈব। পূর্বস্যাঃ পূর্বস্যা অভাবে উত্তরোত্তরা ভবতি।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ মুখ্যতঃ সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবেন। তবে সবর্ণা কন্যার অভাবে ব্রাহ্মণ-বর ক্ষত্রিয়া, তদভাবে বৈশ্যা কন্যা বিবাহ করিবেন ; ক্ষত্রিয়-বর অনুরূপভাবে বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিতে পারেন ; বৈশ্য-বরের বৈশ্য-জাতীয়া কন্যাই বিবাহযোগ্যা ; শূদ্র-বরের শূদ্রা-মাত্র বিবাহ-যোগ্যা।

অতএব, ক্ষত্রিয়া-জাতীয়া অবন্তি-সুন্দরীকে বিবাহ করিলেও, রাজশেখরের ব্রাহ্মণ-জাতিত্ব অপ্রমাণিত হইতে পারে না।

কিন্তু ইহা ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। রাজশেখর বাল-রামায়ণ নাটকের প্রস্তাবনায় আত্মপরিচয়প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'অয়মজনি যাযাবরকুলে' ; 'উপাধ্যায়ো যাযাবরীয়ঃ শ্রীরাজশেখরঃ'।

কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থে একমাত্র প্রথম অধ্যায় ভিন্ন প্রায় সকল স্থলেই রাজশেখর নিজস্ব অভিমত লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া বলিয়াছেন 'ইতি যাযাবরীয়ঃ।' কাব্যমীমাংসার

১ চাহআণকুলমোলিমালিআ রাঅসেহরকইন্দগেহিণী।
ভত্তুণো কইমবন্তিসুন্দরী সা পউঞ্জইদুমেঅমিচ্ছই। (কর্পূর-মঞ্জরী, ১. ১১)

গাইকোয়াড়-সংস্করণে 'যাযাবরীয়ঃ'-পদের ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে—'যাযাবর-কুলোৎপন্নঃ'।

'যাযাবর'-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হইতেছে 'পুনঃ পুনঃ গমনশীল'। 'শব্দকল্পদ্রুম'-লেখক 'যাযাবর'-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'পুনঃপুনরতিশয়েন বা যাতি দেশাদ্ দেশান্তরং গচ্ছতীতি।' 'বাংলাভাষার অভিধান'-লেখক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস শব্দকল্পদ্রুম-গ্রন্থের উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিকেই বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—

"যাযাবর—যাহাদের নিয়মিত বাসস্থান নাই, সপরিবারে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে বহুদিন থাকে না।"

উপরন্তু, প্রাচীনভারত ও মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, বহুশ্রেণীর যাযাবর (ভ্রাম্যমান) জাতি মধ্য এশিয়ায় ছিল এবং কালক্রমে সেইসকল জাতি ভারতভূমিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা যাযাবর-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া এই ভারতবর্ষে শক্তিশালী রাজ্যও স্থাপন করিয়াছিল। (ইতিহাসবিদ্ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় তাঁহার 'ভারত ও মধ্যএশিয়া' নামক ইংরাজী গ্রন্থে এই বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।)

মোটের উপর, যাযাবর বলিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজবহির্ভূত একটি বৈদেশিক জাতির কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা অতি প্রাচীন-কাল হইতেই এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, ভারতভূমিতে সমাগত বৈদেশিক প্রায় সকল জাতিই ভারতীয় সমাজদেহে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া গিয়াছে। এই সামাজিক স্বাঙ্গীকরণের ঐতিহাসিক সত্যটিকেই সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কবির ভাষায় বলিয়াছেন—

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদকলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।

—ভারততীর্থ কবিতা

এই ঐতিহাসিক প্রসঙ্গটি অধ্যাপক ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'ভারতবর্ষে শকজাতি'-নামক ইংরাজী গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

হয়তো বহুকালপূর্বে যাযাবরগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত স্থিতিহীন এক বিদেশাগত জাতি ছিলেন; কিন্তু উচ্ছ্বসিত প্রাণবেগে স্পন্দমান গতিধর্মী প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সমাজে তাঁহাদিগের সেই অপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক অবস্থা অতি প্রাচীন কালেই দূর হইয়া গিয়াছিল।

কারণ, যজুর্বেদের ন্যায় প্রাচীন-গ্রন্থেও 'যাযাবর'-শব্দের প্রয়োগ আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা (৫. ২. ১. ৭) বলিয়াছেন—

"তস্মাদ্ যাযাবরঃ ক্ষেম্যস্যেশে তস্মাদ্ যাযাবরঃ ক্ষেম্যমধ্যবস্যতি"

যজুর্বেদের কাঠক-সংহিতায়ও এই বাণীটি পাওয়া যায়। (কাঠক ১৯. ১২)
ভট্টভাস্কর এই অংশের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

'তস্মাৎ যাযাবরঃ যানশীলঃ যজমানঃ...'

ইহা হইতে বোঝা যায় যে, উক্ত সংহিতার যুগেই যাযাবরগণ গমনশীল অর্থাৎ স্থিতিহীন হইলেও যাগ-যজ্ঞের অধিকারে অধিকারী হইয়া গিয়াছেন।

ইহার পর মহাভারতের যুগে 'যাযাবর'গণ শ্রেষ্ঠ ঋষিগণে পরিণত হইয়াছেন। শান্তিপর্বে মহাভারতকার বলিয়াছেন—

"তাত প্রত্যক্ষধর্মাণস্তথা যাযাবরা গণাঃ" (মহাভারত ১২. ২৪৩. ১৭)

'এই যাযাবরশ্রেণীর ঋষিগণের নিকট ধর্ম ও ধর্মকর্মজনিত পবিত্রতা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।'

আবার, আদিপর্বে জরৎকারু-মুনির পরিচয়প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—

"জরৎকারুরিতি খ্যাত ঊর্ধ্বরেতা মহাতপাঃ।
যাযাবরাণাং প্রবরো ধর্মজ্ঞঃ সংশিতব্রতঃ॥ "(মহাভারত ১ ১৩. ২১.)

'যাযাবরশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞানী ব্রতধারী জিতেন্দ্রিয় মহাতপস্বী জরৎকারু-নামে খ্যাত এক মুনি আছেন।'

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার নীলকণ্ঠ ভরদ্বাজের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"তথা চ ভরদ্বাজঃ—'যাযাবরা নাম ব্রাহ্মণাঃ আসংস্তেঽর্দ্ধমাসায়াগ্নিহোত্রমজুহবন্' ইতি।"

অর্থাৎ, ভরদ্বাজ বলেন যে, যাযাবরগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ; তাঁহারা অর্দ্ধমাস ব্যাপিয়া অগ্নিহোত্র হোম করিতেন।

মহাভারতের মূলশ্লোক এবং ভরদ্বাজের বচন হইতে জানা যায় যে, যাযাবরনামক একটি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণসম্প্রদায় মহাভারতের যুগেই ব্রাহ্মণ্যসমাজে খ্যাতি ও বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

নীলকণ্ঠ আরও লিখিয়াছেন,—

'যাযাবরাণাম্... গৃহস্থানাম্। যেভ্যোঽয়ং পক্ষহোমসম্প্রদায়ঃ প্রবৃত্তঃ।'

অর্থাৎ, যাযাবরেরা পক্ষকালব্যাপী হোম সম্পাদনকারী গৃহস্থবিশেষ। তাঁহারা পক্ষহোম-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

মহাভারতের যুগে যাযাবরগণের ব্রাহ্মণত্ব লাভ ঘটিয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা সম্প্রদায়প্রবর্তক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তৎপরবর্তী পৌরাণিক যুগে যাযাবরগণ একশ্রেণীর গৃহী হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়াছেন,—

"ভৈক্ষং চরেদ্ গৃহস্থেষু যাযাবরগৃহেষু চ।" (মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ৪১. ৮.)

গৃহী হইলেও তাঁহাদিগের জীবনযাত্রাপদ্ধতি ও জীবিকার প্রতি সমাজের শ্রদ্ধা ছিল বহুল পরিমাণে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা জীবিকা আলোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—

"বার্তা বিচিত্রা শালীনযাযাবরশিলোঞ্ছনম্।
বিপ্রবৃত্তিশ্চতুর্ধেয়ং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৭. ১১. ১৬)

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—

'বিপ্রস্য মুখ্যানুকল্পভেদেন বৃত্ত্যন্তরাণ্যাহুঃ বার্তা ইত্যাদিকম্। বার্তা বিচিত্রা কৃষ্যাদিরূপা। শালীনং ধার্ষ্ট্যং বিনৈব প্রাপ্তমযাচিতম্। যাযাবরং প্রত্যহং ধান্যযাচ্ঞা। শিলং শালিক্ষেত্রাদৌ স্বামিত্যক্তকণীশোপাদানম্। উঞ্ছনমাপণাদিপতিতকণোপাদানম্।'

অর্থাৎ, ভাগবতকার ব্রাহ্মণের মুখ্য-গৌণভেদে অন্য জীবিকার কথা বলিতেছেন। ব্রাহ্মণের জীবিকা চারিপ্রকার—(১) বার্তা—কৃষিপ্রভৃতি (২) শালীন—লোকসমাজে নিন্দিত না হইয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ না করিয়া অযাচিত প্রাপ্তি (৩) যাযাবর—কোনও সঞ্চয়ের প্রত্যাশা না রাখিয়া যতটুকু প্রয়োজন প্রতিদিন ততটুকু ধান্যযাচ্ঞা (৪) শিলোঞ্ছন—শালিপ্রভৃতি শস্যক্ষেত্রে ক্ষেত্রস্বামিকর্তৃক পরিত্যক্ত শস্যমঞ্জরী আহরণ এবং পণ্যশালায় গৃহতলে পতিত শস্যকণাসংগ্রহ।

এই চারিপ্রকার জীবিকার মধ্যে বার্তা অপেক্ষা শালীন, শালীন অপেক্ষা যাযাবর এবং যাযাবর অপেক্ষা শিলোঞ্ছন প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণের যাজন-অধ্যাপন-প্রতিগ্রহরূপ যে তিনটি জীবিকার কথা বেশি প্রচলিত, তাহা অপেক্ষাও উল্লিখিত চারিটি বৃত্তি উৎকৃষ্ট।

উল্লিখিত প্রমাণ ও আলোচনার দ্বারা বোঝা যায় যে, কালক্রমে যাযাবর-ব্রাহ্মণগণ সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

সাহিত্য মানুষের সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাই মহাকাব্যের যুগে সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ যাযাবরগণও ভট্টিকাব্যের মহাকবির লেখনীস্পর্শে অমর হইয়া রহিয়াছেন। ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে মুনিবর বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে মুনিদিগের

আশ্রমের দিকে লইয়া যাইতেছিলেন। পথপ্রান্তে ফল-পুষ্পের অর্ঘ্য হস্তে লইয়া যাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন, মহাকবি তাঁহাদিগের বর্ণনা দিয়াছেন—

"যাযাবরাঃ পুষ্পফলেন চান্যে প্রানচুর্রর্চ্যা জগদর্চনীয়ম্" (ভট্টিকাব্য ২. ২০)

জয়মঙ্গল টীকা করিয়াছেন—

'অন্যে মুনয়ো যাযাবরা একত্রানিয়তনিলয়াঃ............'

টীকাকার ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন—

'অন্যে মুনয়ঃ পুষ্পফলেন প্রানর্চুঃ, যাযাবরাঃ সন্তো নানাবনভ্রমণশীলাঃ...... . ...
অত্যর্থজ্ঞানশীলা ইত্যর্থঃ।'

মল্লিনাথ ছাড়া অন্য সকল টীকাকার প্রায় একই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে ভরতমল্লিক একটু অতিরিক্ত অর্থ যোগ করিয়াছেন,—'অতিশয়জ্ঞানাভ্যাসশীল'। কিন্তু মল্লিনাথ বলিয়াছেন—

"অন্যে যাযাবরাঃ শিলোঞ্ছমাত্রজীবিনঃ গৃহস্থবিশেষাঃ"

অর্থাৎ একশ্রেণীর গৃহস্থ, যাঁহারা শিলোঞ্ছ-জীবিকাদ্বারা জীবন ধারণ করেন। ('শিলোঞ্ছ' উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। এই যাযাবরগণ একদিনেরও সঞ্চয় রাখিতেন না ; অধ্যাত্মজগতে বা তপস্যার ক্ষেত্রে তাঁহারা এমনই অগ্রসর ছিলেন।

কালানুক্রমিক ধারা অনুসরণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নির্দিষ্টবাসগৃহহীন নানাবনভ্রমণশীল যাযাবরগণ ক্রমশঃ বিশুদ্ধ জীবিকা অবলম্বন করিয়া গৃহস্থে পরিণত হইয়াছিলেন ও ব্রাহ্মণ্যসমাজে বরণীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। তাই, পরবর্ত্তীকালের অভিধানসমূহে 'যাযাবর'-শব্দের একটি অর্থ লিখিত হইয়াছে 'ব্রাহ্মণ'। (দ্রষ্টব্য শব্দকল্পদ্রুম)

অতএব, যাযাবরবংশের রাজশেখরের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিবার কোনও হেতু নাই॥

কাব্যমীমাংসাগ্রন্থের মধুসূদনী-বিবৃতিতে বিবৃতিকার শ্রীমধুসূদনশাস্ত্রী 'যাযাবরীয়ঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"যাযাবরীয়ঃ যাযাবরস্য গোত্রপ্রবর্তকস্য কস্যচিৎ মহাপুরুষস্য অপত্যম্।"

অর্থাৎ, যাযাবরীয় রাজশেখর যাযাবর-গোত্রপ্রবর্তক কোনও মহাপুরুষের বংশধর।

এই বিবৃতির ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ১৫) তিনি আবার লিখিয়াছেন—

"ত এব হি ঋষয়ো যাযাবরা যে ন নিয়তমেকত্রস্থায়িনঃ। তে চ প্রায়শো ব্রাহ্মণাঃ। অথ চ তদ্বংশ্যস্তাদয়ং রাজশেখরোঽপি ব্রাহ্মণ এব।"

অর্থাৎ, সেই সকল ঋষিরাই যাযাবর, যাঁহারা নিয়ত একস্থানে বাস করেন না।

তাঁহারা প্রায়ই জাতিতে ব্রাহ্মণ। অতএব সেই বংশজাত বলিয়া রাজশেখরও জাতিতে ব্রাহ্মণ।

বর্তমান ব্রাহ্মণগণ যেরূপ ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্যপ্রভৃতি গোত্রনামে পরিচিত, রাজশেখরেরও সেইরূপ গোত্র-নামপরিচয় হইল যাযাবর। তিনি যাযাবরীয় বা যাযাবরগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ধর্মবিশ্বাস

'হরবিলাস'-মহাকাব্যের রচয়িতা রাজশেখরকে একনিষ্ঠ শৈব-সম্প্রদায়ী মনে করাই সম্ভবপর; কিন্তু 'কাব্য-মীমাংসা'-গ্রন্থে[১] বিভিন্ন শ্রেণীর নায়কের উদাহরণ দিতে গিয়া তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক যে সকল স্তোত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তিনি বুঝি বৈষ্ণব ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিলেন না। তাই হরবিলাস-কাব্যের মঙ্গলাচরণ কবিতায় তিনি 'ত্রিমূর্তি-'র নিকট মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। সোমদেব-রচিত 'যশস্তিলক-'নামক[২] চম্পূ-কাব্য হইতে জানা যায় যে, প্রয়োজন-বোধে রাজশেখর জিনগণের প্রশংসা করিতেও ইতস্ততঃ বোধ করিতেন না।

কাব্য-মীমাংসার অষ্টম অধ্যায়ে রাজশেখর কাব্যের বিষয়-বস্তুর উৎস সন্ধান করিয়াছেন। এই বিস্তৃত আলোচনায় ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও তাহার প্রত্যেকটিতে তাঁহার গভীর জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই আলোচনা হইতে আরও জানা যায় যে, রাজশেখরের 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ঈশ্বরকর্তৃক জগৎসৃষ্টি'-বিষয়ক অভিমত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের সুদৃঢ় যুক্তি ও ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত—

(১) গোতম-প্রণীত ন্যায়সূত্র (৪.১.১৯-২১)

(২) উল্লিখিত সূত্র অবলম্বনে উদ্যোতকারকৃত ন্যায়বার্তিক, জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়-মঞ্জরী (পৃঃ ১৯০-২০৪) ও কণাদসূত্র সম্বন্ধে প্রশস্তপাদভাষ্য (পৃ ৪৮-৪৯)।

বেদ ও পুরাণ প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ সেই ঈশ্বর কোন্ উপাদান-সমূহ দিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন? ঈশ্বর লোকোত্তর ঐশ্বর্যবলে জগৎ সৃষ্টি করেন। রাজশেখর এই সিদ্ধান্তের মতানুবর্তী। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যপ্রসঙ্গে উদয়নাচার্যের কুসুমাঞ্জলি-গ্রন্থের পঞ্চম স্তবকের বর্ধমান-ধৃত কথাগুলি স্মরণীয়—

১ নবম অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর নায়কের উদাহরণ-মূলক উক্তিসমূহ।

২ ... রাজশেখরাদিমহাকবিকাব্যেষু...তদ্বিষয়া মহতী প্রসিদ্ধিঃ। চতুর্থ আশ্বাস, দ্বিতীয়ভাগ পৃষ্ঠা ১১৩

সর্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য ॥

'সর্ব বিষয়ে জ্ঞান, তৃপ্তি, অনাদিবুদ্ধি, স্বাধীনতা, নিত্য শক্তিমত্তা ও অনন্ত ইয়ত্তাহীন শক্তি—এই ছয়টিকে শাস্ত্রজ্ঞগণ বিভু মহেশ্বরের অঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।'

পত্নী অবন্তিসুন্দরী

রাজশেখর-পত্নী অবন্তিসুন্দরী একজন প্রতিভাবতী মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন চৌহাণ-কুলজাতা। সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। মনে হয়, তিনি সাহিত্য-সমালোচনা অবলম্বনে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন; কারণ রাজশেখর কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে[১] তিনবার এই অবন্তিসুন্দরীর অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'কর্পূর-মঞ্জরী'-নাটকও[২] অবন্তিসুন্দরীর ইচ্ছাক্রমেই প্রথম অভিনীত হয়। রাজশেখরের পূর্বে এবং জীবদ্দশায়ও দেশে অবন্তিসুন্দরীর মত সাহিত্য-সমালোচনায় সুনিপুণা কবি, বিদুষী এবং সুরুচিসম্পন্না নারীর যে অভাব ছিল না, তাহার প্রমাণ রাজশেখরের এই মন্তব্যটী—

"পুরুষবৎ যোষিতোঽপি কবীভবেয়ুঃ। সংস্কারো হ্যাত্মনি সমবৈতি, ন স্ত্রৈণং পৌরুষং বা বিভাগমপেক্ষতে। শ্রূয়ন্তে দৃশ্যন্তে চ রাজপুত্র্যো মহামাত্রদুহিতরো গণিকাঃ কৌতুকিভার্যাশ্চ শাস্ত্রপ্রহতবুদ্ধয়ঃ কবয়শ্চ।" (কাব্যমীমাংসা; দশম অধ্যায়)

পুরুষেরা যেমন স্ত্রীলোকেরাও তেমন কবি হইতে পারেন; কারণ, সংস্কার বা বিদ্যাবত্তাপ্রভৃতি আত্মায় সমবেত হয়; ইহা স্ত্রী-সম্বন্ধীয় বা পুরুষ-সম্বন্ধীয় জাতি বা লিঙ্গবিভাগের উপর নির্ভর করে না। শোনা যায় এবং দেখাও যায়, রাজকন্যা, মন্ত্রিকন্যা, বেশ্যা, নট-স্ত্রী, ঐন্দ্রজালিক-স্ত্রী বা রসিকা পত্নীগণও শাস্ত্রে বুদ্ধি মার্জিত করিয়াছেন ও কবি হইয়াছেন।

বাৎস্যায়ন-কামসূত্রেও (১.৩.১২) অনুরূপ মন্তব্য আছে—'সন্ত্যপি খলু শাস্ত্রপ্রহত-বুদ্ধয়ো গণিকা রাজপুত্র্যো মহামাত্রদুহিতরশ্চ।' অবন্তিসুন্দরীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ

১ (১) 'ইয়মশক্তির্ন পুনঃ পাকঃ' ইতি অবন্তিসুন্দরী: কাব্যমীমাংসা, পঞ্চম অধ্যায়।
(২) 'বিদগ্ধভণিতিভঙ্গিনিবেদ্যং বস্তুনো রূপং ন নিয়তস্বভাবম্' ইতি অবন্তিসুন্দরী।
(৩) 'এবমাদিভিঃ কারণৈঃ শব্দহরণে অর্থহরণে চাভিরমেত' ইতি অবন্তিসুন্দরী।

২ দ্রষ্টব্য পাদটীকা পৃষ্ঠা ৬.১

হইয়া রাজশেখর তাঁহার নাটকসমূহে বিভিন্ন কবিতা-রচনা-নিপুণ নারী-চরিত্রের সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। সূক্তিমুক্তাবলী-গ্রন্থে রাজশেখরের নামে প্রচলিত কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। পত্নী অবন্তিসুন্দরীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন-হিসাবে রাজশেখর ঐ কবিতাগুলির মাধ্যমে শীলাভট্টারিকা, বিকটনিতম্বা, বিজয়াঙ্কা ও প্রভুদেবী নামক চারিজন বিখ্যাত মহিলা-কবির প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। রাজশেখর বলিয়াছেন—

শব্দার্থয়োঃ সমো গুম্ফঃ পাঞ্চালী রীতিরুচ্যতে।
শীলাভট্টারিকা বাচি বাণোক্তিষু চ সা যদি॥
কে বৈকটনিতম্বেন গিরাং গুম্ফেন রঞ্জিতাঃ।
নিন্দন্তি নিজকান্তানাং ন মৌগ্ধ্যমধুরং বচঃ॥
সরস্বতীব কর্ণাটি বিজয়াঙ্কা জয়ত্যসৌ।
যা বৈদর্ভগিরাং বাসঃ কালিদাসাদনন্তরম্॥
সূক্তীনাং স্মরকেলীনাং কলানাং চ বিলাসভূঃ।
প্রভুর্দেবী কবির্লাটী গতাপি হৃদি তিষ্ঠতি॥

আবির্ভাব-কাল

সংস্কৃত সাহিত্যে কোনও কবি বা নাট্যকারের আবির্ভাবকাল-নির্ধারণ এক দুরূহ ব্যাপার; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্যিক রাজশেখরের কাল ও বাসস্থান সহজেই নির্ধারণ করা যায়। গ্রন্থকার নিজেই এই সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। রাজশেখর ন্যূনকল্পে চারিখানি নাট্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজশেখর রাজা নির্ভয়-মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় ছিলেন। মহেন্দ্রপালের পুত্র রাজা মহীপালও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মধ্যদেশের রাজধানী কনৌজে মহীপাল রাজত্ব করিতেন। ৯১৭-৯১৮ খৃষ্টাব্দের অস্‌নি শিলালিপি এবং সিয়োদোনি শিলালিপি[১] হইতে জানা যায় যে, কনৌজের রাজা মহেন্দ্রপাল ও মহীপাল গুর্জর-প্রতিহার-বংশের লোক। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিভাগীয় প্রমাণ অনুসারে মহেন্দ্রপাল ও মহীপালের রাজত্বকাল যথাক্রমে খৃষ্টাব্দ ৮৯০ হইতে ৯০৮ এবং ৯১০ হইতে ৯৪০ খৃষ্টাব্দ। খুব সম্ভবতঃ রাজশেখর এই দুই রাজার সভাকবি ছিলেন। তবে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় মহেন্দ্রপালের সভায় অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়াই

১ Epigraphia Indica Vol. I. পৃঃ ১৭১.

মনে হয়—কারণ, তাঁহার সকল নাট্যগ্রন্থেই মহেন্দ্রপালকে তিনি তাঁহার শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহীপাল তাঁহার রাজত্বের কেবল প্রথম দিকে রাজশেখরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়; কারণ মহীপালের উপস্থিতিতে 'বালভারত' নামে যে একখানি নাটক অভিনীত হইবার কথা, তাহাও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। আর এই আরব্ধ অসম্পূর্ণ নাটকই সম্ভবতঃ রাজশেখরের শেষ রচনা। তাই, ৮৮০ হইতে ৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে রাজশেখরের সাহিত্যিক জীবন-কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

চণ্ডকৌশিক-নাটকের রচয়িতা আর্যক্ষেমীশ্বরের সহিত লেখক রাজশেখরের যোগাযোগ-আলোচনাটি এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। বঙ্গদেশের পালবংশীয়[১] মহীপালের সভাকবি বলিয়া ক্ষেমীশ্বরকে ধরা হইত। কিন্তু নিম্নলিখিত প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, ক্ষেমীশ্বর গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় মহীপালের সভাকবি ছিলেন এবং রাজশেখরের শেষ বয়সের সহকর্মী ছিলেন অথবা সম্ভবতঃ তিনি রাজশেখরের মৃত্যুর পরে মহীপালের সভাকবি নির্বাচিত হন।

ক্ষেমীশ্বর-কর্তৃক উল্লিখিত মহীপাল এবং গুর্জর-প্রতিহার বংশের রাজা মহীপাল যে একই ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। ক্ষেমীশ্বর বলেন যে, মহীপাল কর্ণাটদিগকে পরাজিত করিয়া চাণক্যের নেতৃত্বে নন্দবংশধ্বংসকারী মৌর্য-চন্দ্রগুপ্তের[২] পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব, চতুর্থ গোবিন্দের ক্যাম্বে অনুশাসন ও খজুরহো[৩] শিলালিপিতে উল্লিখিত ঘটনাসমূহ মনে রাখিয়াই ক্ষেমীশ্বর এই মন্তব্য করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা জানি যে, রাষ্ট্রকুট-অধিপতি তৃতীয় ইন্দ্র (আনুমানিক ৯১৫-৯১৭ খৃষ্টাব্দ) কনৌজরাজ মহীপালকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। মহীপাল বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। একমাত্র চন্দেল-রাজ হর্ষদেবের সহায়তায় তিনি এই ব্যাপারে কৃতকার্য হন। আর্য-ক্ষেমীশ্বর চন্দেল-রাজের সহায়তায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজা মহীপালের রাষ্ট্রকুট-বিজয়কে চাণক্যের সহায়তায়

১ চণ্ড-কৌশিক নাটকের প্রস্তাবনায় ক্ষেমীশ্বরের পৃষ্ঠপোষক রাজা মহীপালের উল্লেখ করিয়াছেন। এই মহীপাল পালবংশীয় নহেন। দ্রষ্টব্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'Palas of Bengal' পৃঃ ৭৩, Pala chronology in J. B. O. R. S. XIV. পৃঃ ৫১২, ৫১৮-১৯.

২ যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতিগহনামার্যচাণক্যনীতিং জিত্বা নন্দান্ কুসুমনগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়।
কর্ণাটত্বং ধ্রুবমুপগতানদ্য তানেব হন্তুং দোর্দর্পাঢ্যঃ স পুনরভবচ্ছ্রীমহীপালদেবঃ॥
—চণ্ডকৌশিক প্রথম অঙ্ক।

৩ Epigraphia Indica. Vol. VII পৃঃ ২৬-৪৭

মৌর্যচন্দ্রগুপ্তের নন্দবংশধ্বংসের সহিত তুলনা করিয়াছেন[১]। তবে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রাজশেখর এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, রাষ্ট্রকুটবাসিদিগের সহিত যুদ্ধটি রাজা মহীপালের রাজত্বের শেষ দিকেই ঘটিয়াছিল। আর ক্ষেমীশ্বর খুব সম্ভবতঃ এমন এক সময়ে মহীপালের সভাকবি ছিলেন, যখন রাজশেখর সেই সভা পরিত্যাগ করিয়াছেন অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

রাজশেখরের সাহিত্যিক জীবন-কাল যে ৮৮০ হইতে ৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার সপক্ষে আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যায়। রাজশেখর কাব্যমীমাংসায় গৌড়বহো-রচয়িতা বাক্‌পতিরাজের[২] বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়ের (৭৭৯ হইতে ৮১৩ খৃষ্টাব্দ রাজত্বকাল) সভাপতি উদ্ভটের[৩] অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন; কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মার রাজত্বকালের (৮৫৭ হইতে ৮৮৪ খৃষ্টাব্দ) গ্রন্থকার আনন্দবর্ধনের[৪] বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। ৯৬০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ সোমদেব-রচিত যশস্তিলকচম্পূ[৫] কাব্যে ও ৯৯০ খৃষ্টাব্দের সোড্‌ঢল[৬]-কৃত প্রশস্তি ও অভিনবগুপ্তের[৭] অভিনবভারতীতে রাজশেখরের উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রাজশেখরের সাহিত্যিক জীবনকাল ৮৮০ হইতে ৯২০ খৃষ্টাব্দ।

রাজশেখরের গ্রন্থাবলী ও তাহার কালক্রম

'বাল-রামায়ণ'-নামক নাটকের প্রস্তাবনায় রাজশেখর বলিয়াছেন যে, 'তিনি ছয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যখন সমালোচকগণ বলিলেন যে, তাঁহার নাটকগুলি অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ, তখন রাজশেখর তাঁহার রচিত ছয়খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে

১ J. O. R. Madras. VI. পৃঃ ১৯ -১৯৮.

২ "ন" ইতি বাক্‌পতিরাজঃ। কাব্যমীমাংসা দ্বাদশ অধ্যায় আদি

৩ "তস্য চ ত্রিধাঽভিধাব্যাপারঃ" ইত্যোদ্ভটাঃ।" কাব্যমীমাংসা ষষ্ঠ অধ্যায় আদি
"অস্তু নাম নিঃসীমো………কাব্যানি ইত্যোদ্ভটাঃ।" ঐ নবম অধ্যায় মধ্য।

৪ "প্রতিভাব্যুৎপত্ত্যোঃ প্রতিভা শ্রেয়সী" ইত্যানন্দঃ। কাব্যমীমাংসা পঞ্চম অধ্যায় আদি।

৫ যশস্তিলকচম্পূ ৪. ২. পৃঃ ১১৩

৬ উদয়সুন্দরীকথা, অষ্টম উচ্ছ্বাস

৭ গাইকোয়ার ওরিয়েণ্টাল সীরিজ সংস্করণের নাট্যশাস্ত্র-অভিনবভারতী পৃঃ ৩৪২

অধ্যয়ন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া উত্তর[১] দিলেন যে, নাটকগুলি সার্থক না নিরর্থক, তাহা বিচারসাপেক্ষ। বালরামায়ণ রচনার পূর্বেই যে তিনি ছয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, উল্লিখিত মন্তব্যই সে বিষয়ে প্রমাণ।

অধ্যাপক স্টেন কোনো[২] মনে করেন যে, কর্পূরমঞ্জরী তাঁহার নাট্য-গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রথম রচনা। তাঁহার যুক্তি এই যে, অন্যান্য নাট্যগ্রন্থগুলি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজগণের নির্দেশে বা অনুরোধে অভিনীত হইয়াছিল; কিন্তু 'কর্পূরমঞ্জরী' প্রথম অভিনীত হইয়াছিল তাঁহার পত্নী অবন্তিসুন্দরীর অনুরোধে। ইহা একটু অস্বাভাবিক। স্টেন কোনোর অভিমতের বিরুদ্ধ যুক্তিটী আরও দৃঢ় হইয়া উঠে, যখন দেখা যায় যে, রাজশেখর 'কবিরাজ'-পদবী[৩] লাভ করার পরে 'কর্পূরমঞ্জরী' রচনা করিয়াছিলেন। (পরে 'হরবিলাস'-কাব্যরচনা সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য)

বিদ্ধশালভঞ্জিকা এবং বালরামায়ণ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা; ইতোমধ্যে গ্রন্থকার অনেক খ্যাতি ও প্রবীণতা অর্জন করিয়া ফেলিয়াছেন। খুব সম্ভব, বালভারত তাঁহার শেষ রচনা, কারণ, পাঁচ বা সাত বা তাহার অধিক-সংখ্যক অঙ্কের পরিবর্তে এই নাটক মাত্র দুই অঙ্কে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে এবং ইহাতে সম্পূর্তি-জ্ঞাপক ভরতবাক্য সংযোজিত হয় নাই।

এই চারিখানি গ্রন্থ ছাড়া, আরও দুইখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন; (১) কাব্যমীমাংসা (২) হরবিলাসকাব্য। এই হরবিলাসকাব্য আজিও অজ্ঞাত বা লুপ্ত; তবে পরবর্তীকালের বিভিন্ন গ্রন্থকার[৪] ইহা হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজশেখরের রচিত হরবিলাস-কাব্যনামে একখানি গ্রন্থ ছিল।

রাজশেখরের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি আঠারটী সুদীর্ঘ অধিকরণে কাব্যমীমাংসা রচনা করিবেন—প্রতিটী অধিকরণে আবার থাকিবে অনেকগুলি অধ্যায়; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থের 'কবি-রহস্য' নামক প্রথম অধিকরণ ব্যতীত অন্য সমস্ত অংশ

১ ব্রূতে যঃ কোঽপি দোষং মহদিতি সুমতির্বালরামায়ণেঽস্মিন্
প্রষ্টব্যোঽসৌ পটীয়ানিহ ভণিতিগুণো বিদ্যতে বা নবেতি।
যদ্যস্তি স্বস্তি তুভ্যং ভব পঠনরুচির্বিদ্ধি নঃ ষট্ প্রবন্ধান্
নৈবং চেদ্দীর্ঘমাস্তাং নটবটুবদনে জর্জরা কাব্যকথা।—বালরামায়ণ ১. ১২.

২ কর্পূরমঞ্জরী, হার্বার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরীজ সংস্করণ পৃঃ ১৮৪

৩ ঐ ১. ৯.

৪ হেমচন্দ্রকৃত কাব্যানুশাসন পৃঃ ৩৩৪-৩৩৫; উজ্জ্বলদত্ত ২. ২৮.

লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না যে, রাজশেখর বালভারত ও কাব্যমীমাংসাশীর্ষক দুইখানি গ্রন্থই অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। অন্ততঃ কাব্যমীমাংসা সম্পূর্ণ রচিত হইয়াছিল; কারণ, 'কবিরহস্য'-অধিকরণের প্রথম দিকে প্রায়ই পরবর্তী অধ্যায় বা অধিকরণের আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ আছে[১]। অতএব, বালভারত যে তাঁহার শেষ-রচনা তাহাই প্রতিপাদিত হয়।

'কাব্যানুশাসনবিবেকে' হেমচন্দ্র রাজশেখররচিত 'হরবিলাস'গ্রন্থখানি গ্রন্থকার-নামাঙ্কিত কাব্যের উদাহরণ-হিসাবে ধরিয়াছেন[২]। হেমচন্দ্র হরবিলাসের প্রথম সর্গ হইতে দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন[৩]; প্রথমটী আশীর্বাণী ও দ্বিতীয়টী সুজন[৪] ও দুর্জনবর্ণনাবিষয়ক। উজ্জ্বলদত্তও[৫] হরবিলাস হইতে একটী কবিতার দুইটী চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই 'হরবিলাস' মহাপ্রবন্ধ বা মহাকাব্যশ্রেণীর একখানি গ্রন্থ। ইহার প্রথম বা অন্তিম সর্গে 'বিশেষকবিপ্রশংসা'-মূলক কতকগুলি পদ্য থাকা সম্ভবপর—কারণ, জাল্হান-সংগৃহীত সূক্তিমুক্তাবলীতে কবিপ্রশস্তিজ্ঞাপক কবিতার উদ্ধৃতিমধ্যে রাজশেখরের নামে অনেকগুলি কবিতা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ হর্ষচরিত, তিলকমঞ্জরী, উদয়সুন্দরীপ্রভৃতি আখ্যায়িকা বা কথাশ্রেণীর কাব্যেই কবির বংশ-পরিচয় ও প্রাচীন কবিগণের প্রশস্তি পাওয়া যায়; তবে মহাকাব্যেও প্রাচীন কবিগণের উল্লেখ দেখা যায়। মঙ্খক তাঁহার শ্রীকণ্ঠচরিতে প্রাচীন ও সমসাময়িক কবিদিগের উল্লেখ করিয়াছেন এবং সোমেশ্বর তাঁহার কীর্তিকৌমুদীতে প্রাচীন কবিদিগের প্রশস্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাব্যের মুখবন্ধে প্রাচীন

---

১ কাব্যমীমাংসা—দ্বিতীয় অধ্যায় আদি (অলংকারব্যাখ্যানস্ত পুরস্তাৎ);
তৃতীয় অধ্যায় শেষ (রীতয়স্তিস্রস্তাস্ত পুরস্তাৎ);
চতুর্থ অধ্যায় আদি (তমৌপনিষদিকে বক্ষ্যামঃ) ইত্যাদি

২ কাব্যানুশাসনবিবেক পৃঃ ৩৩৫—'স্বনামাঙ্কতা যথা রাজশেখরস্য হরবিলাসে'

৩ আশীর্যথা হরবিলাসে—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম শ্রুতীনাং মুখমক্ষরম্।
প্রসীদতু সতাং স্বান্তেম্বেকং ত্রিপুরুষীময়ম্।

৪ সুজনদুর্জনস্বরূপং যথা হরবিলাসে—

ইতস্ততো ভষন্ ভূরি ন পতেৎ পিশুনঃ শুনঃ।
অবদাততয়া কিঞ্চ ন ভেদো হসতঃ সতঃ।

৫ দশাননক্ষিপ্তখুরপ্রখণ্ডিতঃ কচিদ্‌গতার্ধো হরদীধিতির্যথা ইতি হরবিলাসে ২. ২৮,

কবিদিগের প্রশংসা করিবার রীতি দ্বাদশ শতকের প্রাকৃত-কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন, বিখ্যাত হেমচন্দ্রের গুরু দেবচন্দ্রের 'শান্তিনাথরচিত কাব্য'। কেহ কেহ বলেন, হরবিলাসকাব্যেই উল্লিখিত প্রশস্তিকবিতাগুলি ছিল। যাহাই হউক, এই সকল বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, হরবিলাস একখানি মহাকাব্য এবং কোনও নাটকরচনার পূর্বেই রাজশেখর ইহা রচনা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে আমাদিগের জানা ভাল যে, কোনও লেখকের 'কবিরাজ' উপাধি পাইবার পূর্বে 'মহাকবি' উপাধি পাওয়া প্রয়োজন ; মহাকাব্য[১] না লিখিয়া কেহ কবিরাজের উপজীব্য গভীর ভাবসমষ্টির অধিকারী হইতে পারেন না। রাজশেখর হরবিলাস-মহাকাব্য রচনা করিয়া কর্পূরমঞ্জরীপ্রভৃতি গ্রন্থলেখকের[২] (কবিরাজের) গুণ অর্জন করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, রাজশেখর 'কবিবিমর্শ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; সেই গ্রন্থে সূক্তিমুক্তাবলীতে উল্লিখিত প্রশস্তিজ্ঞাপক কবিতাগুলি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আঠারটী অধিকরণ লইয়া কাব্যসমালোচনার বিরাট গ্রন্থ রচনা করিবার পর রাজশেখর আবার কাব্যবিচারমূলক একখানি গ্রন্থ লিখিবেন, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। কাব্যমীমাংসার পুঁথি আবিষ্কারের পূর্বে এরূপ অনুমান করা হইত যে, উল্লিখিত প্রশস্তিকবিতাগুলি কাব্যমীমাংসায় থাকিতে পারে ; কিন্তু প্রথম অধিকরণে এই কবিতাগুলি নাই। সমগ্র গ্রন্থের আলোচ্য-বিষয়ের যে সূচী আছে, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, যদি প্রশস্তি-কবিতাগুলি কাব্যমীমাংসায় থাকিত, তবে তাহা প্রথম অধিকরণেই থাকিত অন্য অধিকরণে নহে। অতএব, হরবিলাস-কাব্যেই এই প্রশস্তিকরিতা থাকা যুক্তিযুক্ত।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে এইটুকু জানা গেল যে, বালরামায়ণ রচনাকালে মাত্র চারিখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ছয়খানি নহে। তবে রাজশেখর ছয়খানির কথা বলিয়াছেন ;—তাই মনে হয়, বালরামায়ণ রচনাকালে রাজশেখর কাব্যমীমাংসা ও বালভারত নামক দুইখানি পরিকল্পিত ভাবী গ্রন্থেরও হিসাব ধরিয়াছেন।

এই ছয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত রাজশেখর অন্য কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি ? পরবর্তী সুভাষিতাবলীতে রাজশেখরের অন্য কোনও গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি নাই। তবে

---

১ যো অন্যতরপ্রবন্ধে প্রবীণঃ স মহাকবিঃ। যস্তু তত্র তত্র ভাষাবিশেষে তেষু তেষু প্রবন্ধেষু তস্মিংস্তস্মিন্ চ রসে স্বতন্ত্রঃ স কবিরাজঃ।—কাব্যমীমাংসা অধ্যায় পঞ্চম মধ্য।

২ বালকই কইরাও (কর্পূরমঞ্জরী ১. ৯.)

কাব্যমীমাংসার সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে রাজশেখরের 'যস্তু জিগীষত্যধিকং পশ্যাতু মদ্ভুবনকোশমসৌ'-মন্তব্য পড়িয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, রাজশেখর উল্লিখিত ছয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত 'ভুবনকোশ'-নামক অপর একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত ঠিক নহে বলিয়াই মনে হয়।

'কবি-রহস্য' নামক প্রথম অধিকরণের উনবিংশ বা সর্বশেষ অধ্যায়ের নাম 'ভুবনকোশ'।[১] এই 'ভুবনকোশ'-অধ্যায়সহ অবশিষ্ট সতেরটী অধিকরণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কবিরহস্য-অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে বিষয় সূচী দেখিলে জানা যায় যে, ভুবনকোশ প্রথম অধিকরণের শেষ অধ্যায়। (দ্রষ্টব্য পুষ্পিকাবিচার-অংশ)

একথাও হয় তো বলা যাইতে পারে যে, কবিরহস্যের উনবিংশ অধ্যায় হইতে কাব্যমীমাংসার অবশিষ্ট অংশ লেখাই হয় নাই ; লেখক এই বিরাট গ্রন্থ শেষ করিবার পূর্বেই দেহত্যাগ করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, বালভারতের লুপ্ত অঙ্কগুলি অনাবিষ্কৃত পুঁথি হইতে আবিষ্কারের সম্ভাবনা থাকিয়া যায় ; কারণ, রাজশেখর দুইখানি গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রাখিয়া যাইবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

রাজশেখরের জন্মভূমি

নিজের জন্মভূমিসম্পর্কে রাজশেখর তাঁহার রচনাবলীর কোনও স্থলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। কাব্যমীমাংসার সপ্তদশ অধ্যায় এবং বালরামায়ণ পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষের প্রতি জনপদ, প্রতি পর্বত বা নদীর সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি যে কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তথাপি তাঁহার গ্রন্থসমূহের সবিশেষ আলোচনাই এই বিষয়ে একমাত্র অবলম্বন।

বালরামায়ণ-নাটকের প্রস্তাবনায় তাঁহার প্রপিতামহ অকালজলদের উল্লেখ করিয়া রাজশেখর আত্মপরিচয় লিখিয়াছেন—

'মহারাষ্ট্রচূড়ামণেরকালজলদস্য চতুর্থ :'

অর্থাৎ, তিনি মহারাষ্ট্রদেশের কবিশ্রেষ্ঠ অকালজলদের প্রপৌত্র। ইহা হইতে মনে হয়, তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি ছিল মহারাষ্ট্র।

বর্তমান মহারাষ্ট্র ও রাজশেখরের সময়ের মহারাষ্ট্রের মধ্যে আয়তনগত পার্থক্য লক্ষিত হয় অনেক। সেকালে মহারাষ্ট্রদেশের বিস্তৃতি ও ভূসংস্থানের মধ্যে কুন্তল,

দেশকালবিভাগঃ, ভুবনকোশ ইতি কবিরহস্যং প্রথমমধিকরণমিত্যাদি।

বিদর্ভ, লাট এবং চেদিরাজ্যের অংশও পরিগণিত হইত। ইহা ছাড়াও, মধ্যযুগের রাজগণের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে উল্লিখিত ভূমিভাগের সীমারেখারও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, রাজশেখর এই মহারাষ্ট্রের কোন্ অংশের লোক ছিলেন?

রাজশেখরের পূর্বপুরুষ সুরানন্দ চেদিরাজ্যের অধিপতি রণবিগ্রহের কবিমুখ্য ছিলেন। হৈহয়বংশের কোনও কলচুরী রাজপুত্রকে রাজশেখর তাঁহার বিদ্ধশালভঞ্জিকা নামক নাটিকার নায়ক মনোনীত করিয়াছিলেন; এই কলচুরী রাজারা চেদিরাজ্য ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই রাজত্ব করিতেন।

তাঁহার কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা-নামক দুইখানি নাট্যগ্রন্থেরই নায়িকা ছিলেন লাটদেশের রাজকুমারী। আবার, লাটদেশের পরিচয়ও তাঁহার রচনায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। লাটদেশ গুজরাট ও পূর্বখান্দেশ মিলিয়া গঠিত ছিল। লাটদেশের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। কাব্যমীমাংসার পাঠপদ্ধতিপ্রকরণে তিনি লিখিয়াছেন --

পঠন্তি লটভং লাটাঃ প্রাকৃতং সংস্কৃতদ্বিষঃ।
জিহ্বয়া ললিতোল্লাপলব্ধসৌন্দর্যমুদ্রয়া॥

অর্থাৎ, লাটদেশের কবিগণ সংস্কৃতবিদ্বেষী; তাঁহারা প্রাকৃতভাষার কবিতা সুন্দরভাবে পাঠ করেন; কবিতাপাঠের সময় ললিত উচ্চারণহেতু তাঁহাদিগের জিহ্বাসঞ্চালন বড়ই মনোরম হয়। তাঁহাদিগের সংস্কৃত-উচ্চারণ অপেক্ষা প্রাকৃত-উচ্চারণ শ্রুতিমধুর।

বালরামায়ণনাটকে শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যে লাটদেশের বিস্তৃত বর্ণনায় লাটীয়া প্রাকৃতের প্রশংসায় তিনি লিখিয়াছেন—

'যদ্ যোনিঃ কিল সংস্কৃতস্য, সুদৃশাং জিহ্বাসু যন্মোদতে' (১০.৪৮.)

অর্থাৎ এই লাটীয়া প্রাকৃতভাষা সংস্কৃতের আদি উৎস; সুন্দরী নারীগণের বদনে এই ভাষা বড়ই মধুর শোনায়।

এই প্রশস্তি হইতে মনে হয়, রাজশেখর তাঁহার প্রথম জীবনে লাটদেশের রাজার নিকটে ছিলেন; কিন্তু পরে লাটরাজের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্যসূত্র ছিন্ন হয় ও তিনি কনৌজরাজ মহেন্দ্রপালের নিকট চলিয়া আসেন। তাই লাটদেশের এত প্রশংসার পরেও তিনি বালরামায়ণ-নাটকের সীতাস্বয়ংবরপ্রকরণে লাটদেশের রাজাকে বলিয়াছেন লম্পট, মায়াবী ও বেশভূষাবিলাসী;—

প্রতীহারী— কথময়ং বীর-শৃঙ্গার-লম্পটো লাটেশ্বরঃ?

হেমপ্রভা— লাটেশ্বর এষঃ, তদস্মিন্···দীয়ন্তাং সুন্দরকটাক্ষনিক্ষেপাঃ।

সীতা— যঃ প্রতিদিনং মণ্ডনমাত্রব্যাপারে সক্তচিত্তঃ?

প্রতীহারী— স্বভাবেন মায়াবান্ মায়াবী অয়ম্।

রাবণঃ— সত্যং শৃঙ্গার-লম্পট এবায়ং লাটরাজঃ, কিমত্র বীরব্যপদেশেন?

—বালরামায়ণ (দ্বিতীয় অঙ্ক)

আবার, বিদর্ভদেশের বর্ণনা পড়িয়া অনুমান হয়, রাজশেখর বিদর্ভদেশের লোক ছিলেন। বিদর্ভ বর্তমান বেরার হইতে হায়দারাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—ইহা ছিল মহারাষ্ট্রের এক প্রধান অংশ। রাজশেখর এই দেশের নাম লিখিয়াছেন কুন্তলদেশ। বালরামায়ণের তৃতীয় অঙ্কে তিনি বলিয়াছেন—

প্রতীহারী— কথময়ং ক্রথকৈশিকাধিপতিঃ?

হেমপ্রভা— কুন্তলেশ্বর এষঃ। তদস্য দর্শনেন সফলীকুরু নয়ননির্মাণম্।

সীতা— যো মহারাষ্ট্রবরিষ্ঠঃ।

অর্থাৎ, রাজশেখরের সময়ে খুব সম্ভবতঃ বেরারের শাসনকর্তা ছিলেন কুন্তল বা কর্ণাটের রাজা।

বিদর্ভের বর্ণনায় রাজশেখর লিখিয়াছেন—

সুগ্রীবঃ— ভরতাগ্রজ, অয়মগ্রে মহারাষ্ট্রবিষয়ঃ।

রামঃ— যৎ ক্ষৈমং ত্রিদিবায় বর্ত্ম নিগমস্যাঙ্গং চ যৎ সপ্তমম্,
স্বাদিষ্ঠং চ যদৈক্ষবাদপি রসাচ্চক্ষুশ্চ যদ্ বাঙ্ময়ম্।
তদ্ যস্মিন্ মধুরং প্রসাদি রসবৎ কান্তঞ্চ কাব্যামৃতম্,
সোঽয়ং সুভ্রু, পুরো বিদর্ভবিষয়ঃ স্বরস্বতীজন্মভূঃ॥

কিঞ্চ, রতবিদ্যাবিদগ্ধানাং বিভ্রমোল্লেখলম্পটঃ।
নিত্যং কুন্তলকান্তানাং কিংকরো মকরধ্বজঃ॥

অর্থাৎ, এই তো মহারাষ্ট্রদেশ; এই সেই বিদর্ভরাজ্য; এখানেই স্বর্গরাজ্যের মঙ্গলময় সোপানস্বরূপ সপ্তম বেদাঙ্গ বাঙ্ময়ের লীলাভূমি—সে বাঙ্ময় ইক্ষুরস অপেক্ষাও মধুর সরস শোভন প্রসাদগুণযুক্ত কাব্যের আধার। এককথায় বিদর্ভদেশ সরস্বতীর জন্মভূমি। কামকলাবিলাসিনী কুন্তলকামিনীগণের নিকট স্বয়ং মীনকেতু কামদেবও নিত্য দাসের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন।

কাব্যমীমাংসাগ্রন্থের সরস্বতীপুত্র কাব্যপুরুষ ও সাহিত্যবিদ্যাবধূর গান্ধর্ববিবাহ এই বিদর্ভদেশের বৎসগুল্মনগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাভারত বনপর্ব (৮৩.৯), বৃহৎকথামঞ্জরী (১.৩.৪) ও বাৎস্যায়ন-কামসূত্রে (৫.৩.৩৬) বৎসগুল্মের নাম পাওয়া যায়। বিখ্যাত রাজা উদয়নের নাম ও স্মৃতি এই বৎসগুল্মের সহিত জড়িত আছে। ইহার বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

যাহাই হউক, রাজশেখর মহারাষ্ট্রবাসী ছিলেন—সম্ভবতঃ, বেরারপ্রদেশের কোনও অংশে ছিল তাঁহার জন্মভূমি। মহারাষ্ট্রের অধিবাসী বলিয়া তিনি মহারাষ্ট্রের নিকটবর্তী অন্ধ্র, দ্রবিড়, কর্ণাট, লাটপ্রভৃতিদেশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাই, পরিহাসচ্ছলে আলংকারিক ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার 'ঔচিত্যবিচারচর্চা'-নামক গ্রন্থে দেশবিষয়ক অনৌচিত্যের উদাহরণে লিখিয়াছেন—

কার্ণাটীদশনাঙ্কিতঃ শিতমহারাষ্ট্রীকটাক্ষক্ষতঃ,
প্রৌঢ়ান্ধ্রীস্তনপীড়িতঃ প্রণয়িনী-ভ্রূ-ভঙ্গবিত্রাসিতঃ।
লাটীবাহুবিবেষ্টিতশ্চ, মলয়স্ত্রীতর্জনীতর্জিতঃ,
সোঽয়ং সম্প্রতি রাজশেখরবারাণসীং বাঞ্ছতি॥

অর্থাৎ, যৌবনতরঙ্গে উচ্ছলচিত্ত রাজশেখর কর্ণাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, লাট, মলয়-প্রভৃতি দেশের অধিবাসিনী বহু বিলাসিনী প্রণয়িনীর সঙ্গসুখ উপভোগ করিয়া সম্প্রতি বৃদ্ধবয়সে মোক্ষধামের যাত্রী হইয়া বারাণসীতীর্থে বসবাসের ইচ্ছা করিতেছেন।

অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রাজশেখর মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেরারের অধিবাসী ছিলেন ও দক্ষিণাপথের নানাদেশের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন।

রাজশেখরের কনৌজ ও পঞ্চালপ্রীতি

যদিও রাজশেখরের পৈত্রিক দেশ ও জন্মভূমি ছিল মহারাষ্ট্র, তথাপি কনৌজ-রাজের উপাধ্যায় তাঁহার মহোদয় বা কনৌজ এবং পঞ্চালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সপ্তদশ[১] অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন যে, মহোদয়কে মূল ধরিয়া দিক্‌পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে; আবার তৃতীয় অধ্যায়ে তিন মহোদয়[২] বাসিনী সুন্দরীদিগের বেশ-ভূষার জয়গান করিয়াছেন।[৩]

১ "তত্রাপি মহোদয়ং মূলমবধীকৃত্য" ইতি যাযাবরীয়ঃ
—কাব্যমীঃ অধ্যায় ১৭, মধ্য

২ তাটঙ্কবল্গনতরঙ্গিতগণ্ডলেখমানাভিলম্বি দরদোলিততারহারম্।
আশ্রোণিগুল্ফপরিমণ্ডলিতোত্তরীয়ং বেষং নমস্যত মহোদয়সুন্দরীণাম্॥
—কাব্যমীঃ অধ্যায় ৩, মধ্য।

৩ ইদং পুনস্ততোঽপি মন্দাকিনীপরিক্ষিপ্তং মহোদয়ং নাম নগরং দৃশ্যতে।

বালরামায়ণেও তিনি কনৌজকে মহাপবিত্র[1] স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কনৌজের নারীগণের বেশভূষা, কবরীরচনা, অলংকারধারণ, প্রসাধন, বচনবিন্যাস অন্যান্য স্থানের নারীগণ শিক্ষা করিবার জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। এই একই ভাবে পঞ্চালকে বলিয়াছেন অন্তর্বেদীর[2] শিরোভূষণ। পঞ্চালবাসিগণ নিত্য নূতন ও সুরুচিপূর্ণ রচনা ভালবাসেন; এই দেশের কবিগণের রচনা সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত; তাঁহাদিগের আবৃত্তি যেন কর্ণকুহরে অমৃত সিঞ্চন করিয়া থাকে।

আবিষ্কৃত-গ্রন্থসমূহের পরিচয়

রাজশেখরের গ্রন্থসমূহের মধ্যে যেগুলি আবিষ্কৃত তথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি পরিচয় প্রদত্ত হইল। গ্রন্থগুলি নিম্নরূপ—(১) বালরামায়ণ (২) বালভারত (৩) কর্পূরমঞ্জরী (৪) বিদ্ধশালভঞ্জিকা (৫) কাব্যমীমাংসা।

বালরামায়ণ

বালরামায়ণ দশ অঙ্কে রচিত একখানি নাটক। রামায়ণের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণবধের পর রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও সিংহাসনে আরোহণপর্যন্ত এই নাটকের আখ্যানভাগ বিস্তৃত। বিশাল আয়তন ও বিচিত্র সংগ্রথনের ফলে

---

১ শশ্বৎ সুধামবসুধামাহিতং দ্বিবন্তিনে গাহিতং ভবতি গাধিপুরং পুরস্তাৎ।
বৈদেহি দেহি! শফরীসদৃশং দৃশং তদস্মিন্নিতম্বিনি নিতম্ববহদ্ধ্যাসিন্ধৌ॥
ইদং স্বয়ং সর্বমহাপবিত্রং পরম্পবালঙ্করণৈকহেতুঃ।
পুরং চ হে জানকি কান্যকুব্জং সরিচ্চ গৌরীপতিমৌলিমালা॥
যো মার্গঃ পরিধানকর্মণি গিরাং যো সূক্তিমুদ্রাক্রমো
ভঙ্গির্যা কবরীচয়েষু রচনং যদ্ভূষণালীষু চ।
দৃষ্টং সুন্দরি কান্যকুব্জললনালোকৈরিহান্যচ্চ যৎ—
চ্ছিক্ষন্তে সকলাসু দিক্ষু তরসা তৎ কৌতুকিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ॥
—বালরামায়ণ, অঙ্ক ১০.৮৯-৯০.

২ ইমে অন্তর্বেদীভূষণং পাঞ্চালাঃ
যত্রার্যে ন তথানুরজ্যন্তি কবিগ্রামীণগীগুম্ফনে
শাস্ত্রীয়াসু চ লৌকিকীষু চ যথা ভব্যাসু নব্যোক্তিষু।
পাঞ্চালাস্তব পশ্চিমেন ত ইমে বামা গিরাং ভাজনাঃ
তদ্দৃষ্টৈরতিথীভবন্তু যমুনাং ত্রিস্রোতসং চান্তরা॥
—বালরামায়ণ, অঙ্ক ১০.৮৬

বালরামায়ণ একখানি নাট্যাকৃতি কাব্যে পরিণত হইয়াছে। বর্ণনাবহুল ও ভাবালুতাপূর্ণ কবিতার সংখ্যা ইহাতে প্রায় সাতশত আশী। একমাত্র প্রস্তাবনা-অংশই কুড়িটী কবিতা লইয়া একটি অঙ্কের আকৃতি ধারণ করিয়াছে। আবার প্রতিটি অঙ্কও যেন এক একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি নাটক—কবিতার সংখ্যা প্রতি অঙ্কে সত্তর হইতে একশত পর্যন্ত। ছন্দোবৈচিত্র্যে রাজশেখর মুক্তহস্ত। একমাত্র বালরামায়ণেই স্রগ্ধরা ও শার্দুলবিক্রীড়িত-ছন্দে রচিত কবিতার সংখ্যা প্রায় তিনশত। এই বিপুল-কলেবর নাটক যে কিভাবে মঞ্চে অভিনীত হইত, তাহা ভাবিতেও বিস্ময় জাগে। কিন্তু, রাজশেখর সদর্পে ঘোষণা করিয়াছেন, এই নাটক যদিও দীর্ঘতাহেতু অভিনয়ের উপযোগী না হয়, তথাপি ছন্দোবৈচিত্র্যহেতু শ্রব্যকাব্যহিসাবে পাঠ করিলে নিশ্চয়ই আনন্দ পাওয়া যাইবে।[১]

আখ্যানভাগ-রচনায় রাজশেখর অন্ধভাবে মহর্ষি বাল্মীকিকে অনুসরণ করেন নাই। সীতার প্রতি রাবণের কামজ মোহই রাম-রাবণের সংঘর্ষের প্রধান কারণ। রাবণের ব্যর্থ অভিলাষ ও কামোন্মত্ততা শেষপর্যন্ত একটি হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। যে পরশুরাম রাবণের নিত্য-সহায়, তিনিও রাবণের আচরণে বিরক্ত হইয়া সাহায্য করিলেন না ; তিনি রাবণকে তিরস্কার ও অপমান করিলেন।

রাজশেখরের রচনায় ভবভূতির ছায়া পড়িয়াছে। কৈকেয়ী-দশরথরূপী দানবদানবী-কর্তৃক মন্থরার মাধ্যমে রামচন্দ্রের নির্বাসন, মাল্যবতের কূটবুদ্ধি, নাটকের মধ্যে নাটকের অবতারণা,—এই সমস্তই শ্রীহর্ষ-ভবভূতির ছায়ামাত্র। তরুলতা মেঘবিদ্যুৎ-সমূহের নিকট বিরহবিধুর রাবণকর্তৃক আপন প্রিয়ার বার্তা-আহরণ, সংবৎসরে ষড়্ঋতুর চক্র-আবর্তন, পশু-পক্ষি-নদী-কান্তারের মর্মস্পর্শী আবেদন—এ সকলই তো বিক্রমোর্বশীয় নাটকের বিরহকাতর উন্মাদগ্রস্ত নায়ক পুরূরবার করুণ বচনের প্রতিধ্বনি।

রাজশেখরের বর্ণনায় প্রাচুর্য আছে, আবেগ আছে—কিন্তু সে আবেগ উপলব্যথিতগতি স্রোতস্বিনীর মত বহিয়া চলিয়াছে বিলম্বিত মন্থর গমনে। রাজশেখরের প্রকৃতি কাব্যধর্মী ; নাট্যরূপ তাঁহার কবিমানসের সাহিত্যিক প্রকাশের বাহন মাত্র। তিনি নাটক রচনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে কাব্যই রচনা

১ প্রষ্টব্যোঽসৌ পটীয়ানিহ ভণিতিগুণো বিদ্যতে বা নবেতি।
যদ্যস্তি স্বস্তি তুভ্যং ভব পঠনরুচির্বিদ্ধি নঃ ষট্প্রবন্ধান্ ॥
—বালরামায়ণ ১. ১২

করিয়াছেন। উষা-সন্ধ্যার অপূর্বরাগে গিরি-সাগরের স্থির-চঞ্চল মৌন-মুখর সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাসে যে বিশ্বরূপ প্রতিক্ষণ কবির মানসমুকুরে ছায়াপাত করিতেছে, রাজশেখর বিচিত্র ছন্দে সেই ছায়ার মায়াকে কায়াদানের চেষ্টা করিয়াছেন ; সেই চেষ্টা তাঁহার ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার ছন্দের কারুকার্যে নগ-নদী অরণ্য-প্রান্তর, জল-স্থল, মর্ত্যভূমি-চন্দ্রলোক—ইহারা সকলেই এই বালরামায়ণ-নাটকখানিতে উদ্ভাসিত তথা সৌন্দর্যমণ্ডিত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আপন মহিমায় স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে

বালভারত

জাতীয় মহাকাব্য অবলম্বনে রাজশেখর বালভারত-নামক আরও একখানি নাটক রচনা করেন। এই নাটকখানির আখ্যানভাগ গৃহীত হইয়াছে মহাভারত হইতে। ইহা 'প্রচণ্ডপাণ্ডব'-নামেও পরিচিত। আয়তন ও বিষয়বস্তুবিন্যাসের দিক্ হইতে ইহা বালরামায়ণের মতই রচিত হইতেছিল ; কিন্তু তাহা সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহার মাত্র দুইটি অঙ্ক পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম অঙ্কের আখ্যান-অংশ দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভার নাট্যরূপ ; আর দ্বিতীয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছে অক্ষক্রীড়া, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও পাণ্ডবগণের বনগমনের দৃশ্যগুলি।

এই স্বল্প পরিসরের মধ্যেও রাজশেখরের কবিপ্রতিভা ছন্দোবৈচিত্র্যে ও ভাব-সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছে। কবিতাগুলি যেন ছিন্ন মেঘের অভ্যন্তর হইতে শরৎকালের স্নিগ্ধ-মধুর রৌদ্রের মত পাঠকের মনে একটি সরস পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আবার অন্যদিকে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের উদ্যম ও কেশাকর্ষণের চিত্রগুলির মধ্যে 'কবিরাজ' রাজশেখরের প্রতিভার তীব্রচ্ছটা মানবমনের আদিমপ্রবৃত্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার একটি নগ্ন বাস্তব দিক্ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। দুর্যোধন-দুঃশাসনকৃত দ্রৌপদীর নিদারুণ অপমানের চিত্র সামান্য কয়েকটি স্থূল রেখায় অঙ্কিত হইলেও সহৃদয় পাঠকের চিত্তকে ক্রোধের রৌদ্ররাগে রক্তিম করিয়া দিয়াছে। পরবর্তী দৃশ্যে যখন দেখা গেল যে, হস্তিনাপুরের রাজভবন অন্ধকার করিয়া পাণ্ডুপুত্রগণ বনগমনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সহৃদয় দর্শকের অন্তস্তলে নৈরাশ্য ও বিষাদের ছায়া কালরাত্রির অন্ধকারের মত ঘনীভূত হইয়া আসিল ; একটি কারুণ্যের দুঃসহ বেদনা মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। 'রৌদ্ররসের উদ্ধত রাগ দীনতার পাণ্ডুচ্ছায়ায় মিলাইয়া গেল।'

কর্পূরমঞ্জরী

রাজশেখর আরও দুইখানি নাট্যজাতীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আয়তনে ইহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। দুইখানিই চারি অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথমখানি সট্টকজাতীয় 'কর্পূরমঞ্জরী' ও দ্বিতীয়খানি নাটিকাশ্রেণীর 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'। গ্রন্থ-দুইখানির মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ তেমন কিছু লক্ষিত হয় না; তবে ভাষাগত ভেদ বহুলাংশে বর্তমান। 'কর্পূরমঞ্জরী' আদ্যোপান্ত প্রাকৃতভাষায় রচিত। সট্টক ও নাটিকার ভেদসম্পর্কে রাজশেখর বলেন যে, সট্টকে প্রবেশক ও বিষ্কম্ভক দৃশ্য নাই; আর সট্টকে একপ্রকার বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গীর প্রচলন আছে, নাটিকায় তাহা নাই। ভারতীয় সাহিত্যে এই কর্পূরমঞ্জরী ও রম্ভামঞ্জরী ভিন্ন সট্টকজাতীয় আর কোনও নাট্যগ্রন্থ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

(ক) সট্টকবিচার

বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্যদর্পণে সট্টকের যে সংজ্ঞা বা লক্ষণ লিখিয়াছেন, তাহা এই 'কর্পূরমঞ্জরী'-গ্রন্থেরই একটি প্রকৃতিগত সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র। * *

সট্টক ছিল প্রথমতঃ একপ্রকারের নৃত্যবিশেষ। ভরহুত শিলালেখে নৃত্য-গীতসম্পর্কে সাড়িকা-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; ডক্টর হোর্নল মনে করেন, ইহা সংস্কৃত সাটক-শব্দভব। নৃত্য যে সট্টক-অভিনয়ের একটি আবশ্যিক অঙ্গ ছিল, তাহা কর্পূরমঞ্জরীর প্রস্তাবনার 'সট্টকং ণচ্চিদব্বং' উক্তি হইতে বোঝা যায়।

ভাবপ্রকাশন-গ্রন্থের সট্টকের সংজ্ঞাও এই উক্তির অনুরূপ—

'সট্টকং নাটিকাভেদো নৃত্যভেদাত্মকং প্রিয়ে।' (পৃষ্ঠা ২৬৯).

নাট্যজাতীয় রচনাহিসাবে সট্টকের প্রয়োগ কোন্ সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র বা ধনঞ্জয়ের দশরূপকে সট্টকের উল্লেখ নাই। অগ্নিপুরাণে (৩৩৮.২) সট্টকের উল্লেখ থাকিলেও, তাহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে তেমন নিশ্চয়তা নাই। কর্পূরমঞ্জরীর প্রস্তাবনায় সট্টকের সংজ্ঞা দেওয়ায় মনে হয়, রাজশেখরের সময়ে সট্টকজাতীয় নাট্যের সহিত লোকে তেমন পরিচিত ছিল না। অন্য কোনও নাট্যজাতীয় রচনার প্রস্তাবনায় এরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায় না।

সট্টকের যথার্থ প্রকৃতিসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কাহারও মতে, ইহা তোটক জাতীয়; আবার কাহারও মতে, ইহা নাটিকার প্রকারভেদ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে সট্টকের ভাষাসমস্যা লইয়া। সাহিত্যদর্পণকার

বলেন, সট্টক কেবলমাত্র প্রাকৃতে রচিত (সট্টকং প্রাকৃতাশেষপাঠ্যং স্যাদপ্রবেশকম্—সাহিত্যদর্পণ, ৬. ২৮৪)। তবে সকল সময়েই এরূপ ছিল না। রাজশেখর সট্টকের সংজ্ঞা দিলেও তাহার ভাষাবিষয়ে তিনি নীরব। উপরন্তু, সংস্কৃত বর্জন করিয়া কেবল প্রাকৃত-ব্যবহারের সমর্থনে যে প্রশ্নোত্তরী লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, সট্টকে সংস্কৃত ভাষাও ব্যবহৃত হইত।

একশ্রেণীর লোকের অভিমত এই যে, সট্টকে অন্ততঃপক্ষে রাজা প্রাকৃতভাষী হইবেন না।

"ন বদেৎ প্রাকৃতীং ভাষাং রাজেতি কতিচিজ্জগুঃ"

—ভাবপ্রকাশন, পৃষ্ঠা ২৬৯

রাজ-মর্যাদা বজায় রাখিবার কি প্রচেষ্টা! পরক্ষণেই জনগণের সহিত আপোষ-মীমাংসা করিয়া ব্যবস্থা হইল, 'আর একটি অভিমত এই যে, রাজা কথা বলিবেন মাগধী বা শৌরসেনী প্রাকৃতে।'

'মাগধ্যা শৌরসেন্যা বা বদেৎ রাজেতি কেচন' (ভাবপ্রকাশন, পৃষ্ঠা ২৬৯)

ঐ একই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, 'প্রকৃষ্টপ্রাকৃতময়ং সট্টকং নামতো ভবেৎ' (পৃষ্ঠা ২৩৪)। 'প্রকৃষ্ট প্রাকৃত' বলিতে 'উচ্চস্তরের প্রাকৃত'ও বুঝাইতে পারে অথবা 'প্রধানতঃ প্রাকৃত'ময়ও বুঝাইতে পারে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে সট্টকে সংস্কৃত থাকা অসম্ভব মনে হয় না।

নাট্যদর্পণ বলেন যে, সট্টক একটি ভাষায় রচিত হয় অর্থাৎ ইহাতে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের যুগপৎ ব্যবহার নাই।

"যস্তেকভাষয়া ভবতি অপ্রাকৃতসংস্কৃতয়া।"

—নাটদর্পণ প্রথম খণ্ড (পৃ ২১৩)।

জৈনকবি নয়চন্দ্রের সট্টকজাতীয় রম্ভামঞ্জরী মিশ্রভাষায় রচিত—রাজার কথাগুলি কেবল সংস্কৃতে, আর সূত্রধারের কথাগুলি রচিত হইয়াছে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে।

স্টেনকোনো[১] ও কীথ[২] মনে করেন, সট্টক ছিল নৃত্য-গাতবহুল জনপ্রিয় একশ্রেণীর গীতাভিনয়। চিত্তাকর্ষক কথোপকথনও ইহাতে সংযোজিত হইত; আর সেই কথোপকথনের ভাষা ছিল সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা—তথাকথিত কথ্য ভাষাটি

১ কর্পূরমঞ্জরী—হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সীরীজ পৃঃ ২০৫

২ Sanskrit Drama পৃঃ ৩৫০

সংস্কৃতও নহে, লেখ্য প্রাকৃতও নহে। শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি শ্রোতার নিকট সে ভাষার তেমন কিছু আকর্ষণ ছিল না।

নাট্যদর্পণ-লেখক সম্ভবতঃ সেই অবস্থাটাই জানাইয়াছেন আভাসে ইঙ্গিতে—

"এতানি চ স্বল্পমাত্ররঞ্জনানিমিত্তত্বাদ্ বৃদ্ধৈরনভিহিতত্বাচ্চ বৃত্তাবেব কীর্তিতানি।"

—নাট্যদর্পণ, পৃষ্ঠা ২১৫

অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলেন, "রাজশেখর খুব সম্ভবতঃ লেখ্য সাহিত্যিক প্রাকৃতে একখানি সট্টক রচনা করিয়া এইশ্রেণীর নাট্যের জনপ্রিয় বহিরাকৃতিটি পুনরুদ্ধারের একটি চেষ্টা করিয়াছেন। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রাজশেখর শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রীনামক উচ্চস্তরের প্রাকৃতমাত্র ব্যবহার করিয়াছেন। তবে দেশী ও আঞ্চলিক উপাদানের যে অল্প-বিস্তর প্রয়োগ তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহার উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ তাঁহার গ্রন্থখানিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা।"

(Indian Historical Quarterly 1931 p. 170)

রাজশেখরের মত শক্তিশালী নাট্যকারের সে চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল। কর্পূর মঞ্জরী অল্পদিনের মধ্যে আদর্শ সট্টক-রচনার মান ও খ্যাতি লাভ করিল। এমন কি পরবর্তী আলংকারিকেরাও কর্পূরমঞ্জরীর আকৃতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী সট্টকের সংজ্ঞা রচনা করিলেন।

কর্পূরমঞ্জরীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃত সম্বন্ধে ডক্টর মনোমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত কর্পূরমঞ্জরীর ভূমিকা-অংশে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, রাজশেখরের সময়ে সাধারণ মানুষের নিকট সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছিল; তাই আদ্যোপান্ত প্রাকৃতে রচিত কর্পূরমঞ্জরীর রসবোধে তাহাদিগের ভাষাগত কোন বাধা থাকিল না। শীঘ্রই এই নাট্যাভিনয় জনচিত্ত জয় করিয়া ফেলিল।

(খ) সাহিত্যিক আলোচনা

কর্পূরমঞ্জরী নাট্যগ্রন্থখানির আখ্যান-ভাগ রাজপ্রাসাদের চিরাচরিত গোপন-প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইলেও নৃত্যগীতে, ভাবৈশ্বর্যে ও কবিত্বের মাধুর্যে একটি অনবদ্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে। দৃশ্যাবলীবিন্যাস ও ঘটনাসংস্থানের অভিনবত্বে সমগ্র গ্রন্থখানি মনোজ্ঞ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী ও বহুপূর্ববর্তী নাট্যকার ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তার কাহিনী

রাজশেখরের স্মৃতিপটে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত ছিল এবং তাহা তাঁহাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়াছে।

রাজ্ঞী কর্পূরমঞ্জরী স্বতন্ত্রতার অভাবে ও বৈশিষ্ট্যের দীনতায় ম্লান হইয়া পড়িয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থের চরিত্রচিত্রণ পূর্বগামীদিগের অনুসরণমাত্রে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। রাজা চণ্ডপালের ভাবোচ্ছল চপল প্রেম, অজ্ঞাতকুলশীলা সুদর্শনা কুমারীর প্রেমবিহ্বলতা, নায়কের সুচতুর বিদূষক ও নায়িকার পটীয়সী প্রিয়সখীকর্তৃক পরস্পর দর্শন ও মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত নায়কনায়িকার মিলন-সাধন, রাণী কর্পূরমঞ্জরীর ঈর্ষ্যাকাতরতা, দ্বিতীয়া নায়িকার কারাবাস এবং পরিশেষে নায়ক-নায়িকার উত্তরমিলনের দৃশ্যগুলি গ্রন্থখানিকে রসসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। নিদারুণ বাস্তবতার কঠিন পীড়নে দলিতহৃদয় কর্পূরমঞ্জরীর রুদ্ধ মর্মবেদনা যেমন একদিকে কারুণ্যের ছায়াপাত করিয়াছে, তেমনি অপরদিকে নূতন প্রেমিকার দুর্নিবার আকর্ষণে চঞ্চল-হৃদয় রাজা চণ্ডপালের উচ্ছ্বসিত আকুলতা বসন্তের মলয়মারুতস্পর্শে নবকুসুমিত বনস্থলীর মত আরক্তিম করিয়া তুলিয়াছে দর্শকের অন্তস্তলকে। কারুণ্যের সান্ত্বনা মিলিয়াছে নবীনা প্রেমিকার রাজকুমারীরূপ প্রকৃত পরিচয়ের মধ্যে; আর আরক্তিম অন্তস্তলের স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসিয়াছে শুভ পরিণয়ের নিষ্কলুষ অনুষ্ঠানের মধ্যে। আশা-নিরাশা, হর্ষ-বিষাদের সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়াছে রাজা চণ্ডপালের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যলাভের চরিতার্থতায়।

কর্পূরমঞ্জরীর মঙ্গলাচরণ কবিতায় রাজশেখর বৈদর্ভী, মাগধী ও পাঞ্চালীরীতির উল্লেখ করিয়াছেন। কার্যক্ষেত্রে তিনি এই গ্রন্থে মাগধী বা গৌড়ীরীতির সাময়িক সংমিশ্রণসহ বৈদর্ভী ও পাঞ্চালীরীতিতে প্রাকৃতরচনায় কৃতকৃত্যতার পরিচয় দিয়াছেন। গৌড়ী-বৈদর্ভী-পাঞ্চালীরীতির যুক্তবেণীতে অবগাহন করিয়া রাজশেখরের ভাষা-সরস্বতী স্নাত-শুভ্র শুচিতা ও চারুতা লাভ করিয়াছে এবং গ্রন্থখানিকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে স্বভাবের পথে। ছন্দোবৈচিত্র্যে তিনি কাহিনী-অংশের তথাকথিত গতানুগতিকতাকেও প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিয়াছেন এবং সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যে একটি সাবলীল গতিবেগ আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় কর্পূরমঞ্জরী অনেকাংশে সাহায্য করিতে পারে। প্রস্তাবনা-অংশে অভিনয়-আরম্ভে কুশীলবগণের কর্তব্যগুলি নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে আলোচিত ধ্রুবা-গীতি এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে যে-সকল সঙ্গীতসহায়ক বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল তাহা এবং চতুর্থ অঙ্কে নিখুঁতভাবে বর্ণিত নৃত্য-বিশেষ হইতে জানা যায় যে, তখন

বাস্তব রঙ্গমঞ্চে নৃত্য কি ভাবে প্রযোজিত হইত। ভ্রামরীর বর্ণনাও কম মনোরম নহে।[১]

বিদ্ধশালভঞ্জিকা

বিদ্ধশালভঞ্জিকা একখানি নাটিকা; ইহারও বিষয়বস্তু রাজপ্রাসাদের প্রেমের কাহিনী। শ্রীহর্ষের নাট্যরচনার ছায়া পড়িলেও, এই নাটিকার আখ্যানভাগে বৈচিত্র্য আছে অনেকাংশে।

অজ্ঞাতপরিচয় এক তরুণী রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিল বালকের গোপন বেশে। রাজা বিদ্যাধরমল্লের প্রাসাদে তরুণী মৃগাঙ্কাবলী পরিচিত হইল বালকবেশী মৃগাঙ্কবর্মা-নামে। রাজমন্ত্রী ভাগুরায়ণের ঘটনা-সংস্থাপনের চাতুর্যে রাজা বিদ্যাধর সুন্দরী তরুণীর প্রথম দর্শনেই প্রেমপাশে বদ্ধ হইলেন। মন্ত্রীর কৌশলে সংঘটিত বাস্তবঘটনার মাধ্যমেই মিলন সংসাধিত হইল; কিন্তু মনে হইল যেন স্বপ্ন-দর্শন।

শালভঞ্জিকার প্রসঙ্গ হইতেই নাটিকার নামকরণ; কিন্তু এই প্রসঙ্গটি রাজশেখরের মৌলিক কল্পনা নহে বা ইহাকে কেন্দ্র করিয়া মূল-কাহিনী পুষ্টিলাভ করে নাই। তৃতীয় অঙ্কের পূর্বে নায়িকার প্রবেশ ঘটে নাই; এই বিলম্বিত দর্শন দর্শকের মনে অযথা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। চতুর্থ অঙ্কে রাজার সহিত সাক্ষাৎকারের দৃশ্য-রচনা এবং আশা, আকাঙ্ক্ষা, ঔৎসুক্য ও নিভৃত-মিলনের সুবিস্তৃত বর্ণনা নাটিকার অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিয়াছে। মহিষীর পালিতা ভগ্নী মেখলার সঙ্গে রাজবয়স্যের চতুরতা ও সেই সূত্রে নবাগতা তরুণীর সঙ্গে রাজার পরিণয়-সাধনে রাজমহিষীর সংকল্প শেষপর্যন্ত নিজেকেই হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছে; কারণ, রাজমহিষীর বুদ্ধিবিভ্রমের সুযোগে রাজার মনের বাসনাই পূর্ণতা লাভ করিল।

রাজশেখরের বৈশিষ্ট্য

রাজশেখরের রচনারীতি ও বিন্যাসপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত বিশৃঙ্খল ও নাটকীয়তা-বর্জিত হইলেও, তাহা অভিনব কল্পনাধর্মী হইয়াছে অনেকাংশে। কিন্তু সে কল্পনার ধারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও প্রধানতঃ অজ্ঞাতসারে পূর্ববর্তী নাট্যকারগণের প্রভাবে প্রভাবিত; শ্রীহর্ষ-ভবভূতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন

১ কর্পূরমঞ্জরীনামক আলোচনার সট্টক-অংশটিতে অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের Indian Historical Quarterly Vol. VII ১৬৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সট্টক-প্রবন্ধটির সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

রাজশেখর। নাটকের কৃতিত্ব গতি-বেগ ও চরিত্র-চিত্রণের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল। রাজশেখর সেইদিক্ হইতে নাট্যকারের খ্যাতি তেমন অর্জন করিতে পারেন নাই; কিন্তু ছন্দোবৈচিত্র্য ও ভাবগভীরতায় তাঁহার রচনা উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছে। প্রকাশভঙ্গীর উৎকর্ষই রাজশেখরের প্রধান বৈশিষ্ট্য; নৃত্য-গীতির প্রাচুর্য তাঁহার নাট্যপ্রতিভার দৈন্যের তীব্রতার হ্রাস ঘটাইয়াছে। উষা-সন্ধ্যার রাগরক্ত প্রতিচ্ছবি, নায়িকার করুণ-মধুর সুখ-দুঃখের মুহূর্ত, নায়কের বিষাদ-বিধুর প্রতিমূর্তি, রণক্ষেত্রের উন্মাদনাচঞ্চল সেনানীর পদধ্বনি তাঁহার লেখনীস্পর্শে যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরেও যে কূট চক্রান্ত চলিতে থাকে, লোকচক্ষুর অন্তরালে রাজমহিষীগণেরও মর্মতল যে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয় নব নব রাজপ্রণয়িনীর প্রেমের সংঘাতে, তাহার নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে তাঁহার শিল্পী মন।

ইহা ছাড়াও, রাজশেখরের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এক বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অভিজাত বংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তিনি যথার্থ শিক্ষা লাভ করিয়া তৎকালীন ভারতীয় বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। কাব্যমীমাংসার বিভিন্ন অধিকরণে তিনি তাঁহার সর্বতোমুখী বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তিনি অন্যান্য শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভারতীয় আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনসমূহের মতবাদগুলি ছিল তাঁহার নখদর্পণে। কাব্যমীমাংসার অষ্টম অধ্যায়ে কাব্যের বিষয়বস্তুর উৎস-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি নিম্নলিখিত দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা করিয়াছেন—

মীমাংসাদর্শনের 'সামান্য হইতে বিশেষের জ্ঞান জন্মে,'

সাংখ্যদর্শনের 'কার্য সর্বদা কারণের মধ্যে বর্তমান থাকে,'

ন্যায়দর্শনের 'ঈশ্বর লোকোত্তর ঐশ্বর্যবলে জগৎ সৃষ্টি করেন',

বৌদ্ধদর্শনের 'বক্তার ইচ্ছানুযায়ী প্রযুক্ত শব্দ সেই বিবক্ষাই প্রকাশ করে,'

জৈনদর্শনের 'যে-পরিমাণ শরীর, সেই-পরিমাণ আত্মা,'

লোকায়তদর্শনের 'ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ুনামক ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে চৈতন্যের উদ্ভব ঘটে,'

শৈবদর্শনের 'পরমেশ্বর পরাপর-পদব্যাপী, তিনি ঘোর-ঘোরতরাতীত ও ব্রহ্মবিদ্যাতীত',

পঞ্চরাত্রদর্শনের 'জনার্দন শ্রীবিষ্ণু চতুর্ব্যূহের দ্বারা আপনাকে আবৃত করিয়া সৃষ্টি-সংহারপ্রভৃতি করিয়া থাকেন'

তাহার পর সেই সেই সিদ্ধান্ত অবলম্বনে রচিত কবিতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তাঁহার

পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থসমূহ হইতে সংকলন করিয়া যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কাব্যমীংমাসা-রচনায় তিনি যে যে অভিমত, বচন ও গ্রন্থাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলেই জানা যায় যে, তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ছিল দূরপ্রসারী। বৈদিকসাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ, দর্শন, কাব্য, নাটক, শিল্পশাস্ত্রপ্রভৃতি বহুগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন ও সেইগুলির যথাযথক্ষেত্রে প্রয়োগের দ্বারা সেই সেই শাস্ত্রে তাঁহার সুগভীর প্রবেশের পরিচয় দিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য কাব্যমীমাংসার কয়েকটি বিচিত্র বিষয়—প্রকরণ ১১)

কাব্যমীমাংসা

(ক) সাধারণ আলোচনা

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে সপ্তম ও অষ্টম শতক ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যচর্চার একটি প্রখ্যাত যুগ। এই যুগে সাহিত্যস্রষ্টা ও সাহিত্যসমালোচকগণ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ও সমালোচনার বিভিন্ন মতবাদগুলিকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত রূপ দানের উদ্দেশ্যে ব্যাপক ও বিখ্যাত গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই যুগে জন্মগ্রহণ করিলেন উদ্যোতকার, কুমারিল ও শঙ্করাচার্য। তাঁহারা তাঁহাদিগের দার্শনিক যুক্তি ও তথ্যের সমাবেশে ভারতীয় দর্শন এবং হিন্দুর জীবন ও সংস্কৃতিকে অপূর্ব সুদৃঢ় ভিত্তিতে একটি নূতন রূপ দান করিলেন। অন্যদিকে, বৌদ্ধ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মকীর্তি, শান্তরক্ষিত ও কমলশীল আবির্ভূত হইলেন তাঁহাদিগের বিশাল প্রতিভা ও ধীশক্তি লইয়া। সাহিত্যের আকাশেও এই যুগ একটি ভাস্বর জ্যোতির্মণ্ডলস্বরূপ; যাযাবর রাজশেখরের কবিপ্রতিভা, নাট্যশক্তি ও সাহিত্যমনীষা-বিকাশের শুভ অরুণোদয় এই বিখ্যাত যুগ। তাই পূর্বগামী আচার্যদিগের প্রবৃত্তি প্রচেষ্টা ও প্রেরণা যে স্বভাবতই রাজশেখরকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাবয়ব বিশাল আলোচনামূলক গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা বিস্ময়ের ব্যাপার নহে।

উপাদানের অভাব ছিল না। নাট্যাচার্য ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যসমালোচনাশাস্ত্রের একটি পরিবেশ গড়িয়া উঠিতেছিল; তাহাকে সমৃদ্ধি দান করিতেছিলেন ভামহ, দণ্ডী, রুদ্রটপ্রভৃতি খ্যাতনামা আলংকারিকগণ। সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে ভরতের 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'

রসসূত্রকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিতেছিল। তাই একদিকে বিক্ষিপ্ত উপাদানরাশি, অন্যদিকে দর্শনশাস্ত্রের সর্বাবয়ব গ্রন্থরচনা—এই উভয়ের সংহত আকর্ষণে কাব্যমীমাংসার মত একখানি স্বয়ং-সংপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে কাব্যসমালোচনার যাবতীয় রীতি-নীতির যথাযথ শ্রেণিবিভাগ, স্বরূপ-বিশ্লেষণপ্রভৃতিই ছিল রাজশেখরের অভিপ্রায়।

এই অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে গিয়া রাজশেখর বিষয়বিন্যাসপ্রভৃতি ব্যাপারে কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নমুনি-রচিত কামসূত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করিলেন। তিনি বিচারপদ্ধতি গ্রহণ করিলেন ধর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা-রচয়িতাদিগের। কাব্যমীমাংসা-নামই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মীমাংসা-শব্দের অর্থ পূজ্য বিষয়ের বিচার। মীমাংসাদর্শন সর্বপূজ্য বেদের কর্মকাণ্ডের আলোচনা। এই আলোচনাগুলি পারিভাষিক ভাবে অধিকরণ-নামে পরিচিত। জৈমিনি ও বাদরায়ণ তাঁহাদিগের ধর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসায় অধিকরণরূপ আলোচনার পদ্ধতিতে বেদ বিচার করিয়াছেন। এই অধিকরণের পাঁচটি অঙ্গ— বিষয়, সন্দেহ, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, নির্ণয়। কাব্যমীমাংসাগ্রন্থের কবিরহস্য-নামক অধিকরণে এই বিষয়প্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গ সর্বত্র না থাকিলেও, কাব্যের উৎপত্তি ও কবির ধর্মনিরূপণ-প্রসঙ্গে উহা যথাযথভাবে পাওয়া যায়। কাব্যমীমাংসার উৎপত্তি-বর্ণনায় তিনি দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। গুরুপরম্পরা ও সাহিত্যশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার প্রবর্তকদিগের একটি পৌরাণিক তালিকা রচনা করিয়া গ্রন্থের মধ্যে একটি অলৌকিক পরিমণ্ডল রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য কাব্যমীমাংসার অধ্যায়গত আলোচনা—প্রথম অধ্যায়)

স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবহার অধ্যায়ের অষ্টাদশ বিবাদপদের মত কাব্যমীমাংসার আলোচ্য বিষয়সমূহ আঠারটি ভাগে ভাগ করা যে কেবল অভিনব হইয়াছে তাহা নহে—ইহার মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সুনিয়ন্ত্রিত নীতির অনুসরণ ঘটিয়াছে। অবশ্য এই ধরণের শ্রেণিবিভাগ সাহিত্যসমালোচক রুদ্রটও পূর্বে করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজশেখরের শ্রেণিবিভাগটি পূর্ণতর ও বিস্তৃততর। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, রাজশেখরকৃত বৈনোদিক, ঔপনিষদিকপ্রভৃতি বিভাগসম্বন্ধে রুদ্রট কোনই উল্লেখ করেন নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামসূত্রের মত রাজশেখর সাহিত্য-আলোচনার গ্রন্থেও এই নূতন বিষয়-দুইটির অবতারণা করিয়াছেন,—

(১) তরুণ প্রেমবিহ্বল দম্পতীর বিনোদনের জন্য উৎসবের আয়োজন বৈনোদিক অধিকরণের আলোচ্য বিষয়। বাৎস্যায়ন-কৃত কামসূত্রে নাগরের বিনোদনহেতু

আপানক, উদ্যান-বিহার, জল-ক্রীড়া, কুক্কুটযুদ্ধ, মেষযুদ্ধ, অক্ষক্রীড়া, কৌমুদীজাগর, সুবসন্তকপ্রভৃতি উৎসবের উল্লেখ আছে। শারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশন-গ্রন্থেও (পৃঃ ১৩৭-১৩৮ : গাইকোয়াড়-সংস্করণ) এই উৎসবগুলি ঋতুক্রম অনুযায়ী দেওয়া আছে। ভোজদেব তাঁহার সরস্বতীকণ্ঠাভরণেও (৫. ৯৩-৯৬) এই বৈনোদিক উৎসবগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ, অর্থশাস্ত্রের ও কামসূত্রের অনুকরণে অলংকারশাস্ত্রেও ঔপনিষদিক প্রকরণের অবতারণা করিয়া প্রতিভাহীন জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরও মন্ত্র-তন্ত্রের বলে কবি-খ্যাতি অর্জনের পথনির্দেশ করা হয় তো রাজশেখরের ইচ্ছা ছিল। কুচমার এই গুপ্তবিদ্যার আদি প্রবর্তক। স্বাভাবিক উপায়ে যাঁহারা কামসুখভোগে বঞ্চিত, তাঁহাদিগের জন্য মন্ত্র, তন্ত্র ও ঔষধের ব্যবস্থা দিয়াছেন বাৎস্যায়ন ; কৌটিল্যও শত্রুদমনের জন্য অনুরূপক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন ; রাজশেখরও সর্ববিষয়ে বিপর্যস্তবুদ্ধি শিষ্যের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থার কথা মনে রাখিয়াই এই অধিকরণের অবতারণা করিয়াছিলেন।

কৌটিল্য ও বাৎস্যায়নের সহিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুবিন্যাসের যে একটি সুস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে, এ কথা অনস্বীকার্য। ঐ দুই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শেষে সম্পূর্ণ গ্রন্থের বিষয়সূচী সংযোজিত হইয়াছে। কাব্যমীমাংসায়ও শাস্ত্রসংগ্রহ নামে অনুরূপ একটি বিষয়সূচী দেওয়া আছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আঠারটি অধিকরণেরই বিষয়সূচীর পরিবর্তে মাত্র কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণের সূচী দেওয়া হইয়াছে।

অষ্টাদশ অধিকরণসহ সমগ্র কাব্যমীমাংসা পাওয়া না যাওয়ায়, গ্রন্থকারের সমগ্র গ্রন্থসম্পর্কিত মনোভাব ও পরিকল্পনা সংগ্রহ করা অসম্ভব। তবুও স্বল্প-সংগৃহীত তথ্য ও প্রমাণ হইতে এ কথা বলা যায় যে, প্রথম অধিকরণের প্রথম তিনটি অধ্যায় অষ্টাদশ অধিকরণে পরিকল্পিত সমগ্র গ্রন্থের একটি সাধারণ ভূমিকা বা অবতরণিকা স্বরূপ। প্রথম অধিকরণের নিজস্ব আলোচনা বস্তুতঃ আরম্ভ হইয়াছে চতুর্থ অধ্যায় হইতে। অনেকে হয়তো বলিতে পারেন যে, এই বিরাট গ্রন্থ-রচনা রাজশেখরের পরিকল্পনায় ছিল না। কিন্তু, প্রথম অধিকরণের 'রীতয়স্তু তিস্রঃ, তাস্তু পুরস্তাৎ' (তৃতীয় অধ্যায়-শেষভাগ), 'তমৌপনিষদিকে বক্ষ্যামঃ' (চতুর্থ অধ্যায় আদি)প্রভৃতি মন্তব্য হইতে ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে, প্রথম অধ্যায়ে পরিকল্পিত বিরাট গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা তাঁহার পুরাপুরি ছিল। তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে অলংকারশেখরে রাজশেখর-লিখিত বলিয়া যে

দুইটি উদ্ধৃতি পাওয়া যায়[১] তাহার প্রথমটি রাজশেখরের কাব্যমীমাংসার একমাত্র 'উভয়ালংকারিক'-অধিকরণে থাকাই সম্ভব। আর, দ্বিতীয়[২] উদ্ধৃতিটি 'বৈনোদিক' অধিকরণে থাকিতে পারে। ইহার বিষয়বস্তু সম্ভবতঃ সমস্যাপূর্তি। ইহাতে মনে হয়, অন্যান্য অধিকরণগুলি নিশ্চয়ই রচিত হইয়াছিল, তবে সেগুলি লুপ্ত হইয়াছে বা অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে।

(খ) প্রত্যেক অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা

এখন অষ্টাদশ অধ্যায়ে রচিত কাব্যমীমাংসার কবিরহস্য-অধিকরণ লইয়া অধ্যায়-ক্রমে আলোচনা করা যাক। এই আলোচনার তিনটি ভাগ :—

(১) প্রতি-অধ্যায়ের সঙ্গতি বিচার ও বিচার্য-বিষয়।

(২) বিচার্য-বিষয়ের পূর্ব আচার্যগণ।

(৩) বিচার্য-বিষয়ের পরবর্তী আচার্যগণ।

প্রথম অধ্যায়

১. সঙ্গতিবিচার ও বিচার্যবিষয়

প্রথমতঃ গ্রন্থকার রাজশেখর প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, কাব্য-নাটকপ্রভৃতি রচনার পরে সেই কাব্যনাটকপ্রভৃতির যাবতীয় বক্তব্য সহজ ও সরসভাবে বোধের জন্য তিনি কাব্যমীমাংসা অর্থাৎ কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে মূলগ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ, অধিকারী, প্রয়োজনপ্রভৃতি অনুবন্ধচতুষ্টয়ের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখও তিনি করিয়াছেন। কাব্যবিদ্যা-প্রবর্তনের একটি প্রাচীন ইতিকথা পৌরাণিক ভঙ্গীতে বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে—শ্রীকণ্ঠ তাঁহার ব্রহ্মা-বৈকুণ্ঠপ্রভৃতি

১ যদাহ রাজশেখরঃ—

> সমানমধিকং ন্যূনং সজাতীয়ং বিরোধি চ
> সকুল্যং সোদরং কল্পমিত্যাদ্যাঃ সাম্যবাচকাঃ॥
> অলংকারশিরোরত্নং সর্বস্বং কাব্যসম্পদাম্।
> উপমা কবিবংশস্য মাতৈবেতি মতির্মম॥

—অলংকারশেখর, মরীচি ১১.

২ উৎপাটিতৈর্ভোভীতৈঃ শৈলৈরামূলবন্ধনাৎ।
তাংস্তানর্থান্ সমালোক্য সমস্যাং পূরয়েৎ কবিঃ॥

—অলংকারশেখর, মরীচি ২১.

চৌষট্টিজন শিষ্যকে উপদেশ দান করেন, সরস্বতীপুত্র কাব্যপুরুষ কাব্যবিদ্যার প্রবর্তন করেন ও ইন্দ্রপ্রভৃতি স্বর্গীয় বিদ্যাস্নাতকদিগের নিকট কাব্যসমালোচনা সম্বন্ধে অষ্টাদশ অধিকরণব্যাপী ব্যাখ্যান দান করেন। ইন্দ্রপ্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সাহিত্যবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ রচনা করেন। এই বিক্ষিপ্ত বিস্তৃত বিষয়গুলি অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত সংহৃত আকারে রাজশেখর বর্তমান আলোচ্য কাব্যমীমাংসা রচনা করেন। কাব্য-মীমাংসার এই আচার্যপরম্পরা বা গুরুপর্বক্রম আলোচনার প্রসঙ্গে সাহিত্যবিদ্যার উৎপত্তি ও সাহিত্যবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির একটি পূর্ণাঙ্গ সূচী সংযোজিত হইয়াছে।

২. শাস্ত্রবিকাশের ধারা-আলোচনা

প্রায় সকল শাস্ত্রেরই আরম্ভ হয় স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত আকারে; তারপর তাহা ব্যাখ্যা ভাষ্য, বার্ত্তিক, বিবৃতি, টীকা, টিপ্পনীপ্রভৃতি নানা বিচার ও নব নব শাখা-প্রশাখায় সমৃদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। নদী তাহার পার্বত্য গতিপথে থাকে শীর্ণকায়া; কিন্তু সমতল ভূমিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরসঙ্গমের নিকটে সে বিশাল মূর্তি ধারণ করে। শাস্ত্রপ্রবাহও নদীতুল্য গতি লইয়াই উত্তরোত্তর বিকাশের পথে অগ্রসর হয়।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন, শাস্ত্র আরম্ভে ছিল বিশাল। ঋষিগণ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কিছু লিখিয়াছিলেন। কালক্রমে মানুষের আয়ু, বুদ্ধি ও সামর্থ্যের হ্রাস ঘটায় শাস্ত্ররাশি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতে থাকিল। তখন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ঐ বিশাল শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া সরল সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

এই দুই প্রকারের মতই প্রচলিত আছে। রাজশেখরের সময় দ্বিতীয় মতটাই পণ্ডিতসমাজে বেশি প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। (তুলনীয়—'সংক্ষিপ্য মুনীনাং মতবিস্তরম্—' কাব্যমীমাংসা ১. ১১)

আবার প্রাচীন শাস্ত্রগুলির উপক্রমণিকা-অংশে কয়েকটি সাধারণ পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, অধিকাংশ শাস্ত্রের উৎপত্তি দেখান হয় প্রজাপতি ব্রহ্মা অথবা ভগবান্ শিবের নিকট হইতে—এরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য শাস্ত্রে দৈব বা ঈশ্বরীয় ভাবের আরোপ ও প্রামাণিকতা-স্থাপন।

দ্বিতীয়তঃ, প্রখ্যাত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বান্ পুরুষদিগের দ্বারা গঠিত 'গুরুপর্বক্রম' প্রদর্শন— ইহার উদ্দেশ্য শাস্ত্রের সম্প্রদায়গত গরিষ্ঠতা-প্রতিপাদন।

তৃতীয়তঃ, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বা পরম্পরা-সম্বন্ধে বেদের সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ-স্থাপন—ইহার উদ্দেশ্য শাস্ত্রের প্রামাণিকতা ও উপাদেয়তা-জ্ঞাপন ; কারণ, অবৈদিক শাস্ত্র প্রাচীন সমাজে প্রায়ই উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইত।

চতুর্থতঃ, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিই শাস্ত্রের প্রয়োজন। ধর্ম ও অর্থের জন্য লৌকিক বিদ্যা—এই ধর্ম ও অর্থ হইতে কাম-সিদ্ধি ; আবার দর্শনশাস্ত্রের ফল মোক্ষপ্রাপ্তি।

রাজশেখরও এই সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাব্য-আলোচনার প্রামাণিকতা ও উপাদেযতা স্থাপনের জন্য কাব্যমীমাংসার প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বিশেষ ধরণের চেষ্টা করিয়াছেন। কাব্য-আলোচনার ক্ষেত্রে এই প্রকারের চেষ্টা এই প্রথম। রাজশেখরের পূর্ববর্তী ভামহ, দণ্ডী, বামন, উদ্ভট, আনন্দবর্ধনপ্রভৃতি সমালোচকগণ কাব্যবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ সুগভীর বিচার ও বিশ্লেষণ করিলেও উল্লিখিত চারিটি বিষয়ে তেমন কোনও সুনিয়ন্ত্রিত বিচার করেন নাই। রাজশেখর-পরবর্তী মম্মট প্রভৃতি আচার্যগণ রাজশেখর-প্রদর্শিত পদ্ধতিটি অংশতঃ আলোচনা করিয়াছেন।

৩. পূর্বগামী আচার্যগণের ব্যাখ্যানভঙ্গীর অনুসরণ

কাব্যমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভ দার্শনিক গ্রন্থের আদর্শে। প্রাচীন দর্শনকারেরা কোনও মঙ্গলাচরণ শ্লোক লেখেন নাই। 'অথাতঃ' অথবা 'অথ' শব্দ দিয়া দার্শনিক সূত্রগ্রন্থগুলির আরম্ভ। আপস্তম্ব, জৈমিনি, বাদরায়ণ, পতঞ্জলি-প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাদিগের সূত্রগ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন যথাক্রমে 'অথাতো দর্শপূর্ণ-মাসৌ ব্যাখ্যাস্যামঃ' (আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র ১. ১), 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' (মীমাংসা-সূত্র ১.১.১), 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (ব্রহ্মসূত্র ১.১.১.), 'অথ যোগানুশাসনম্' (যোগসূত্র ১।১)ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা।

শবরস্বামী, শঙ্করাচায, পতঞ্জলিপ্রভৃতি প্রখ্যাত ভাষ্যকারগণ 'অথ' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন— (১) আনন্তর্য এবং (২) অধিকার। 'অথ' শব্দের পরে 'অতঃ' থাকিলে অর্থ হয় আনন্তর্য, আর কেবল 'অথ' শব্দের অর্থ অধিকার। আবার, শবরস্বামীর পূর্ববর্তী ভবদাসপ্রভৃতি জৈমিনি-সূত্রের বৃত্তিকারগণ বলিয়াছেন যে, গ্রন্থের আরম্ভে প্রযুক্ত 'অথাতঃ' শব্দের আনন্তর্য-ভিন্ন অপর কোনও অর্থ নাই। কুমারিল তাঁহার শ্লোকবার্তিক-গ্রন্থে (১।৩৩, ৩৪,৩৫) ভবদাসপ্রভৃতির এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন ও খণ্ডন করিয়াছেন। প্রভাকরভট্টও তাঁহার বৃহতী-গ্রন্থে ভবদাসের এই অভিমতের অবতারণা করিয়া তাহার খণ্ডনমুখে বলিয়াছেন—

"'লোকে' ইত্যাদিভাষ্যস্যাথাতঃ শব্দস্যালৌকিকার্থাশঙ্কানিবৃত্তিঃ প্রয়োজনম্।"
(১. ১. ১)

আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রের 'অথাতো দর্শপূর্ণমাসৌ ব্যাখ্যাস্যামঃ' সূত্রের বৃত্তি লিখিতে গিয়া রুদ্রদত্তপ্রভৃতি বৃত্তিকারগণ উল্লিখিত ভবদাসের ন্যায় 'অথাতঃ'-অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন আনন্তর্য। শবরস্বামী কিন্তু ভবদাসের এই অভিমতটী খণ্ডন করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে— 'অথ' শব্দের অর্থ আনন্তর্য এবং 'অতঃ'-শব্দের অর্থ 'হেতুভাব' ('অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের শাবরভাষ্য দ্রষ্টব্য)। আবার ধূর্তস্বামী, শঙ্করমিশ্রপ্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহাদিগের আপস্তম্ব-কণাদরচিতগ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যায় 'অথ'-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'মঙ্গল'। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (১. ১. ১) শঙ্করাচার্য 'মঙ্গল'-অর্থের অনুমোদন করেন নাই, তাঁহার মতে 'অথ' আনন্তর্যবাচী; তিনি বলিয়াছেন—

'অর্থান্তরপ্রযুক্ত এব হ্যথশব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গলপ্রয়োজনো ভবতি।' (ব্র. সূ. ১.১.১ ভাষ্য)

'অথ' শব্দের অন্যান্য অর্থের জন্য নিম্নলিখিত মন্তব্য ও প্রচলিত উক্তি দ্রষ্টব্য।

'মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকাৎস্ন্যেষ্বথো অথ (অমরকোষ ৩. ২৪৬)
ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ ॥ (প্রচলিত উক্তি)

উল্লিখিত প্রাচীনপরম্পরা অনুযায়ী রাজশেখরের 'অথাতঃ কাব্যং মীমাংসিষ্যামহে'-বচনে 'অথ'-শব্দ অধিকারবাচী নহে; কারণ, 'অথ'-শব্দের অব্যবহিত পরে 'অতঃ' রহিয়াছে। এখানে 'অথ'-শব্দ আনন্তর্যবাচী এবং 'অতঃ'-শব্দের অর্থ হেতুভাব। আনন্তর্য বলিলেই দুইটি ঘটনার পৌর্বাপর্য বুঝাইয়া থাকে। কাব্যমীমাংসা-রচনারূপ ঘটনার পূর্বে কি ঘটিয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর অনুমান করা ব্যতীত উপায় নাই; কারণ, রাজশেখর এইসম্পর্কে নীরব। কণাদ-আপস্তম্বপ্রভৃতির সূত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা-কারগণ বলেন যে, সূত্রকারগণ শিষ্যপ্রশ্ন, দেবতারাধন, রসায়নাদিক্রিয়া, গুরুপর্বক্রম-ইত্যাদি ঘটনার অনন্তর নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে বলা যাইতে পারে যে, কাব্যরচনার অনন্তর বা নাটকরচনার অনন্তর রাজশেখর কাব্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন। (কাব্য অর্থে শ্রব্য ও দৃশ্য-নামক দুই শ্রেণীর কাব্যই বুঝায়)। 'অতঃ'-শব্দের অর্থ কাব্যকরণ-হেতু। এখন বলা যাইতে পারে, 'অথাতঃ' অর্থাৎ বালরামায়ণ, হরবিলাসপ্রভৃতি দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য রচনার পরে কাব্যবিচার-বোধের সহজ-সাধ্যতাহেতু কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হইব।

আবার ব্যাখ্যা করা যায়—

যেহেতু শ্রীকণ্ঠপ্রভৃতি গুরুগণদ্বারা প্রবর্তিত কাব্যবিচার-শাস্ত্র উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেইহেতু কাব্য-নাটকইত্যাদি রচনার পর তাহা সহজে বুঝিবার জন্য কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কুমারিলভট্ট লিখিয়াছেন—

সর্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবত্তৎ কেন গৃহ্যতে॥ (শ্লোকবার্তিক ১.১২)

রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা বা কাব্যবিচারের প্রয়োজন কাব্যবিদ্যাসিদ্ধি বা কাব্যজ্ঞান; যেমন, ধর্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন ধর্মজ্ঞান, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন ব্রহ্ম জ্ঞান। প্রয়োজন-বর্ণনার উদ্দেশ্য পাঠকদিগের আগ্রহবর্ধন॥

কাব্যবিদ্যার উৎপত্তি ও গুরুপর্বক্রম বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণের দ্রষ্টা, প্রবর্তক বা রচয়িতাহিসাবে যে যে দেবতা বা ঋষির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা রাজশেখরের পৌরাণিক কল্পনা। এই চৌষট্টি শিষ্যের কল্পনা করিয়াছেন তিনি বায়ুপুরাণের (অধ্যায় ৬৫) সাহায্যে। ইহা ছাড়া, আয়ুর্বেদ এবং কামশাস্ত্রের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণের যে যে লেখক বা আচার্যের নাম তিনি দিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ অনুপ্রাস হেতু কাল্পনিক নাম। যম, বরুণ, কুবের ও শেষপ্রভৃতির এই সকল বিষয়ে কোনও সম্বন্ধ কোনও দিন শোনা যায় নাই। অনুপ্রাসপ্রিয়তাই ইহার কারণ মনে হয়; যেমন—"যমো যমকানি, চিত্রং চিত্রাঙ্গদঃ, শ্লেষ শেষঃ, ঔক্তিকমুক্তিগর্ভঃ" ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, 'চৌষট্টি-' সংখ্যাটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়—

পাঞ্চালগণ শ্রেণীবিভাগ-ব্যাপারে ৬৪ সংখ্যাটি ব্যবহার করিতেন। ঋগ্বেদের আটটি অষ্টকের প্রত্যেকটিতে আটটি অধ্যায়; অতএব সর্বমোট অধ্যায়সংখ্যা ৬৪। বাৎস্যায়ন কামসূত্রে ৬৪ উপবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, পাঞ্চালদিগের কলাসংখ্যা ৬৪; সমগ্র কামসূত্র ৬৪ প্রকরণে বিভক্ত (দ্রষ্টব্য কামসূত্র, ১. ৩. ১৪-১৭ এবং ২. ২. ৩-৪)। ভরত নাট্যশাস্ত্রে ৬৪ নাট্যাঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন এবং শারদাতনয় ভাবপ্রকাশনগ্রন্থে ভারতবর্ষের দেশের সংখ্যা দিয়াছেন ৬৪। আলোচ্য বিষয়কে আটভাগে ভাগ করা একটি প্রাচীন রীতি; যেমন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ৩২টি পাদ। প্রাচীন রীতির অনুসরণে রাজশেখর শ্রীকণ্ঠের শিষ্যসংখ্যা দিয়াছেন ৬৪।

রাজশেখরের কবি-বিভাগে আটটি শ্রেণী এবং কাব্যার্থহরণও বত্রিশ প্রকার। প্রাচীন রীতির প্রতি রাজশেখরের একটি শ্রদ্ধা যে না ছিল, তাহা নহে।

৪. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলংকারিকগণের তুলনায় রাজশেখরের দৃষ্টির সমগ্রতা

রাজশেখরের সমগ্র কাব্যমীমাংসার বিষয়নির্দেশ ও শাস্ত্রসংগ্রহ-নামক প্রকরণ হইতে মনে হয় যে, আচার্য ভরত হইতে আনন্দবর্ধন পর্যন্ত শব্দালংকার, অর্থালংকার, রীতি, রস ও ব্যঞ্জনাসম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে অল্প-বিস্তর যে-সকল আলোচনা হইয়াছিল, তাহার এবং কাব্যসমালোচনার আরও অনেক নূতন বিষয়ের একটি সমষ্টিগত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিচারই ছিল কাব্যমীমাংসা-রচনার উদ্দেশ্য। মম্মটাচার্যপ্রভৃতি এই পরিকল্পনাকে অংশতঃ রূপ দানের চেষ্টা করেন। এই পন্থা অনুসরণ করিয়া ক্ষেমেন্দ্র রচনা করিলেন সুবৃত্ততিলক, কবিকণ্ঠাভরণ, ঔচিত্য-বিচারচর্চাপ্রভৃতি লঘু গ্রন্থ।

রাজশেখরের নয়টি আলোচ্য-বিষয় অলংকার-সম্পর্কিত ; এই অলংকারের তিনটি ভেদ—(১) শব্দালংকার (২) অর্থালংকার (৩) উভয়ালংকার।

শব্দালংকারের অন্তর্গত অনুপ্রাস, যমক, চিত্র ও শব্দশ্লেষ—এই চারিটি অলংকারের আলোচনা লইয়া চারিটি অধিকরণ ; (চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিকরণ)। বস্তুতঃ এই অলংকারগুলির অবান্তর ভেদ অনেক। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, বিদগ্ধমুখমণ্ডন প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

অর্থালংকারও তাঁহার মতে চারিটি—উপমা, স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি এবং অর্থশ্লেষ ; অবশ্য রাজশেখরের সময়ে এক উপমা হইতেই অলংকারের সংখ্যা প্রায় যাট দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু, রাজশেখর উল্লিখিত আটটি অলংকারের মধ্যেই অন্য সমস্ত অলংকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই পদ্ধতির পথপ্রদর্শক আলংকারিক রুদ্রট। রুদ্রটও চারিটি শব্দালংকার ও চারিটি অর্থালংকার স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া কাব্যমীমাংসার চারিটি অধিকরণ ; (অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ অধিকরণ)।

আর উভয়ালংকার লইয়া দ্বাদশ অধিকরণ।

ভরতমুনির নাট্যবেদ-সম্পর্কিত রূপক-আলোচনামূলক একটি পৃথক্ অধিকরণ এবং রস ও রীতিবিষয়ক এক একটি অধিকরণ ছাড়াও ঔক্তিক-নামক একটি অধিকরণ আছে—ইহার বিচার্য বিষয় উক্তি। সম্ভবতঃ অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনাবিচারই উক্তি-বিচার। এই বিচারই আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক-গ্রন্থের প্রধান বিচার।

উল্লিখিত প্রচলিত কাব্য-আলোচনার বিভিন্ন বিষয়ের সহিত রাজশেখর স্বকীয় প্রতিভাচাতুর্যে কবিরহস্য, বৈনোদিক এবং ঔপনিষদিক-নামক তিনটি অধিকরণের

উল্লেখ করিয়া কাব্যবিদ্যায় একটি বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছেন। ('বৈনোদিক' ও 'ঔপনিষদিক'সম্পর্কে দ্রষ্টব্য রাজশেখর পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪)

কামশাস্ত্রের প্রারম্ভে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন,—

কৈলাসপর্বতে ভগবান্ শিব সহস্র বৎসর ধরিয়া ভগবতী পার্বতীর সঙ্গসুখ ভোগ করিতেছিলেন। ঐ সময় গুহাগৃহের বহির্দ্বারে উপবিষ্ট দ্বারপাল নন্দী-মহারাজ সহস্র অধ্যায়ে কামশাস্ত্র রচনা করেন। তাহার পর গোণিকাপুত্র, সুবর্ণনাভ, কুচুমারপ্রভৃতি আচার্যগণ কামশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করেন। কালক্রমে ঐ সকল গ্রন্থ প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর বাৎস্যায়ন উহার বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া কামশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। তিনি উহার বিভিন্ন অধিকরণে ও প্রকরণে এই বিষয়গুলি আলোচনা করেন।

(কামসূত্র ১. ১. ১)

কৌটিল্যও অর্থশাস্ত্রের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

এই সংসারে বিভিন্ন আচার্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্রমূলক যে যে গ্রন্থের সন্ধান মিলিয়াছে, তাহার সার সংগ্রহ করিয়া অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অধিকরণ নির্মিত হইয়াছে।

অনুরূপভাবে রাজশেখরও লিখিয়াছেন—

আমি মনীষিগণের মতসমূহ সংক্ষিপ্ত করিয়া কবিদিগের জন্য অষ্টাদশ অধিকরণে এই কাব্যমীমাংসা রচনা করিলাম। (কাব্যমীমাংসা প্রথম অধ্যায় শেষ)

'অধিকরণ' শব্দটির প্রয়োগও কৌটিল্য এবং বাৎস্যায়নের অনুকরণে করা হইয়াছে। পূর্বমীমাংসা-দর্শনে এই শব্দের প্রয়োগ আছে (দ্রষ্টব্য অনুবাদ-অংশ পাদটীকা ১)। সে স্থলে প্রতিটী আলোচনার নাম অধিকরণ। মাধব ৯১৫ অধিকরণে 'অধিকরণ-মালা' লিখিয়াছেন। শঙ্করভট্ট ১০০০ অধিকরণে 'মীমাংসাসারসংগ্রহ'-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 'অধিকরণ'-শব্দের দ্বিতীয় অর্থ বিচারালয়—এই বিচারালয়ে বিবাদ স্থানে তর্ক-যুক্তিদ্বারা বিচার করিয়া ধর্ম অর্থাৎ ন্যায্য বিষয় নির্ণীত হয়। গুপ্তবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত বুঝাইতে 'অধিকরণ'-শব্দ অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজশেখর তাঁহার পূর্বগামী সুরানন্দ, শ্যামদেবপ্রভৃতি আচার্যগণপ্রবর্তিত চিন্তার ধারাগুলিকে বিচার করিয়া প্রত্যেকটি বিষয় নির্ণয় করিয়াছেন।

এই প্রকারে প্রথম অধ্যায়ে কাব্যবিদ্যার বহু বিচিত্র বিষয় নির্দেশ করিয়া রাজশেখর কাব্যবিদ্যার প্রামাণিকতা ও উপাদেয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. কাব্যবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব

নিখিল বাঙ্‌ময়ের দুইটি ধারা—(১) অপৌরুষেয় (২) পৌরুষেয়। প্রথমটি সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের নির্মল চিত্তে প্রভাত-সূর্যের ন্যায় স্বতঃ উদ্‌ভাসিত ; দ্বিতীয়টি শক্তি, প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন পুরুষকর্তৃক রচিত ও সংগ্রথিত। বৈদিক বাঙ্‌ময় অপৌরুষেয়। রাজশেখর বেদের ষড়ঙ্গের সহিত সাহিত্যবিদ্যাকে সপ্তম অঙ্গ বলিয়াছেন। বেদের অর্থজ্ঞানের জন্য পৌরুষেয় শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান আবশ্যক। বেদাঙ্গের জ্ঞান ব্যতীত বেদজ্ঞান অসম্ভব। অলংকারশাস্ত্রের জ্ঞানও অনুরূপভাবে বেদজ্ঞানের জন্য অত্যাবশ্যক।

রাজশেখর ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥" ১. ১৬৪. ২০

ইহার সাধারণ অর্থ হইতেছে—

"দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে বাস করে ; তাহারা পরস্পর সখা ও সর্বদাই একত্র থাকে। তাহাদিগের মধ্যে একটি সুমিষ্ট পিপ্পল-ফল আহার করিয়া থাকে ; অন্যটি আহার না করিয়া সকল লক্ষ্য করিয়া থাকে।"

শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

তুল্যভাবে অভিহিত ও সর্বদা সংযুক্ত শোভনগতি বিজ্ঞানাত্মা এবং পরমাত্মা একই জীবদেহ ব্যাপিয়া আছে। অবিদ্যা ও কামবাসনাকে আশ্রয় করিয়া বিজ্ঞানাত্মা বিচিত্র-বেদনাময় কর্মফল বিচার না করিয়া ভোগ করিয়া থাকে ; আর, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব পরমেশ্বর সকলই দেখিয়া থাকেন। (শাঙ্করভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪-৬)

এস্থলে দুইটি অলংকার রহিয়াছে—একটি রূপক, অন্যটি ব্যতিরেক। মানবদেহ জীবাত্মা ও ঈশ্বরের আশ্রয়স্থল। তাঁহারা দেহে যুগপৎ বর্তমান। এই ভাবটিকে বৃক্ষ-পক্ষী ইত্যাদি রূপকের সাহায্যে এই মন্ত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যতিরেকটি বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যায় যে, দুইটি আত্মা তুল্য হইলেও, একটি বৃক্ষের মিষ্ট ফল আহার করিয়া পুষ্ট হয়, অপরটি কিছু আহার না করিয়াও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহাদ্বারা জীবাত্মা অপেক্ষা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতরত্ব প্রতিপাদিত হইল।

এইভাবে অলংকারের জ্ঞান বেদের যথাযথ অর্থনির্ণয়ে অঙ্গশাস্ত্রের মত সাহায্য করে। অপৌরুষেয় বেদের অঙ্গ এই সাহিত্যবিদ্যাও অপৌরুষেয়শাস্ত্রের ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া রাজশেখরের অভিমত। (উপকারকত্বাদলংকারঃ সপ্তমমঙ্গম্—কাব্যমীমাংসা দ্বিতীয় অধ্যায়)

ইহা ছাড়াও, সুপ্রসিদ্ধ চতুর্দশবিদ্যা মানুষকে ধর্ম ও অর্থ-সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে। সাহিত্যবিদ্যারও একই উদ্দেশ্য। উপরন্তু, সাহিত্যবিদ্যা চতুর্দশবিদ্যার সারতত্ত্ব। অন্যান্য বিদ্যাসমূহ সাহিত্যশাস্ত্রের অঙ্গস্বরূপ।

আচার্য ভামহও বলিয়াছেন—

"ন তচ্ছাস্ত্রং ন সা বিদ্যা ন তচ্ছিল্পং ন সা কলা। জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গম্।"

(কাব্যালংকার ৫. ৪)

তবে কেন সাহিত্যবিদ্যাও চতুর্দশবিদ্যা-শ্রেণিভুক্ত হইবে না ?

রাজশেখর আরও বলেন যে, কাব্যবিদ্যা মোক্ষলাভেরও উপায়স্বরূপ। ইহার মর্যাদা ষড়্দর্শন অপেক্ষা কম নহে। রাজশেখর তৃতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন, সাহিত্যবিদ্যা ও কাব্যপুরুষের তত্ত্বজ্ঞান পরামুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

মূল কথা, রাজশেখর কাব্যবিদ্যা বা সাহিত্যশাস্ত্রকে যাবতীয় পৌরুষেয় শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান প্রমাণ করিয়াছেন। সূত্র, বৃত্তি, ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, বিবৃতি, কারিকা, পঞ্জিকাপ্রভৃতি সমালোচনার বিবিধ পদ্ধতি তিনি সরল অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২. 'সাহিত্য'-শব্দের ইতিহাস

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রাজশেখর 'কাব্য' এবং 'সাহিত্য'-শব্দ দুইটিকে একার্থে ব্যবহার করিয়াছেন ; আর 'অলংকারশাস্ত্র' নামটির পরিবর্তে বাঙ্ময়ের সমালোচনা-শাস্ত্রটিকে, তিনি বলিয়াছেন 'সাহিত্যবিদ্যা'।

তাঁহার মতে, "শব্দার্থয়োর্যথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্যবিদ্যা।'
অর্থাৎ, 'শব্দ এবং অর্থের যথাযথ সহভাব বা মিলনের দ্বারা যে বিদ্যা, তাহা 'সাহিত্যবিদ্যা'।

'সাহিত্য' শব্দটির প্রথম উৎপত্তি ব্যাকরণ হইতে। কাব্যক্ষেত্রে 'সাহিত্য'-শব্দের 'কাব্য'-অর্থে ব্যবহার রাজশেখরের পূর্ববর্তী নহে। রাজশেখরের পরেও 'সাহিত্য'-শব্দের সঙ্গে ব্যাকরণগত একটি সম্পর্ক বর্তমান ছিল। আচার্য কুন্তক 'সাহিত্য'কে ব্যাকরণের বেড়াজাল হইতে মুক্তি দেন। 'সহিত'-শব্দ হইতে 'সাহিত্য'-শব্দের উৎপত্তি।

সাহিত্যের অর্থ মিলন। শব্দ ও অর্থের মিলনরূপ সাহিত্যকে লইয়া যে আলোচনা, তাহার নাম সাহিত্যবিদ্যা।

সর্বপ্রথম, সাহিত্য বলিতে বুঝাইত শব্দ ও অর্থের অর্থাৎ বাচক ও বাচ্যের সম্বন্ধ। ইহাতে একদিকে ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি ও অন্যদিকে যুক্তিগত অর্থবোধ পাওয়া যাইত।

এই শব্দগত বিশ্লেষণের পর ভামহবিবরণ-লেখক উদ্ভট বলিলেন, কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের মুখ্যার্থের অতিরিক্ত আরও অর্থ থাকে। উদ্ভট বলিলেন অমুখ্য অর্থ; বামন বলিলেন বৈচিত্র্যমুখী লক্ষ্যার্থ; তারপর সমালোচকগণ আবিষ্কার করিলেন তৃতীয় অর্থ ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা।

যে 'সাহিত্য' শব্দ প্রথমতঃ কেবল ব্যাকরণগত ও যুক্তিসঙ্গত শব্দার্থের সম্বন্ধমাত্র বুঝাইত, সেই 'সাহিত্য'ই কালক্রমে লৌকিক উক্তি হইতে পৃথক্ কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে বুঝাইতে লাগিল। 'সাহিত্য' কাব্যের পর্যায়বাচক শব্দ হইয়া গেল। রাজশেখরের সময়ে পুঁথি-পুস্তকে কাব্য বা কাব্য-আলোচনার প্রতিশব্দ দাঁড়াইয়া গেল 'সাহিত্যবিদ্যা'।

একাদশ শতাব্দীতে 'সাহিত্য'-শব্দের ব্যাপক বিশ্লেষণ ও বহুল প্রয়োগ দেখা দিল। মালবদেশের বিখ্যাত সমালোচক ভোজদেব সাহিত্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিলেন। ভোজের সাহিত্যবিচার কেবল কাব্যের আলোচনা নহে—উহা ভাষারও আলোচনা। ভাষাগত সাহিত্য নিম্নস্তরের জিনিষ। ভাষা যখন ভাষাতীতের প্রতিষ্ঠার দ্বারা কাব্যস্তরে উন্নীত হয়, তখন শব্দার্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ উদ্বোধিত হয়, তাহার নাম কাব্যিক সাহিত্য-সম্বন্ধ। ভোজদেব তাঁহার শৃঙ্গারপ্রকাশে (সপ্তম অধ্যায়) সাহিত্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

"কিং সাহিত্যম্? যঃ শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ। স চ দ্বাদশধা—অভিধা. বিবক্ষা, তাৎপর্যম্, প্রবিভাগঃ, ব্যপেক্ষা, সামর্থ্যম্, অন্বয়ঃ, একার্থীভাবঃ, দোষহানম্, গুণোপাদানম্, অলংকারযোগঃ, রসাবিয়োগশ্চেতি।"

শব্দ ও অর্থের এই বার প্রকারের যে সম্বন্ধ তাহাকে সাহিত্য বলে। ভোজদেবের এই বারটি সাহিত্যের প্রথম আটটি ব্যাকরণের বিষয়বস্তু; আর শেষোক্ত চারিটি কাব্য-আলোচনার বিষয়।

সেই জন্য ভোজদেব তাঁহার সরস্বতীকণ্ঠাভরণ-গ্রন্থে প্রকারান্তরে কাব্যের লক্ষণ লিখিয়াছেন—

"নির্দোষং গুণবং কাব্যমলংকারৈরলংকৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্বন্ কীর্তিং প্রীতিং চ বিন্দতি ॥" (প্রথম পরিচ্ছেদ)

'দোষমুক্ত গুণযুক্ত অলংকারশোভিত রসঘন কাব্য রচনা করিয়া কবি খ্যাতি ও পরম আনন্দ লাভ করেন।'

রাজশেখর এবং ভোজের ব্যাখ্যায় সাহিত্য-শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সংজ্ঞার অনুসরণে শারদাতনয় ভাবপ্রকাশন-গ্রন্থে বহু দৃষ্টান্তসহ সাহিত্যের সংজ্ঞা রচনা করিয়াছেন (ভাবপ্রকাশন পৃঃ ১৪৫)। কবি কালিদাস রঘুবংশ-মহাকাব্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শব্দ ও অর্থের এই সাহিত্যের উল্লেখ করিয়াছেন—

'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।'
'শিবা শব্দময়ী প্রোক্তা শম্ভুশ্চার্থময়ঃ স্মৃতঃ।'

এই উক্তি হইতে শব্দ ও অর্থের সাহিত্য 'অর্ধনারীশ্বর'মূর্তিতেও রূপ লাভ করিয়াছে। ইহার পরবর্তী কালে, মানুষে মানুষে মিলন, অন্তর্লোক ও বহির্লোকের মিলনপ্রভৃতি উন্নত ধরণের ব্যাখ্যা এই 'সাহিত্য'-শব্দে নিহিত আছে বলিয়া অনেক আধুনিক সমালোচক মনে করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

১. কাব্যপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত ও ছন্দোময়ী বাণী

তৃতীয় অধ্যায়ে রাজশেখর একটি অভিনব বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্য কোনও কাব্য-আলোচনার গ্রন্থে এই বৃত্তান্তের উল্লেখ নাই। এই বৃত্তান্তটি হইল কাব্যপুরুষের জন্ম-কথা ও জন্মের পরক্ষণেই তৎকর্তৃক ছন্দোময়ী বাণী-রচনা। প্রসঙ্গতঃ, আদিকবি কাব্যপুরুষের কবিত্বলাভের পর শুক্রাচার্য, বাল্মীকি এবং ব্যাসদেবের কবিত্বলাভের কাহিনী রাজশেখর সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পর যথাক্রমে সাহিত্যবিদ্যা-বধূর সৃষ্টি ও কাব্যপুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ, সাহিত্যবিদ্যার সহিত কাব্যপুরুষের ভারত-ভ্রমণ, বিভিন্ন বৃত্তি-রীতি-প্রবৃত্তির সৃষ্টি, কবিমানসে এই দেব-দম্পতীর নিত্যবসতিপ্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যরচনায় কীর্তিমান্ কবিগণ দিব্যদেহে অমরলোকে চিরসুখ ভোগ করেন। এই কাব্যপুরুষের উপলব্ধি

ঘটে যাঁহাদিগের, ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহাদিগের মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত।[১] রাজশেখরের মতে কাব্য ও সাহিত্য একার্থক ; কিন্তু সাহিত্যবিদ্যা কাব্য হইতে ভিন্ন, তাহা কাব্যসমালোচনার নামান্তর। কাব্য ও কাব্য-আলোচনার মিলন পরম সুখের বিষয়।

কাব্যপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত (অনুবাদ-অংশ তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কাব্যমীমাংসায় যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বায়ুপুরাণ, মহাভারত ও হর্ষচরিতে বর্ণিত সরস্বতীর পুত্রজন্মের বৃত্তান্ত হইতে একটু পৃথক্।

হর্ষচরিতে[২] বাণভট্ট লিখিয়াছেন—সরস্বতী মর্ত্যলোকে অবতরণ করিয়া চ্যবনপুত্র দধীচিকে বিবাহ করিয়া পুত্র প্রসব করেন।

বায়ুপুরাণের[৩] মতে, এই সরস্বতী-পুত্র সরস্বতীর আশীর্বাদে সর্বশাস্ত্রবিদ্ হইয়াছিলেন।

মহাভারত[৪] বলেন, ভগবান্ দেবী-সরস্বতীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন ও পুত্রটিকে বেদ-বেদাঙ্গ পড়িতে এবং তাহা অন্যকে পড়াইতে আদেশ করেন। এই সরস্বতী-পুত্র ব্যাস এবং অপান্তরতমাঃ-নামেও পরিচিত। আবার শল্যপর্বে[৫] দেখা যায়, স্বর্গের নটী অলম্বুষাকে দেখিয়া অসংযত দধীচির বীর্য স্খলিত হইয়া সরস্বতী নদীতে পতিত হয়। নদী-সরস্বতী পুত্র লাভ করিয়া দধীচির নিকট পুত্রটিকে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষের ফলে মুনিগণ বেদ বিস্মৃত হইলে এই পুত্রই তাঁহাদিগকে বেদ পাঠ করাইয়াছিলেন।

কবি অশ্বঘোষও তাঁহার বুদ্ধচরিত-কাব্যে সরস্বতী-পুত্র সম্বন্ধে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজশেখরের মতে ছন্দোময়ী বাণীর রচয়িতা আদিকবি হইতেছেন কাব্যপুরুষ ;

১ তয়োশ্চ কবিলোকস্বর্গসর্গং তমকল্পতাম্, যত্র কাব্যময়েন শরীরেণ
মর্ত্যমধিবসন্তো দিব্যেন দেহেন কবয় আকল্পং মোদন্তে।
ইত্যেষ কাব্যপুরুষঃ পুরা সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।
এবং বিভজ্য জানানঃ প্রেত্য চেহ চ নন্দতি॥
—কাব্যমীমাংসা, তৃতীয় অধ্যায় শেষ

২ হর্ষচরিত প্রথম উচ্ছ্বাস

৩ বায়ুপুরাণ অধ্যায় ৬৫

৪ শান্তিপর্ব অধ্যায় ৩৫৯

৫ শল্যপর্ব অধ্যায় ৫২

দ্বিতীয় কবি কাব্যপুরুষের পালয়িতা শুক্রাচার্য ; তৃতীয় কবি বাল্মীকিমুনি ; চতুর্থ কবি বেদব্যাস ; তাহার পরে অন্যান্য কবি।

২. বিবর্তবাদ

কাব্যপুরুষের প্রথম বর্ণনায় (তৃতীয় অধ্যায় প্রথম কবিতা) কাব্যপুরুষকে রাজশেখর বিবর্তের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। ভর্তৃহরি-কৃত বাক্যপদীয় গ্রন্থের শব্দব্রহ্মবাদের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি কাব্যপুরুষের লক্ষণ দিয়াছেন—

"যদেতদ্ বাঙ্‌ময়ং বিশ্বমর্থমূর্ত্যা বিবর্ততে।
সোঽস্মি কাব্যপুমানম্ব ! পাদৌ বন্দেয় তাবকৌ॥"

'হে মাতঃ, এই যে সমগ্র বাঙ্‌ময় (বাণীরূপ) অর্থের আকারে (পদার্থের আকৃতিতে) বিবর্তিত (প্রতিভাত) হইতেছে, সেই (বিবর্তরূপ) আমি কাব্যপুরুষ আপনার চরণযুগল বন্দনা করি।'

ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন—

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥ (বাক্যপদীয় ১।১)

জগৎসৃষ্টিকামী ভগবান্ হইতে উদ্‌ভূত নাদ বা শব্দব্রহ্ম বিবর্ত বা মায়িক অস্তিত্বে আবৃত বিশ্বের কারণ। বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞানের বশে যখন এই মায়ার আবরণ দূর হয়, তখন কেবল নাদ বা শব্দব্রহ্ম থাকে ; ইহার অপর নাম পরা বাক্—পরা বাক্ হইতে পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী বাকের উৎপত্তি। মধ্যমা বাক্ স্ফোটধর্মের আধার ; এই স্ফোট শব্দ হইতে অর্থের প্রকাশ করে। শব্দসূচিত বস্তু বা পদার্থের কোনও পৃথক্ সত্তা নাই—যদিও মনে হয় পৃথক্ সত্তা আছে। পদার্থের এই মায়িক সত্তার নাম বিবর্ত—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে রজ্জুতে সর্পের মায়িক সত্তা (নাগেশভট্টকৃত লঘুমঞ্জুষা দ্রষ্টব্য).

৩. কাব্যের লক্ষণ এবং কাব্যসমালোচনার সম্প্রদায়

কাব্যপুরুষের বর্ণনাপ্রসঙ্গে রাজশেখর প্রকারান্তরে কাব্যের লক্ষণই বলিয়াছেন—

"শব্দার্থৌ তে শরীরং,·· ······সমঃ প্রসন্নো মধুর উদার ওজস্বী চাসি। উক্তিচণং চ তে বচো, রস আত্মা, রোমাণি ছন্দাংসি,··············অনুপ্রাসোপমাদয়শ্চ ত্বামলংকুর্বন্তি।"

এস্থলে, ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তের বর্ণনার সহিত একটি সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী আলংকারিকেরাও কাব্যের পরিচয় বা লক্ষণ দিতে গিয়া শরীর, অলংকার, আত্মা ইত্যাদির কল্পনা যে না করিয়াছিলেন, তাহা নয় ; তবে এখানে লক্ষণীয় এই যে—

সংস্কৃতে সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি সম্প্রদায় ছিল ; সেগুলির মধ্যে 'রস কাব্যের আত্মা'—এই মতবাদই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। রসবাদের প্রথম প্রবর্তক নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতমুনি—তবে দৃশ্যকাব্যই ছিল তাঁহার বিশেষ ক্ষেত্র। পরবর্তী ভামহ, দণ্ডী এবং বামনাচার্যপ্রভৃতি নাট্যসাহিত্য ব্যতীত কাব্যসাহিত্যের সমালোচনায় এই রসের প্রয়োজনীয়তা তেমন স্বীকার করেন নাই। পরবর্তী সমালোচকেরা অলংকার, গুণ, রীতি, ধ্বনি, বক্রোক্তি, অনুমিতি ও ঔচিত্যবাদের প্রবর্তন করেন এবং যাবতীয় রচনায় এই ধর্মগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন।

অন্য সম্প্রদায়ের আচার্যগণ রসবাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। নবম শতকের মধ্যভাগে আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদ স্থাপন করিতে গিয়া রসবাদের পুনঃ প্রবর্তন করেন এবং তিনি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, নাট্য ও কাব্যজাতীয় যাবতীয় রচনায় আত্মস্থানীয় হইল রসধ্বনি। তবে আনন্দবর্ধন-প্রবর্তিত ধ্বনিবাদ বহুকাল তেমন সমাদৃত হইল না—রাজশেখরও এই যুগের লোক ; তাই তিনি ধ্বনিবাদ গ্রহণ না করিয়া রসবাদই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রসই কাব্যপুরুষের আত্মা, ধ্বনি নহে। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে মহত্তম আচার্য অভিনবগুপ্ত রসধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। রাজশেখর কাব্যমীমাংসার কোনও স্থানে ধ্বনির উল্লেখ করেন নাই ; কারণ, তাঁহার সময়ে সমালোচকগণ ধ্বনির অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহিতেন না।

৪. বিভিন্ন রীতি-বৃত্তি-প্রবৃত্তি

এই অধ্যায়ে ও পরবর্তী অধ্যায়সমূহে রাজশেখর ছন্দোময়ী রচনার উৎপত্তি সন্ধান করিয়া ধারাবাহিক ক্রমে সেই রচনার বিকাশ ও প্রসঙ্গতঃ ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত রীতি-নীতির বর্ণনা দিয়াছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশ, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির ভেদ অনুযায়ী কাব্যের প্রকার-ভেদের অবতারণা করিয়া তিনি কাব্য-রচনারীতিকে চারিটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই রচনারীতির পারিভাষিক নাম রীতি। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে ইহা পূর্বেই বলিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ, চারিপ্রকার বেশবিন্যাস, চারিপ্রকার বচনবিন্যাস ও চারিপ্রকার

বিলাসবিন্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পূর্বভাগের নাম ছিল মগধ ও বঙ্গদেশ, মধ্যভাগের নাম পাঞ্চাল, পশ্চিমভাগের নাম অবন্তিদেশ, আর দক্ষিণভাগের নাম ছিল বিদর্ভদেশ। অন্যান্য দেশগুলি এই ভাগ বা অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। উল্লিখিত বেশবিন্যাস, বচনবিন্যাস ও বিলাসবিন্যাসের পারিভাষিক নাম যথাক্রমে প্রবৃত্তি, রীতি ও বৃত্তি। ভারতের পূর্বাঞ্চলে ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তি, ভারতী বৃত্তি ও গৌড়ীয়া রীতি প্রচলিত ছিল; পাঞ্চালদেশে ছিল পাঞ্চালমধ্যমা প্রবৃত্তি, সাত্বতী ও আরভটী বৃত্তি, পাঞ্চালী রীতি; অবন্তীদেশে আবন্তী প্রবৃত্তি, সাত্বতী ও কৈশিকী বৃত্তি; ভারতের দক্ষিণভাগে ছিল দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তি, কৈশিকী বৃত্তি, ও বৈদর্ভী রীতি। রাজশেখর তৃতীয় অধ্যায়ে যথাস্থানে এই বিভিন্ন প্রবৃত্তি[১] বৃত্তি[২] ও রীতির[৩] যথাযথ বর্ণনা ও উদাহরণ দিয়াছেন। তবে তিনি বৈদর্ভী রীতি, কৈশিকী বৃত্তি ও দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তির প্রাধান্য জ্ঞাপন করিয়াছেন; কারণ দক্ষিণ ভারতীয় রীতি-বৃত্তি-প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া সাহিত্যবিদ্যাবধূ কাব্যপুরুষের মন জয় করেন বলিয়া তিনি বর্ণনা দিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অবন্তিদেশের লাটীয়া রীতির উল্লেখ রাজশেখর করেন নাই; কারণ, তাঁহার মতে পাঞ্চালী ও লাটীয়া রীতির বিশেষ পার্থক্য নাই।

রীতিবাদের ইতিহাসে দেখা যায়, ভামহ গৌড়ীয়া ও বৈদর্ভীরীতির পার্থক্য ধরেন নাই। দণ্ডী কাব্যাদর্শে গৌড়ীয়া অপেক্ষা বৈদর্ভী রীতির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। এই রীতি-দুইটির সহিত বামনাচার্য তৃতীয় রীতি পাঞ্চালী ও রুদ্রট চতুর্থ রীতি লাটীয়ার উল্লেখ করেন। রাজশেখরের সময়ে এই চারিটি রীতিই সমালোচকগণ স্বীকার করিতেন; তবে রাজশেখর স্বীকার করিয়াছেন মাত্র তিনটি। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সমালোচকগণের রীতি-সম্পর্কিত ধারণাটি কালক্রমে আঞ্চলিক বা দেশগত রচনাশৈলী ও বচনবিন্যাসপ্রণালীর সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিল না। যে-কোনো অঞ্চলের কবি কাব্যগত বিষয়বস্তুভেদে ঔচিত্যবোধের পরিমাপে গৌড়ীয়া, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী বা লাটীয়া রীতি অবলম্বন করিয়া কাব্যের বিভিন্ন অংশ রচনা করিয়াছেন।

১ তত্র বেশবিন্যাসক্রমঃ প্রবৃত্তিঃ

২ বিলাসবিন্যাসক্রমো বৃত্তিঃ

৩ বচনবিন্যাসক্রমো রীতিঃ

—কাব্যমীমাংসা তৃতীয় অধ্যায় অন্ত্য অংশ

রাজশেখরের রীতিবিষয়ক মনোভাব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে ; কারণ, কাব্যমীমাংসার তৃতীয় অধিকরণ 'রীতিনির্ণয়ে' রীতির আলোচনা হইবে বলিয়া প্রথম অধ্যায়ে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সম্পাদনের লিখিত কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

১. কবিরহস্যের তিনটি ভাগ

চতুর্থ অধ্যায় হইতে কবিরহস্যের প্রকৃত আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই আলোচনার প্রধানতঃ তিনটি ভাগ—

(১) কবির প্রয়োজনীয় উপাদান ও শক্তি-সামর্থ্য ;

(২) কবির পালনীয় বিধি-নিষেধ ;

(৩) কবির অনিষ্টকারী বিষয়সমূহ।

প্রথম ভাগের পরিধি চতুর্থ অধ্যায় হইতে নবম অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত ; এই পরিধির মধ্যে অলোচিত হইয়াছে পদবাক্যবিবেক, পাঠপ্রতিষ্ঠা, কাব্যের বিষয়বস্তুর উৎস-সন্ধান ও অর্থব্যাপ্তি।

দ্বিতীয় ভাগ আলোচিত হইয়াছে দশম অধ্যায়ে। সমগ্র কাব্যমীমাংসার মধ্যে এই দশম অধ্যায়টি অতি বিচিত্র। ইহার বিষয়বস্তু কবির দিনচর্যা ও কবির পৃষ্ঠপোষক রাজার পালনীয় বিধি-নিষেধ।

তৃতীয় ভাগের পরিধি একাদশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কবিখ্যাতির পরিপন্থী বহু বিষয়ের ব্যাপক আলোচনা এই ভাগের বিষয়বস্তু। এই ভাগ দৃষ্টান্তবহুল। কাব্যহরণ, কবিপ্রসিদ্ধি, ভারত ও পৃথিবীর ভূগোল, স্থান-কাল-পাত্রবিশেষে ঘটনাবর্ণনার প্রাচীন রীতি, কালবিভাগ, ঋতুপর্যায় ইত্যাদি লইয়া এই ভাগ লিখিত। কবির পক্ষে অবান্তর যে যে বিষয়ের জ্ঞানলাভ প্রয়োজনীয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণও এই ভাগের আলোচ্য বিষয়।

২. কাব্যবিদ্যার অধিকারী

শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার প্রথমতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও সেই বিষয়-আলোচনার প্রয়োজন বর্ণনা করেন। ইহার উদ্দেশ্য মানুষের রুচির উদ্রেক

করা। তাহার পর প্রতিপাগ্য বিষয়ের আলোচনা এবং অধ্যয়নে অধিকারী নির্ণয় করা হয়। কাব্যবিদ্যার অধিকারী সম্বন্ধে বিচারই এই চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু।

এই অধিকারী বা শিষ্য তিন-শ্রেণীর—(১) বুদ্ধিমান্ শিষ্য, যাঁহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ শাস্ত্রানুসারী (২) আহার্যবুদ্ধি শিষ্য, যাঁহার বুদ্ধি পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রচচার দ্বারা মার্জিত হয় (৩) দুর্বুদ্ধিশিষ্য, যাঁহার বুদ্ধি সর্ববিষয়েই বিপর্যস্ত। এই শিষ্যদিগের মধ্যে দুর্বুদ্ধিশিষ্য অপেক্ষা আহার্যবুদ্ধি শিষ্য শ্রেষ্ঠতর; আবার আহার্যবুদ্ধি অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ শিষ্য শ্রেষ্ঠতর। যদি একই ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুণেরই সমাবেশ ঘটে অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি যদি স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্ হন, গুরুর উপদেশ অনুযায়ী পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন, এবং মন্ত্রজপ ও ব্রত-অনুষ্ঠানের দ্বারা সরস্বতীর অনুগ্রহলাভে সমর্থ হন, তবে তিনি কেবল কবি নয়, 'কবিরাজ' হইতে পারেন। রাজশেখরের এই তিনটি গুণই ছিল। তবে সদ্গুরুর উপাসনা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন—'অহরহঃ সুগুরূপাসনা প্রকৃষ্টো গুণঃ।' (কাব্যমীমাংসা চতুর্থ অধ্যায় আদি)

৩. কবিত্বের হেতু কি প্রতিভা, না ব্যুৎপত্তি?

কাব্যরচনা ও কবিত্বের হেতু বিশ্লেষণ করিতে গিয়া রাজশেখর পূর্ববর্তী আচার্যগণের মতের উল্লেখ করিয়া সমাধিনামক আন্তরপ্রযত্ন এবং অভ্যাসনামক বাহ্যপ্রযত্নের কথা বলিয়াছেন। সমাধি ও অভ্যাস কবিত্ববীজস্বরূপ শক্তিকে উদ্ভাসিত করে। এই শক্তিই কাব্যরচনার প্রধান হেতু। প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তিদ্বারা কবিত্বশক্তির বৃদ্ধি বা প্রসার ঘটে। তবে কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা স্ফুরিত হয়, কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যুৎপন্ন হইয়া থাকেন। যাহাদ্বারা শব্দ ও অর্থসমূহ, অলংকার ও বচনবিন্যাস এবং এইপ্রকার অন্যান্য বিষয়ও হৃদয়ে প্রতিভাসিত হয়, তাহাকে বলে প্রতিভা। যাঁহার প্রতিভা নাই, তাঁহার নিকট পদার্থসমূহ চর্মচক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হইয়াও জ্ঞানদৃষ্টির অগোচর থাকিয়া যায়; আর প্রতিভাবান্ ব্যক্তির নিকট চর্মচক্ষুদ্বারা দৃষ্ট না হইলেও পদার্থসমূহ জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট হইয়া উঠে। মেধাবিরুদ্র ও কুমারদাস জন্মান্ধ হইয়াও কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ মহাকাব্য 'জানকীহরণ' কুমারদাসের রচিত; জনপ্রবাদ এই যে, তিনি সিংহলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কবি কলিদাসের সমসাময়িক বলা হয়। নমিসাধু ও ভামহের গ্রন্থে মেধাবিরুদ্রের উল্লেখ আছে। (রুদ্রটালংকার টীকা পৃষ্ঠা ২ এবং ভামহকৃত কাব্যালংকার পৃষ্ঠা ৩)

রাজশেখরের মতে, প্রতিভা কাব্যরচনার একমাত্র হেতু নহে। শক্তি কাব্যরচনার

আদি ও মুখ্য কারণ ; প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি এই 'শক্তি'কে পুষ্ট করে—তবে অপুষ্ট শক্তিদ্বারা রচনা সার্থক হয় না। এস্থলে, রাজশেখর রুদ্রটের প্রতিধ্বনি-মাত্র।

মনসি সদা সুসমাধিনি বিস্ফুরণমনেকধাভিধেয়স্য।
অক্লিষ্টানি পদানি চ বিভান্তি যস্যামসৌ শক্তিঃ ॥

(রুদ্রট কাব্যলংকার ১ ১৫).

দণ্ডী ও বামনাচার্য বলেন যে, প্রতিভাই কাব্যরচনার মূল-কারণ ('নৈসর্গিকী চ প্রতিভা'—কাব্যাদর্শ ১.১০৩ ; 'কবিত্ববীজং প্রতিভানম্'—কাব্যালংকারসূত্র ১.৩.১৬)।

প্রতিভাবলে কবিগণের নিকট অপ্রত্যক্ষ বিষয়ও দিনের আলোটির মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহাকেই বলে মানস-প্রত্যক্ষ।

কাব্যপ্রকাশে মম্মটও বলিয়াছেন, 'শক্তিঃ কবিত্ববীজরূপঃ' (কারিকা ১।৩ বৃত্তি)।

ধ্বন্যালোকলোচনে অভিনবগুপ্ত শক্তি ও প্রতিভাকে একই বলিয়াছেন—'শক্তিঃ প্রতিভানম।'

৪. কবি ও সমালোচক

রাজশেখর কবি ও সমালোচকের পারস্পরিক সম্বন্ধের নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রচলিত একটি অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন—

["কঃ পুনরনয়োর্ভেদো যৎ কবির্ভাবয়তি ভাবকশ্চ কবিঃ" ইত্যাচার্যাঃ। তদাহুঃ,—

"প্রতিভাতারতম্যেন প্রতিষ্ঠা ভুবি ভূরিধা।
ভাবকস্তু কবিঃ প্রায়ো ন ভজত্যধমাং দশাম্ ॥"]—উদ্ধৃত অভিমত

"ন" ইতি কালিদাসঃ। পৃথগেব হি কবিত্বাদ্ ভাবকত্বং, ভাবকত্বাচ্চ কবিত্বম্।
—স্বীয় অভিমত

" 'যিনি কবি, তিনি সমালোচনা করেন ; আবার যিনি সমালোচক, তিনি কাব্য রচনা করেন—তবে কবি এবং সমালোচকের আর কি ভেদ?'— আচার্যগণের এই বক্তব্য। তাঁহারা তাই বলেন, 'প্রতিভার তারতম্যহেতু পৃথিবীতে বহু বিচিত্র প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। যিনি একাধারে কবি ও সমালোচক, তিনি প্রায়ই শোচনীয় দশায় উপনীত হন না।' কিন্তু কালিদাস বলেন, "তাহা নহে"। কবিত্ব হইতে ভাবকত্ব পৃথক্ ; আবার ভাবকত্ব হইতে কবিত্ব পৃথক্। (রাজশেখরের অভিমত)

যিনি কাব্য রচনা করেন তিনি কবি ; আর যিনি সহৃদয় আলোচক অর্থাৎ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যাঁহার দর্পণের মত নির্মল মন কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যেন তন্ময়তা প্রাপ্তির যোগ্য তিনি ভাবক। কবি ও ভাবকের স্বরূপেই ভেদ। ইহা

ছাড়াও, কবির বিষয় শব্দার্থের উপাদানে বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাবের চিত্র-রচনা ; আর ভাবকের বিষয় রসাস্বাদমাত্র। কবি ও ভাবকের বিষয়েও ভেদ। (দ্রষ্টব্য কাব্যমীমাংসা-মধুসূদনীবিবৃতি পৃষ্ঠা ৪৯)। লোচনকারও বলেন, 'সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবিসহৃদয়াখ্যম্' (ধ্বন্যালোকলোচন—মঙ্গলাচরণ কবিতা)

এস্থলে রাজশেখর মহাকবি কালিদাসের মতানুবর্তী। মহাকবি কালিদাস আচার্যগণের মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে, একাধারে কবি ও সমালোচকের গুণের সমাবেশ হয় না। কালিদাস কোথায় এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, রাজশেখর তাহা বলেন নাই। সম্ভবতঃ, শকুন্তলা-নাটকের নিম্নলিখিত কবিতাটিকেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন—

"আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥"

(শাকুন্তল ১.২)

যতক্ষণ না কাব্য-সমালোচকগণ পরিতুষ্ট হইয়া কাব্য বা নাটকের সমাদর করেন, ততক্ষণ কবি বা নাট্যকারের স্বস্তি নাই। রঘুবংশ (১.১৩) ও মালবিকাগ্নিমিত্রেও (প্রথম অঙ্ক) অনুরূপ উক্তি আছে।

৫. প্রতিভার বিভিন্ন শ্রেণী

রাজশেখর আরও বলিয়াছেন, প্রতিভার দুইটি ধারা—(১) একটি ধারা বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত জীবনের অখণ্ড সমগ্রতার উপলব্ধি দ্বারা কাব্যসৃষ্টিতে সাহায্য করে ; ইহার নাম কারয়িত্রী প্রতিভা (২) অন্য ধারাটি কবিকর্মের ভাব গ্রহণ করায় ; ইহা আলোচনার ধারা। আলোচনার অবসরে ভাবক বা আলোচক কবির সৃষ্টির মধ্যে পরিস্ফুট জগৎ ও জীবনসম্বন্ধে বক্তব্যটীকে বিচার করেন ও রসাস্বাদ করেন। ইহার নাম ভাবয়িত্রী প্রতিভা।

কারয়িত্রী প্রতিভা তিন-শ্রেণীর—(১) সহজা (২) আহার্যা (৩) ঔপদেশিকী। সহজা প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ; ইহা দৈবলব্ধ। আহার্যা প্রতিভা এই জন্মেই লব্ধ সম্পদ্—চেষ্টা-বিশেষের ফল। ঔপদেশিকী প্রতিভাকে লাভ করিতে হয় লৌকিক বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় বা মন্ত্র-তন্ত্রপ্রভৃতির উপদেশের মাধ্যমে। সহজা প্রতিভা স্বভাবসিদ্ধা, আহার্যা প্রতিভা অধিক পরিশ্রমসাধ্যা, ঔপদেশিকী প্রতিভা এই জন্মেরই উপদেশ ও সংস্কারসাধ্যা। অতএব কারয়িত্রী প্রতিভার একটি শ্রেণী দৈবদত্ত, আর দুইটি শ্রেণী পুরুষকারসাধ্য।

প্রতিভার এই মানদণ্ডে রাজশেখর কবিদিগকেও ভাগ করিয়াছেন তিন ভাগে—(১) সারস্বত অর্থাৎ যাঁহার কবিত্ব স্বাভাবিক (২) আভ্যাসিক অর্থাৎ যাঁহার কবিত্ব চেষ্টা ও পরিশ্রম-প্রসূত (৩) ঔপদেশিক অর্থাৎ যাঁহার কবিত্ব গুরুস্থানীয় আচার্যের উপদেশজাত। প্রথমতঃ, সরস্বতীর বরপুত্র যাঁহারা, তাঁহারা নিজেকে প্রকাশ করেন ভয়, সংকোচ ও লোকনিন্দার গণ্ডীর বাহির হইতে;—তাঁহারা নিরঙ্কুশ, 'অনন্য-পরতন্ত্র'; ভাব তাঁহাদিগের অব্যাহত, ভাষা তাঁহাদিগের অনাবিল। আভ্যাসিক কবি যেন চলেন পিচ্ছিল পথে; সর্বদাই তাঁহাদিগের পতনের ভয়; চারিদিকে লোকলজ্জা। আর ঔপদেশিক যে কবি, তাঁহার ভাষায় আলো-অন্ধকারের যাতায়াত, ভাবের দৈন্য পরিস্ফুট; তিনি কাব্যতীর্থে পদে পদে স্খলিত।

প্রতিভার আর এক শাখা যে ভাবয়িত্রী, তাহার স্পর্শে বুদ্ধিবৃত্তি সঞ্জীবিত হয়, স্ফুরিত হয় আলোচনা-শক্তি। আলোচনার কষ্টি-পাথরে কাব্যের ভালো-মন্দের মূল্য নির্ধারিত হয়। বস্তুতঃ রাজশেখরের প্রতিভা-বিভাগ কবি ও সমালোচকের ভেদ-নির্ধারণ। অবশ্য তিনি চিরাচরিত প্রথা অতিক্রম করিয়াছেন; কারণ, আলংকারিক-দিগের অধিকাংশই সহজা ও উৎপাদ্যা-নামক দুইটি প্রতিভার ভাগ স্বীকার করেন—সহজা প্রতিভা ঐশ্বরিক দান; আর উৎপাদ্যা প্রতিভাকে অর্জন করিতে হয় জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে। আচার্য রুদ্রটও বলেন, স্বভাব ও অর্জনের ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে প্রতিভা-প্রবাহিণী। স্বভাববাহিনী প্রতিভা মানুষের ব্যক্তিগত জন্মগত সম্পদ্; অর্জনবাহিনী প্রতিভা মানুষের এই জন্মের আয়তনেই সীমাবদ্ধ—ইহা অভ্যাস ও পরিশ্রমের ফল। তবে হেমচন্দ্রের প্রতিভা-বিশ্লেষণ একটু অন্য ধরণের। তাঁহার মতে, সহজা ভিন্ন অন্য শ্রেণীর প্রতিভার মূলেও রহিয়াছে মন্ত্রশক্তি বা দেবানুগ্রহ (মন্ত্রদেবানুগ্রহপ্রভাবোপাধিকী প্রতিভা)

৬. সমালোচকের শ্রেণীবিভাগ

রাজশেখরের মতে সমালোচক চারি-শ্রেণীর—(১) অরোচকী (২) সতৃণাভ্যবহারী (৩) মৎসরী (৪) তত্ত্বাভিনিবেশী। সুলিখিত ও সুরচিত কাব্য পড়িয়াও অরোচকী সমালোচক নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকেন। অরোচকী আবার দুই-শ্রেণীর—প্রথমতঃ, যিনি স্বভাবত অন্যের রচনায় অ-রুচিসম্পন্ন; দ্বিতীয়তঃ, যিনি অন্যের রচনায় অরুচি প্রকাশ করেন ও যথার্থ উত্তম রচনার প্রশংসাও করেন। এই দুই শ্রেণী যথাক্রমে মৎসরী ও তত্ত্বাভিনিবেশী সমালোচকের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন। আবার, এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, যাঁহারা প্রতিভাহীন ও বিচারবুদ্ধিবর্জিত। ইঁহা-

দিগের গুণ বা দোষবিচারের ক্ষমতা নাই। এই শ্রেণীর সমালোচকের নাম সতৃণাভ্যবহারী অর্থাৎ নির্বিচারে অখাদ্য তৃণপর্যন্তও আহার করে। মৎসরী সমালোচকের কৃপায় উত্তম রচনাও নিকৃষ্ট বলিয়া প্রচারিত হয়। নিরপেক্ষ বা পক্ষপাতিত্বশূন্য প্রকৃত বিচারক সমালোচক বিরল। এই জাতীয় সমালোচকই তত্ত্বাভিনিবেশী সমালোচক। সমালোচকের স্থান সাহিত্য-জগতে অনেক ঊর্ধ্বে।

তাই রাজশেখর বলেন,—"ভাবক বা সমালোচক কবির প্রভু, মিত্র, মন্ত্রী, শিষ্য, আচার্য অর্থাৎ সকলই হইয়া থাকেন। এমন কি বিচিত্র সম্বন্ধ আছে যে, ভাবক কবির নিকট সেই সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইতে পারেন না?"

"অনেক কাব্য হয় তো গৃহে গৃহে রচিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার মধ্যে দুইখানি বা তিনখানি সমালোচকের মনের কষ্টিপাথরে দাগ কাটিতে সমর্থ হয়।"

পঞ্চম অধ্যায়

১. প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তির সূক্ষ্ম বিচার

পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তির সূক্ষ্ম বিচার। ব্যুৎপত্তিও যে প্রতিভার ন্যায় কবিত্বের মূল—তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন আচার্যগণের মতে ব্যুৎপত্তির অর্থ বহুজ্ঞতা অর্থাৎ লৌকিক, শাস্ত্রীয়প্রভৃতি বহু বিষয়ে জ্ঞান। বামনাচার্য তাঁহার কাব্যালংকারসূত্র-গ্রন্থে (১.৩.১.—২০) সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম এই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির একটি তালিকা দিয়াছিলেন। দণ্ডীপ্রভৃতি সমালোচকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যুৎপত্তি কাব্যরচনার একটি প্রধান কারণ।

"নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহুনির্মলম্।
অমন্দশ্চাভিযোগোঽস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ॥"

—কাব্যাদর্শ ১. ১০৩.

কিন্তু অভিনবগুপ্ত বলেন যে, ব্যুৎপত্তি যাবতীয় বস্তুর পৌর্বাপর্ব নির্ণয়ের কৌশল (ধ্বন্যালোকলোচন, নির্ণয়সাগরসংস্করণ পৃঃ ১৩৭)।

মম্মটাচার্যের[১] মতে ব্যুৎপত্তি ও নিপুণতা সমার্থক।

১ "নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।" (কাব্যপ্রকাশ ১।৩)ঃ ঐ বৃত্তি—"লোকস্য...শাস্ত্রাণাং... কাব্যানাং...... ইতিহাসাদীনাং চ ব্যুৎপত্তিঃ"। মহেশ্বর ন্যায়ালংকার ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—"ব্যুৎপত্তিঃ......নিপুণতাপদস্য ইয়ং ব্যাখ্যা।"

রাজশেখর তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্যগণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে লৌকিক, শাস্ত্রীয় ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় কাব্যের বিষয় বস্তুমাত্র—এইগুলি কাব্যের হেতু বা কারণ নহে। রুদ্রটকে[১] অনুসরণ করিয়া তিনি ব্যুৎপত্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন 'উচিত ও অনুচিতের বিচার।' আনন্দবর্ধনের ব্যুৎপত্তির সংজ্ঞা রুদ্রটের অনুরূপ। রাজশেখর বলেন, ব্যুৎপত্তি হইতেছে ছন্দঃ, ব্যাকরণ ইত্যাদি পাঠের দ্বারা অর্জিত একটি ক্ষমতা; এই ক্ষমতাবলে উচিত-অনুচিতের বিচার সম্ভব হয়। প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠতরতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে রাজশেখর আনন্দবর্ধন ও মঙ্গলের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকে (পৃঃ ১৩৭, ১৪৭) ব্যুৎপত্তি অপেক্ষা প্রতিভাকে উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। কুমারসম্ভবে বর্ণিত শিব-পার্বতীর কামলীলার দৃশ্যটিকে দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য প্রমাণ করিয়াছেন। এই বর্ণনাটী অনৌচিত্য দোষদুষ্ট ও কবির ব্যুৎপত্তির অভাবের পরিচায়ক; কিন্তু কবির প্রতিভা-প্রভাবে অনৌচিত্য আবৃত হইয়া গিয়াছে ও শেষপর্যন্ত এই অংশের ঔচিত্য রক্ষিত হইয়াছে।

ইহা লক্ষ্য করা দরকার যে, আনন্দবর্ধন প্রতিভা বলিতে 'শক্তি'-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু রাজশেখরের মতে শক্তি প্রতিভার মূলীভূত কারণ। আচার্য মঙ্গলের অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে—'ব্যুৎপত্তি প্রতিভা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর'। তবে রাজশেখরের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি পরস্পর মিলিতভাবে কাব্যসৌন্দর্য বিস্তার করে। "প্রতিভাব্যুৎপত্তী মিথঃ সমবেতে শ্রেয়স্যৌ" ইতি যাযাবরীয়ঃ। কারণ, লাবণ্যহীন শরীর-সৌষ্ঠব সৌন্দর্যের হেতু নয়; আর শরীর-সৌষ্ঠবহীন একক লাবণ্যও সৌন্দর্য দান করে না।

২. কবির শ্রেণীবিভাগ

এই বিচারের পরে রাজশেখর কবিদিগকে তিনশ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—(১) শাস্ত্র-কবি (২) কাব্য-কবি (৩) উভয়-কবি। ইঁহাদিগের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, নিজের নিজের বিষয়ে শাস্ত্রকবি ও কাব্যকবি শ্রেষ্ঠ; কিন্তু উভয়কবি দুই বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রকবি কাব্যে রসের ধারা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন; আবার কাব্যকবি তাঁহার উক্তির বৈচিত্র্যে শাস্ত্রীয় বিষয়বস্তুর তর্কের দৃঢ়

১ রুদ্রট ১.১৮.

বন্ধনকেও শিথিল করিয়া ফেলেন। আর যিনি উভয়কবি, তিনি এই উভয় গুণে গুণী হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রকবি তিন-শ্রেণীর—(১) শাস্ত্র-রচনাকারী (২) শাস্ত্রে কাব্যমিশ্রণকারী (৩) কাব্যে শাস্ত্রমিশ্রণকারী।

কাব্যকবি আট-প্রকারের—(১) রচনাকবি (২) শব্দকবি (৩) অর্থকবি (৪) অলংকারকবি (৫) উক্তিকবি (৬) রসকবি (৭) মার্গকবি (৮) শাস্ত্রার্থকবি। এই বিভিন্ন শ্রেণীর কবির পরিচয় তাঁহাদিগের নাম হইতেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

ইহা ছাড়াও, পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত বুদ্ধিমান্, আহার্যবুদ্ধি এবং ঔপদেশিক কবিগণের দশটি অবস্থার বর্ণনা আছে। বুদ্ধিমান্ ও আহার্যবুদ্ধি কবির সাতটি অবস্থা—(১) কাব্যবিদ্যাস্নাতক (২) হৃদয়কবি (৩) অন্যাপদেশী (৪) সেবিতা (৫) ঘটমান (৬) মহাকবি (৭) কবিরাজ। ঔপদেশিক কবির তিন অবস্থা—(১) আবেশিক (২) অবিচ্ছেদী (৩) সংক্রাময়িতা। কবির এই দশ অবস্থার লক্ষণ-বিচারকালে রাজশেখর অনেক নূতন বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচ্য বিষয়গুলি কবি ও সুধীগণের প্রণিধানযোগ্য। (দ্রষ্টব্য অনুবাদ-অংশ পঞ্চম অধ্যায় মধ্যভাগ)

৩. কাব্যপাক

অধ্যায়ের শেষভাগের আলোচ্য বিষয় কাব্যপাক। প্রতিভার স্বরূপ, ব্যুৎপত্তি ও কবিদিগের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বিচারেব পর রাজশেখর কাব্যপাকের পরিচয়প্রসঙ্গে প্রাচীন বিশেষজ্ঞদিগেব অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সাহিত্যে 'পাক' শব্দের অথ 'পরিণত অবস্থা'; কাব্যরচনার নিরন্তর অভ্যাসের ফলে ইহার উৎপত্তি। রাজশেখর মঙ্গলের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিরন্তর শ্রবণের ফলে সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দের যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানই এই পরিণতির মূলস্বরূপ। এই জ্ঞানেরই নামান্তর ব্যুৎপত্তি। আচার্যগণ মঙ্গলের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের মতে 'পাক'-শব্দের অর্থ যথাযথ শব্দনির্বাচন ও যথাযোগ্য ব্যবহারের নৈপুণ্য। বামন তাঁহার কাব্যালংকারসূত্র-গ্রন্থে (১. ৩. ১৫) আচার্যগণের মত উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে, কবিগণের এই ক্ষমতার নাম 'অবেক্ষণ'। 'শব্দ'-পাক আবার ভিন্ন প্রকৃতির; তিনি বলেন, যে স্থলে শব্দ পরিবর্তন করিলে ভাবের ব্যাঘাত ঘটে, সে স্থলে 'শব্দ'-পাক থাকা স্বাভাবিক। বামনাচার্যের মতানুবর্তী আচার্যগণের এই অভিমতের পরিহারচ্ছলে অবন্তিসুন্দরী রসের উপযোগী গুণ, অলংকার,

রীতি, ভাব, শব্দ এবং অর্থের ঔচিত্যকে পাক-পরিধির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অবন্তিসুন্দরীর এই অভিমত কাব্যমীমাংসায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

রাজশেখর অবন্তিসুন্দরীর এই মতের সমর্থনে একটি সুপরিচিত কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"সতি বক্তরি সত্যর্থে শব্দে সতি রসে সতি।
অস্তি তন্ন বিনা যেন পরিস্রবতি বাঙ্‌মধু॥"

'বক্তা, বক্তব্য বিষয়, তদুপযোগী শব্দ এবং ঈপ্সিত রস থাকিলে তাহাতে পাক বর্তমান থাকে ; ইহা ব্যতীত বাঙ্‌মাধুর্য ক্ষরিত হয় না।'

বামনাচার্যও বৈদর্ভী রীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য এই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু পাকের কথা বলেন নাই। আনন্দবর্ধন এবং ক্ষেমেন্দ্র ধ্বন্যালোক (পৃঃ ১৪৫) ও ঔচিত্যবিচারচর্চা-গ্রন্থে (১-৩) 'পাক'-শব্দের পরিবর্তে 'ঔচিত্য'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। রাজশেখর নয়-প্রকার পাক স্বীকার করিয়াছেন। এই নয় প্রকারের মধ্যে মৃদ্বীকা, সহকার এবং নারিকেল-পাক সর্বোত্তম ; বদর, তিন্তীড়ক এবং ত্রপুস-পাক মধ্যম ; আর পিচুমন্দ, বার্তাক এবং ক্রমুক-পাক অধম স্তরের। (দ্রষ্টব্য অনুবাদ-অংশ পঞ্চম অধ্যায় শেষভাগ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

১ পদবাক্যবিচার

ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজশেখর পদ এবং বাক্যের ব্যাখ্যামুখী পরিচয় ও উদাহরণসহ লক্ষণ দিয়াছেন। পদ ও বাক্যের স্বরূপবিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে কাব্যরচনায় তাহার স্থান ও প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। রাজশেখর পদ ও বাক্যবিচারে ব্যাকরণ ও নিরুক্তসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বৈয়াকরণগণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ শব্দ নির্ণয় করেন ; তাই ব্যাকরণও স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা মনে করেন যে, বিশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করিলে পরলোকের পুণ্য অর্জিত হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ব্যাকরণ এই মর্যাদা লাভ করিয়াছে ; কারণ, দেখা যায় যে, জৈমিনি পূর্ব-মীমাংসার স্মৃতি-অধ্যায়ে ধর্মবিষয়ে ব্যাকরণের স্থান লইয়া বিচার করিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য কুমারিলকৃত তন্ত্রবার্তিক ১. ৩. ২৫ ও পাতঞ্জল মহাভাষ্য পস্পশা-আহ্নিক)

রাজশেখর পদগুলিকে স্বন্ত, তিঙন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত ও সমস্ত-নামক পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন ; আর বাক্যগুলিকে তিনি ভাগ করিয়াছেন দশভাগে। দশটি ভাগ নিম্নরূপ—একাখ্যাত, অনেকাখ্যাত, আবৃত্তাখ্যাত, একাভিধেয়াখ্যাত, পরিণত-আখ্যাত, অনুবৃত্তাখ্যাত, সমুচ্চিতাখ্যাত, অধ্যাহৃতাখ্যাত, কৃদভিহিতাখ্যাত, অনপেক্ষিতাখ্যাত।

অন্যের নিকট বক্তার ইচ্ছাপ্রকাশে সমর্থ পদসমষ্টির নাম বাক্য। উদ্ভটমতানুসারিগণ বলেন যে, অর্থপ্রকাশের জন্য বাক্যের তিনটি ব্যাপার আছে ; এই ব্যাপার তিনটি পদার্থসমূহের পরস্পর সংযোগ ঘটায় ও এই সংযোগলব্ধ অর্থই বাক্যার্থ। পদসমূহ নিজ নিজ বিভক্তির সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত বা অন্বিত হয়। সমাসবদ্ধ হইলে এই বিভক্তিগুলি উহ্য থাকে। বিভক্তি দুই-প্রকার—(১) উপপদবিভক্তি অর্থাৎ নিকটস্থ পদের যোগে যে বিভক্তি (২) কারকবিভক্তি অর্থাৎ যে বিভক্তি সরাসরিভাবে ক্রিয়ার যোগে ব্যবহৃত হয়। সমাসপ্রভৃতি স্থলে বিভক্তি লুপ্ত হইয়া যায় ; এইরূপ বিভক্তিহীন শব্দেরও লুপ্ত বিভক্তির অর্থপ্রকাশের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা তাহা 'শক্তি'-নামে পরিচিত। কোনও কোনও বাক্যে বিভক্তিযুক্ত পদ ও সমাসবদ্ধ পদ—এই দুই জাতীয় পদই থাকে। এই ব্যাপার-তিনটি যথাক্রমে বৈভক্ত, শাক্ত এবং শক্তি-বিভক্তিময় ব্যাপার।

রাজশেখর-স্বীকৃত এই দশ-প্রকার বাক্যের উল্লেখ ভোজদেবের শৃঙ্গারপ্রকাশ-গ্রন্থের তৃতীয় প্রকাশেও পাওয়া গিয়াছে। এই স্থলে উদ্ধৃত কবিতাগুলিই ভোজদেব দশ-প্রকার বাক্যের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনার ভিত্তি হইল আচার্যগণ ও যাযাবরীয় রাজশেখরের অভিমত। আচার্যগণ বলেন, 'অনেকাখ্যাত' বাক্য অর্থাৎ একাধিক-ক্রিয়াযুক্ত বাক্য একটি বাক্য নহে ; কারণ, একটি আখ্যাতই কয়েকটি বিশেষ্যের সহিত যুক্ত হইয়া একটি পূর্ণ বাক্য গঠন করে। বররুচিকৃত বার্ত্তিক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আচার্যগণের এই অভিমত লিপিবদ্ধ করিবার পরে ভোজদেব পাণিনি ও পতঞ্জলির মতানুযায়ী যাযাবরীয় মতটিকে বিশুদ্ধ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং বররুচি-মতানুসারী আচার্যগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন।

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন, অনেক-আখ্যাতযুক্ত বাক্যরচনা একটি অসম্ভব ব্যাপার নহে ; তবে সকল আখ্যাত বা ক্রিয়া বাক্যস্থ বিশেষ্যগুলির সহিত যুক্ত থাকা উচিত ও বাক্যের তাৎপর্য একটিমাত্র হওয়া উচিত।

"ননু চ নিরন্তরাখ্যাতং সমুচ্চিতাখ্যাতমেকার্থাখ্যাতমাবৃত্তাখ্যাতমিত্যাদয়ো

বাক্যবিকল্পা নোপপদ্যন্তে। বাক্যকারো হি মন্যতে নাস্ত্যেব তিঙন্তয়োঃ সম্বন্ধঃ। তথা চ তিঙতিঙঃ ইত্যত্রাতিঙ্‌বচনমনর্থকম্। সমানবাক্যাধিকারাৎ। ইত্যতিঙ্‌বচনং প্রত্যাচষ্টে। ন হি একত্র বাক্যে দ্বে তিঙন্তে স্ত ইতি। এবং চ বাক্যলক্ষণং করোতি—আখ্যাতং সাব্যয়কারকবিশেষণম্।"

ভোজদেব কয়েকটি প্রমাণ সহ এই মতবাদ পূর্বপক্ষ-হিসাবে স্থাপন করিয়া সিদ্ধান্তের বেলায় লিখিয়াছেন—

"তদেবং সূত্রকারস্য ভাষ্যকারস্য চ দর্শনেঽস্তি ক্রিয়ায়াঃ ক্রিয়ান্তরেণ সম্বন্ধঃ। বার্ত্তিককারস্তু যুষ্মদস্মদাদেশনিঘাতাদ্যর্থমাখ্যাতং সাব্যয়কারকবিশেষণং বাক্যং একতিঙ্‌বাক্যমিত্যন্যদেব লৌকিকাৎ পারিভাষিকং বাক্যলক্ষণমারভতে। ন চ তেন লৌকিকো ব্যবহারঃ সিধ্যতীতুপেক্ষ্যতে। তদুক্তম্—

"নিঘাতাদিব্যবস্থার্থং শাস্ত্রে যৎ পারিভাষিকম্।
সাকাঙ্ক্ষাবয়বং তেন ন সর্বং তুল্যলক্ষণম্॥"

২. কাব্যলক্ষণ

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় কাব্যলক্ষণ। রাজশেখরের মতে, গুণ ও অলংকারযুক্ত বাক্যই কাব্য। ভামহ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রাচীন সাহিত্য-আলোচক শব্দ ও অর্থের প্রাধান্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কাব্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাজশেখর প্রাচীন আলোচকদিগের অভিমত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন যে, কাব্যরচনায় শব্দেরই প্রাধান্য স্বীকার করা উচিত। প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ ও পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের রসগঙ্গাধরে প্রদত্ত সংজ্ঞা-দুইটি বিবেচ্য। তাঁহারাও বাক্য ও শব্দকে কাব্যরচনার প্রধান উপাদান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বনাথের কাব্যসংজ্ঞা 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' জগন্নাথের রসগঙ্গাধরে 'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্' রূপ লাভ করিয়াছে। বামনাচার্য তাঁহার 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ'-সূত্রে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন রাজশেখর। উল্লিখিত অভিমতের অনুকূল ও প্রতিকূল যাবতীয় যুক্তি-তর্ক তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'গুণবদলংকৃতঞ্চ বাক্যমেব কাব্যম্'।

৩. কাব্যরচনা ও কাব্যচর্চার ঔচিত্যবিচার

রাজশেখর তাহার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। কাব্য-রচনা ও কাব্যচর্চা উচিত কি না? কাব্য ও কাব্যবিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপন অনুচিত প্রমাণ করিবার জন্য সাধারণতঃ কাব্যের নিন্দামূলক তিনটি প্রধান যুক্তি প্রদর্শিত হয়—

(১) কাব্যে অলীক ও অসত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়; অতএব উহার চর্চা অনুচিত।

(২) দুর্নীতিমূলক আচরণের প্রশংসা ও শৃঙ্গারলীলাপ্রভৃতির বর্ণনা প্রকারান্তরে উহার উপজীব্য; অতএব উহা বর্জন করাই যুক্তিযুক্ত।

(৩) অসভ্য অশ্লীল বিষয়ের আলোচনা উহাতে থাকে; অতএব উহা বর্জনীয়।

'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ'— এই মতবাদের সমর্থকগণ উল্লিখিত যুক্তি-তিনটির সমর্থনকল্পে অনেকগুলি কবিতাও সংগ্রহ করিয়াছেন।

রাজশেখর কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিচাতুর্যে কাব্যচর্চার বিরোধী যুক্তি-তর্কগুলি খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, কাব্যে দোষ থাকিলেও দোষের পরিমাণ গুণের বহুলতায় নিশ্চয়ই সংবৃত হইয়া যায়। বিশিষ্ট গুণাবলীহেতু কাব্য সর্বপ্রকারে সকল নিন্দার ঊর্ধ্বে বিরাজমান। রাজশেখর কাব্যের কলঙ্ক ভঞ্জন করিয়াছেন।

কাব্যে যে উল্লিখিত তিন-প্রকার নিন্দনীয় বিষয় পাওয়া যায়, তাহা ভারতবর্ষে সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন নহে। এই জাতীয় বর্ণনা বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র পুরাণপ্রভৃতিতেও আছে। তবে কোথাও অর্থবাদরূপে, কোথাও বা ব্যাবহারিক শিক্ষারূপে, আবার কোথাও বিষয়বস্তুটিকে স্পষ্ট করিবার দৃষ্টান্তরূপে এই জাতীয় বর্ণনার অবতারণা করা হইয়াছে।

বেদের বিচার করিতে গিয়া মীমাংসকগণ বলিয়াছেন যে, বেদের মধ্যে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও অর্থবাদ আছে। ব্রাহ্মণে কথিত বিধি ও নিষেধের দিকে মানুষের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য সেই বিধি বা নিষেধের প্রশংসা, নিন্দা, পরকৃতি ও পুরাকল্প বিস্তৃতভাবে বলা বৈদিক সাহিত্যের একটি রীতি। এই রীতিই অর্থবাদ। অর্থবাদের বিষয়বস্তু অলীক হইলেও কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; তাৎপর্যই এস্থলে গ্রহণীয়।

অশ্লীল ও দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া কামসূত্রের-'পার-দারিক'-অধিকরণে বাৎস্যায়ন রাজশেখরের মত যুক্তি ও উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, আপাতঃ অশ্লীল ও দুর্নীতিপূর্ণ আলোচনার উদ্দেশ্য পরস্ত্রী-ভোগবিষয়ে

মানুষকে প্রোৎসাহিত করা নহে; নিজের স্ত্রী যাহাতে অন্যকর্তৃক প্রলুব্ধ না হয়, সেই বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করা ইহার উদ্দেশ্য।

"সংদৃশ্য শাস্ত্রতো যোগান্ পারদারিকলক্ষিতান্।
ন যাতি ছলনাং কশ্চিৎ স্বদারান্ প্রতি শাস্ত্রবিৎ ॥
পাক্ষিকত্বাৎ প্রয়োগানামপায়ানাঞ্চ দর্শনাৎ।
ধর্মার্থয়োশ্চ বৈলোম্যান্নাচরেৎ পারদারিকম্ ॥
তদেতদ্ দারগুপ্ত্যর্থমারব্ধং শ্রেয়সে নৃণাম্।
প্রজানাং দূষণায়ৈব ন বিজ্ঞেয়ো হ্যয়ং বিধিঃ ॥"

কামসূত্র ৫. ৬. ২. ৫০-৫২

রাজশেখরও অনুরূপ ভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,

"প্রক্রমাপন্নো নিবন্ধনীয় এবায়মর্থঃ" ইতি যাযাবরীয়ঃ। তদিদং শ্রুতৌ শাস্ত্রে চোপলভ্যতে।

সপ্তম অধ্যায়

১. বাক্য ও বাণীর শ্রেণীবিভাগ

এই অধ্যায়ের নাম পাঠপ্রতিষ্ঠা। প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত বিষয়সূচী অনুযায়ী ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তর্গত পদ ও বাক্যবিচারের পর ভারতীয় বিভিন্ন পাঠ ও আবৃত্তির ভঙ্গী-আলোচনা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

পাঠক ও বক্তার সম্প্রদায়-ভেদে বাক্যের তিনটি শ্রেণী— (১) ব্রাহ্ম (২) বৈষ্ণব (৩) শৈব। এই শ্রেণীবিভাগ-ব্যাপারে রাজশেখর সম্ভবতঃ বায়ুপুরাণ হইতে তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বায়ুপুরাণ সাহিত্যিকদিগের প্রিয় গ্রন্থ। হর্ষচরিত ও কাদম্বরী-গ্রন্থে বাণভট্ট এই পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষচরিত ও কাব্যমীমাংসায় বর্ণিত দেবী সরস্বতীর পুত্র কাব্যপুরুষের কথাও প্রধানতঃ এই বায়ু-পুরাণ হইতেই গৃহীত। পাঁচপ্রকার বাগ্‌বিভাগের বিষয়েও রাজশেখর বায়ু ও অন্যান্য পুরাণের সাহায্য লইয়াছেন।

ব্রাহ্মবাক্য পাঁচশ্রেণীর— (১) স্বায়ম্ভুব (২) ঐশ্বর (৩) আর্ষ (৪) আর্ষীক (৫) আষিপুত্রক। এই শ্রেণীবিভাগও বায়ুপুরাণে (অধ্যায় ৫৯) আছে; অবশ্য সংজ্ঞা

ও উদাহরণ ইহাতে নাই। এই শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে রাজশেখর মনুষ্যবচনের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারাটি নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন।

রাজশেখর-কথিত বাগ্‌বিকাশের পাঁচটি স্তর।

প্রথম স্তর স্বায়ম্ভুব বা আদিম বাক্—ইহাতে ভাবগুলি কোনও চিন্তা বা যুক্তির অনুগামী হয় না বা ভাষাটি যাবতীয় বিষয়-প্রকাশে এবং পরামুক্তির পথ-নির্দেশে সমর্থ হইলেও তেমন মার্জিত রুচির পরিচয় দেয় না। স্বায়ম্ভুব অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ-প্রবর্তিত বাণী দুই প্রকার—(ক) বৈদিক বাণী (খ) আদিম বাণী।

দ্বিতীয় স্তর ঐশ্বর বাক্—ইহা স্বায়ম্ভুব বাক্ হইতে মার্জিততর এবং ইহাতে যুক্তিসঙ্গত অনুষঙ্গ ও কৌশলের পরিচয় আছে।

তৃতীয় স্তর আর্ষ বাক্—এই স্তরে অধিকসংখ্যক নাম বা বিশেষ্য ও কারক-বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষিত হয়; ইহাতে ভাবপ্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে। তবে এই স্তরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে মন্ত্র-তন্ত্রের সহিত।

চতুর্থ স্তর আর্ষীক বাণী—এই স্তরে কারকবিভক্তিশূন্য নিপাতপূর্ণ সরলবাক্যের প্রাচুর্য ও বৈদিক শব্দপ্রয়োগের বাহুল্য লক্ষিত হয়।

পঞ্চম স্তর ঋষিপুত্রদিগের বাণী—ইহার অর্থবোধ সহজ নহে; শব্দগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না; তাই বাক্যের তাৎপর্যগ্রহণ সন্দেহমুক্ত হয় না এবং অর্থ রহস্যাবৃত থাকিয়া যায়। যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষপ্রভৃতি শব্দচিত্রের বহুল সমাবেশ ঘটিয়া থাকে।

উল্লিখিতভাবে মনুষ্যবাণীর বিভিন্ন স্তর-বিভাগ দেখাইয়া রাজশেখর দিব্য বা পারমেশ্বর বাণীর বিকাশের স্তর নির্দেশ করিয়াছেন। প্রজাপতি বিধাতা সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাপ্রভৃতি চৌষট্টিজন শিষ্যকে একটি ভাষা শিক্ষা দেন—এই ভাষাই দিব্য বা পারমেশ্বর বাণী। বিভিন্ন শ্রেণীর দিব্য জীব এই বাণী গ্রহণ করেন ও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাহা অনুশীলন করিতে থাকেন। পিশাচ ও অপ্সরাগণ স্বদেশে দিব্য বাণী ব্যবহার করেন; কিন্তু সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থে তাঁহারা যথাক্রমে পৈশাচ ও প্রাকৃতভাষা ব্যবহার করেন।

দিব্য জীবগণকর্তৃক কথিত আদিম দিব্য বা পারমেশ্বর বাণীর চারিটি পৃথক্ শ্রেণী। শিব বা দুর্গার অনুচরীগণ প্রসঙ্গক্রমে যোগিনীগণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ভাষা যোগিনীগত বাণী। এই চারিশ্রেণীর বাণী সাধারণতঃ বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া, পাঞ্চালী ও লাটীয়া-রীতির অনুরূপ।

যাহাই হউক, বাগ্‌বিভাগের প্রধানতঃ তিনটি দিক্—(১) ব্রাহ্ম (২) শৈব

(৩) বৈষ্ণব। ব্রাহ্মভাগে ঋষিগণ ও তাঁহাদিগের অনুগামীদিগের বাণী ; শৈবভাগে দিব্য বা পারমেশ্বর বাণী ; বৈষ্ণবভাগে মনুষ্যবাণী।

এই মনুষ্যবচনের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাজশেখর বলেন, যাঁহারা সাহিত্যের স্রষ্টা, তাঁহাদিগের এই বৈষ্ণব বা মনুষ্যবাণীতে পারদর্শী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যদিও কেবলমাত্র বৈষ্ণবী বাকের সবিশেষ আলোচনা করিলেই চলিত, তবুও বাগ্‌বিকাশের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্যই রাজশেখর ব্রাহ্ম ও শৈবশ্রেণীর বাগ্‌বিকাশের বিবরণী দিয়াছেন। তাহা ছাড়াও, নাট্যকারেরা তাঁহাদিগের নাট্যগ্রন্থে বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্ম ও শৈব বাণীর প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্ম ও শৈব বাণীর জ্ঞান সেই সেই স্থলে প্রয়োজনীয়। এই দুই-শ্রেণীর বাণীর আলোচনা বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। (তৃতীয় খণ্ড ৪. ১-৪.)

মনুষ্যবচন তিন-প্রকার রীতিভেদে তিন-শ্রেণীর। উল্লিখিত রীতি-তিনটির নাম বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া ও পাঞ্চালী। ইহারা সাক্ষাৎ সরস্বতীর বাসস্থল।

"বৈদর্ভী গৌড়ীয়া পাঞ্চালী চেতি রীতয়স্তিস্রঃ।
আসু চ সাক্ষান্নিবসতি সরস্বতী তেন লক্ষ্যন্তে॥"

—কাব্যমীমাংসা সপ্তম অধ্যায়

বামনাচার্য তিনটি রীতির উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার পরবর্তী রুদ্রট লাটীয়া-নামক যে চতুর্থ রীতির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা রাজশেখর বর্জন করিয়াছেন। রাজশেখর পাঞ্চালীর অতিরিক্ত লাটীয়া-নামক আর একটি পৃথক্ রীতি স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। সম্ভবতঃ, "—দ্বি-ত্রিপদা পাঞ্চালী লাটীয়া পঞ্চ সপ্ত বা যাবৎ—" রুদ্রটের এই সংজ্ঞাই রাজশেখরের উপেক্ষার কারণ।

কাব্যের যথাযথ পাঠ ও আবৃত্তি অনেকটা এই রীতির উপর নির্ভর করে। এমনকি, পাঠকের রীতি ও কাকুসম্বলিত পাঠ ভঙ্গীদ্বারাই শ্রোতার সহজে অর্থবোধ ঘটে।

২. কাকুপরিচয়

কাকু এক-প্রকারের উচ্চারণভেদ। রাজশেখর উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে, রুদ্রটের মতে কাকু-বক্রোক্তি একটি শব্দালংকার। রাজশেখর রুদ্রটের মত খণ্ডন করিয়া আনন্দবর্ধনের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কাকু একটি পাঠভেদমাত্র—কাকু একটি বিশিষ্ট স্বর বা ধ্বনিবৈচিত্র্য ; এই বৈচিত্র্য রচয়িতার বক্তব্য অর্থমাত্রই প্রকাশ করিয়া থাকে। (এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ ধ্বন্যালোক ও লোচনের পৃষ্ঠা ২১২-২১৩ দ্রষ্টব্য)

একটি বাক্যে দুই শ্রেণীর কাকু থাকিতে পারে—(১) সাকাঙ্ক্ষ (২) নিরাকাঙ্ক্ষ। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথম কাকুস্থিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় দ্বিতীয় কাকুর সাহায্যে।

"যদি মে বল্লভা দূতী তদাহমপি বল্লভা।
যদি তস্যাঃ প্রিয়া বাচঃ তন্মমাপি প্রিয় প্রিয়াঃ॥"

"যদি আমার দূতী তোমার প্রিয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও তোমার প্রিয়। যদি দূতীর কথাগুলি তোমার প্রিয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে হে প্রিয়, আমার কথাগুলিও তোমার প্রিয় হইবে।"

এই সরল উক্তিদ্বারা ধূর্ত নায়কের কৃত্রিম প্রীতি সূচিত হইতেছে। কাকুদ্বারা বোঝা গেল যে, দূতীই যদি প্রিয় হইয়া থাকে, তবে নায়িকাপ্রীতি সুদূরপরাহত। দূতীর মধ্যস্থতায় প্রিয়তমের মন আকর্ষণ করা যাইবে কি না—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে নায়িকা আক্ষেপগর্ভ কাকু অবলম্বন করিয়া সখীকে বলিতেছেন। অতএব ইহা সাকাঙ্ক্ষ কাকু। বিশ্বাসঘাতিনী দূতীর চরিত্রের নিন্দা এই কাকুদ্বারা আক্ষিপ্ত হইতেছে। এই হেতু ইহা আক্ষেপগর্ভ কাকু। এই একই কবিতা বিধিও হইতে পারে। তখন ইহা নিরাকাঙ্ক্ষ। দূতী যদি বিশ্বস্তভাবে নায়িকার মনোবাসনা ব্যক্ত করে, নায়ক তাহা হইলে নিশ্চয়ই নায়িকার বশীভূত হইবে।

তিনি কাকুর নানাপ্রকার ভেদ উদাহরণ-সহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভোজদেবকৃত শৃঙ্গারপ্রকাশ-গ্রন্থের সপ্তম প্রকাশে ও শারদাতনয়কৃত ভাবপ্রকাশন-গ্রন্থে (১৪৬ পৃষ্ঠা, গাইকোয়াড় সংস্করণ) একই উদাহরণ-সহ কাকুর বিভিন্ন শ্রেণী প্রদর্শিত হইয়াছে। মনে হয়, তাঁহারা উভয়েই রাজশেখরের নিকট এই বিষয়ে ঋণী।

রাজশেখর কাকুর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"কামং বিবৃণুতে কাকুরর্থান্তরমতন্দ্রিতা।
স্ফুটীকরোতি তু সতাং ভাবাভিনয়চাতুরীম্॥"

—কাব্যমীমাংসা সপ্তম অধ্যায়

"ইত্থং কবির্নিবধ্নীয়াদিত্থং চ মতিমান্ পঠেৎ।
যথা নিবন্ধনিগদচ্ছায়াং কাশ্চিন্নিষিঞ্চতি॥"

—কাব্যমীমাংসা সপ্তম অধ্যায়

"সত্যই, কাকু আলস্যবর্জিত হইয়া শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইলে অপর একটি অর্থ প্রকাশ করে ও ভাবগভীর কবিদিগের নানা ভাবের প্রকাশচাতুর্যটিও ফুটাইয়া তুলে। অতএব কবি এমনভাবে কাব্যরচনা করিবেন ও বুদ্ধিমান্ পাঠক এমন ভাবে

সেই রচনা পাঠ করিবেন, যাহাতে ঐ কাব্য বা প্রবন্ধ-পাঠের ভঙ্গীটিই প্রবন্ধ বা কাব্যে একটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দান করে।"

কেবলমাত্র লৌকিক বাক্যেই যে কাকুর ব্যবহার হয়, তাহা নহে ; শাস্ত্রবাক্যেও কাকুর বেশ প্রয়োগ দেখা যায়। কাব্যে এই কাকুই প্রাণস্বরূপ। কাকুর ফলে কাব্যে অনেক সময় বৈচিত্র্য ও চমৎকারিতা ফুটিয়া উঠে। বৈদিক মন্ত্রের স্বর-নির্ণয় ও সমাসভেদে বিভিন্ন স্বরের বিভিন্ন উচ্চারণহেতু সমাসবদ্ধ পদটির অর্থের যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন, তাহাই শাস্ত্রীয় বা বৈদিক সাহিত্যে কাকুর ফল।

ইহার পর রাজশেখর কাব্যরচনা বা তাহার আবৃত্তিকালে যথাযথ কাকু-ব্যবহার-নিপুণ কবি বা পাঠকের প্রশংসা করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন কিন্তু কাকু-নির্ভরশীল কাব্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য বা গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য বলিয়াছেন— কারণ, ব্যঙ্গ্যার্থ কাকুদ্বারা বাচ্য হইয়া পড়ে (দ্রষ্টব্য ধ্বন্যালোক পৃষ্ঠা ২১২-২১৩)। আনন্দ-বর্ধনের মতে ধ্বনি কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। কিন্তু রাজশেখর ধ্বনিবাদ গ্রহণ করেন-নাই।

৩. পাঠ বা আবৃত্তির ভঙ্গী

কাব্যপাঠ-প্রকরণে রাজশেখর পাঠ বা আবৃত্তির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। মনে হয়, তিনি স্বয়ং সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া কবিতা পাঠ করিতে পারিতেন। পাঠের নিপুণতার উপর কবিতার অর্থবোধ অনেকাংশে নির্ভর করে। যাঁহারা সংস্কারসম্পন্ন ও সংস্কৃতিমান্ অর্থাৎ বহুদিনের অভ্যাসের ফলে স্বভাবতঃ কাব্যরস-বোধযুক্ত, তাঁহারা কাব্যপাঠে নৈপুণ্য অর্জন করিয়া থাকেন। রাজশেখর এমন অভিমতও পোষণ করেন যে, কাব্যপাঠের নৈপুণ্যের সহিত কাব্যরচনার কৌশলটির তুলনা করিলে কাব্যরচনা সহজ বলিয়া মনে হয়। সঙ্গীতকৌশলের মত বিশুদ্ধ পাঠের নিপুণতা এক জন্মে লাভ করা যায় না। ইহা বহুজন্মের অভিজ্ঞতার ফল।

"যথা জন্মান্তরাভ্যাসাৎ কণ্ঠে কস্যাপি রক্ততা।
তথৈব পাঠসৌন্দর্যং নৈকজন্মবিনির্মিতম্ ॥"

—কাব্যমীমাংসা সপ্তম অধ্যায়

ইহার পর রাজশেখর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসিগণের কাব্যপাঠের বিভিন্ন ভঙ্গীর বিবরণ দিয়াছেন। গৌড়বাসিগণের পাঠপদ্ধতির তিনি তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন ; কারণ তাঁহারা পাঠের কোনও নিয়মই পালন করেন না। রস-রীতি-গুণনির্বিশেষে যাবতীয় কবিতায় 'ট'-উচ্চারণহেতু কর্ণাটবাসীদিগেরও

তিনি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রাজশেখরের মতে লাটদেশবাসিগণ সংস্কৃতবিদ্বেষী ও প্রাকৃতপ্রিয়। মনে হয়, এই ধারণাহেতু রাজশেখর রুদ্রটকর্তৃক উল্লিখিত লাটীয়া-রীতির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। কাশ্মীরবাসী কবিগণের পাঠপদ্ধতি রাজশেখরের মতে নির্দোষ পদ্ধতি।

পরিশেষে, কাব্যপাঠে প্রবীণ রাজশেখর উত্তম কাব্যপাঠের মূল-রহস্যটি আপন অভিজ্ঞতা হইতে অধ্যায়টির শেষ-অংশে লিখিয়াছেন—

"পঞ্চস্থানসমুদ্ভববর্ণেষু যথাস্বরূপনিষ্পত্তিঃ।
অর্থবশেন চ বিরতিঃ সর্বস্বমিদং হি পাঠস্য।"

'স্বর, মাত্রা, উচ্চারণস্থান, আন্তর প্রযত্ন ও বাহ্য প্রযত্ন—এই পঞ্চস্থান হইতে উৎপন্ন বর্ণসমূহের যথাযথ পূর্ণ উচ্চারণ ও অর্থবশে ছেদ বা বিরাম রক্ষা করা উচিত। ইহাই কাব্যপাঠের মূলতত্ত্ব।'

রাজশেখরের মতে পঞ্চাল বা মধ্যদেশের কবিগণের কাব্যপাঠ-রীতি সর্বোত্তম। পক্ষপাতিত্ব বর্জন করিয়া গুণগ্রাহী সমালোচকের মত মধ্যদেশের প্রশংসা করিতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

অষ্টম অধ্যায়

১. কাব্যের বিষয়বস্তুর উৎস

অষ্টম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় কাব্যগত বিষয়বস্তুর উৎস-সন্ধান। এই উৎস-গুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া কাব্যের উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচনের যে ক্ষমতা তাহাই ব্যুৎপত্তি। পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ছিল ব্যুৎপত্তি। যে যে শাস্ত্রে বা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া এই ব্যুৎপত্তি অর্জন করিতে হয়, সেই সেই শাস্ত্র বা বিষয়ই কাব্যবিদ্যা বা কাব্যরচনার উৎস।

পূর্ববর্তী সমালোচকগণ এই উৎসগুলিকে বলিয়াছেন কাব্যাঙ্গ— কবিগণ এই কাব্যাঙ্গের যথার্থ পরিচয় লাভ করিবেন। তবে রাজশেখর যে বারটী বা ষোলটী উৎসের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী কোনও সমালোচনার গ্রন্থে একত্র পাওয়া যায় না। পূর্বগামীদিগের মধ্যে বামনের তালিকাটী (১.৩.১-২০) প্রায় সম্পূর্ণ; রুদ্রটের[১] তালিকা ভামহের (১.৯) অনুরূপ।

১ ছন্দোব্যাকরণকলালোকস্থিতিপদপদার্থবিজ্ঞানাৎ।
যুক্তাযুক্তবিবেকো ব্যুৎপত্তিরিয়ং সমাসেন। (কাব্যালংকার ১.১৮)

রাজশেখরের মতে উৎসগুলি নিম্নরূপ :—

(১) বেদ (২) স্মৃতিশাস্ত্র (৩) ইতিহাস (৪) পুরাণ (৫) তর্ক ও মীমাংসাপ্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র (৬) বিভিন্ন ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ (৭) অর্থশাস্ত্র (৮) কামশাস্ত্র (৯) নাট্যশাস্ত্র (১০) লোকবৃত্ত অর্থাৎ লৌকিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার (১১) অন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির বিশিষ্ট রচনা (কাব্য, নাটক, মহাকাব্য প্রভৃতি) (১২) অন্যান্য শাস্ত্র, যেমন হস্তিবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, বৃক্ষবিদ্যা, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি। (১৩) উচিত-সংযোগ (১৪) যোক্তৃসংযোগ (১৫) উৎপাদ্যসংযোগ (১৬) সংযোগ-বিকার।

রাজশেখরের তালিকাটি কেবলমাত্র উৎসগুলির সন্ধান দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই ; সেই বিষয়বস্তুগুলির পরস্পর সামঞ্জস্যবিধান, পূর্বাপরসঙ্গতিরক্ষা, ভাবী বিষয়ের সহিত ঔচিত্যরক্ষা, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য পরিণতিসাধনের দিকেও তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। সামগ্রিক দৃষ্টি লইয়া তিনি এই উৎস-সমষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্য, রাজশেখরের পূর্বে রুদ্রট বলিয়াছিলেন, শব্দ বা পদার্থের মধ্যে কোন কিছুই অপ্রয়োজনীয় নহে ;—অতএব কবিগণ হইবেন যথাসম্ভব সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ।

বিস্তরতস্তু কিমন্যত্তত ইহ বাচ্যং ন বাচকং লোকে।
ন ভবতি যৎ কাব্যাঙ্গং সর্বজ্ঞত্বং ততোঽন্যৈষা ॥

—রুদ্রট কাব্যালংকার ১.১৯

ভামহও বলিয়াছিলেন—

"ন স শব্দো ন তদ্বাচ্যং ন স ন্যায়ো ন সা কলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ ॥"

—কাব্যালংকার (৫.৪.)

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতও বলিয়াছেন—

ন তজ্ জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎ কর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ॥

—নাট্যশাস্ত্র ১. ১১৭

কিন্তু দণ্ডী কাব্যাদর্শে সংক্ষিপ্তভাবে পরিষ্কার মন্তব্য করিয়াছেন— 'শ্রুতঞ্চ বহু নির্মলম্' (১. ১০৩.)। পরবর্তী আলোচকগণ একই সূচী অনুসরণ করিয়া রাজশেখরের মত প্রতিক্ষেত্রে উদাহরণ দিয়াছেন—যেমন, নাট্যশাস্ত্রের উল্লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যায় অভিনবভারতীতে এবং স্বতন্ত্রভাবে মম্মটের কাব্যপ্রকাশে (১.৩)) এই আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, রাজশেখরের এই অধ্যায়ের

অধিকাংশ বিষয় হেমচন্দ্রকৃত কাব্যানুশাসনবিবেক ও বাগ্‌ভটের কাব্যানুশাসনগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিকণ্ঠাভরণগ্রন্থে পঞ্চম সন্ধিতে কতকগুলি বিষয়ের সহিত কবির পরিচয়ের কথা আছে ; সেই বিষয়গুলি কাব্যমীমাংসার সহিত এক না হইলেও নিশ্চিতভাবে অনুরূপ।

বিনয়চন্দ্র কাব্যশিক্ষায় কবির জ্ঞানের পরিধি নিম্নলিখিতভাবে অঙ্কন করিয়াছেন— তর্কপরিচয়, ব্যাকরণপরিচয়, চাণক্যপরিচয়, ভারতপরিচয়, রামায়ণপরিচয়, মোক্ষোপায়পরিচয়, আত্মজ্ঞানপরিচয়, ধাতুবাদপরিচয়, পুরুষলক্ষণপরিচয়, দ্যূত-পরিচয়, চিত্রপরিচয়, বৃক্ষপরিচয়, বনেচরপরিচয়, ভক্তিপরিচয়, বিবেকপরিচয়, প্রশমপরিচয়, হস্তিপরিচয়, বৈদ্যকপরিচয়, শাস্ত্রপরিচয়, ধনুর্বেদপরিচয়, গজলক্ষণপরিচয়, তুরগলক্ষণপরিচয়, উৎপাদ্যসংযোগসিদ্ধি।

রাজশেখরের ষোলটী উৎসের মধ্যে প্রমাণবিদ্যা একটি। এই প্রমাণবিদ্যা বলিতে তিনি তিনটি আস্তিক দর্শন এবং বৌদ্ধ, আর্হত, লোকায়তপ্রভৃতি নাস্তিক দর্শন-গুলিও বুঝাইয়াছেন। এই গ্রন্থেই তৃতীয় অধ্যায়ে শেষোক্ত নাস্তিকদর্শনগুলিকে পূর্বপক্ষ-তর্ক বলা হইয়াছে। মীমাংসা ও তর্ককে পৃথক্ করার উদ্দেশ্য এই যে, মীমাংসা বেদকে অভ্রান্ত মনে করে ও বেদের উক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করে না। তর্কশাস্ত্র বেদের উক্তি অপেক্ষা যুক্তির ভিত্তিতে অধিকাংশক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। 'মীমাংসা'-শব্দের ধাতুগত অর্থ পূজিতের বিচার। বেদকে অভ্রান্ত ও প্রমাণ মনে করিয়া যে আলোচনা তাহাই মীমাংসা ; আর কেবল যুক্তিমূলে যে সিদ্ধান্ত তাহাই তর্ক। এইজন্য, তর্ক ও মীমাংসাকে বিভিন্ন প্রমাণ বলা হয়।

২. রাজশেখরের জ্ঞানের পরিধি

এই উৎসনির্ণয়-প্রসঙ্গে রাজশেখর তাঁহার নিজের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। মীমাংসকের অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধান বাদ, সাংখ্যদর্শনের সৎকার্যবাদ, ন্যায়দর্শনের অসৎকার্যবাদ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্যবাদ, বৌদ্ধগণের বিজ্ঞানবাদ, লোকায়ত দর্শনের অনাত্মবাদ, জৈনদর্শনের 'দেহপরিমাণ আত্মবাদ', নারদাদিপ্রবর্তিত পাঞ্চরাত্র দর্শন, মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধদর্শনপ্রভৃতির সহিত তিনি বিশেষ পরিচিত। এই বিষয়সমূহে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা পরে আলোচিত হইবে। (অনুবাদ-অংশ)

রাজশেখর আরও বলিয়াছেন, জনসাধারণের জীবনযাত্রাপদ্ধতি ও বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সহিত পরিচিত হইবার জন্য কবিদিগকে জনসাধারণের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতে হয়। জীবনযাত্রাপদ্ধতির সাধারণতঃ দুইটি ধারা—(১) মার্জিত

(২) অমার্জিত। কাব্যে বিভিন্ন চরিত্র নিপুণভাবে অঙ্কনের জন্য অমার্জিত পদ্ধতির পরিচয়ও কবির পক্ষে আবশ্যিক।

প্রথমোক্ত বারটি বিষয়ের পরে, রাজশেখর উচিত-সংযোগপ্রভৃতি আরও যে চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রাজশেখরই সর্বপ্রথম আলোচনা করিয়াছেন। এইগুলি প্রকৃতপক্ষে রচনারীতি বা রচনানীতি। কাব্যের বিষয়বস্তুর উৎসের মধ্যে এইগুলিকে কেন যে তিনি অন্তর্ভুক্ত করিলেন, তাহা সহজবোধ্য নহে।

নবম অধ্যায়

১. কাব্যের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য

নবম অধ্যায়ে রাজশেখর কাব্যের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা বিচার করিয়াছেন। প্রাচীন আচার্যগণের মতে কাব্যের বিষয়বস্তু তিন-শ্রেণীর—(১) দিব্য (স্বর্গীয়) (২) মানুষ (মর্ত্যলোকবিষয়ক) (৩) দিব্যমানুষ (স্বর্গ ও মর্ত্যলোকবিষয়ক)। রাজশেখর ইহার সহিত আরও চারিটি শ্রেণী জুড়িয়া দিয়াছেন—(১) পাতালীয় (২) মর্ত্যপাতালীয় (৩) দিব্যপাতালীয় (৪) দিব্যমর্ত্যপাতালীয়। অতএব, বিষয়বস্তু সাত-শ্রেণীর। উদাহরণসহ প্রত্যেকটি শ্রেণীর পরিচয়ও তিনি দিয়াছেন। নিখিল বিশ্বে বিষয় অসংখ্য ; তাই বিশ্বের প্রতিভাস যে কাব্যজগৎ, সে স্থলেও বিষয়বস্তু অনন্ত এবং সীমাহীন ; আর এই বিষয়বস্তুগুলির নিঃশেষে আলোচনাও সম্ভব নহে।

২. প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তু

রাজশেখর বিষয়বস্তুগুলিকে অর্থের দিক্ হইতে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন—(১) বিচারিতসুস্থ (২) অবিচারিতরমণীয়। ইহার মধ্যে বিচারসহ প্রথমটি শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় ; আর আপাতরমণীয় দ্বিতীয়টি ব্যবহৃত হয় কাব্যে। শাস্ত্রে যে বিষয় বর্ণিত হয়, তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিলে বিষয়গত বাস্তবতা পরিস্ফুট হয় ; কিন্তু কাব্যগত বিষয়গুলি আপাতসুন্দর ও ক্ষণকালের জন্য মনোরম। বাস্তবতার দৃষ্টিতে বিচার করিলে উহার কল্পিত বা অসত্য রূপটি বোধগম্য হয়। কাব্যবর্ণিত বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাস্তব। যেমন, নিম্নলিখিত শ্লোকটি—

"অপাং লঙ্ঘয়িতুং রাশিং রুচা পিঞ্জরয়ন্নভঃ।
খমুৎপপাত হনুমান্ নীলোৎপলদ্যুতি॥"

"পবননন্দন হনুমান্ সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে গিয়া নিজের দেহবর্ণে নীলপদ্মের মত নীল আকাশকে পীতবর্ণ করিয়া লম্ফ প্রদান করিল"।

এস্থলে আকাশের নীলত্ববর্ণনা ও হনুমানের দেহবর্ণে আকাশের পীতবর্ণে পরিবর্তনের বর্ণনা আপাতরমণীয়; কারণ, প্রকৃতপক্ষে আকাশ শূন্যমাত্র—তাহাতে আবার রঙ থাকিবে কি করিয়া?

কিন্তু রাজশেখর বলেন যে, আকাশ-নদী-জলপ্রভৃতির কাব্যগত সৌন্দর্যবর্ণনা তাহাদিগের বাস্তব সৌন্দর্যের বর্ণনা নহে—উহা প্রতিভাসবর্ণনা, কল্পিতরূপের বর্ণনা। প্রতিভাস অর্থাৎ কল্পিতরূপ কখনও কোনও বস্তুতে অভিন্নভাবে থাকে না। উদ্ভট-প্রভৃতি সাহিত্যসমালোচকদিগের অভিমত বর্জন করিয়া রাজশেখর দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, একমাত্র কাব্যেই বস্তুর বিকৃত রূপ বা কৃত্রিমরূপের বর্ণনা থাকে না। অবাস্তবতা-হেতু কাব্য বা সাহিত্যের কোনও মূল্য নাই—এই অভিমত তিনি পোষণ করেন নাই বা সমর্থন করেন নাই। তাঁহার মতে, কাব্য ও শাস্ত্র—এই দুই শ্রেণীর রচনাতেই যেমনটি দেখা যায়, তেমনটির বর্ণনা পাওয়া যায়; যেরূপ মনে হয় বা কল্পিত হয়, তাহাই বর্ণনায় স্থান লাভ করে।

৩. সরস ও নীরস বিষয়বস্তু

আপরাজিতি নামক একজন সমালোচক বলেন, "কাব্যে সরস বিষয়ই বর্ণনীয়, নীরস বিষয় বর্জনীয়।"

কিন্তু, স্যাদ্বাদী বা অনেকান্তবাদী জৈন দার্শনিকগণ আপরাজিতির এই মতবাদ গ্রহণ করেন না। স্যাদ্বাদিগণের মতে, একটিমাত্র রূপ বা ধর্মযুক্ত কোনও পদার্থ নাই; পদার্থমাত্রেই একাধিক রূপ ও একাধিক ধর্ম বিদ্যমান। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের মধ্যে এই জৈনসিদ্ধান্তসম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। (দ্রষ্টব্য তত্ত্বসংগ্রহ, স্যাদ্বাদপরীক্ষা, পৃষ্ঠা ৪৮৬-৫০৩)। বৌদ্ধগণ বলেন, একটি পদার্থের একাধিক রূপ বা একাধিক ধর্ম থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ আস্তিক দর্শনগুলির মতে, একই পদার্থে একাধিক ধর্ম বিদ্যমান থাকিতে পারে। জৈনগণের মতে এই ধর্মের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে সাত পর্যন্ত (সপ্তভঙ্গ)। জৈন বৈয়াকরণ পাল্যকীর্তি আপরাজিতির অভিমতের বিরুদ্ধে বলেন যে, কোনও পদার্থকে রসযুক্ত বা রসহীন বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায় না। একই পদার্থ কোনও স্থলে সরস, আবার কোনও স্থলে নীরস হইয় থাকে।

অতএব, কি করিয়া আপরাজিতির মত সমর্থন করিয়া বলা যায় যে, কাব্যে কেবল সরস বিষয়েরই বর্ণনা থাকা উচিত, আর নীরস বিষয় বর্জন করা উচিত?

আবার কাহারও কাহারও মতে স্বভাবতঃ সরস বিষয়ের সুদীর্ঘ বর্ণনাও কাব্যে বর্জন করা উচিত; কারণ, সুদীর্ঘ বর্ণনা স্বাভাবিক রসের ধারার ব্যাঘাত ঘটায়। এইভাবে, কেবলমাত্র কবির বর্ণনাশক্তির খ্যাতির উপর নির্ভর করিয়া নদী, গিরি, সাগর, নগর, অশ্ব, রথপ্রভৃতির বর্ণনার যে অবিশ্রান্ত চেষ্টা, তাহাও রসজ্ঞ সমালোচকগণ অনুমোদন করেন না।

রাজশেখর মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিষয় স্বভাবতঃ রসের অনুকূল বা প্রতিকূল হইলেও, কবির সুরচিত বাণীসমূহই সরস বা নীরস পরিবেশ সৃষ্টি করে; বিষয়বস্তু নিজে কখনও সরস বা নীরস পরিবেশের স্রষ্টা নহে।

উল্লিখিত আপরাজিতি খুব সম্ভবতঃ ভরতমুনি-প্রবর্তিত রসপন্থার অনুগামী সমালোচক। তিনি চন্দ্র-সূর্যপ্রভৃতির উদয়াস্তের দীর্ঘ বর্ণনার পক্ষপাতী নহেন; রসের ব্যাঘাত তাহার কারণ। তবে নাট্যরচনাই আপরাজিতির অভিমতের লক্ষ্য স্থল; কারণ, কালিদাস-ভারবি-মাঘপ্রভৃতি খ্যাতিমান্ কবিগণ তাঁহাদিগের কাব্যে সর্গের পর সর্গ এইরূপ দীর্ঘবর্ণনায় ভরিয়া তুলিয়াছেন। আবার দণ্ডী-ভামহপ্রভৃতি সমালোচকবৃন্দও মহাকাব্যে এই প্রকার বর্ণনা থাকা উচিত বলিয়াই নির্দেশ দিয়াছেন।

৪. কাব্যে বর্ণনাভঙ্গীর স্থান

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন যে, বর্ণনাকৌশল ও বর্ণনাক্রম বা বর্ণনাভঙ্গীর ফলেই বিভিন্ন রসের উদ্বোধন ঘটে; কাব্যে বর্ণিত বিষয়বস্তুই রসের উদ্বোধন ঘটায় না। প্রতিভাবান্ কৌশলী কবি অতি সাধারণ বিষয়বস্তুতেও স্বীয় বর্ণনাকৌশলে অপরূপ রসসৃষ্টিতে সমর্থ হন; আর অকুশলী কবি উদাত্ত-গম্ভীর বিষয় অবলম্বনেও রসের পরিবেশ রচনা করিতে পারেন না। উদাহরণ-যোগে এই অভিমতটি বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন। নিজমতের সমর্থনে পাল্যকীর্তি ও অবন্তিসুন্দরীর অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পাল্যকীর্তি বলেন, "বাক্যের সরসতা বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না; ইহা নির্ভর করে বক্তার প্রকৃতি-বিশেষের উপর।"

অবন্তিসুন্দরীর মতে, বস্তুর স্বভাব বা সৌন্দর্য সর্বকালে স্থির বা নির্দিষ্ট নহে। তাই তিনি বলেন,—

"বস্তুস্বভাবোঽত্র কবেরতন্ত্রো গুণাগুণাবুক্তিবশেন কাব্যে।
স্তুবন্নিবধ্নাত্যমৃতাংশুমিন্দুং নিন্দংস্তু দোষাকরমাহ ধূর্তঃ॥"

'কাব্যজগতে বস্তুর প্রকৃতি বা স্বভাব স্থির নহে ; কাব্যে বস্তুর গুণ বা অগুণ কবির বচনভঙ্গীর উপর নিভরশীল। গুণগ্রাহী কবি প্রশংসাচ্ছলে চন্দ্রকে অমৃতকিরণ বা সুধাংশু বলিয়া থাকেন ; আর ধূর্ত কবি নিন্দাচ্ছলে সেই চন্দ্রকেই দোষের খনি বলিয়া বর্ণনা করেন।'

৫. কাব্যের শ্রেণীবিভাগ

ইহার পর, মুক্তক ও প্রবন্ধভেদে কাব্যকে রাজশেখর প্রথমতঃ দুই-শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। এই প্রত্যেক শ্রেণীর পাঁচটি উপশ্রেণী আছে— (১) শুদ্ধ (২) চিত্র (৩) কথোত্থ (৪) সংবিধানক-ভূ (৫) আখ্যানকবান্। অমরু, কালিদাস, ভবভূতি-প্রভৃতি কীর্তিমান্ কবিগণের রচনা হইতে উদাহরণ দিয়া বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কাব্যের শ্রেণী বা বিভাগ সম্পর্কে ধ্বন্যালোক-গ্রন্থ (৩.৭) দ্রষ্টব্য। ভামহ, বামন-প্রভৃতি প্রাচীন আলংকারিকেরা কাব্যকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—(১) অনিবদ্ধ বা মুক্তক (২) নিবদ্ধ বা প্রবন্ধ [ভামহ ১. ১৮ ; বামন ১. ৩. ২৭]। দণ্ডী আবার মুক্তকাদিক্রমে কয়েক শ্রেণীর কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু সর্গবন্ধ মহাকাব্য হইতে এগুলির তেমন ভেদ নাই বলিয়া তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর কোনও সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নাই। বামনাচার্যের কাব্যালংকার-সূত্রের (১ ৩. ২৭) টীকাকার গোপেন্দ্রতীপ্পভূপাল 'কামধেনু'-টীকাতে ভামহকৃত বলিয়া একটি মুক্তকের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভামহের 'কাব্যালংকার'-গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণগুলিতে ইহা পাওয়া যায় না। সংজ্ঞাটি এই—

> প্রথমং মুক্তকাদীনামুজ্জ্বলক্ষণমুচ্যতে।
> যদেব গাম্ভীর্যৌদার্যশৌর্যনীতিমতিস্পৃশা॥
> ভবেন্মুক্তকমেকেন দ্বিকং দ্বাভ্যাং ত্রিকং ত্রিভিঃ।

ধ্বন্যালোকলোচনে অভিনবগুপ্ত মুক্তকের লক্ষণ দিয়াছেন নিম্নরূপ—
'মুক্তং ন আলিঙ্গিতম্। তস্য সংজ্ঞায়াং কন্। তেন স্বতন্ত্রতয়া পরিসমাপ্ত-নিরাকাঙ্ক্ষার্থমপি প্রবন্ধমধ্যবর্তি মুক্তকমুচ্যতে' (৩.৭.)।

পরিশেষে রাজশেখর বলিয়াছেন যে, এই সমগ্র আলোচনার লক্ষ্য সংস্কৃতভাষায় রচিত কাব্য ; প্রাকৃত, অপভ্রংশ, পৈশাচী ইত্যাদি যাবতীয় ভাষায় রচিত কাব্যসম্পর্কেও এই আলোচনা সমানভাবে প্রযোজ্য। যে কবি যত ভাষায়

প্রবীণ হইতে পারেন, তিনি তত সুকীর্তি অর্জন করেন ; তাঁহার কীর্তিরাশি জগৎ প্লাবিত করিয়া দেয়।

এই প্রকারে বাক্য, অর্থ ও বিচিত্র বিষয়সমূহে ব্যুৎপন্ন প্রতিভাশালী কবির বাণী দুর্গম ও অতিবিষম কাব্যপথেও ব্যাহত বা নিরুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসে না।

দশম অধ্যায়

১. কাব্যবিদ্যায় অভিনব আলোচনা

এই একক দশম অধ্যায়টি কাব্যমীমাংসা গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ নামে পরিচিত। সমগ্র কবিরহস্যের মধ্যে এই অধ্যায়টি বিচিত্র তথ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ।

অধ্যায়ের আরম্ভে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

'গৃহীতবিদ্যোপবিদ্যঃ কাব্যক্রিয়ায়ৈ প্রযতেত'।

অতএব যাবতীয় বিদ্যা ও উপবিদ্যা অর্জন করিবার পরে কবি লিখিতে আরম্ভ করিতে পারেন। লিখিবার সময় তাঁহাকে কতকগুলি নীতি ও বিধি-নিষেধ পালন করিতে হয়। ইহার পরে কবির বাসগৃহের বর্ণনা, কবির পালনীয় দিনমানব্যাপী সময়সূচীপ্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। অধ্যায়ের শেষভাগে কবিদিগের পৃষ্ঠপোষক রাজার কর্তব্য ও আচরণ-সম্পর্কে যে বিশিষ্ট বিধি বা উপদেশ সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে কবি ও শিল্পিবৃন্দের সভা এবং শিল্প-সাহিত্যপ্রভৃতি পরীক্ষার জন্য মহানগরীতে আহুত ব্রহ্মসভা বা বিদ্বজ্জনসভার বর্ণনা মনোজ্ঞভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

২. রাজার কর্তব্য

কাব্য-আলোচনায় কবিচর্যা ও রাজচর্যার বিচার ইহার পূর্বে কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। ইহা পাঠ করিয়া মনে হয়, রাজশেখরের সময়ে দেশে ও সমাজে কবিদিগের সম্মান ছিল প্রচুর। দেশে কাব্যচর্চারও বেশ প্রচলন ছিল। সমাজের সাধারণ জনগণও কাব্যে অনুরাগী ছিল। এইজন্য রাজগণও ছিলেন কাব্যবিদ্যা ও কাব্য-অনুশীলনে উৎসাহদাতা। 'যেমন রাজা, তেমন প্রজা'—এই প্রবাদবাক্য অনুযায়ী সমগ্র দেশ ও কাল ছিল যেন কাব্যে কাব্যময়। কবিতার বাহন ছিল নানা ভাষা—তাহার মধ্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত. অপভ্রংশ ও পৈশাচীভাষা ব্যবহৃত হইত বেশী পরিমাণে। সাধু, সজ্জন, গুরু, আচার্যপ্রভৃতি উপদেষ্টারাও কবিতার

মাধ্যমে তাঁহাদিগের উপদেশ প্রচার করিতেন। সুকবির কবিতা বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, এমন কি নিম্নশ্রেণীর গ্রামীণ পুরুষের মুখে মুখে শীঘ্র প্রচার লাভ করিত।

৩. কবির বাসগৃহ ও মনোভাব

কবির জীবনযাত্রাপদ্ধতি ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে রাজশেখর যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট মনে হয় যে, রাজকবি ছিলেন ঐশ্বর্যসম্পন্ন; তিনি বাস করিতেন সাড়ম্বরে; তাঁহার জীবনযাত্রার মান ছিল উচ্চস্তরের। অন্য কবিরাও ছিলেন প্রায় সমস্তরের। কবিগণ রাজসম্মানে সম্মানিত এবং পুরস্কারে পুরস্কৃত হইতেন। আশ্রয়দাতা রাজা এবং সাধারণ মানুষের রুচি ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া দেশ-কালের উপযোগী বিষয় অবলম্বন করিয়া তাঁহারা যথাযোগ্য ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। রাজকবির ভবনে থাকিত মনোরম উদ্যান, কৃত্রিম নির্ঝর, সুন্দর সরোবর, মনোহর লতাকুঞ্জ ইত্যাদি। নানা জাতির পশুপক্ষী, কৃত্রিম পর্বত, বিবিধ পুষ্পশোভিত তরুলতা ইত্যাদিও সেই ভবনের শোভা বর্ধন করিত। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর উপযোগী সুগন্ধি পুষ্পের মাল্যধারণ ও বহুমূল্য অথচ অনাড়ম্বর বস্ত্রপরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন রাজকবি।

কবির পক্ষে আবশ্যিক ছিল স্নিগ্ধ গম্ভীর-প্রকৃতি, দেশবিদেশের রীতিনীতির জ্ঞান এবং সর্বতোমুখী রহস্য অন্বেষণের একান্ত আগ্রহ। নিশ্চিন্ত মানসিক অবস্থা, নির্জন অথচ মনোজ্ঞ পরিবেশের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি ও কাব্যরচনায় একাগ্রতা ছিল আদর্শ কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রতিদিনের পাঠচর্চা দ্বারা কবি নূতন নূতন বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হইতেন আর তাহার জ্ঞানের পরিধি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইত। দিনগত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কবির অনুরাগী মিত্রগণের সঙ্গে স্বরচিত কাব্যপাঠ ও কাব্যের নানাবিষয়-সম্পর্কে সমালোচনা।

৪. কবির উপকরণ ও সঙ্গী

কবিতার পাণ্ডুলিপি-রচনার পদ্ধতিটিও রাজশেখর বেশ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কবির পাঠগৃহের দেওয়াল থাকিত সুমার্জিত; পার্শ্বে থাকিত কাষ্ঠফলকসহ খড়ি, কলমসহ কালির দোয়াত, তাড়িপত্রের সমষ্টি. লৌহকণ্টকসহ প্রচুর ভূর্জপত্র। পরিষ্কৃত দেওয়াল বা ভূর্জপত্রে কবি প্রথম কবিতাটি লিখিতেন। তাহার পর সমালোচক কবি-বন্ধুগণের সঙ্গে বিচারের দ্বারা বিশুদ্ধ বা সংশোধিত রচনাটি তাঁহার শিষ্য বা শিষ্যাগণ তাড়িপত্রে সুন্দর অক্ষরে লিখিয়া ফেলিত। রাজা এবং রসিক অথচ ধনিক কবিগণ নিজের রচনার বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি তৈয়ারীর

জন্য বিনয়ী, মধুরভাষী, শোভন অক্ষরলিখনে সিদ্ধহস্ত বিদ্বান্ লেখক নিযুক্ত করিতেন। লেখিকা নিযুক্ত করার রীতিও প্রচলিত ছিল।

৫. কাব্য-অপহরণ ও তাহার প্রতিকার

কাব্যের এই বহুল প্রচারের যুগে কাব্য-অপহরণও প্রচলিত ছিল অধিক মাত্রায়। কোনও প্রাচীন অখ্যাত কবির রচনার সমগ্র অংশ নিজের বলিয়া প্রচার, কাহারও রচনার কিছু পরির্তন বা পরিবর্ধন করিয়া নিজের নামে প্রচার, কাহারও অপ্রকাশিত রচনা রচয়িতার নিকট শুনিয়া তাঁহার প্রকাশের পূর্বেই নিজ-রচনা বলিয়া ঘোষণা, কোনও দরিদ্র কবির রচনা ক্রয় করিয়া নিজ-নামে প্রচার, দূরদেশবাসী কবির রচনা নিজের দেশে নিজের নামে প্রচার—এইসকল ব্যবহার ছিল প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা।

তাই নূতন লেখকদিগের প্রতি রাজশেখর সাবধানী বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—(১) অসম্পূর্ণ রচনা অন্যের নিকট পড়িতে নাই (২) রচনানৈপুণ্যহেতু গর্বিত হওয়া উচিত নহে। (৩) রচনা প্রকাশের পূর্বে স্বীয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ গুরুজনের অভিমত গ্রহণ করা প্রয়োজন। (৪) অপর কবিদিগের সহিত শত্রুতা সৃষ্টি করা উচিত নহে (৫) যথাযথভাবে সম্পূর্ণ হইবামাত্র রচনার কয়েকটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করা আবশ্যক।

রাজশেখর কাব্য-অপহরণকারী তথাকথিত কবিগণের প্রতি অতিশয় বিরূপ ছিলেন—তিনি তাহাদিগকে তীব্রভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন। কাব্য-হরণ সম্বন্ধে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং এই কাব্যমীমাংসার তিনটি অধ্যায় ব্যাপিয়া বিভিন্ন উদাহরণ-যোগে কাব্যহরণ বিষয়ক গবেষণায় অদ্ভুত কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন।

৬. সাহিত্যসভা ও কাব্যপরীক্ষা

খ্যাতনামা রাজা ও বিদ্বান্দিগের রচনা এবং কাব্যগ্রন্থের পরীক্ষা-রীতির প্রচলন ছিল। এই উপলক্ষ্যে দূর দূরান্ত হইতে বহু বিদ্বান্ একস্থানে সম্মিলিত হইতেন। শ্রেষ্ঠ রচনা ও তাহার লেখক লাভ করিতেন সম্মান ও পুরস্কার। এই পুরস্কৃত রচনা বিদ্বান্দিগের উৎসাহ ও সহায়তায় অতি অল্পকালের মধ্যে দেশের চতুর্দিকে প্রচার লাভ করিত। খুব সম্ভব, সেকালে এক শ্রেণীর পেশাদার লেখক ছিল; তাহারা অতি শীঘ্র শ্রেষ্ঠ রচনার প্রতিলিপি তৈয়ারী করিয়া দেশের মধ্যে রচনার বহুল প্রচার করিত। কাশ্মীরদেশে রচিত কাব্য কনৌজে, বা কনৌজে রচিত কাব্য গৌড়দেশে,

দশবৎসরের মধ্যেই প্রচারিত ও আলোচিত হইত। মুক্তক-কবিতাগুলি নিজস্ব মাধুর্যগুণে সরসতাহেতু জনতার মুখে দূর দূর স্থানে ছড়াইয়া পড়িত।

প্রসঙ্গক্রমে রাজশেখর তৎকালীন সাহিত্য-সভার বর্ণনা দিয়াছেন। কাব্য ও শাস্ত্রের এরূপ পরীক্ষা-সভা উজ্জয়িনী ও পাটলিপুত্র-নগরে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হইত। এই সভায় পুরস্কৃত কবি ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্রহ্মপট্ট দান করা হইত ও তাঁহাকে একখানি সুসজ্জিত উত্তম রথে আরোহণ করাইয়া নগরের রাজপথে সমারোহ-সহকারে ঘুরাইয়া আনা হইত। এই ভাবে দেশের একভাগের বিদ্বজ্জনের সঙ্গে অপর ভাগের বিদ্বন্মণ্ডলীর পরস্পর পরিচয় ও জ্ঞানের বিনিময় ঘটিত। সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্রে সমগ্র সুধীমানস গ্রথিত ছিল। রাজশেখর বলিয়াছেন যে, কালিদাস-ভারবি-মেণ্ঠপ্রভৃতি কবি এবং পাণিনি-পতঞ্জলিপ্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ এইরূপ পরীক্ষা-সভার দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই বিচারসভাই ছিল প্রাচীনকালে প্রচার ও প্রসিদ্ধির বাহন বা মাধ্যম।

৭. মহাকবির জন্ম দুর্লভ

একটি প্রয়োজনীয় আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন রাজশেখর। তিনি বলিয়াছেন, পরস্পর সম্বন্ধরহিত বিচ্ছিন্ন কবিতা-রচনায় অসংখ্য কবি থাকিতে পারেন ; পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত খণ্ডকাব্যেও শতসংখ্যক অর্থাৎ অনেক কবি থাকিতে পারেন ; কিন্তু মহাকাব্যের কবি থাকেন একজন বা দুইজন, তিনজন পাওয়া কঠিন। তাঁহার মতে, বৈদর্ভীপ্রভৃতি রচনা-রীতি ও মাধুর্যপ্রভৃতি গুণের বিষয় চিন্তা করিয়া শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রবেশপূর্বক বিদ্বান্‌গণ পূর্বগামী ও সমসাময়িক কবিগণের সুভাষিতগুলির অনুসরণ করিবেন ও তাঁহারা কাব্যরচনার চেষ্টা করিবেন।

এস্থলে, রাজশেখর বামনাচার্যের অভিমত অনুযায়ী কয়েকটি মুখ্য তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। বামনের মতে, রীতি, গুণ ও সূক্তিমুদ্রাই কাব্য রচনার মুখ্য উপাদান ; অলংকার তেমন প্রয়োজনীয় নহে ; অলংকার কাব্যকে উপাদেয় করিয়া তুলে (দ্রষ্টব্য : কাব্যালংকার ৩. ১. ১-৩)। তবে ভামহ ও দণ্ডী গুণ এবং অলংকারের তুল্য প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন, (ভামহ কাব্যালংকার ১.১৩ ; দণ্ডী কাব্যাদর্শ ২. ৩.)। ভরত, আনন্দবর্ধন ও রুদ্রট বলেন যে, কাব্য-রচনায় কবির প্রধান লক্ষ্য হইবে রসের উদ্বোধন। রাজশেখর ইঁহাদিগের মতের সহিত যে অপরিচিত ছিলেন, তাহা নহে। তবুও তিনি কাব্যে অলংকার ও ধ্বনির প্রাধান্যের উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ কারণ এই যে, এস্থলে তিনি অতি প্রাথমিক বিষয়গুলিই

আলোচনা করিয়াছেন; পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করিয়াছেন।

ইহা ছাড়াও, এই অধ্যায়ে রাজশেখরের পূর্ববর্তী অনেক গ্রন্থকার ও রাজন্যবর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা ঐতিহাসিক চরিত্র, কেহ বা পৌরাণিক নামমাত্র। এই সম্পর্কে কাব্যমীমাংসার অনুবাদ-অংশের দশম অধ্যায়ের পাদটীকাগুলি লক্ষণীয়।

একাদশ অধ্যায়

১. কাব্যহরণ

রাজশেখর একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শব্দ ও ভাব-হরণ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। কোনও সমালোচক কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থরচনার পূর্বে এই বিষয়ে এমন বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। বামন ও আনন্দবর্ধন এই বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন ও কবিদিগকে ইহা সর্বপ্রকারে বর্জন করিতে বলিয়াছেন। রাজশেখরের এই আলোচনার মূল সন্ধান অতি দুরূহ। পরবর্তীকালে ক্ষেমেন্দ্র কবিকণ্ঠাভরণে একটু অন্যপ্রকারের খুঁটি-নাটিসহ এই বিষয়ের আলোচনা সংযোজিত করিয়াছেন। হেমচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যানুশাসনে' রাজশেখরের এই তিনটি অধ্যায়ই যোগ করিয়াছেন। অন্য লেখক-কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ ও অর্থের নিজের রচনায় প্রয়োগ বা ব্যবহারের নাম শব্দার্থহরণ। এই শব্দহরণ কোন্ কোন্ অবস্থায় কিভাবে সংঘটিত হয়? কোন্ প্রকারের শব্দহরণ দোষাবহ অর্থাৎ ক্ষমার অযোগ্য? কোন্ প্রকারের শব্দহরণ অনুচিত নয়?—এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে সুগভীর বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ রাজশেখরের মর্মগ্রাহী সমালোচনাশক্তি ও প্রতিভার প্রমাণ।

২. শব্দহরণের শ্রেণীবিভাগ

শব্দহরণ পাঁচ-প্রকার—(১) পদহরণ (২) পাদহরণ (৩) অর্থহরণ (৪) বৃত্তহরণ (৫) প্রবন্ধহরণ।

প্রাচীন আচার্যগণ একটি বা দুইটি পদের হরণকে হরণ বলেন না। রাজশেখরের মতে কেবল শ্লিষ্ট অর্থাৎ দুই-অর্থযুক্ত পদের হরণ দোষের নহে।

অবন্তিসুন্দরী বলেন, অধিকতর যশস্বী প্রাচীন লেখকের কাব্যহরণ সাধারণ চৌর্য অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ; কিন্তু অখ্যাত লেখকের কাব্যের ভাব ও ভাষা অপহরণ তিনি প্রকারান্তরে অনুমোদন করেন। তবে আচার্যগণের মতে শ্লেষবিহীন

পদের তিনটির বেশি যদি একাদিক্রমে কেহ অনুকরণ করিয়া থাকেন, তবে তাহা চৌর্য পর্যায়ভুক্ত হইবে।

রাজশেখর পূর্বগামী আচার্যগণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই; তিনি বলেন, কোন পদ বা শব্দসমষ্টি প্রাচীন কাব্যে কোনও বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, নবীন কবি তাহার অনুকরণ করিবেন না। এমন কি সহজেই প্রাচীন রচনা বলিয়া চিনিতে পারা যায়—এমন একটি চরণও ব্যবহার করিলে, অপহরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

যেমন—

"ইত্যুক্তবানুক্তিবিশেষরম্যং মনঃ সমাধায় জয়োপপত্তৌ।
উদারচেতা গিরমিত্যুদারাং দ্বৈপায়নেনাভিদধে নরেন্দ্রঃ॥"

—কিরাতার্জুনীয় ৩. ১০

'বিচিত্র বাক্-চাতুর্যের সহিত এই-প্রকার মনোরম অনুরোধকারী উদারচেতা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মহর্ষি বেদব্যাস বিজয়লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নপ্রকার সার্থক কথা বলিলেন।'

আর যেমন,

"ইত্যুক্তবানুক্তিবিশেষরম্যং রামানুজন্মা বিররাম মানী।
সংক্ষিপ্তমাপ্তাবসরং চ বাক্যং সেবাবিধিজ্ঞঃ পুরতঃ প্রভূণাম্॥"

'বিচিত্র বাক্‌চাতুর্যের সহিত এই প্রকার মনোরম কথা বলিয়া রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অহঙ্কারী লক্ষ্মণদেব বিরত হইলেন। সেবাধর্মে অভিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে প্রভুর সম্মুখে সংক্ষিপ্ত ও সময়োপযোগী বাক্য ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত।'

এস্থলে, 'বিচিত্র বাক্‌চাতুর্যের'—ইত্যাদি পদ-সমষ্টি দুইটি কবিতায়ই রহিয়াছে। ইহা পাদহরণ-শ্রেণীর কাব্যহরণের দৃষ্টান্ত। তবে যদি উদ্ধৃতি-হিসাবে কোনও প্রাচীন কবির কবিতার পদ বা পাদ ব্যবহৃত হয়, তাহা হরণ নহে। এমন কি প্রাচীন কবিতার তিন চরণ ব্যবহার করিয়াও যদি চতুর্থ চরণে সমগ্র কবিতাটির ভিন্ন অর্থে সঙ্গতি প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলেও হরণ হয় না—উহাও একপ্রকার কবিত্ব।

এইভাবে শব্দহরণের দোষ-গুণের পরীক্ষাকালে রাজশেখর মন্তব্য করিয়াছেন যে, মূল্য দিয়া কাহারও কবিতা ক্রয় করিয়া নিজের নামে প্রচার করাও গুরুতর অপরাধ। ইহাতে পরবর্তী কবির যশোলাভের পরিবর্তে অপকীর্তিই ঘটে বেশি পরিমাণে। কোনও কবির ভাবার্থটী পরিবর্তিত করিয়া যদি ভাষা-সাদৃশ্য রক্ষা করিতে পারেন, তাহাও কৃতিত্বের ব্যাপার—ইহাতে মাধুর্যেরই উৎপত্তি হয়।

এই সম্পর্কে রাজশেখরের একটি উক্তি বড়ই মনোরম—

"নাস্ত্যচৌরঃ কবিজনো নাস্ত্যচৌরো বণিগ্‌জনঃ।
স নন্দতি বিনা বাচ্যং যো জানাতি নিগূহিতুম্‌॥"

"এমন কবি নাই, যিনি চুরি করেন না; এমন বণিক্‌ নাই, যিনি চোর নহেন। কিন্তু যিনি গোপন করিতে বা লুকাইতে পারেন, তিনি নিন্দার মুখে ছাই দিয়া আনন্দে কাল কাটান।"

৩. কবির বিভিন্ন শ্রেণী

কবি চারি-শ্রেণীর—(১) উৎপাদক (২) পরিবর্তক (৩) আচ্ছাদক (৪) সংবর্গক। উৎপাদক-কবি স্বীয় প্রতিভায় শব্দার্থ চয়ন করিয়া কাব্য সৃষ্টি করেন; পরিবর্তক-কবি নিজস্ব উক্তির সহিত অপরের উক্তির বিনিময় করিয়া কাব্যরচনা করেন; আচ্ছাদক-কবি অপরের উক্তি সাবধানে লুকাইয়া ব্যবহার করেন; আর চতুর্থ শ্রেণীর সংবর্গক-কবি দিনে-দুপুরে ডাকাতি করেন অর্থাৎ অপর কবির সমগ্র কাব্যখানি নিজের বলিয়া প্রচার করেন।

দশম অধ্যায়ের একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন রাজশেখর এই একাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে। মহাকবি কে? তিনি উত্তরে বলিয়াছেন,—

"শব্দার্থোক্তিষু যঃ পশ্যেদিহ কিঞ্চন নূতনম্‌।
উল্লিখেৎ কিঞ্চন প্রাচ্যং মন্যতাং স মহাকবিঃ॥"

'বাঙ্‌ময়-জগৎ অর্থাৎ শব্দজগৎ ও অর্থজগতে যিনি নূতন কিছু দেখিতে পান এবং সর্বপ্রথম অনির্বচনীয় কোনও কিছু প্রতিভাবলে উদ্ভাবন করিয়া রচনা করিতে পারেন, তিনি মহাকবি-নামের যোগ্য।'

দ্বাদশ অধ্যায়

১. অর্থহরণ

দ্বাদশ অধ্যায়ের বিচার্যবিষয় অর্থহরণ। এই বিচার বা আলোচনার ব্যাপকতা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, রাজশেখরের জ্ঞানের পরিধি ছিল কত গভীর ও বিস্তৃত। বৈজ্ঞানিকপ্রণালী-সম্মত গবেষণাপদ্ধতিতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রাজা মহেন্দ্র-পালের সভাস্থলে জ্ঞানী ও গুণী লোকের সহিত আলাপ-আলোচনার সুযোগ ছিল

রাজশেখরের অনেক ; আর তিনি তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী বুদ্ধিদ্বারা সেই সুযোগগুলির সদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন যথেষ্ট।

'শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মহাকবিগণ অসংখ্য কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ; কাব্যপথের নবাগত পথিক যাঁহারা, তাঁহাদিগের নূতন কল্পনার অবকাশ কোথায় ? সেইজন্যই তো নূতন কবির মন প্রলুব্ধ হয় পূর্বগামী কবিগণের কাব্য অপহরণ করিবার জন্য।'—

প্রাচীন আচার্যগণের এই অভিমত বাক্‌পতিরাজ তাঁহার গৌড়বহো-গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন।

তিনি বলেন, "সৃষ্টির আদিযুগ হইতে শ্রেষ্ঠ কবিগণ প্রতিদিন এই বাণীর ধারা হইতে মণি-মুক্তা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন, তবুও সেই বাঙ্‌ময়ের অবিরাম ধারাকে কেহ শেষ-চিহ্নে চিহ্নিত করিতে পারেন নাই।"

রাজশেখরও এই অভিমতের সমর্থক। পূর্ববর্তী আচার্যগণের সহিত তাঁহার অনৈকমত্যের যুক্তি মোটামুটি বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহো'-কাব্যের ৮৮-৯২ শ্লোকের ভিত্তিতে রচিত। বাক্‌পতিরাজের অভিমত আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য ধ্বন্যালোক ৪. ১০-১১)

২. অপহরণের ঔচিত্য-অনৌচিত্যবিচার

ইহার পর, 'কোন্ জাতীয় অপহরণ উচিত, আর, কোন্ জাতীয় অপহরণ অনুচিত'—এই বিষয়ে তত্ত্বগত আলোচনা করিতে গিয়া তিনি 'অর্থহরণ'-ব্যাপারটিকে বত্রিশ-ভাগে ভাগ করিয়াছেন এবং বত্রিশ-প্রকার অর্থহরণের লক্ষণ ও পরিচয় উদাহরণযোগে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছেন। এই ভেদগুলি প্রাচীন পরম্পরালব্ধ, না, রাজশেখরের নিজস্ব আবিষ্কার, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। অর্থহরণ সম্বন্ধে অনেক মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া রাজশেখর বলিয়াছেন—

"সিদ্ধ-সারস্বত কবির প্রতিভাদীপ্ত জ্ঞানচক্ষু বাক্য ও মনের অতীত শক্তিসহযোগে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়গুলি জ্ঞানগোচর করিয়া তোলেন ; এমন কি বিষয়গুলি কাব্যরচনায় উপযোগী বা অনুপযোগী কিনা, তাহাও কবিগণ বিচার করিতে পারেন। বাগ্‌দেবী সরস্বতী মহাকবির নিকট স্বপ্নাবস্থায়ও কাব্যরচনার উপযোগী শব্দ ও অর্থ প্রতিভাত করেন—অকবির নিকট জাগরণের মুহূর্তেও সেই শব্দ ও অর্থ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে। অপর কবি-কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ ও অর্থের সম্পর্কে মহাকবিগণ জন্মান্ধ এবং উহা ব্যতীত অন্য বিষয়ে তাঁহারা যেন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। এই পার্থিব দৃষ্টি লইয়া কবিগণ যাহা

উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহা দিব্য-অনুভূতিবিশিষ্ট ত্রিলোচন মহাদেব বা সহস্রলোচন ইন্দ্রেরও শক্তির বাহিরে। কবিগণের মতিদর্পণ বা মনোমুকুরে নিখিল বিশ্ব প্রতিফলিত হয়। 'আমরা কি করিয়া কবিমনের দৃষ্টিপথের পথিক হইব'—এই বাসনায় প্রতিযোগিতার ভাব লইয়াই যেন শব্দ, অর্থ ও ভাবরাশি মহাকবিগণের নিকট ছুটিয়া আসে। স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ যোগিগণ সমাধিতে যাহা প্রত্যক্ষ করেন, কবিগণ বাণীর শক্তিতে সেই সেই ক্ষেত্রে বিহার করিয়া থাকেন।"

রাজশেখর মহাকবিগণের সম্বন্ধে প্রচলিত এই জনশ্রুতিতে ছিলেন স্থির-বিশ্বাসী।

৩. অর্থের নানা ভেদ

তাহার পর তিনি অর্থের প্রধানতঃ তিনটি ভেদ স্বীকার করিয়াছেন—(১) অন্যযোনি (২) নিহ্নুতযোনি (৩) অযোনি।

অন্যযোনি দুই-প্রকার—(ক) প্রতিবিম্বকল্প (খ) আলেখ্যপ্রখ্য; নিহ্নুতযোনিও দুই-প্রকার—(গ) তুল্যদেহিতুল্য (ঘ) পরপুরপ্রবেশসদৃশ।

এই চারি-প্রকার অর্থ বা ভাব-রচনাকারী কবিরও চারিটি শ্রেণী—(১) ভ্রামক (২) চুম্বক (৩) কর্ষক (৪) দ্রাবক। পঞ্চম শ্রেণীর কবি অযোনি বিষয় বা ভাব অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন—তাঁহার নাম (৫) চিন্তামণি-কবি। (অনুবাদ-অংশের দ্বাদশঅধ্যায়ে এই বিভিন্ন শ্রেণীর সংজ্ঞা দৃষ্টান্তসহ বলা হইয়াছে।)

চিন্তামণি-কবি শ্রেষ্ঠ কবি। কল্পনামাত্রেই যে কবির ভাবরাশি রসের স্রোত বহাইয়া দেয়, প্রাচীন সুনিপুণ কবিগণও যে কবির ভাবসম্পদ্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—সেই কবিকে বলা হয় চিন্তামণি-কবি। কাব্যজগতে এমন কবির প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলেও চলে।

চিন্তামণি-কবির তিনটি শ্রেণী—(ক) লৌকিক (খ) অলৌকিক (গ) লৌকিক-অলৌকিক (মিশ্র)।

ইহার পর, প্রতিবিম্বকল্প-অর্থের আটটি ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে—(১) ব্যস্তক (২) খণ্ড (৩) তৈলবিন্দু (৪) নটনেপথ্য (৫) ছন্দোবিনিময় (৬) হেতুব্যত্যয় (৭) সংক্রান্ত (৮) সম্পুট। এই আট-প্রকারের অপহরণ কবির পক্ষে নিন্দনীয় ও অকীর্তিকর।

খুব সম্ভব, বামনাচার্য সর্বপ্রথম কাব্যের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করেন ও সিদ্ধান্ত করেন যে, এই বিষয়বস্তুসমূহের তিনটি পৃথক্ শ্রেণী আছে (দ্রষ্টব্য কাব্যালংকারসূত্র ৩. ২. ৭-৯)। কাব্যের বিষয়বস্তুর এই তিনটি শ্রেণীকে আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকে (৪ ১২) আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন—(১) প্রতিবিম্ববৎ (২) তুল্যদেহিবৎ

(৩) আলেখ্যপ্রখ্যবৎ। রাজশেখর সমগ্র বিষয়টিকে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি বহু উদাহরণের মাধ্যমে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন। নিহ্নুতযোনি ও পরপুরপ্রবেশসদৃশ— এই দুইটি রাজশেখরের নিজস্ব সংযোজনা। হেমচন্দ্র 'কাব্যানুশাসনবিবেকে' রাজশেখরের যাবতীয় শ্রেণীবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন 'তুচ্ছাত্ম'-শ্রেণীর অর্থহরণের পরিচয় দিয়া কবিদিগকে ঐ শ্রেণীর অর্থহরণে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু রাজশেখর তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১. অর্থ-অপহরণের বিশদ আলোচনা

ত্রয়োদশ অধ্যায়টি দ্বাদশ অধ্যায়েরই শেষাংশ; কারণ, অর্থ-অপহরণের যে অবান্তর ভেদগুলি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহারই উদাহরণসহ বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

অন্যযোনি-অর্থের দ্বিতীয় ভেদ যে আলেখ্যপ্রখ্য তাহার আটটি উপভেদ—(১) সমক্রম (২২) বিভূষণমোষ (৩) ব্যুৎক্রম (৪) বিশেষোক্তি (৫) উত্তংস (৬) নটনেপথ্য (৭) এক-পরিকার্য (৮) প্রত্যাপত্তি। আট-প্রকারের এই কাব্য-অপহরণ কবির পক্ষে নিন্দনীয় নহে।

তুল্যদেহিতুল্য-নামক অর্থ-অপহরণের আটটি ভেদ—(১) বিষয়-পরিবর্তন (২) দ্বন্দ্ব-বিচ্ছিত্তি (৩) রত্নমালা (৪) সংখ্যোল্লেখ (৫) চূলিকা (৬) বিধানাপহার (৭) মাণিক্যপুঞ্জ (৮) কন্দ।

এই আট-প্রকারের কাব্য-অপহরণও কবির পক্ষে নিন্দনীয় নহে। পরপুরপ্রবেশ-সদৃশ নামক অপহরণেরও আটটি ভেদ—(১) হুডুযুদ্ধ (২) প্রতিকঞ্চুক (৩) বস্তুসঞ্চার (৪) ধাতুবাদ (৫) সৎকার (৬) জীবঞ্জীবক (৭) মুদ্রা (৮) তদ্বিরোধী। এই শ্রেণীর কাব্য-অপহরণও কবির পক্ষে নিন্দনীয় নহে।

উল্লিখিত বত্রিশ-প্রকার অর্থ-অপহরণের গ্রহণ এবং বর্জনের উপর কবিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহার ঔচিত্য-জ্ঞান কবির পক্ষে একান্ত আবশ্যক।"

চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়

১. কবি-প্রসিদ্ধির আলোচনা

এই তিনটি অধ্যায় একসূত্রে গ্রথিত—ইহাদিগের আলোচ্য বিষয় কবি-সময় বা কবি-প্রসিদ্ধি। বর্ণনাপ্রধান কাব্যের রচয়িতা কবিগণের পক্ষে কবি-প্রসিদ্ধির জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয়। তাই রাজশেখর স্বীয় প্রতিভা ও অনবদ্য বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া কবি-প্রসিদ্ধির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

কবি-প্রসিদ্ধি কবিগণের পরম্পরাগত একটি সাম্প্রদায়িক নিয়ম। শাস্ত্রে লিখিত নাই বা লোক-ব্যবহারেও দৃষ্ট হয় না—এমন কতকগুলি বিষয় পরম্পরাক্রমে কবিগণ তাঁহাদিগের কাব্যে প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন; এই ব্যবহার বা প্রয়োগগুলি কবি-সময় নামে প্রচলিত।

২. পূর্ব্ববর্তী আচার্যগণের অভিমত

ভামহ, দণ্ডী, বামনপ্রভৃতি আচার্যগণ বলেন—

"এই প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকব্যবহারবিরুদ্ধ প্রয়োগ দোষাবহ; তাহা আবার সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে কি করিয়া? উহা সাহিত্যে স্থান লাভের অযোগ্য।"

উপরন্তু, ভামহ, দণ্ডী ও বামন অপ্রচলিত, শাস্ত্রবহির্ভূত ও লোকসমাজে অজ্ঞাত বিষয়ের বর্ণনাকে কাব্যে দোষপর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

"দেশকালকলালোকন্যায়াগমবিরোধি চ।
প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টান্তহীনং দুষ্টঞ্চ নেষ্যতে॥

—ভামহ, কাব্যালংকার ৪. ২.

দেশকালকলালোকন্যায়াগমবিরোধি চ।
ইতি দোষা দশৈবৈতে বর্জ্যাঃ কাব্যেষু সূরিভিঃ॥"

—দণ্ডী, কাব্যাদর্শ ৩. ১২৬.

দেশকালস্বভাববিরুদ্ধার্থানি লোকবিরুদ্ধানি।
কলাচতুর্বর্গশাস্ত্রবিরুদ্ধার্থানি বিদ্যাবিরুদ্ধানি॥

—বামন, কাব্যালংকারসূত্র ২. ২৩।২৪.

রাজশেখর কিন্তু অশাস্ত্রীয় ও অলৌকিক বিষয়ের বর্ণনাও অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কবি-প্রসিদ্ধিমূলক প্রয়োগগুলি ভামহপ্রভৃতির উল্লিখিত দোষপর্যায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

বামনাচার্য সর্বপ্রথম 'কাব্য-সময়' শব্দটি ব্যবহার করেন ও প্রসঙ্গক্রমে ছন্দো-ব্যাকরণগত ভুল এড়াইবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু বামনের 'কাব্য-সময়' ও রাজশেখরের 'কবি-সময়' এক বিষয় নয়।

৩. কবিসময়-সম্পর্কে রাজশেখরের অভিমত

রাজশেখরের মতে, সাধারণতঃ শাস্ত্র ও লোকসমাজে প্রচলিত না থাকিলেও, কবি-সময়গুলি কাব্যে প্রয়োগ করা যায়। তবে এমন কতকগুলি কবি-সময় আছে, যাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

'লোকবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও কাব্যে সেগুলি প্রয়োগ করা চলে'—এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, এই কবি-সময়ে উল্লিখিত বিষয়গুলি প্রাচীন কালে অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ছিল ও প্রাচীন কবিগণ তাঁহাদিগের কাব্যে উহা বিশেষভাবে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভামহ-কর্তৃক দোষপর্যায়ভুক্ত ও অপর লেখকগণ-কর্তৃক অশাস্ত্রীয় ও অলৌকিক বলিয়া উল্লিখিত আর এক জাতীয় কবি-সময় কিন্তু রাজশেখর পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন; কারণ, সেস্থলে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। উহা কোথাও কোনও কালে ছিল না বা কোনও প্রাচীন কবি উহার প্রয়োগ করেন নাই। 'কবি-সময়'-শব্দটির তাৎপর্য বিপরীতভাবে গ্রহণ করিয়া অনেক অসাধু কবি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। সেইহেতু রাজশেখর কবি-সময়ের একটি সুচিন্তিত বিচার ও নিয়মিত ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ, রাজশেখরই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। হেমচন্দ্র-প্রভৃতি পরবর্তী লেখকগণ অবাধে তাঁহার আলোচনাটি নিজ-নিজ গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন ও প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নূতন কবিতা সংযোজিত করিয়াছেন।

৪. কবি-প্রসিদ্ধির নানাভেদ

কবিসময় তিন-শ্রেণীর—(১) স্বর্গীয় অর্থাৎ স্বর্গ-সম্বন্ধীয় (২) ভৌম অর্থাৎ পৃথিবী-সম্বন্ধীয় (৩) পাতালীয় অর্থাৎ পাতাল-সম্বন্ধীয়।

ইহার মধ্যে ভৌম কবিসময়ের চারিটি ভেদ— (ক) জাতিরূপ (খ) গুণরূপ (গ) ক্রিয়ারূপ (ঘ) দ্রব্যরূপ।

এই জাতিপ্রভৃতির আবার তিনটি করিয়া উপবিভাগ— (১) অসৎ-এর উল্লেখ

অর্থাৎ শাস্ত্রে বা লোকব্যবহারে যাহা নাই তাহার উল্লেখ (২) সৎ-এর অনুল্লেখ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বা লৌকিক বিষয়ের উল্লেখ না-করা (৩) নিয়ম অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত বিষয়ের অনিয়ন্ত্রণ। ইহাদিগের বিবিধ উদাহরণ অনুবাদ-অংশে দ্রষ্টব্য।

এই প্রকারে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে উদাহরণ-সহ ভৌম কবিসময়ের বিস্তৃত বিচার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর কবিগণের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ষোড়শ অধ্যায়ে রাজশেখর স্বর্গীয় ও পাতালীয় কবিসময়গুলি নিঃশেষে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজশেখরের অনুগামী যে সকল সাহিত্য-সমালোচক কবি-প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকাংশে রাজশেখরের নিকট ঋণী। বিশেষতঃ 'অলংকারচিন্তামণি'-লেখক জিনসেন, 'কাব্যকল্পলতাবৃত্তি'-লেখক অমর ও 'কবি-কল্পলতা'-লেখক দেবেশ্বরের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রাজশেখর মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কবি-প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে এমন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিস্তৃত আলোচনা তিনিই সর্বপ্রথম করিয়াছেন। পরবর্তী আলোচকগণ কতকগুলি কবি-প্রসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন ; রাজশেখরের অভিমত অনুযায়ী বিচার করিলে সেগুলি কাব্যরচনার দোষপর্যায়ভুক্ত হওয়া উচিত অথবা ব্যাকরণ-বহির্ভূত দোষপর্যায়ে পড়া উচিত।

"কাব্যে সুপ্ত ইব স্থিতঃ। স সাম্প্রতমিহাস্মাভির্যথাবুদ্ধি বিবোধিতঃ।"—

এই মন্তব্য হইতে বোঝা যায় যে, পূর্ববর্তী লেখকগণ এই মতের বিরোধী ছিলেন না ; তবে রাজশেখর সর্বপ্রথম ইহার বিস্তৃত আলোচনায় উদ্যোগী হন।

কবিসময় সম্বন্ধে রাজশেখরের বিস্তৃত আলোচনার মূল কোথায়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই বিষয়ে তাঁহার পূর্ববর্তী আলংকারিকগণ আলোচনা যে না করিয়াছিলেন, তাহা নহে ; কিন্তু সে আলোচনা একদেশদর্শী। বিভিন্ন কবির প্রয়োগ বিচার করিয়া রাজশেখর সাধারণ বিশিষ্ট প্রয়োগগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

১. ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

এই অধ্যায়টি ভৌগোলিক তথ্য অবলম্বনে রচিত। ভৌগোলিক জ্ঞান কবির পক্ষে অপরিহার্য। ভৌগোলিক জ্ঞান না থাকিলে কবি ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান, বিশিষ্ট আচারপদ্ধতি বা রীতি-নীতি, বিভিন্ন ঋতুর আবর্তন, বৎসরব্যাপী ফল-ফুল-শস্যপ্রভৃতির উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতে বাধ্য। কাব্য রচনা

করিতে গিয়া দেশভেদে উল্লিখিত বিষয়সমূহের বর্ণনায় তিনি থাকেন স্খলনভয়ে ভীত ; তাঁহার রচনা স্বভাবতই নিকৃষ্ট ও হাস্যাস্পদ হয়। তাই সপ্তদশ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় দেশ-পরিচয় বা ভারত-ভূগোল।

সাহিত্যসমালোচনার গ্রন্থে ভৌগোলিক বিষয়ের স্বতন্ত্র আলোচনা রাজশেখরই প্রথম করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ-মহাকাব্যের রঘু-দিগ্বিজয় ও ইন্দুমতীস্বয়ংবর-প্রকরণে এবং তাঁহার খণ্ডকাব্য মেঘদূতে ভারত-ভূগোলের বহু তথ্যের সন্নিবেশ করিয়াছেন—এই ভৌগোলিক অংশ কালিদাসের কবিকর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। রাজশেখর এই বিষয়গুলি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার কাব্যমীমাংসায় এই স্বতন্ত্র অধ্যায়টি সংযুক্ত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, বালরামায়ণ-নাটকেও ভারতীয় ভূগোলের অনেক বিষয় নাটকীয় বর্ণনাচ্ছলে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

২. ভূপরিচয়

সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত সপ্ত মহাদ্বীপে বিভক্ত এই পৃথিবী—কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের প্রধান পর্বত মহামেরু ; মহামেরুর চারিদিকে ইলাবৃতবর্ষ ; মহামেরুর দক্ষিণে তৃতীয় যে দেশ, তাহারই নাম ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ নয়ভাগে বিভক্ত ; তাহারই এক ভাগ যে কুমারীদ্বীপ তাহাই কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমাচলপর্যন্ত বিস্তৃত বর্তমান ভারতীয় ভূখণ্ড—এই দেশের অপর নাম চক্রবর্তিক্ষেত্র। চক্রবর্তিক্ষেত্রের অধিপতি চক্রবর্তী ; আর ভারতবর্ষের নয়টি ভাগই যিনি জয় করিতে পারেন, তিনি সম্রাট্।

৩. ভারতপরিচয়

কুমারীদ্বীপে সাতটি কুলপর্বত আছে। আর্যাবর্ত এই দ্বীপের একটি অংশ। কুমারীদ্বীপের কেন্দ্রবর্তী অংশের নাম মধ্যদেশ। মধ্যদেশের চতুঃসীমা হইতেছে প্রয়াগ, বিন্ধ্যপর্বত, বিনশন ও হিমালয়। কাহারও কাহারও মতে, প্রয়াগের পরিবর্তে বারাণসীকেই পূর্বসীমা ধরা উচিত। মধ্যদেশের চারিদিকে চারিটি দেশ—(১) পূর্বদেশ—বারাণসীর পূর্বসীমা হইতে কুমারীদ্বীপের পূর্বসীমা পর্যন্ত (২) দক্ষিণাপথ—মাহিষ্মতী হইতে দক্ষিণসীমাপর্যন্ত (৩) পশ্চাদ্দেশ—দেবসভা হইতে পশ্চিমসীমাপর্যন্ত (৪) উত্তরাপথ—পৃথূদক হইতে উত্তরসীমাপর্যন্ত।

এই সপ্তদশ অধ্যায়ে কুমারীদ্বীপের পাঁচটি অংশেরই ভূমিভাগ, নদ নদী, পর্বত ও কৃষিসম্পদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আরব, পারস্য

এবং আফগানিস্তানকে রাজশেখর উত্তরভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং সিংহল ও লঙ্কাকে তিনি বলিয়াছেন পৃথক্। উপরন্তু, তাঁহার নামতালিকায় অনেক নূতন নাম সংযুক্ত করিয়াছেন ; সেই নামগুলি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, এমন কি গ্রীক ও আরবীয় ঐতিহাসিক এবং চৈনিক পরিব্রাজকদিগের নিকটেও অপরিচিত।

সাহিত্যসমালোচনার গ্রন্থে ভৌগোলিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কি ? তাহার উত্তরে তিনি বলেন, কোনও দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী বর্ণনামাত্রই রচনার দোষে পরিণত হয়। রাজশেখর কবিদিগকে এই জাতীয় দোষ বর্জনের জন্য যত্নবান্ হইবার উপদেশ দিয়াছেন। ভামহ (৪. ২৯-৩০), দণ্ডী (৩. ৪০-৪৪) ও বামনাচার্যও (২.২.২৩) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

১. কালবিভাগ

'কালবিভাগ' অবলম্বনে এই অধ্যায়টি রচিত। কবির উপযোগী প্রকৃতি-বর্ণনার বিভিন্ন উপাদানগুলি সুন্দরভাবে রাজশেখর এখানে আলোচনা করিয়াছেন। সুনিপুণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিদ্বারা তিনি দেশ-কালভেদে প্রকৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। মানবপ্রকৃতির উপর বহিঃপ্রকৃতির যে প্রভাব, তাহা তাঁহার দৃষ্টিতে আশ্চর্যভাবে ধরা পড়িয়াছে।

এই প্রকরণটি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের 'দেশ-কালমান'-নামক প্রকরণ (২.২০.৩৮) হইতে গৃহীত। বায়ুপুরাণেও এই প্রকার কালবিভাগের আলোচনা আছে। তবে বায়ুপুরাণ ও অর্থশাস্ত্রের কালবিভাগে কিছুটা পার্থক্য আছে। রাজশেখরের এই বিষয়ে প্রধান অবলম্বন বায়ুপুরাণ। এই অধ্যায়ের প্রথম কবিতাটি বায়ুপুরাণ (৫০.১৬৯) হইতে উদ্ধৃত। অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী পাঁচ নিমেষে এক কাষ্ঠা ; বায়ুপুরাণ বলেন, পনর নিমেষে এক কাষ্ঠা ; আবার অমরসিংহের মতে আঠার নিমেষে এক কাষ্ঠা। রাজশেখরের মতে এক কাষ্ঠার পরিমাণ পনর নিমেষ।

২. বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা

প্রথমতঃ সৌর ও চান্দ্রমাসের পরিচয় দান করিয়া রাজশেখর বলিয়াছেন যে, কাব্যে বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন দিকের বায়ুর বর্ণনা দেওয়া উচিত। তাহার পর বর্ষা হইতে গ্রীষ্মকালপর্যন্ত ঋতু-বর্ণনাচ্ছলে তিনি বিবিধ তরুলতা, ফলপুষ্প ও

উৎসব-বিনোদনের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন। ষড়্ঋতুর বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং লৌকিক রীতিনীতির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কবিদিগকে তাঁহাদিগের নিজ-নিজ রচনায় উহা অনুসরণ করিবার পরামর্শও দিয়াছেন। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য তথা নরনারী ও প্রাণিসমূহের মধ্যে ঋতুভেদে যে বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষিত হয়, ঋতুবর্ণনার অঙ্গহিসাবে তাহাও তিনি সুষ্ঠু ও মনোজ্ঞ পদ্ধতিতে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন কবিগণের বর্ণিত ঋতুগত প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও বিদগ্ধ সমাজের ধনবান্ বিলাসী জনগণের ব্যবহারও তাঁহার লেখনীতে শোভন হইয়া উঠিয়াছে। নরনারীর বিচিত্র বেশভূষা ও দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর উদাহরণের জন্য রাজশেখরের বালরামায়ণ, কর্পূরমঞ্জরী, বিদ্ধশালভঞ্জিকা এবং বালভারত-গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

ভারতের ঋতুপর্যায়ের প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন রাজশেখর। প্রতিটি ঋতুর চারিটি অবস্থাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন; যেমন, (১) ঋতুসন্ধি (২) ঋতুশৈশব (৩) ঋতুপ্রৌঢ়ি (৪) ঋতু-অনুবৃত্তি। অতি সংক্ষেপে তিনি প্রতিঋতুর সমাগম, পরিণতি ও অনুবৃত্তি-আলোচনার অবসরে ঋতুপ্রকৃতির অন্তরের রূপরঙ্গ ও সৌন্দর্যবিলাসের বৈশিষ্ট্যটি মনোজ্ঞভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকাশ কেবল কবির কল্পনাপ্রবণ হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত হয়, অন্যত্র নহে।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্যে এমন আর একখানি গ্রন্থ নাই, যেখানে ঋতুবর্ণনা কাব্যমীমাংসার এই অধ্যায় অপেক্ষা শোভনতর-ভাবে সংকলিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাসের 'ঋতুসংহার'-কাব্যও তুলনায় হার মানিয়া যায়। রাজশেখর বলেন, কাব্যে ঋতুবর্ণনায় কাব্যবিদ্যার বিধিনিষেধ পালন করা অপেক্ষা ঔচিত্যের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখা উচিত। নিয়ম-হিসাবে একই কালে একই স্থানে সকল ঋতুর বর্ণনা অনুচিত; কিন্তু একই রচনার ভিন্ন ভিন্ন অংশে তাহার বর্ণনা দোষের নহে।

সর্বশেষে, কাব্য-আলোচনার গ্রন্থে 'কালবিভাগ'-বিচারের যৌক্তিকতা দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন—

"ইতি কালবিভাগস্য দর্শিতা বৃত্তিরীদৃশী।
কবেরিহ মহান্ মোহ ইহ সিদ্ধো মহাকবিঃ॥"

'এই প্রকারে কালবিভাগের এই পদ্ধতি দেখাইলাম। কালবিভাগ-সম্পর্কে কবিজনের বিষম বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়া থাকে। এই কালবিভাগে যে কবি নৈপুণ্য অর্জন করেন, তিনি মহাকবি-পদবী লাভ করিতে পারেন।'

কাল সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানের অভাব ঘটিলে, কবিদিগের মতিবিভ্রম ঘটা স্বাভাবিক; আর যথার্থ কালপরিচয় কবিকীর্তিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে।

পুষ্পিকা-বিচার

কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক পুষ্পিকাটি এইরূপ—'সমাপ্তমিদং প্রথম-মধিকরণং কবিরহস্যং কাব্যমীমাংসায়াম্'

অর্থাৎ কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থে কবিরহস্য-শীর্ষক প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুপুষ্পিকাটী আবার নিম্নরূপ—'ইতি রাজশেখরকৃতৌ কাব্যমীমাংসায়াং কবিরহস্যে প্রথমে অধিকরণে কালবিভাগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ' অর্থাৎ শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে কালবিভাগ-সম্বন্ধী অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ হয় যে, এই অধিকরণে 'ভুবনকোশ'-নামক আরও একটি অধ্যায় সংযোজিত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু এই অধ্যায় অধুনা লুপ্ত।

প্রথম অধ্যায়ে কাব্যমীমাংসার কবিরহস্য-অধিকরণের যে বিষয়সূচী দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, "...কবিসময়ঃ, দেশকালবিভাগঃ, ভুবনকোশ ইতি কবিরহস্যং প্রথমমধিকণমিত্যাদি।"

এই মন্তব্য অনুযায়ী পুষ্পিকা দাঁড়াইত, 'ভুবনকোশঃ। ইতি কবিরহস্যং প্রথমমধিকরণম্ ইত্যাদি।'

অর্থাৎ ভুবনকোশ এই অধিকরণের সর্বশেষ আলোচ্য বিষয়।

সপ্তদশ অধ্যায়েও একটি মন্তব্য আছে—

ইত্থং দেশবিভাগো মুদ্রামাত্রেণ সূত্রিতঃ সুধিয়াম্।
যস্তু জিগীষত্যধিকং পশ্যতু মদ্ভুবনকোশমসৌ॥

ইহা হইতে মনে হয় যে, ভুবনকোশ-নামে আরও একটি অধ্যায় ছিল।

আবার অনেকে মনে করেন, ভুবনকোশ রাজশেখরের একখানি পৃথক্ গ্রন্থ; কিন্তু এই মত উল্লিখিত কারণে সমীচীন মনে হয় না।

কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন, পুরাণের ভৌগোলিক বর্ণনামূলক অংশের নাম 'ভুবনকোশ'; কিন্তু তাহা হইলে রাজশেখর 'মদ্ভুবনকোশমসৌ' বলিতেন না। উল্লিখিত ভুবনকোশ রাজশেখরেরই রচনা।

তাই অধিকাংশ বিদ্বানেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, 'কবিরহস্য'-অধিকরণের 'ভুবনকোশ'-নামক শেষ অধ্যায় এবং অপর সতেরটি অধিকরণ-সহ কাব্যমীমাংসার গরিষ্ঠ অংশটি আজিও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে বা চিরতরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কাব্যমীমাংসার কয়েকটি বিচিত্র বিষয়

১. সাহিত্যবিদ্যার উৎপত্তি

অন্যান্য শাস্ত্রকারগণের ন্যায় রাজশেখর পরমপুরুষ ও অন্যান্য দেবদেবীর মাধ্যমে কাব্যবিদ্যার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠ তাঁহার পরমেষ্ঠী, বৈকুণ্ঠ ও অন্যান্য শিষ্যবৃন্দকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেন। স্বয়ম্ভূ তাঁহার মানসপুত্রদিগের মধ্যে ইহা সঞ্চারিত করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সরস্বতীপুত্র কাব্যপুরুষ ছিলেন একজন। প্রজাপতি তাঁহাকে এই বিদ্যা প্রচার করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। কাব্যপুরুষ তাঁহার দিব্য শিষ্যদিগকে ইহা শিখাইলেন ও কালক্রমে সাহিত্যবিদ্যাবিষয়ক আঠারটি অধিকরণ রচিত হইল। সহস্রাক্ষপ্রভৃতি আঠারজন শিষ্য নিজ-নিজ বিদ্যা পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের আকারে রচনা করেন। এই পৃথক্ পৃথক্ আকার হেতু, এই সাহিত্য-বিদ্যা অর্থাৎ সাহিত্য বা কাব্য-আলোচনাশাস্ত্রের অধিকাংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাজশেখর সমগ্র শাস্ত্রটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে অষ্টাদশ অধিকরণে রচনা করেন। (দ্রষ্টব্য প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা—রাজশেখর-অংশ পৃষ্ঠা ৪১)

রাজশেখর সাহিত্য ও কাব্য-শব্দ একার্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্য বা কাব্য-আলোচনার অর্থে সাহিত্য-শব্দের প্রয়োগ কত প্রাচীন এবং সাহিত্য-শব্দের তাৎপর্য কতখানি তাহা রাজশেখর-অংশে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য রাজশেখর পৃষ্ঠা ৪৩-৪৫)

২. কাব্যপুরুষ

কাব্যপুরুষ ও তাঁহার প্রিয়া সাহিত্যবিদ্যাবধূর কল্পনা সংস্কৃত-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। খুব সম্ভব ঋগ্‌বেদের বেদপুরুষের কথা হইতে রাজশেখর এই কাব্যপুরুষের কল্পনা করিয়াছেন ; বৈদিক কবিতা "চত্বারি শৃঙ্গাঃ—" (ঋগ্বেদ ৪. ৫৮. ৩) দ্বারা বেদেও কাব্যপুরুষের স্তুতি প্রমাণ করা হইয়াছে। বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী পুত্রকামনায় হিমালয়ে তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে একটি পুত্র দান করেন ; এই পুত্রই কাব্যপুরুষ। কাব্যপুরুষই ছন্দোময়ী বাণীর প্রথম প্রবর্তক। শব্দ ও অর্থ তাঁহার শরীর, বিভিন্ন ভাষা তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রস তাঁহার আত্মা, উপমাপ্রভৃতি তাঁহার অলংকার। কোনও একদিন দেবী সরস্বতী দেবগণের বিচারসভায় বিচারকর্ত্রী হইয়া গমনে উদ্যত হইলে কাব্যপুরুষও তাঁহাকে অনুসরণ করিতে থাকিলেন। কাব্যপুরুষকে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে ভগবতী ভবানী সাহিত্য-

বিদ্যাবধূর সৃষ্টি করিলেন এবং বধূকে কাব্যপুরুষের অনুগামী হইতে বলিলেন। কাব্য-পুরুষের বশীকরণের উপায়হিসাবে এই বধূ নানা বেশভূষা ও নাটকীয় ভঙ্গী অবলম্বন করিলেন। কাব্যপুরুষ ক্রমশঃ মোহিত হইলেন ও পরিশেষে দীর্ঘভ্রমণের পরে বশীভূত হইলেন। এই পুরুষ ও বধূ গান্ধর্ববিধি অনুসারে বৎসগুল্মনগরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সাহিত্যবিদ্যাবধূ ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে যে বেশভূষা ও ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশের অধিবাসিগণ তাহারই অনুকরণ করিয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়)

বায়ুপুরাণ,[১] মহাভারত,[২।৩] ও হর্ষচরিতে সরস্বতীর পুত্রজন্মবৃত্তান্ত কাব্য-মীমাংসা হইতে ভিন্নভাবে দেওয়া আছে। (দ্রষ্টব্য রাজশেখর-অংশ পৃষ্ঠা ৪৬)

অশ্বঘোষও[৪] তাঁহার বুদ্ধচরিতে সরস্বতীপুত্র সম্বন্ধে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজশেখর এখানে ছন্দোময়ী রচনার উৎপত্তি সন্ধান করিয়া ধারাবাহিকক্রমে সেই রচনার বিকাশ ও প্রসঙ্গতঃ ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত রীতি-নীতির আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কল্পিত কাব্যপুরুষ সমগ্র সাহিত্যবিদ্যার আকর। সরস্বতীর পুত্র তিনি কবির আশ্রমে পালিত; সাহিত্যবিদ্যার প্রতিমূর্তি উমাকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ। এই কাব্যেপুরুষ কাব্যমীমাংসার প্রাচীনতম অধ্যাপক।

৩. সাহিত্যসভা

যে রাজা কাব্যামোদীও স্বয়ং কাব্য-রচনায় নিপুণ তিনি বিভিন্ন কবির কাব্য পরীক্ষার জন্য একটী পৃথক্ গৃহ নির্মাণ করাইবেন। সেই গৃহে যোলটী স্তম্ভ, চারিটী দরজা ও আটটী মত্তবারণী থাকিবে। এই গৃহের সংলগ্ন একটী কেলিগৃহ থাকিবে। গৃহের মধ্যস্থলে একহস্ত উচ্চ ও চারিটী স্তম্ভযুক্ত রত্নখচিত বেদী থাকিবে। এই বেদীতে রাজা আসন গ্রহণ করিবেন।

বেদীর উত্তর দিকে সংস্কৃত-কবিরা বসিবেন; তাহার পরে পরে আসন গ্রহণ করিবেন বেদজ্ঞ, পুরাণবিদ্, স্মার্তপণ্ডিত, চিকিৎসক, জ্যোতিষী ও অন্যান্য বিদ্বজ্জন।

বেদীর পূর্বদিকে প্রাকৃত-কবিরা বসিবেন; তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে যথাক্রমে আসন গ্রহণ করিবেন অভিনেতা, নর্তক, গায়ক, বাদক, কুশীলবপ্রভৃতি শিল্পীরা।

১ বায়ুপুরাণ অধ্যায় ৬১.

২ শান্তিপর্ব অধ্যায় ৩৫৯.

৩ শল্যপর্ব অধ্যায় ৫২.

৪ বুদ্ধচরিত ১. ৪৭

পশ্চিম দিকে অপভ্রংশ-কবিরা বসিবেন; তাঁহাদিগের পশ্চাতে যথাক্রমে আসন গ্রহণ করিবেন চিত্রলেপকার, মণিকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, লৌহকার ও এই শ্রেণীর অন্যান্য শিল্পীরা।

দক্ষিণ দিকে পৈশাচ-কবিরা বসিবেন; তাঁহাদিগের পশ্চাতে যথাক্রমে আসন গ্রহণ করিবেন বেশ্যালম্পট, কামকলাবিদ্, ঐন্দ্রজালিক, শস্ত্রোপজীবী ও এই শ্রেণীর অন্যান্য শিল্পীরা। (দ্রষ্টব্য দশম অধ্যায়)

এই সভা কোনও বিশেষ-শ্রেণীর শিল্পীদিগের সভা নহে; সমাজের মধ্যে, রাজ্যের মধ্যে শিল্পে, সাহিত্যে যিনি যাহা কিছু সৃষ্টি করেন, তাহা লইয়াই তাঁহার সভায় প্রবেশাধিকার রহিয়াছে। রাজা প্রত্যেকের রাজা; তাই তিনি এমন একটী সভা আহ্বান করিবেন, যাহার স্বভাব বা স্বরূপ হইবে সর্বজনীন। রাজার উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া রাজ্যের অধিবাসী শিল্পিগণ আপন আপন শিল্প-রচনায় ব্যাপৃত হইতেন।

৪. সাহিত্যপরীক্ষা

আদর্শ কবির চরিত্র ও স্বরূপটী বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া রাজশেখর রাজার আচরণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কবির কার্য অর্থাৎ কবিতাপ্রভৃতির দোষগুণ পরীক্ষার জন্য একটী সম্মেলন আহ্বান করাও রাজার কর্তব্য। কবিদিগকে উৎসাহ-দান এবং বাসুদেব,[১] সাতবাহন, শূদ্রক, সাহসাঙ্কপ্রভৃতি প্রাচীন রাজাদিগের ন্যায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কবিদিগকে সম্মানপ্রদর্শন ও বৃত্তি-দানও রাজার কর্তব্য। উল্লিখিত সভার নেতৃত্বও রাজকর্তব্য। রাজা মহানগরীতে[২] কাব্য ও বিভিন্নশাস্ত্রপরীক্ষার

বাসুদেবসাতবাহনশূদ্রকসাহসাঙ্কাদীন্ সকলান্ সভাপতীন্ দানমানাভ্যামনুকুর্যাৎ।

মহানগরেষু চ কাব্যশাস্ত্র পরীক্ষার্থং ব্রহ্মসভাঃ কারয়েৎ।

তত্র পরীক্ষোত্তীর্ণানাং ব্রহ্মরথযানং পট্টবন্ধশ্চ।

শ্রূয়তে চ উজ্জয়িন্যাং কাব্যকারপরীক্ষা—

"ইহ কালিদাসমেণ্ঠাবত্রামররূপসূরভারবয়ঃ।
হরিচন্দ্রচন্দ্রগুপ্তৌ পরীক্ষিতাবিহ বিশালায়াম্।

শ্রূয়তে চ পাটলিপুত্রে শাস্ত্রকারপরীক্ষা—

"অত্রোপবর্ষবর্ষাবিহ পাণিনিপিঙ্গলাবিহ ব্যাড়িঃ।
বররুচিপতঞ্জলী ইহ পরীক্ষিতাঃ খ্যাতিমুপজগ্মুঃ।

—কাব্যমীমাংসা দশম অধ্যায়

জন্য ব্রহ্মসভা অর্থাৎ বিদ্বজ্জনগণের সভা আহ্বান করিবেন। এই সভায় যাঁহার কাব্য বা প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তিনি মস্তকে ধারণ করিবেন পট্টবন্ধ ও তাঁহার ভাগ্যে মিলিবে স্বয়ং রাজহস্তে চালিত ব্রহ্মরথে গমন। উজ্জয়িনী-নগরে এই প্রকার ব্রহ্মসভা আহূত হইয়াছিল। কবি কালিদাস, মেণ্ঠ, অমর, রূপ, সূর, ভারবি, হরিচন্দ্র ও চন্দ্রগুপ্ত এখানে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। নানা শিল্পের পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল পাটলিপুত্র—এই পাটলিপুত্রে পরীক্ষাসভায় উত্তীর্ণ হইবার পরে উপবর্ষ, বর্ষ, পাণিনি, পিঙ্গল, ব্যাড়ি, বররুচি ও পতঞ্জলি শাস্ত্রকারহিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই নাম-তালিকাটী কালানুক্রমিক। ইহাতে আরও দ্রষ্টব্য এই যে, মগধের রাজধানী রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত হইবার পরে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

৫. সাহিত্য-বিষয়ক জনপ্রবাদ

রাজশেখর কতকগুলি জনশ্রুতি বা জনপ্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন; সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। মেধাবিরুদ্র,[১] কুমারদাসপ্রভৃতি জন্মান্ধ হইয়াও খ্যাতিমান্ কবি হইয়াছিলেন। শিশুনাগ[২] (মগধের রাজা) নিজের অন্তঃপুরে নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন যে বর্ণমালার দুরুচ্চার্য আটটী বর্ণ ব্যবহার করা হইবে না; যেমন, ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, হ, ক্ষ। শূরসেনের রাজা কুবিন্দ আবার নিজের অন্তঃপুরে শ্রুতিকঠোর সংযুক্ত-অক্ষর বর্জন করিয়াছিলেন। কুন্তলরাজ সাতবাহন নিজের অন্তঃপুরে একমাত্র প্রাকৃত-ব্যবহারের আদেশ দিয়াছিলেন। আবার সাহসাঙ্ক (উজ্জয়িনী-রাজ) অন্তঃপুরে সংস্কৃতভিন্ন অন্য ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

৬. বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণভঙ্গী, আবৃত্তি ও পাঠ-রীতি

সে-যুগের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কথাবার্তা, আবৃত্তি এবং পাঠের বিভিন্ন রীতি ও ভঙ্গী-সম্পর্কে নানা বিচিত্র তথ্য কাব্যমীমাংসার সপ্তম অধ্যায় হইতে সংগ্রহ করা যায়।

১ মেধারিরুদ্রকুমারদাসাদয়ো জাতান্ধাঃ কবয়ঃ শ্রূয়ন্তে।

—কাব্যমীমাংসা চতুর্থ অধ্যায় আদি

২ শ্রূয়তে হি মগধেষু শিশুনাগো নাম রাজা, তেন............দুরুচ্চারানষ্টৌ বর্ণানপাস্য স্বান্তঃপুর এব প্রবর্তিতো নিয়মঃ..............সংস্কৃতভাষাত্মকমন্তঃপুর এবেতি সমানং..............পূর্বেণ।

—কাব্যমীমাংসা দশম অধ্যায় মধ্য

মগধ[১] ও বারাণসীর পূর্ব প্রান্তের অধিবাসিগণ সংস্কৃত ভালভাবে উচ্চারণ করেন, কিন্তু প্রাকৃতে তাঁহারা কুণ্ঠিত। গৌড়বাসিগণও[২] প্রাকৃত ভাল পড়িতে পারেন না ; হয় তাঁহাদিগের প্রাকৃত-পাঠ বর্জন করা উচিত অথবা প্রাকৃতকে অন্যভাবে গড়া দরকার।

গৌড়দেশে কাব্যপাঠের ভঙ্গী বা উচ্চারণ বিশেষ স্পষ্ট নহে, শ্লেষহীন নহে, কোমলও নহে, কর্কশও নহে, গম্ভীরও নহে বা অতি উচ্চও নহে।

যে-কোন রস, যে-কোন রীতি, যে-কোন গুণই থাকুক না কেন, কর্ণাটবাসিগণ[৩] গর্বের সহিত যাবতীয় কাব্যের শেষে টংকার-ধ্বনি পাঠ করিয়া থাকেন।

কাব্যপাঠ করিতেছি ইহা জানিয়াও গদ্য অথবা পদ্য অথবা মিশ্রকাব্যে (অর্থাৎ সবত্র) দ্রাবিড়দেশবাসী[৪] পাঠকগণ গীতধর্মী উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত-বিদ্বেষী লাট[৫]-দেশবাসী পাঠকগণ সুললিত-উচ্চারণসম্বলিত স্বরসংযোগে প্রাকৃত রচনা মনোজ্ঞভাবে পাঠ করিয়া থাকেন।

সুরাষ্ট্র, ত্রবণ[৬]প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ অপভ্রংশভাষামিশ্রিত সংস্কৃত-রচনাও সুন্দরভাবে পাঠ করিয়া থাকেন।

১ "পঠন্তি সংস্কৃতং সুষ্ঠু কুণ্ঠাঃ প্রাকৃতবাচিতে।
বারাণসীতঃ পূর্বেণ যে কেচিন্মগধাদয়ঃ ॥"
—সপ্তম অধ্যায় শেষ

২ "ব্রহ্মন্ বিজ্ঞাপয়ামি ত্বাং স্বাধিকারজিহাসয়া।
গৌড়স্ত্যজতু বা গাথামন্যা বাস্তু সরস্বতী ॥
নাতিস্পষ্টো ন চাশ্লিষ্টো ন রুক্ষো নাতিকোমলঃ।
ন মন্দ্রো নাতিতারশ্চ পাঠো গৌড়েষু বাড়বঃ ॥ —ঐ

৩ রসঃ কোঽপাস্তু কাপ্যস্তু রীতিঃ কোঽপ্যস্তু বা গুণঃ।
সগর্বং সর্বকর্ণাটাষ্টংকারোত্তরপাঠিনঃ ॥—ঐ

৪ গদ্যে পদ্যেঽথবা মিশ্রে কাব্যে কাব্যমনা অপি।
গেয়গর্ভে স্থিতঃ পাঠে সর্বোঽপি দ্রবিড়ঃ কবিঃ ॥—ঐ

৫ পঠন্তি লটভং লাটাঃ প্রাকৃতং সংস্কৃতদ্বিষঃ।
জিহ্বয়া ললিতোল্লাপলব্ধসৌন্দর্যমুদ্রয়া ॥—ঐ

৬ সুরাষ্ট্রত্রবণাদ্যা যে পঠন্ত্যর্পিতসৌষ্ঠবম্।
অপভ্রংশাবদংশানি তে সংস্কৃতবচাংস্যপি ॥—ঐ

শারদার অনুগ্রহে কাশ্মীর[১] সুকবিজনের দেশ; সেই কবিগণের পাঠপদ্ধতি নিশ্চয়ই কর্ণে অমৃতগণ্ডূষতুল্য অর্থাৎ অতিশয় শ্রুতিমধুর।

কাশ্মীরের পূর্বদিকে উত্তরাপথে[২] যে-সকল কবি আছেন, তাঁহারা ব্যাকরণ অনুযায়ী বিশুদ্ধ উচ্চারণ বিশেষভাবে জানিয়াও সানুনাসিক উচ্চারণের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

পঞ্চালদেশের[৩] কবিদিগের কাব্যপাঠ বিভিন্ন রীতির অনুকূল ধ্বনি-বৈচিত্র্যে নানাগুণমণ্ডিত, ছেদযুক্ত, স্পষ্টাক্ষর, লয়সমন্বিত ও স্বরসংযোগে স্খলিত হইয়া উঠে; তাই এই কাব্যপাঠ কর্ণকুহরে অপরূপ মাধুর্য সিঞ্চন করিয়া থাকে।

পাঠ, আবৃত্তি ও উচ্চারণভঙ্গী-সম্বন্ধে রাজশেখরের অভিমত এই যে, স্বর, মাত্রা, উচ্চারণ-স্থান, আন্তর ও বাহ্যপ্রযত্ন—এই পঞ্চতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন বর্ণসমূহের যথাযথ পূর্ণ উচ্চারণ ও অর্থবশে বিরাম বা ছেদ রক্ষা করা উচিত। ইহাই কাব্যপাঠের মূল তত্ত্ব[৪]।

৭. ভারতের বিভিন্ন অংশের মৌখিক ভাষা

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে যে মৌখিক ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক কিছু বিবরণ কাব্যমীমাংসা হইতে পাওয়া যায়।

গৌড়বাসিগণ ও তাঁহাদিগের নিকট প্রতিবেশিগণ সংস্কৃতে কথা বলিতেন; লাটবাসিগণ প্রাকৃত বলিতে অভ্যস্ত ছিলেন; মারবার, টক্ক ও ভাদানকবাসিগণ অপভ্রংশপ্রিয় ছিলেন। আবার যাঁহারা অবন্তী পারিযাত্র ও দশপুরের অধিবাসী তাঁহারা ভূতভাষা ব্যবহার করিতেন; তবে মধ্যদেশবাসিগণ উল্লিখিত যাবতীয় ভাষায়

১ শারদায়াঃ প্রসাদেন কাশ্মীরঃ সুকবির্জনঃ।
কর্ণে গুড়ূচীগণ্ডূষস্তেষাং পাঠক্রমঃ কিমু!।
— সপ্তম অধ্যায় শেষ

২ ততঃ পুরস্তাৎ কবয়ঃ যে ভবন্ত্যুত্তরাপথে।
তে মহত্যপি সংস্কারে সানুনাসিকপাঠিনঃ।—ঐ শেষ

৩ মার্গানুগেন নিনদেন নিধির্গুণানাং সম্পূর্ণবর্ণরচনো যতিভির্বিভক্তঃ।
পাঞ্চালমণ্ডলভুবাং সুভগঃ কবীনাং শ্রোত্রে মধু ক্ষরতি কিঞ্চন কাব্যপাঠঃ।—ঐ শেষ

৪ পঞ্চস্থানসমুদ্ভববর্ণেষু যথা স্বরূপনিষ্পত্তিঃ।
অর্থবশেন চ বিরতিঃ সর্বস্বমিদং হি পাঠস্য।—ঐ শেষ

সমানভাবে কৃতবিদ্য ছিলেন—তাঁহারা সকল ভাষাই বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন[১]। (এই অঞ্চলগুলির অবস্থান ও আধুনিক নাম 'ভৌগোলিক তথ্য'-অংশে দ্রষ্টব্য)।

৮. রাজশেখরের প্রাকৃত-প্রীতি

বালরামায়ণ-নাটকের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজশেখর ছিলেন সর্বভাষায় নিপুণ ও বিচক্ষণ[২]। রাজশেখর 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই 'কবিরাজ' তিনিই, যিনি নানা ভাষায় সুনিপুণ ও সকল ভাষাই যাঁহার নিকট সমানভাবে বোধগম্য ও রচনাযোগ্য[৩]। রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' হইতে ইহা স্পষ্ট হয় যে, রাজশেখরের সর্বশ্রেণীর প্রাকৃতে সমান অধিকার ছিল। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে, কবিখ্যাতি অর্জনে ইচ্ছুক যিনি, তিনি তাঁহার রুচি, কৌতূহল ও সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বভাষায় মনোযোগ দিবেন[৪]। কারণ একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্য ধারণ করে[৫]।

তাই রাজশেখর স্বীয় অভিমতের সমর্থনে একটী প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—"কোনও বিষয় সংস্কৃত ভাষায় সুরচিত ও সুষ্ঠু প্রকাশিত হয়; আবার কোনও বিষয় প্রাকৃত ভাষায়, কোনটী বা অপভ্রংশে, কোনটি বা ভূতভাষাক্রমে সুরচিত হইয়া থাকে। কোনও বিষয় দুইটী বা তিনটী ভাষায় রচিত হয়, কোনটী বা চারিটী ভাষায় বিবেচিত হয়। যে সুকবির এই প্রকারে বুদ্ধি সঞ্চারিত হয়, সেই সুকবি ও সমালোচকের

১ গৌড়াদ্যাঃ সংস্কৃতস্থাঃ পরিচিতরুচয়ঃ প্রাকৃতে লাটদেশ্যাঃ
সাপভ্রংশপ্রয়োগাঃ সকলমরুভূবষ্টক্কভাদানকাশ্চ।
আবন্ত্যাঃ পারিযাত্রাঃ সহ দশপুরজৈর্ভূতভাষাং ভজন্তে
যো মধ্যেমধ্যদেশং নিবসতি স কবিঃ সর্বভাষানিষণ্ণঃ॥
—দশম অধ্যায় আদি

২ সর্বভাষাবিচক্ষণশ্চ স এবমাহ।

৩ স্বতন্ত্রস্তু পুনরেকবৎ সর্বা অপি ভাষাঃ স্যুঃ। কাব্যমীঃ ১০ আদি

৪ সংস্কৃতবৎ সর্বাস্বপি ভাষাসু যথাসামর্থ্যং যথারুচি যথাকৌতুকং চাবহিতঃ স্যাৎ।
—কাব্যমীঃ অধ্যায় ৯, শেষ

৫ একোঽর্থঃ সংস্কৃতোক্ত্যা স সুকবিরচনঃ প্রাকৃতেনাপরোঽস্মিন্
অন্যোঽপভ্রংশগীর্ভিঃ কিমপরমপরো ভূতভাষাক্রমেণ।

কীর্তি জগৎ প্লাবিত করিয়া দেয়[১]। রাজশেখরের এই অভিমতের অন্তরালে তাঁহার প্রাকৃতপ্রীতি বেশ ধরা পড়ে[২]।

বালরামায়ণে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাকৃত শ্রুতিমধুর ও স্বভাবসুন্দর— ইহার মাধুর্য স্বতঃ-উৎসারিত ; অপভ্রংশ অতি ভদ্র ও ভূতভাষার রচনা স্বভাবতঃ সরস।

কর্পূরমঞ্জরীতে[৩] তিনি সগর্বে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সংস্কৃত-রচনা স্বভাবতঃ নীরস ও শ্রুতিকঠোর আর প্রাকৃত-রচনা সরস, শ্রুতিমধুর ও সৌকুমার্যমণ্ডিত। (দ্রষ্টব্য শ্রীমনোমোহন ঘোষ-কর্তৃক সম্পাদিত কর্পূরমঞ্জরীর ভূমিকা)।

৯. ভৌগোলিক তথ্য

রাজশেখরের গ্রন্থাবলীতে বহু ভৌগোলিক নামের উল্লেখ আছে। সমগ্র পৃথিবীর ভূগোল-সম্বন্ধে সে-কালের ধারণাটি বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যায়। বালরামায়ণ ও কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থে প্রচুর ভৌগোলিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভরতমুনিরচিত বলিয়া গৃহীত সীতাস্বয়ম্বর-নামক ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয়প্রসঙ্গে এবং শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাদ্বীপ হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যে বালরামায়ণ-নাটকে রাজশেখর যে-সকল স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, আজিও তাহাদিগের অনেক-গুলিরই অবস্থান নির্ণয় করা যায়। কাব্যমীমাংসার সপ্তদশ অধ্যায়ে লিখিত বিভিন্ন ভূভাগ ও ভারতবর্ষের বিস্তৃত বিবরণী মূল্যবান্ তথ্যের আকর।

ভৌগোলিক জ্ঞান রাজশেখরের ছিল অতিশয় গভীর। তিনি ভারতীয় ভূগোলের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তিনি প্রাচীন পুরাণ, মহাভারত ও

১ দ্বিত্রাভিঃ কোঽপি বাগ্‌ভির্ভবতি চতসৃভিঃ কিঞ্চ কশ্চিদ্বিবেক্তুং
যস্ত্বেত্থং ধী প্রপন্না স্নপয়তি সুকবেস্তস্য কীর্তির্জগন্তি॥
—কাব্যমীঃ অ. ৯ শেষ

২ গিরঃ শ্রব্যা দিব্যাঃ প্রকৃতিমধুরা প্রাকৃতধুরঃ
সুভব্যোঽপভ্রংশঃ সরসরচনং ভূতবচনম্।
বিভিন্নাঃ পন্থানঃ কিমপি কমনীয়াশ্চ ত ইমে
নিবদ্ধা যস্ত্বেষাং স খলু নিখিলেঽস্মিন্ কবিবৃষা॥
—বালরামায়ণ, প্রথম অঙ্ক, ১০.

৩ পরুসা সক্কঅবন্ধা পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।
পুরসমহিলাণং জেত্তিঅমিহন্তরং তেত্তিঅমিমাণম্॥
—কর্পূরমঞ্জরী অ. ১. ৪.

বৃহৎসংহিতা, এবং গ্রীস ও চীন দেশের পরিব্রাজক তথা পর্যটকগণের বিবরণী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের দেশ, নদী, পর্বতপ্রভৃতির নাম কালক্রমে যে পরিবর্তিত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? সেইহেতু, রাজশেখরের ভারত-ভূগোলের সহিত আধুনিক ভূগোলের কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়।

বায়ুপুরাণের ৪৫ অধ্যায়ের ৭৮-৮৮ শ্লোকে ভারতবর্ষের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় রাজশেখরের ভারত-বর্ণনা বায়ুপুরাণের ভিত্তিতে রচিত। ভারত-বর্ষের নয়টি খণ্ড; তাহার একটির নাম কুমারীদ্বীপ। এই কুমারীদ্বীপই আধুনিক ভারতভূমি। বিন্দু-সরোবর হইতে কন্যা-কুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নাম চক্রবর্তি-ক্ষেত্র। এই ভূভাগের শাসনকর্তা বা রাজাকে বলা হইত চক্রবর্তী। আর ভারতের সমগ্র নয়টি খণ্ডের উপর যিনি রাজত্ব করিতেন, তিনি খ্যাত হইতেন সম্রাট্ বলিয়া।

ভারতবর্ষের নয়টি খণ্ডের মধ্যে বর্তমান মালয়, সিংহল, লঙ্কা, সুমাত্রা, জাভা, আনাম, চীন এবং তুর্কিস্তানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর্যাবর্ত কুমারীদ্বীপের একটি অংশ। কুমারীদ্বীপে হিমবান্, বিন্ধ্য, পারিযাত্র, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, মহেন্দ্র ও মলয়নামে সাতটি কুলপর্বত অর্থাৎ প্রধান গিরিশ্রেণী বর্তমান।

পূর্বসমুদ্র ও পশ্চিমসমুদ্র, আর হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী যে ভূমিভাগ, তাহার নাম আর্যাবর্ত। রাজশেখরের এই সমগ্র বর্ণনাটি মনুস্মৃতি, মহাভারত ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রমাণের ভিত্তিতে রচিত।

মনুকথিত আর্যাবর্ত-সংজ্ঞা নিম্নরূপ—

আ-সমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্যোঃ আর্যাবর্তং বিদুর্বুধাঃ॥ (মনুসংহিতা ২. ২২)

রাজশেখর ভারতভূমিকে পাঁচভাগে ভাগ করিয়াছেন। মনুস্মৃতি-কামসূত্রপ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রদত্ত মধ্যদেশের অবস্থান, চতুঃসীমা ও বর্ণনার উপর তিনি অনেকটা নির্ভর করিয়াছেন। মধ্যদেশের চারিদিকে অবস্থিত দেশগুলিও চারিটি বিভাগে বিভক্ত। চারিটি বিভাগের নাম—(১) পূর্বদেশ (২) দক্ষিণাপথ (৩) পশ্চিমদেশ (৪) উত্তরাপথ।

এই পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদেশের মধ্যস্থলে 'মধ্যদেশ' অবস্থিত বলিয়া কবিদিগের বিশ্বাস। কবিদিগের বিশ্বাস প্রাচীন শাস্ত্রনির্দেশ-বহির্ভূত নহে।

কারণ, মনু বলিয়াছেন,—

"হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ॥" (মনুসংহিতা ২.২১)

"যে দেশ হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যস্থলে, বিনশনের (যে স্থলে সরস্বতী-নদী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে) পূর্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে অবস্থিত, সেই দেশ মধ্যদেশ নামে কীর্তিত"।

কামসূত্রেও (২.৫.২১) মধ্যদেশের উল্লেখ আছে—'মধ্যদেশ্যা আর্যপ্রায়াঃ শুচ্যুপচারাঃ'। কামসূত্র-টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় উল্লিখিত মনুর শ্লোকটিকে ভৃগুরচিত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। জয়মঙ্গলায় পাঠান্তর আছে, "হিমবদ্বিন্ধ্যয়োঃ" স্থলে 'গঙ্গাযমুনয়োরিত্যেকে' ইতি বসিষ্ঠঃ।

একটী বিষয় লক্ষণীয় এই যে, রাজশেখরের পূর্বপর্যন্ত মধ্যদেশের পূর্বসীমা প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু রাজশেখরের মধ্যদেশের পূর্বসীমা কাশী বা বারাণসীপর্যন্ত বিস্তৃত—বারাণসী মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বারাণসীর পূর্ব হইতে পূর্ব দেশের আরম্ভ; (কাব্যমীমাংসার সপ্তদশ অধ্যায়ে রাজশেখর লিখিয়াছেন—'তত্র বারাণস্যাঃ পুরতঃ পূর্বদেশঃ')।

বারাণসীর মধ্যদেশে অন্তর্ভুক্তির কয়েকটি কারণ আছে—

(১) বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাব আর্যাবর্তে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল; তাই বৈষ্ণব-ধর্ম দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় লাভ করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। অন্যদিকে আর্যাবর্তে শৈব-ধর্ম সুদৃঢ় আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বারাণসীতে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। রাজশেখর উত্তর ভারতের তদানীন্তন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ক্রম-বর্ধমান প্রভাব উপেক্ষা না করিয়া বিখ্যাত ধর্মস্থান বারাণসীকে মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

(২) বর্ণাশ্রম সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ পূর্বদিকে বিস্তৃত হইতেছিল। মনুর সময়ে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমক্ষেত্র পর্যন্ত পবিত্রদেশ বলিয়া গৃহীত হইত— তাহার পূর্বাঞ্চলের দেশগুলি তখন ধর্মে, কর্মে, জ্ঞানে, গুণে আর্যগণকর্তৃক অপাংক্তেয় বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু রাজশেখরের সময়ে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞান-গরিমায় বারাণসী ভারত-ভূমিতে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব, রাজশেখর প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যসমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী মধ্যদেশের পূর্বসীমার অন্তর্ভুক্ত করিলেন বারাণসী-নগরীকে। ব্রাহ্মণ্য সমাজে ইহা নূতন কথা নহে। বেদজ্ঞানের সারতম অংশ যে উপনিষদ্, তাহাও প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণের আবিষ্কার নহে— ইহার নাম তো ছিল রাজবিদ্যা। পরে ব্রাহ্মণগণ ইহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। বারাণসীর মধ্যদেশের সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে তেমন ঘটনাই ঘটিয়াছে।

(গ) অর্থনৈতিক দিক্‌ হইতেও বারাণসী ভারতভূমির মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যাবতীয় স্থল-পথ ও জল-পথ বারাণসীর দিকে প্রসারিত হইয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, এমন কি রাজনৈতিক ব্যাপারেও বারাণসীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রাজা শশাঙ্ক বর্ধনবংশীয় রাজার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বারাণসীতে সৈন্য-শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সকল কারণবশতঃ রাজশেখরের মধ্যদেশের পূর্বসীমা বারাণসী-পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

মধ্যদেশ রাজশেখরের প্রিয় লীলাভূমি। তাহার নদী, পর্বত, জনপদ ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি তাঁহার নিকট এত পরিচিত যে, তিনি এই অধ্যায়ে সেগুলির উল্লেখ করেন নাই।

প্রকারান্তরে, ভারতভূমির অন্য চারিটি দেশের নদী, পর্বত, জনপদ এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির তালিকা রাজশেখর নিম্নরূপে দিয়াছেন—

(১) পূর্বদেশ—

বিভিন্নপ্রদেশ—অঙ্গ, কলিঙ্গ, কোসল, তোসল, উৎকল, মগধ, মুদ্গর, বিদেহ, নেপাল, পুণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, তাম্রলিপ্তক, মলদ, মল্লবর্ত্তক, সুহ্ম, ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদি।

বিভিন্ন পর্বত—বৃহদ্গৃহ, লোহিতগিরি, চকোর, দর্দুর, নেপাল, কামরূপ ইত্যাদি।

বিভিন্ন নদী—শোণ, লোহিত্য, গঙ্গা, করতোয়া, কপিশা ইত্যাদি।

উৎপন্ন দ্রব্য—লবলী, গ্রন্থিপর্ণক, অগুরু, দ্রাক্ষা, কস্তুরিকা ইত্যাদি।

(২) দক্ষিণাপথ—

বিভিন্ন দেশ—মহারাষ্ট্র, মাহিষক, অশ্মক, বিদর্ভ, কুন্তল, ক্রথকৈশিক, সুর্পারক, কাঞ্চী, কেরল, কাবের, মুরল, বানবাসক, সিংহল, চোড়, দণ্ডক, পাণ্ড্য, পল্লব, গাঙ্গ, নাসিক্য, কোঙ্কণ, কোল্লগিরি, বল্লার ইত্যাদি।

বিভিন্ন পর্বত—বিন্ধ্যদক্ষিণপাদ, মহেন্দ্র, মলয়, মেকল, পালমঞ্জর, সহ্য, শ্রীপর্বত ইত্যাদি।

বিভিন্ন নদী—নর্মদা, তাপী, পয়োষ্ণী, গোদাবরী, কাবেরী, ভৈমরথী, বেণা, কৃষ্ণবেণা, বঞ্জুরা, তুঙ্গভদ্রা, তাম্রপর্ণী, উৎপলাবতী, রাবণগঙ্গা ইত্যাদি।

(৩) পশ্চাদ্দেশ—

বিভিন্ন দেশ—দেবসভ, সুরাষ্ট্র, দশেরক, ত্রবণ, ভৃগুকচ্ছ, কচ্ছীয়, আনর্ত, অর্বুদ, ব্রাহ্মণবাহ, যবন ইত্যাদি।

বিভিন্ন নদী—সরস্বতী, শ্বভ্রবতী, বার্তঘ্নী, মহী, হিড়িম্বা ইত্যাদি।

বিভিন্ন পর্বত—গোবর্ধন, গিরিনগর, দেবসভ, মাল্যশিখর, অর্বুদ ইত্যাদি।

উৎপন্ন দ্রব্য—করীর, পীলু, গুগ্গুলু, খর্জূর, করভ ইত্যাদি।

(৪) উত্তরাপথ—

বিভিন্ন দেশ—শক, কেকয়, বোক্কাণ, হূণ, বাণায়ুজ, কাম্বোজ, বাহ্লীক, বহ্লব, লিম্পাক, কুলূত, কীর, তঙ্গণ, তুষার, তুরষ্ক, বর্বর, হরহূর, হূহুক, সহুড়, হংসমার্গ, রমঠ, করকণ্ঠ ইত্যাদি।

বিভিন্ন পর্বত—হিমালয়, কলিন্দ, ইন্দ্রকীল, চন্দ্রাচল ইত্যাদি।

বিভিন্ন নদী—গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, কুহূ, দেবিকা ইত্যাদি।

উৎপন্ন দ্রব্য—সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা, কুঙ্কুম, চমর, অজিন, সৌবীর, স্রোতোহঞ্জন, সৈন্ধব, বৈদূর্য, তুরঙ্গ ইত্যাদি।

রাজশেখরের ভারত-বিবরণ ও ভারতবর্ষের পঞ্চ-বিভাগের বর্ণনার সহিত Cunnighamএর The Ancient Geography of India গ্রন্থের পৃঃ ১১-১২ অংশ তুলনা করা যাইতে পারে—

(১) উত্তরভারত অর্থাৎ কাশ্মীর ও সন্নিকটবর্তী পার্বত্যরাষ্ট্রসহ পাঞ্জাব, সিন্ধু-নদের অপর তীরের পূর্ব-আফগানিস্তান ও বর্তমান সরস্বতীনদীর পশ্চিমস্থ শতদ্রু-অঞ্চলস্থ রাজ্যগুলি।

(২) পশ্চিমভারত অর্থাৎ সিন্ধুদেশ, পশ্চিম-রাজপুতানা, কচ্ছ, গুজরাট ও নর্মদা নদীর মোহনার নিকটস্থ সমুদ্রকূলের কিয়দংশ।

(৩) মধ্যভারত অর্থাৎ থানেশ্বর হইতে গঙ্গার বদ্বীপ-পর্যন্ত গঙ্গার উভয়-তীরস্থ প্রদেশগুলি ; হিমালয়-অঞ্চল হইতে নর্মদাতীর পর্যন্ত ভূমিভাগ।

(৪) পূর্বভারত অর্থাৎ আসাম, বঙ্গদেশ (গঙ্গা-বদ্বীপের সম্পূর্ণ অংশ), সম্বলপুর, উড়িষ্যা ও গঞ্জাম।

(৫) দক্ষিণভারত অর্থাৎ পশ্চিমে নাসিক ও পূর্বে গঞ্জাম হইতে যে উপদ্বীপ কুমারিকা-অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ; বেরার, তেলিঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, কোঙ্কণ, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ত্রাবাঙ্কোর প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত ; উত্তরদিকে নর্মদা ও মহানদী পর্যন্ত এই ভূভাগ বিস্তৃত।

এই প্রসঙ্গে বৃহৎসংহিতা (চতুর্দশ ও ষোড়শ অধ্যায়), বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায়, বিনয়চন্দ্রের কাব্যশিক্ষা, হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি, বালরামায়ণ দশম অঙ্ক ২৬-৯৬ দ্রষ্টব্য।

ভারতভূমিকে পাঁচ-ভাগে ভাগ করিয়া ভৌগোলিক আলোচনার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অষ্টম পঞ্চিকায় চতুর্দশ প্রপাঠকে। অবশ্য, অথর্ববেদেও এই জাতীয় একটি অস্পষ্ট সূচনা আছে।

ঐতরেয় মহীদাস বলেন—

"প্রাচ্যাং দিশি যে কে চ প্রাচ্যানাং রাজানঃ······
দক্ষিণস্যাং দিশি যে কে চ সত্বতাং রাজানঃ······
প্রতীচ্যাং দিশি যে কে চ নীচ্যানাং রাজানঃ······
উদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তরকুরবঃ উত্তরমদ্রাঃ···
ধ্রুবায়াং মধ্যমায়াং প্রতিষ্ঠায়াং দিশি যে কে চ কুরুপঞ্চালানাং রাজানঃ
সবশোশীনরাণাম্ ইত্যাদি··· ······"

—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৮. ১৪.

"পূর্বদেশে পূর্বদেশবাসী জনসমূহের যে-সকল রাজা আছেন,······
দক্ষিণদেশে দক্ষিণদেশবাসী সত্বৎ-নামক জন-সমূহের যে-সকল রাজা আছেন,···
পশ্চিমদেশে পশ্চিমদেশবাসী নিকৃষ্ট জাতির জন-সমূহের যে-সকল রাজা আছেন,···
উত্তরদেশে হিমালয়-পর্বতের পরভাগে উত্তরকুরু, উত্তর-মদ্রনামক যে-সকল জনপদ আছে······

ধ্রুব-প্রতিষ্ঠ-মধ্যদেশে বশ-উশীনরসহ যে-সকল কুরুপঞ্চাল-নামক দেশ-সমূহের ইত্যাদি······"

এস্থলে দিশ্-শব্দ দেশ-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ, দেশ-শব্দও 'দিশ্'-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আর 'মধ্যদেশকে' মূল-দেশ ধরিয়া আপেক্ষিকভাবে অন্য দেশগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে। মধ্যদেশকে 'প্রতিষ্ঠ' দেশ বলার হেতু এই যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যুগে বৈদিক আর্যগণ এই ভূমিভাগে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এই বর্ণনা হইতে বোঝা যায়—বশ, উশীনর, কুরু, পঞ্চাল লইয়া প্রধানতঃ মধ্যদেশের বিস্তার। মধ্যদেশের চারিদিকের চারিটি দেশসহ ভারত-ভূমির পাঁচটি ভাগ ছিল যথাক্রমে নিম্নরূপ—

(১) মধ্যদেশ (২) পূর্বদেশ (৩) দক্ষিণদেশ (৪) পশ্চিমদেশ (৫) উত্তরদেশ।

মধ্যদেশের মধ্যবর্তী অন্তর্বেদীর চতুঃসীমা-নিরূপণ ও দিক্-নির্ণয়ের প্রশ্নটিও আলোচিত হইয়াছে। পূর্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে সরস্বতীনদী, উত্তরে গঙ্গানদী ও দক্ষিণে যমুনা—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী ভূমিভাগ অন্তর্বেদী।

বালরামায়ণেও রাজশেখর বলিয়াছেন—

"ইমেঽন্তর্বেদীভূষণং পাঞ্চালাঃ। পাঞ্চালাস্তব পশ্চিমেন ত ইমে বামা গিরাং ভাজনাস্তদ্দৃষ্টৈরতিথীভবস্তু যমুনাং ত্রিস্রোতসঞ্চান্তরা॥" (১০. ৮৬).

এই অন্তর্বেদীরই অন্তর্গত কনৌজ বা কান্যকুব্জ। ইহার অপর নাম মহোদয় বা গাধিপুর।

আচার্যগণের মতে অন্তর্বেদীকে কেন্দ্র ধরিয়া দিগ্‌বিভাগ করা উচিত; কিন্তু রাজশেখর বলেন, মহোদয় অর্থাৎ কনৌজকে প্রধান সীমা ধরিয়া দিগ্‌বিভাগ করা উচিত। তাঁহার সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, দিগ্‌বিভাগ-ব্যাপারটি আপেক্ষিক। ইহা দেখাইবার জন্য রাজশেখর 'বামনস্বামী', 'ব্রহ্মশিলা', 'গাধিপুর' ও 'কালপ্রিয়'-নামক চারিটি স্থানের নাম করিয়াছেন। এই চারিটি স্থান কনৌজ-নগরীর চারিদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। দিঙ্‌নিশ্চয় যে অনিশ্চিত, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এইগুলির অবতারণা। বামনস্বামীর যাহা পূর্বদিক্-, তাহা ব্রহ্মশিলার পশ্চিমদিক্; গাধিপুরের যাহা দক্ষিণদিক্, তাহা কালপ্রিয়ের উত্তরদিক্। ব্রহ্মশিলা ব্যতীত কনৌজের অপর তিনটি সীমা সুবিদিত। উল্লিখিত চারিটি স্থান যে কনৌজেরই চতুঃসীমা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোনও কোনও জ্যোতির্বিদ্ জ্যোতিষ্ক পদার্থের অবস্থান অনুযায়ী দিগ্‌বিভাগ করিয়া থাকেন। চিত্রা, স্বাতী, ধ্রুবপ্রভৃতি নক্ষত্র এই বিষয়ে সহায়ক। চিত্রা ও স্বাতীনক্ষত্রের দূরত্ব দেখিয়া পূর্বদিক্ নিরূপিত হয়। 'চিত্রা-স্বাতী-অন্তর—' মূলের এই অংশের ব্যাখ্যায় ইহাও বলা যায় যে, যেদিনে সূর্য চিত্রা ও স্বাতী নক্ষত্রের মধ্যবর্তী, সেই দিনের নাম বিষুবান্—এই তারিখে দিনমান ও রাত্রিমান সমান। সম্বৎসরে এই অবস্থা ঘটে মাত্র দুইদিন— (১) শারদসম্পাত (২) বসন্তসম্পাত। এই দুইদিনে উদয়কালে ও অস্তগমনকালে সূর্য ঠিক পৃথিবীর পূর্বে বা পশ্চিমে থাকে। অন্যান্য দিনে সূর্য পূর্বদিগন্তে উত্তর বা দক্ষিণদিক্ ঘেঁষিয়া উদিত হয়। গ্রীষ্মকালে দিনমানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস ঘটে; শীতকালে ইহার বিপরীত।

প্রাচীনকালে মনীষিগণ পূর্বদিক্ যথাযথ নিরূপণকালে বিষুবদিনে চিত্রা ও স্বাতীনক্ষত্রের মধ্যস্থলে সূর্যোদয় লক্ষ্য করিতেন। বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহে পূর্বদিকের যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য কাত্যায়ন ও তাঁহার টীকাকার কর্কাচার্য এই 'চিত্রা-স্বাতী-অন্তর'-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। (কাত্যায়ন-শুল্বসূত্র ২ ও তাহার কর্কভাষ্য ২ দ্রষ্টব্য)।

১০. কাব্যমীমাংসায় উল্লিখিত ভৌগোলিক বিষয়গুলির পরিচয়

অঙ্গ (পৃঃ ১৪৩)—বর্তমান বিহাররাজ্যের ভাগলপুর হইতে মুঙ্গের পর্যন্তবিস্তৃত ভূমি-ভাগ। অনু-বংশের বলিরাজের অঙ্গ-নামক পুত্রের রাজ্য ছিল (বায়ুপুরাণ ৮৫, ৮৬, ৯৯ অধ্যায়)। ইহার রাজধানী ছিল চম্পা। সংস্কৃতকাব্যে মগধের রাজধানী গিরিব্রজ হইতে পূর্ব আর মথুরা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ভূভাগ অঙ্গ-নামে কথিত। রামায়ণে রোমপাদ ও মহাভারতে কর্ণকে অঙ্গরাজ বলা হইয়াছে। হরিবংশে অঙ্গদেশের রাজধানী বলা হইয়াছে মালিতী।

অন্তর্বেদী (পৃঃ ১৪৪)—উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে যমুনা, পশ্চিমে বিনশন অর্থাৎ থানেশ্বর আর পূর্বে প্রয়াগ—এই চতুঃসীমাবেষ্টিত অঞ্চলের নাম ছিল অন্তর্বেদী।

অযোধ্যা (পৃঃ ১৩২)— বর্তমান উত্তরপ্রদেশে সরযূ-নদীতটে অবস্থিত ছিল অযোধ্যা। ইহা ছিল উত্তরকোশলের রাজধানী। ইহাকে সাকেত বলা হইত।

অর্বুদ (পৃঃ ১৪৪)—আরাবল্লী-পর্বতমালার প্রসিদ্ধ আবু-পাহাড়। রাজপুতানার সিরোহী রাজ্যের অন্তর্গত অর্বুদ-পর্বতের উপত্যকার চারিদিকের অঞ্চলটি রাজশেখর-কর্তৃক অর্বুদপ্রদেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অবন্তিপ্রদেশ (পৃঃ ১৭)—বর্তমান মালবের এক ভাগ। ইহার রাজার নাম বিক্রমাদিত্য ও রাজধানীর নাম উজ্জয়িনী ছিল। মৎস্যপুরাণ-মতে ইহার নাম বীতিহোত্র। বাণভট্ট বেত্রবতীতটস্থ বিদিশা-নগরীকে বলিয়াছেন অবন্তীর রাজধানী। মহাভারতোক্ত অবন্তি-দেশ নর্মদার দক্ষিণ-তটে অবস্থিত ছিল।

অশ্মক(পৃঃ ১৪৩)—রাজশেখরের মতে এই দেশ দক্ষিণভারতে অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেরও এই মত। কূর্মপুরাণ ও বৃহৎসংহিতার মতে ইহা উত্তরভারতেরই পঞ্জাবের নিকটস্থ এক অংশ। দশকুমারচরিত, হর্ষচরিত, ও অর্থশাস্ত্র-টীকাকার ভট্টস্বামীর মতে অশ্মক ছিল মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। বস্তুতঃ, অশ্মক গোদাবরী ও মাহিষ্মতীর মধ্যবর্তী ভূভাগ—বিদর্ভদেশের এক অংশ। রামায়ণের "তথাশ্মকাঃ পুলিন্দাশ্চ কালিঙ্গাশ্চ বিশেষতঃ"-উক্তি হইতে অনেকে বর্তমান ত্রিবাঙ্কুরকে অশ্মক বলেন। এই প্রদেশ বিস্তৃত ছিল অবন্তিপর্যন্ত। পাণিনি 'অবন্ত্যশ্মকম্' সমাস স্বীকার করিয়াছেন।

আনর্ত (পৃঃ ১৪৪)—কেহ কেহ বলেন, উত্তর-গুজরাট হইতে মালবের কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত দেশটি আনর্ত ; ইহার রাজধানী ছিল আনর্তপুর বা আনন্দপুর। ইহার বর্তমান নাম বড়নগর। একদল ঐতিহাসিক সৌরাষ্ট্র বা কাথিয়াবারকে আনর্ত

বলেন ; ইহার রাজধানী ছিল দ্বারকা। বলভীনগরী ও প্রভাসতীর্থ এই আনর্তদেশে অবস্থিত—জুনাগড় ছিল ইহার প্রাচীন দুর্গ।

আন্ধ্র (পৃঃ ১৫২)—গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ আন্ধ্রদেশ ; ইহার রাজধানীর নাম প্রতিষ্ঠানপুর (বর্তমান পৈঠন)। বর্তমান তেলাংগা আন্ধ্রদেশ। ইহার প্রাচীন রাজধানী ছিল বেগী। তন্ত্রে আন্ধ্রদেশের বর্ণনা নিম্নরূপ—

জগন্নাথাদূর্ধ্বভাগাদর্বাক্ শ্রীভ্রমরাত্মকাৎ।
তাবদন্ধ্রাভিধো দেশ : ··· ॥

আর্যাবর্ত (পৃঃ ১৪৩)—পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, আর উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নাম আর্যাবর্ত।

ইরাবতী (পৃঃ ১৪৪)—পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ রাবী-নদীর প্রাচীন নাম ইরাবতী। লাহোর ইহার তটে অবস্থিত। কোনও কোনও বিদ্বান্ ব্যক্তি আউধের রাপ্তীনদীকে ইরাবতী বলেন।

ইন্দ্রকীল (পৃঃ ১৪৪)—হিমালয়ের একটি শৃঙ্গের নাম। কেহ কেহ বলেন, মন্দরাচল ইন্দ্রকীল।

ইন্দ্রদ্বীপ (পৃঃ ১৪২)—বৃহত্তর ভারতের নয়টি দ্বীপের একটি। পুরাণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ব্রহ্মদেশই পুরাকালে ইন্দ্রদ্বীপ-নামে পরিচিত ছিল।

উজ্জয়িনী (পৃঃ ৮১)—বর্তমান উজ্জৈইনের প্রাচীন নাম। অবন্তিদেশ বা মালবের প্রসিদ্ধ রাজধানী এই উজ্জয়িনী শিপ্রাতটে অবস্থিত। এখানে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকালের মন্দির আছে।

উৎকল (পৃঃ ১৪৩)—কলিঙ্গদেশের উত্তরভাগ ; বর্তমান উড়িষ্যাপ্রদেশ। ইহার উত্তর সীমা বৈতরণীনদী। তাম্রলিপ্তির (তমলুকের) দক্ষিণে কপিশানদী পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত ছিল। রঘুবংশে কালিদাস লিখিয়াছেন—

"স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ।"

পুরাণকার বলেন, "জগন্নাথপ্রান্তভাগ উৎকলঃ পরিকীর্তিতঃ।"

উত্তরকুরু (পৃঃ ১৪২)—রামায়ণ আর মহাভারতের সময় তিব্বত ও পূর্ব তুর্কীস্তান উত্তরকুরুর অন্তর্গত ছিল—শৃঙ্গবান্ পর্বতের চতুর্দিকে অবস্থিত ভূভাগ উত্তর-কুরুবর্ষ। এই ভূভাগ কোনও সময় ভারতের অঙ্গ ছিল।

উত্তরকোশল (পৃঃ ১৪৮)— আউধ-রাজ্যের দুই ভাগ (১) উত্তর কোশল (২) কোশল বা দক্ষিণ কোশল। যথাক্রমে ইহাদিগের রাজধানী ছিল অযোধ্যা ও কুশাবতী। বর্তমানে ইহার নাম আউধ-প্রান্ত। অযোধ্যা, শরাবতী (শ্রাবস্তী), লক্ষণপুরী (লখনউ) নগরগুলি ইহার অন্তর্গত ছিল। ইহার প্রসিদ্ধ নদী ছিল গোমতী, সরযূ আর তমসা। শ্রাবস্তীরাজ্যে লব ও কুশাবতীরাজ্যে কুশ রাজত্ব করিতেন।

উত্তরাপথ (পৃঃ ১৪৪)—পৃথূদকের (বর্তমান পিহোয়া) উত্তরাঞ্চলের নাম উত্তরাপথ। পিহোয়া থানেশ্বর হইতে কিছু দূরে পূর্ব পঞ্জাবের একটি জেলা।

উৎপলাবতী (পৃঃ ১৪৩)—দক্ষিণ ভারতের তিনীভেলী জেলার একটি নদী। ইহা তাম্রপর্ণীর সহিত মিশিয়াছে।

ঋক্ষপর্বত (পৃঃ ১৪২)—ভারতীয় কুলপর্বত; বিন্ধ্যপর্বতমালার এক অংশ; ইহার আধুনিক নাম সাতপুড়া। নর্মদা নদীর উৎপত্তি এই পর্বতে; ইহা বিন্ধ্যপাদ নামেও পরিচিত।

কচ্ছীয় (পৃঃ ১৪৪)—বৃহস্পতিসংহিতোক্ত ভরুকচ্ছ; বর্তমান নাম কচ্ছ।

কপিশা (পৃঃ ১৪৩)—উড়িষ্যার প্রান্তে সিংভূম জেলার সুবর্ণরেখা বা কাঁসাইনদী। ঋক্ষপর্বত হইতে ইহার উৎপত্তি। উৎকল ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী বলিয়া কালিদাস ইহার বর্ণনা দিয়াছেন।

করকণ্ঠ (পৃঃ ১৪৪)—উত্তরাপথের একটি দেশ। বায়ুপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে সিন্ধুতটে অবস্থিত রন্ধ্রকরক-দেশের নাম পাওয়া যায়; তাহা করকণ্ঠ কি না বলা যায় না। কণ্টকার বা রুদ্ধকরক ইহারই নামান্তর।

করতোয়া (পৃঃ ১৪৩)—বঙ্গদেশের রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটি বিখ্যাত নদী; ইহা ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিয়াছে।

কর্ণাট (পৃঃ ৫৩)— মহীশূর, কুর্গপ্রভৃতি জেলা লইয়া গঠিত কর্ণাটদশ। অন্ধ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তভাগ এই দেশ। শ্রীরঙ্গপত্তন ও মহিষপুর ইহার রাজধানী।

কলিঙ্গ (পৃঃ ১৪৩)—উত্তরে উড়িষ্যা হইতে দক্ষিণে গোদাবরীর মোহানা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী বিস্তৃত ভূভাগ। রাজশেখর দক্ষিণ ও পূর্বভাগের সম্মিলিত নাম দিয়াছেন কলিঙ্গ। প্রাচীন শিলালেখে ত্রিকলিঙ্গ-নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার রাজধানীর প্রাচীন নাম দন্তকুর। মহাভারতে ইহার নাম দন্তপুর। কোনও কোনও ঐতিহাসিক আধুনিক রাজমহেন্দ্রীকে ইহার রাজধানী বলেন।

কলিন্দ (পৃঃ ১৪৪)— যমুনানদীর উৎপত্তি-ভূমি যমুনোত্তরী; হিমালয়ের এক অংশ— গড়োয়াল পাহাড়ের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। কলিন্দ হইতে উৎপন্ন যমুনা-নদী কালিন্দী নামে পরিচিত।

কশেরুমান্ (পৃঃ ১৪২)— ভারতবর্ষের নয়ভাগের এক ভাগ। পুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে। কানিংহাম বলেন, প্রাচীনকালে ভারতের অঙ্গস্বরূপ মলয়দ্বীপের সিঙ্গাপুর ছিল কশেরুমান্।

কাঞ্চী(পৃঃ ১৪৩)—ভারতের প্রসিদ্ধ পবিত্র নগরী কাঞ্চী আধুনিক কাঞ্চীপুরম্ বা কাঞ্জীবরম্ নামে খ্যাত। মাদ্রাজ হইতে অল্পদূরে চোলদেশের রাজধানী কাঞ্চী পোলার-নদীর তটদেশে অবস্থিত।

কামরূপ (পৃঃ ১৪৩)—বর্তমান আসাম। রাজশেখর বলেন, কামরূপ ভারতের পূর্বাঞ্চলের একটি পর্বত; কামরূপ জনপদ নহে। কামরূপের রাজধানী ছিল প্রাগ্ জ্যোতিষপুর। রঘুবংশে ইহার উল্লেখ আছে। নীলকূটগিরি বা নীলগিরিরই দ্বিতীয় নাম.কামরূপ। এস্থলে কামাখ্যাদেবীর মন্দির বর্তমান আছে। কামরূপ-পর্বতের নাম হইতেই সমগ্র প্রদেশের নাম কামরূপ। বর্তমানে ইহা একটি জেলা মাত্র। মহাভারতের সময় ভগদত্ত, হর্ষবর্ধনের সময় ভাস্করবর্মা এখানে রাজত্ব করিতেন। পূর্বে চীন পর্যন্ত ইহার সীমা ছিল। হিউয়েনসাং ও অ্যালবেরুণী কামরূপকে চীন ও বর্তমান চীনকে মহাচীন বলিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য কামরূপ বুঝাইতে চীন-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ও কামরূপের 'সুবর্ণ-কুড্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন কামরূপ ভারতের একটি অতি বিস্তৃত ভূভাগ ছিল।

কাম্বোজ(পৃঃ ১৪৪)—আফগানিস্তান ও উহার সমীপস্থ উত্তরভাগ। কাম্বোজ রাজশেখরের উত্তরাপথের অন্তর্গত। হিমালয় ও বক্ষু-নদীর মধ্যবর্তী দেশ এই কাম্বোজ। কালিদাসের রঘুবংশে ইহার উল্লেখ আছে। হিন্দুকুশ-পর্বত পর্যন্ত এই দেশ বিস্তৃত। কানিংহাম ও রায়চৌধুরীর মতে, বর্তমান রামপুর-রাজৌড়ী কাম্বোজের রাজধানী ছিল। মনে হয় এই কাম্বোজ পামীরের নামান্তর।

কার্তিকেয়-নগর (পৃঃ ৭৫)—কূর্মাচল বা কুমাউ পর্বতশ্রেণীর বৈজনাথ বা বৈদ্য নাথের নাম কার্তিকেয়নগর।

কালপ্রিয় (পৃঃ ১৪৫)—ভবভূতি তাঁহার নাট্যগ্রন্থগুলি কালপ্রিয়নাথের উৎসব উপলক্ষ্যে রচনা করিয়াছিলেন। কালপ্রিয় কনৌজ বা কান্যকুব্জের দিকে অবস্থিত প্রসিদ্ধ শিবস্থান। অনেকে ভুল করিয়া উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বরকে কালপ্রিয়নাথ বলেন।

কাবের (পৃঃ ১৪৩)— কাবেরী-নদীর উভয় তটের ভূমিভাগের নাম কাবের। ইহা কুর্গজেলার অন্তর্গত।

কাবেরী(পৃঃ ১৪৩) — দক্ষিণ-ভারতের প্রসিদ্ধ নদী। কুর্গজেলার ব্রহ্মগিরি

পর্বতের চন্দ্রতীর্থ হইতে উৎপন্ন এই কাবেরী সহ্যপর্বতের পূর্বদিক্ দিয়া প্রবাহিত। দক্ষিণ-পূর্বমুখী হইয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

কাশ্মীর (পৃঃ ৫৩)—সুপ্রসিদ্ধ ভূস্বর্গ কাশ্মীর। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার নিম্নরূপ চতুঃসীমা বর্ণিত হইয়াছে—

"শারদামঠমারভ্য কুংকুমাদ্রিতটান্তকঃ।
তাবৎ কশ্মীরদেশঃ স্যাৎ পঞ্চাশদ্‌যোজনাত্মকঃ॥"

কীর (পৃঃ ১৪৪)—পঞ্জাবের বৈজনাথ এই কীরগ্রাম। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের কীর্থর-পর্বতশ্রেণীর চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান কীর। রাজশেখর ইহাকে উত্তরাপথের অন্তর্গত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ উত্তর আফগানিস্তানের নাম ছিল প্রাচীন কীর। ঐতিহাসিকেরা বলেন, কীরদেশের রাজা 'শাহী,' নবম ও দশম শতাব্দীতে আফ-গানিস্তান ও পাঞ্জাব শাসন করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, কীর কাশ্মীরের একটি ভাগ।

কুন্তল (পৃঃ ১৪৩)—কুন্তল ভারতের দক্ষিণদিকের একটি দেশ। ইহার অধিপতি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাতবাহন। মহাভারতে, মধ্যদেশ ও দক্ষিণ দেশ, এই দুই ভাগেই কুন্তলের উল্লেখ আছে। রাজশেখরের কুন্তলদেশ কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী ভূভাগ। কোনও সময় কর্ণাটের অংশ-বিশেষ ও সম্পূর্ণ বিদর্ভ কুন্তলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কল্যাণ ছিল ইহার রাজধানী। হায়দ্রাবাদের উত্তর-পশ্চিমাংশের কিছুটা ইহার অন্তর্গত ছিল।

কুমারীদ্বীপ (পৃঃ ১৪২)—ভারতবর্ষের নয় খণ্ডের এক খণ্ড। রাজশেখরের মতে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী-অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নাম ভারতবর্ষ বা কুমারীদ্বীপ। ইহাতে বিন্ধ্য, পারিযাত্রকপ্রভৃতি সাতটি কুলপর্বত আছে। ভারত-বর্ষের নয়টি খণ্ড হইতেছে—(১) ইন্দ্রদ্বীপ (২) কসেরুমান্ (৩) তাম্রপর্ণ (৪) গভস্তিমান্ (৫) নাগদ্বীপ (৬) সোমদ্বীপ (৭) গন্ধর্বদ্বীপ (৮) বরুণদ্বীপ (৯) কুমারীদ্বীপ।

কুমারীপুর (পৃঃ ১৪২)—কন্যাকুমারীর রাজধানী ছিল।

কুলূত (পৃঃ ১৪৪)— উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ দেশ। বর্তমান কাঙ্গড়াজেলার কুলু-উপত্যকা। হিউয়েনসাং লিখিয়াছেন, কুলূতরাজ্য জালন্ধর হইতে ১১৭ মাইলের মধ্যে। ব্যাস-নদীর তীরে স্থানপুর (সুলতানপুর) ছিল ইহার রাজধানী।

কৃষ্ণা বা কৃষ্ণবেণী (পৃঃ ১৪৩)—দক্ষিণ দেশের প্রসিদ্ধ নদী। সহ্যাদ্রি-মহাবালেশ্বর শৃঙ্গের পার্শ্ব হইতে বহির্গত হইয়া মছলীপট্টনের নিকট সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।

বামদিক্ হইতে ভীমরথী বা ভীমা এবং দক্ষিণদিক্ হইতে তুঙ্গভদ্রা-নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে।

কুহু (পৃঃ ১৪৪)—উত্তরাপথের কাবুল নদীর নাম। ইহার বৈদিক নাম কুভা; গ্রীক নাম কৌফস। কোহীবাবা পর্বত হইতে উৎপন্ন কুহূ সিন্ধুর উপনদী।

কেকয় (পৃঃ ১৪৪)—পাঞ্জাবের ব্যাস ও শতদ্রুনদীর মধ্যবর্তী রাজ্য। দশরথ-পত্নী কৈকেয়ী এই দেশের কন্যা ছিলেন। পার্জিটার কেকয়ের অবস্থান বলিয়াছেন মদ্রের নিকটে। কেকয় বেশ প্রাচীন দেশ। উপনিষদে কেকয়-অশ্বপতির নাম আছে। বন্নূর নিকটে এখনও কৈকঈ গ্রাম আছে।

কেরল (পৃঃ ১৪৩)— দক্ষিণের মালাবার প্রান্ত কেরল— এস্থলে মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর জেলা মিলিয়াছে। কোঙ্কণের দক্ষিণভাগের গোকর্ণ-ক্ষেত্র হইতে কন্যা-কুমারী পর্যন্ত কেরল-দেশ বিস্তৃত ছিল। বেত্রবতী, সরস্বতী ও কালী ইহার তিনটি প্রসিদ্ধ নদী।

কোল্লগিরি (পৃঃ ১৪৩)—মহীশূর-সহ বর্তমান কুর্গ। ইহা কোলগিরি বা কোড়ুগু নামে পরিচিত।

কোশল (পৃঃ ১৪৩)— আউধ-রাজ্যের দক্ষিণ অংশ— ইহার রাজধানী ছিল কুশাবতী।

কোঙ্কণ (পৃঃ ১৪৩)—সহ্যাদ্রি (পশ্চিম ঘাট) হইতে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নাম কোঙ্কণ। কালিদাস রঘুবংশে কোঙ্কণকে বলিয়াছেন 'অপরান্ত'— "অপরান্ত-মহীপাল-ব্যাজেন রঘবে করম্"। কল্যাণ, বোম্বাইপ্রভৃতি ইহার বর্তমান নগর। 'অষ্টাঙ্গহৃদয়'-গ্রন্থের টীকাকার অরুণদত্ত লিখিয়াছেন, 'অপরান্তাঃ কোংকুনাঃ'। পুরাণেও অপরান্ত-জনপদের নাম আছে ;—ইহার মধ্যে, শূর্পারক, কারস্কর, নাশিক, ভরুকচ্ছ, মাহেয়, সারস্বত, কাচ্ছীয়, আনর্ত, স্বরাষ্ট্র, অর্বুদ ইত্যাদি।

ক্রথকৈশিক (পৃঃ ১৪৩)—বিদর্ভদেশের প্রসিদ্ধ নাম। কালিদাস রঘুবংশের পঞ্চম সর্গে এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। রাজশেখর বিদর্ভ ও ক্রথকৈশিক-নামে দুইটি পৃথক্ দেশ স্বীকার করিয়াছেন। বর্তমানে এই ভূভাগ বিদর্ভের এক অংশ।

গঙ্গা (পৃঃ ১৪৩)—ভারতের পবিত্রতমা নদী। ভারতের পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তিস্থান গঢ়-ওয়াল জেলার গঙ্গোত্রীর উপরে বিন্দুসরোবর।

গন্ধর্বদ্বীপ (পৃঃ ১৪২)—ভারতবর্ষের নয়-ভাগের এক ভাগ। কানিংহামপ্রভৃতি বলেন, কাবুল গান্ধার ইত্যাদি দেশ-গন্ধর্ব-দ্বীপ। কালিদাস ইহাকেই গন্ধর্বদেশ বলিয়াছেন।

গভস্তিমান্ (পৃঃ ১৪২)—ভারতবর্ষের নয়-ভাগের এক ভাগ। কানিংহামের মতে, ইহা ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমপ্রদেশের এক ভাগ।

গাঙ্গ (পৃঃ ১৪৩)—রাজশেখর বলেন, গাঙ্গ দক্ষিণাপথের একটি দেশ। মনে হয়, ইহা দক্ষিণের কোংগু-প্রদেশ। কোয়ম্বটুর, সালেমপ্রভৃতি জেলা ইহার অন্তর্গত। দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত এই দেশ গাঙ্গবংশীয় রাজগণের শাসনাধীন ছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল গাঙ্গদেশ। কোংগু গাঙ্গ-শব্দের অপভ্রংশ। গাঙ্গরাজ্যের পরিধির অন্তর্গত ছিল মহীশূরের দক্ষিণভাগ, সালেম, কোয়ম্বটুর, নীলগিরি, মালাবারের কিছুটা।

গাধিপুর (পৃঃ ১৪৫)—কান্যকুব্জ বা কনৌজের দ্বিতীয় নাম। বালরামায়ণ-নাটকের দশম অঙ্কে গঙ্গাতীরের এই নগরের উল্লেখ আছে। অভিধানেও মহোদয়, গাধিপুর ও কান্যকুব্জ পর্যায়বাচক শব্দ।

গিরিনগর (পৃঃ ১৪৪)—পৌরাণিক রৈবতকপর্বত বা গিরনার-পর্বতের নিকটস্থ প্রদেশ। ইহা গুজরাটের অন্তর্গত। জুনাগড়ের নিকটে ইহার অবস্থান। মহাকবি মাঘ শিশুপালবধকাব্যে শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যগণের রৈবতকপর্বতে বহু ক্রীড়া-বিলাসের বর্ণনা দিয়াছেন।

গোদাবরী (পৃঃ ১৪৩)—পশ্চিমঘাটের ত্র্যম্বকেশ্বরের নিকট ব্রহ্মগিরি-পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া রাজমহেন্দ্রীর পার্শ্ব দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

গোবর্ধন (পৃঃ ১৪৪)—উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ পর্বত ; বৃন্দাবন হইতে ৮০ মাইল দূরে মথুরা জেলায় অবস্থিত।

গৌড় (পৃঃ ১৬)—রাজশেখরের মতে, বারাণসী হইতে বাঙ্গালা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ড গৌড়দেশ। গৌড়দেশবাসিনী নারীগণের বেশ-বিন্যাসপদ্ধতি প্রশংসনীয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ্ নন্দলাল দে সমগ্র বঙ্গদেশকে গৌড় বলিয়াছেন। এই দেশের রাজধানী ছিল গৌড়। পালবংশ ও সেনবংশীয় রাজগণ গৌড়ে রাজত্ব করেন। স্কন্দপুরাণে গৌড়দেশের সীমা পাওয়া যায় নিম্নরূপ—

'বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগঃ শিবে। গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ।'

চকোর (পৃঃ ১৪৩)—রাজশেখর বলেন, চকোর পূর্বদেশের একটি পর্বত। কেহ কেহ বলেন, ইহার নাম ছিল চরণাদ্রি, বর্তমান চুণার। পালবংশীয় রাজগণ এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন।

চক্রবর্তিক্ষেত্র (পৃঃ ১৪২)—দক্ষিণে কন্যাকুমারী হইতে উত্তরে হিমালয়ের বিন্দুসরোবর পর্যন্ত চারিশত ক্রোশব্যাপী ভূভাগকে রাজশেখর চক্রবর্তিক্ষেত্র বলিয়াছেন।

এই সমগ্র ভূভাগের শাসনকারী রাজা চক্রবর্তী নামে পরিচিত। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্যও এই ভূভাগকে বলিয়াছেন চক্রবর্তিক্ষেত্র। ভারতবর্ষের নয় খণ্ডের এক খণ্ড যে কুমারীখণ্ড, তাহা এই চক্রবর্তিক্ষেত্রের দ্বিতীয় নাম।

চন্দনগিরি (পৃঃ ১৪৭)—দক্ষিণ দেশের প্রসিদ্ধ মলয়াচল চন্দনগিরি নামে খ্যাত। বালরামায়ণের সপ্তম অঙ্কে সেতুবন্ধনের আরম্ভস্থান মলয়পর্বতের পাদদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

চন্দ্রভাগা (পৃঃ ১৪৪)—পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ পাঁচটি নদীর অন্যতম চেনাবের নাম চন্দ্রভাগা। সিন্ধুনদের একটি উপনদী।

চন্দ্রাচল (পৃঃ ১৩৪)—হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ; এই শৃঙ্গ হইতে চন্দ্রভাগার উৎপত্তি। জৈন তীর্থস্থান চন্দ্রপর্বত কিন্তু দক্ষিণভারতে রঙ্গপট্টমের নিকট অবস্থিত। রাজশেখর-কথিত চন্দ্রাচল উত্তরভারতের চন্দ্রগিরি—হিমালয়ের অংশ-বিশেষ।

চোড় বা চোল (পৃঃ ১৪৩)—দক্ষিণদেশের চোড়দেশের পরিসীমা অনেক বিস্তৃত ছিল; কিন্তু রাজশেখরের সময়ে চোড় বা চোলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাঞ্জোর এবং আরকাটক জেলা। এই চোলদেশের অন্য জেলাকে তিনি কাঞ্চী এবং কাবের নামে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

টক্ক (পৃঃ ৮২)— বিপাশা ও সিন্ধুনদের মধ্যভাগের নাম ছিল টক্ক বা বাহীক; শাকল বা সিয়ালকোট ইহার রাজধানী ছিল। মদ্র ও আরট্টদেশও ইহার সহিত যুক্ত ছিল। রাজতরঙ্গিণীতে চন্দ্রভাগার তটদেশে টক্কদেশের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। রাজশেখরের মতে, টক্কদেশবাসীরা ছিলেন অপভ্রংশ-ভাষাভাষী।

তঙ্গণ (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখর উত্তরাপথের জনপদ-তালিকায় তঙ্গণের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীনন্দদুলাল দে বলেন যে, রামগঙ্গা-নদী হইতে আরম্ভ করিয়া সরযূনদীর উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ তঙ্গণপ্রদেশ। গুপ্তযুগের পাণ্ডুকেশ্বর-শিলালেখে তঙ্গণপ্রদেশের নাম পাওয়া গিয়াছে। ইহা গড়োয়ালের উত্তর ভাগ।

তাপ্তী (পৃঃ ১৪৩)—গুজরাটের প্রসিদ্ধ নদী তপতী বা তাপ্তী। সাতপুড়া-পর্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া সুরাটনগরের পার্শ্ব দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।

তাম্রপর্ণ (পৃঃ ১৪২)—ভারতবর্ষের নয় খণ্ডের এক খণ্ড। বর্তমান সিলোন প্রাচীন তাম্রপর্ণ।

তাম্রপর্ণী (পৃঃ ১৪৩)— দক্ষিণভারতের মলয়াচলের অগস্ত্যকুণ্ড হইতে উৎপন্ন এই নদী মাদ্রাজের তিনেভেলী জেলার মধ্য দিয়া পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

তাম্রলিপ্তক (পৃঃ ১৪৩)—বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ প্রাচীন বন্দর ছিল। মেদিনীপুর জেলায় রূপনারায়ণের পশ্চিম তটে অবস্থিত।

তুঙ্গভদ্রা (পৃঃ ১৪৩)—দক্ষিণভারতের প্রসিদ্ধ নদী। কৃষ্ণানদীর একটি উপনদী।

তুরুষ্ক (পৃঃ ১৪৪)—পূর্ব তুর্কীস্তানের প্রাচীন নাম। রাজশেখর তুরুষ্ককে উত্তর ভারতের একটি জনপদ বলিয়াছেন। চীনা-তুর্কীস্তান নামে ইহা পরিচিত। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক ও ধারক উইগুর তুর্ক এখানে বাস করিতেন। ইহার সাংস্কৃতিক ভগ্নাবশেষ এখনও চীনা-তুর্কীস্তানে পাওয়া যায়।

তুষার (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখরের মতে তুষার উত্তরভারতের একটি দেশ ছিল। রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থের সম্পাদক স্টাইন বংক্ষুনদীর তীরবর্তী বলখ ও বদখ্শান-নামক জনপদের নাম বলিয়াছেন তুষার বা তুখার। বংক্ষুনদী তুষার, লম্পাক, পহ্লব, পারদ ও শকদেশের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। কণিষ্ক ছিলেন শকসম্রাট্। এই জাতিকে তুষার বা তুখারও বলিত। চীনা ভাষায় ইহার নাম য়ুহেচী। টলেমী ইহার নাম লিখিয়াছেন 'থগোরোঙ্গ'।

তুষারগিরি (পৃঃ ১৩)—গঙ্গোত্রীর নিকটে হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ। রাজশেখর এই তুষারগিরিকে বলিয়াছেন সরস্বতীপুত্র কাব্যপুরুষ এবং গৌরীকন্যা সাহিত্যবিদ্যার জন্মস্থান।

তোষল (পৃঃ ১৪৩)—দক্ষিণ-কোশলের নাম ছিল তোষল। অশোকের ধৌলী-শিলালেখে তোষলীর উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ তোষলী তোষলের রাজধানী ছিল। রাজশেখর বলেন, তোষলের অবস্থান ছিল ভারতের পূর্বভাগে।

ত্রবণ (পৃঃ ১৪৪)—পশ্চিম ভারতের একটি জনপদ। ত্রবণ ও সুরাষ্ট্রদেশবাসী-দিগের ভাষা রাজশেখরের মতে অপভ্রংশ।

দক্ষিণদেশ (পৃঃ ১৪০) —ভারতের দক্ষিণভাগ; ইহার উত্তরে নর্মদানদী এবং দক্ষিণে কন্যাকুমারী অন্তরীপ। এই দক্ষিণদেশের অপর নাম দক্ষিণাপথ।

দণ্ডক (পৃঃ ১৪৩)—এই দণ্ডক রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্য বা দণ্ডকবন নহে। রাজশেখরের দণ্ডক মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত। কেহ কেহ বলেন, এই দণ্ডক চোল ও কাঞ্চীর মধ্যবর্তী ডিংডীবনের নামান্তর।

দর্দুর (পৃঃ ১৪৩)— কালিদাস রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে দক্ষিণদিকের মলয় ও দর্দুর-নামক দুইটি পর্বতের বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার মতে দর্দুর তাম্রপর্ণীনদীর তীরে অবস্থিত। দর্দুরপর্বতের বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। বিদ্বানেরা মাদ্রাজের প্রান্তবর্তী নীলগিরিকে দর্দুর বলিয়া থাকেন। রাজশেখরের মতে

দর্দুরপর্বতের অবস্থান পূর্ব-ভারতে অবস্থিত। আবার কেহ কেহ বলেন, বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বভাগে অবস্থিত দেবগড়-শিখরই দর্দুর।

দশপুর (পৃঃ ৮২)—মালব-প্রান্তস্থ মন্দসৌর-নগর প্রাচীন দশপুর—এই স্থানের ব্রাহ্মণগণ এখনও দসৌরী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। দসৌরা দশপুরের অপভ্রংশ-রূপ। কালিদাসের মেঘদূতে দশপুরের বর্ণনা আছে। চর্মণ্বতী-নদীর তীরে অবস্থিত ধৌলপুরকে কেহ কেহ প্রাচীন দশপুর বলিয়া থাকেন।

দসেরক (পৃঃ ১৪৪)— হেমচন্দ্র অভিধানচিন্তামণি-গ্রন্থে লিখিয়াছেন— 'মরবস্তু দসেরকাঃ (৪.২৩)। এই গ্রন্থের টীকায় পাওয়া যায় যে, মরু ও সাল্ব পশ্চিম দেশের জনপদ। রাজশেখরও দসেরককে বলিয়াছেন পশ্চিমদিকের একটি প্রদেশ। দসেরক সিন্ধু-মরু-ভূভাগ— এখানে প্রচুর পরিমাণে উট পাওয়া যায়—উটের অপর নাম দাসেরক। বায়ুপুরাণে ইহার নাম দশেরুক। মহাভারত ভীষ্মপর্বে (৪.৬৫.২৮) দাসেরক একটি গণের নাম বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

দেবসভা (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখর বলেন, দেবসভা পশ্চিম দিকের একটি প্রদেশ। সম্ভবতঃ, উদয়পুরের ধেওয়াড়-ঝীলপ্রদেশ অর্থাৎ দেওয়াস প্রাচীন দেবসভা। দেওয়াস দেবসভা-শব্দের বিকৃত রূপ। ধেওয়াড়-ঝীলপ্রদেশ হইতে সরস্বতী ও সাবরমতী নদী উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম ভারতের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-গ্রন্থে বিভিন্ন চন্দনের মধ্যে 'দেবসভেয়'- চন্দনের কথা লিখিত আছে— সম্ভবতঃ উহা দেবসভা-পর্বতে উৎপন্ন চন্দন। দেবসভাপর্বত এবং উহার উপত্যকাপ্রদেশ— এই দুইটিরই রাজশেখর একটি নাম দিয়াছেন। তাহার মতেও, দেবসভাপর্বতে চন্দন জন্মে।

দেবিকা (পৃঃ ১৪৪)—উত্তর ভারতের ডীগ-নদীর প্রাচীন নাম দেবিকা বলিয়া মনে হয়। মধ্যপ্রদেশে প্রবাহিত এই নদীটি রাবীর উপনদী। শিয়ালকোট জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া গুজরাঁওয়াল জিলার পার্শ্ব দিয়া কালাসাহ্-কাকুগ্রাম পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। আজও 'দিওকা' নামে এই নদী পরিচিত। নীলমত-পুরাণও বলেন,

"যৈব দেবী উমা সৈব দেবিকা প্রথিতা ভুবি।
মুদ্রাণামনুকম্পার্থং ভবন্তিরবতারিতা ॥"

দ্রমিল—দ্রবিড়দেশের নামান্তর।

দ্রবিড় বা দ্রমিল (পৃঃ ৫৩)—দক্ষিণভারতের সাধারণ নাম দ্রবিড়; ইহা কোনও জনপদবিশেষের নাম নহে। কৃষ্ণা ও পোলার নদীর মধ্যবর্তী দেশ দ্রবিড়-নামে কথিত। কোনও সময়ে এই দেশের রাজধানী ছিল কাঞ্চী।

দ্রোণাচল (পৃঃ ১৩৫)—কূর্মাচল-পর্বতশ্রেণীর একটি পর্বতের নাম ছিল দ্রোণাচল। বর্তমান আলমোড়া জেলার রাণীক্ষেতের ষোল মাইল দূরে অবস্থিত দূনাগিরিই প্রাচীন দ্রোণাচল।

নর্মদা (পৃঃ ১৪৩)— রাজশেখরের অভিমতে নর্মদা দক্ষিণভারতের নদী। বিন্ধ্যপর্বতের অমরকণ্টক বা মেকলশৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী ভরুকচ্ছ বা ভরোচের নিকট আরবসাগরে পতিত হইয়াছে।

নাগদ্বীপ (পৃঃ ১৪২)—ভারতের নয়টি খণ্ডের একটি; ইহা পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষ।

নাসিক (পৃঃ ১৪৩)--এই নাসিকই রামায়ণের বিখ্যাত পঞ্চবটী; ইহা গোদাবরী-তটে অবস্থিত। মহাভাষ্যে পতঞ্জলি নাসিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে আন্ধ্র, ক্ষত্রপ ও আভীরদিগের শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে।

নিষধ (পৃঃ ১৪৩)—জম্বূদ্বীপ বা এশিয়ার একটি প্রসিদ্ধ পর্বত; ইহার সহিত রম্যকবর্ষের নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে।

নীলগিরি (পৃঃ ১৪২)—ইহাও জম্বূদ্বীপ বা এশিয়ার একটি প্রসিদ্ধ পর্বত; ইহারও রম্যকবর্ষের সহিত সম্বন্ধ আছে। এই নীলগিরি মহামেরু হইতে উত্তরদিকে অবস্থিত।

নেপাল (পৃঃ ১৪৩)—নেপাল-পর্বত ও নেপাল-দেশ— এই দুইটিই রাজশেখর পূর্বভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

পয়োষ্ণী (পৃঃ ১৪৩)—দক্ষিণভারতের একটি নদী; ইহার বর্তমান নাম পূর্ণা; তাপ্তীনদীর উপনদী এই পয়োষ্ণী।

পল্লব (পৃঃ ১৪৩)— খৃষ্টপর পঞ্চম শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের কোনও অংশে পল্লববংশীয় রাজগণ রাজত্ব করেন; তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল কাঞ্চী। কাঞ্চীর চতুস্পার্শ্বস্থ ভূমি পল্লব-নামে পরিচিত ছিল। রাজশেখর কাঞ্চীকে একটি স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়াছেন। বায়ুপুরাণের মতে পহ্লব-দেশ ছিল উত্তর ভারতের অন্তর্গত।

পশ্চাদ্দেশ (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখর পশ্চিমভারতকে বলিয়াছেন পশ্চাদ্দেশ। সিন্ধু, পশ্চিম রাজপুতানা, কচ্ছ, গুজরাট ও নর্মদানদীর মোহানার নিকটে উভয়তীরস্থ ভূমিভাগ মিলিয়া এই পশ্চাদ্দেশ গঠিত। এই দেশের পূর্বসীমায় অবস্থিত ছিল দেবসভানামক পর্বত।

পাঞ্চাল (পৃঃ ১৮)— পাঞ্চাল মধ্যদেশের বিস্তৃত ভূভাগ। থানেশ্বর হইতে প্রয়াগ এবং হিমালয়ের উপত্যকা হইতে যমুনা পর্যন্ত ছিল এই প্রসিদ্ধ দেশের

অবস্থান। গঙ্গানদী এই পাঞ্চালকে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণপাঞ্চালে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্রা; আর উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্য। রাজশেখর দক্ষিণ পাঞ্চালকে বলিয়াছেন অন্তর্বেদী।

রাজশেখরের সময় পাঞ্চালের রাজধানী ছিল সভ্য সুশিক্ষিত নগরী কান্যকুব্জ বা কনৌজ। গঙ্গানদীর উত্তরে অবস্থিত পাঞ্চাল-ভূমি উত্তরপাঞ্চাল—ইহার রাজধানী কাম্পিল্য হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণে ছিল অহিচ্ছত্রা; ইহার বর্তমান নাম 'অহিচ্ছত্তা'।

পাটলিপুত্র (পৃঃ ৯১)—মগধরাজ্যের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ পাটনা-নগরী।

পাণ্ড্য (পৃঃ ১৪৩)—মাদ্রাজের বর্তমান মাদুরা এবং তিন্নীবেলী জেলার প্রাচীন নাম পাণ্ড্য। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে পাণ্ড্যদেশের রাজধানীর নাম লিখিয়াছেন উরগপুর। ত্রিচিনাপল্লী জেলার 'উরয়ুর' নামক স্থানটিই প্রাচীন উরগপুর। উরয়ুর সম্ভবতঃ 'উরগপুর'-শব্দের অপভ্রংশ রূপ। কেহ কেহ উরগপুরের অর্থ করিয়াছেন 'নাগপুর'—কিন্তু ইহা ইতিহাসসম্মত নহে। আবার কেহ কেহ বলেন, মাদ্রাজ হইতে ১৬০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 'নাগপট্টম্'-ই কালিদাসের নাগপুর বা উরগপুর। দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর-মন্দির পাণ্ড্যদেশের অন্তর্গত ছিল। বর্তমান দ্রাবিড়প্রান্তে চের, চোল এবং পাণ্ড্য—এই তিনটি মিলিয়া গিয়াছে।

পারিযাত্র (পৃঃ ১৪২)—ইহা কুমারীদ্বীপের একটি কুলপর্বত; সম্ভবতঃ বিন্ধ্য-পর্বতমালার এক অংশ পারিযাত্র; কচ্ছ-উপসাগরের নিকটে ইহার অবস্থান। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, পারিযাত্র হিমালয়ের শিবালক-পর্বতশ্রেণীর নামান্তর।

পাল (পৃঃ ১৪৩)— রাজশেখর দক্ষিণাপথের বিবরণে পাল-মঞ্জরের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সন্দেহ এই যে, পাল ও মঞ্জর কি দুইটি পৃথক্ দেশ, না, একটি দেশ। ডাঃ ভাণ্ডারকর তাঁহার History of Deccan গ্রন্থে 'পাল'-দেশকে মহাড়ের সমীপবর্তী বলিয়াছেন।

পুণ্ড্র (পৃঃ ১৪৪)— পুণ্ড্রবর্ধন-নামে প্রসিদ্ধ দেশ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুণ্ড্রবর্ধন-নাম পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের বগুড়াজেলার মহাস্থানগড়-গ্রাম এই দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই গ্রামে অশোকের একটি শিলালেখ পওয়া গিয়াছে। অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, পুণ্ড্রদেশের বস্ত্র শ্যামবর্ণ ও মণিতুল্য স্নিগ্ধবর্ণের হয়। মহাভারতের সভাপর্বে (৩৮.৯৩) দেখা যায়, 'পুণ্ড্রদেশের রাজা রেশমবস্ত্র উপহার লইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন।' 'যাদবপ্রকাশ'-নামক কোশগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, 'পুণ্ড্রাস্তু বরেন্দ্রা পুণ্ড্রলক্ষণাঃ' অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমি পুণ্ড্রভূমি ছিল।

পূর্বদেশ (পৃঃ ১৪৩)—বারাণসীর পূর্ব হইতে আসাম এবং ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নাম পূর্বদেশ।

পৃথূদক (পৃঃ ১৪৪)—পূর্বপাঞ্জাবের কর্ণাল-জেলায় সরস্বতীনদীতটে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পিহোবা বা পৃথূদকতীর্থ। রাজশেখরের মতে ইহা উত্তরাপথের অন্তর্গত। বর্তমান পিহোবা থানেশ্বর হইতে ৪০ মাইল দূরে সরস্বতীনদীর উত্তর ভাগে স্থিত।

প্রয়াগ (পৃঃ ১৪৪)—ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণীসঙ্গম। মনুসংহিতার সময়ে, এই প্রয়াগ ছিল মধ্যদেশের পূর্বসীমা।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ (পৃঃ ১৪৩)—আসামের রাজধানী কামরূপ বা কামাক্ষা। কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে চতুর্থ সর্গে কামরূপ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরকে একই ধরিয়াছেন। রাজশেখরের মতে কামরূপ একটি পর্বতের নাম এবং সেই পর্বতের নাম অনুযায়ী দেশেরও নাম হইয়াছে কামরূপ। প্রাগ্‌জ্যাতিষ-নাম হইতে মনে হয় জ্যোতিষ-নামে দুইটি নগর ছিল। প্রাগ্-জ্যোতিষ পূর্বদিকের কামাক্ষার নাম ; আর উত্তর-জ্যোতিষ ছিল অমর-পর্বতের নিকট। মহাভারত সভাপর্ব (৩৫. ১১.) এবং রামায়ণে (বালকাণ্ড ৩০.৬) প্রাগ্‌জ্যোতিষের উল্লেখ আছে।

বর্বর (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখর বলেন, বর্বর উত্তরভারতের জনপদবিশেষ। পুরাণের মতে এই দেশ উত্তর বা উত্তরপশ্চিম ভারতের অন্তর্গত। কানিংহাম বলেন, সিন্ধুনদের তটবর্তী 'ভম্বুরা'র নাম বর্বর—ইহা চন্দনের উৎপত্তিস্থান। প্রাচীন গ্রন্থে বর্বরদেশজাত চন্দনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধুনদের পশ্চিমতটে অবস্থিত বর্বরীক, বর্বরী এবং বর্বরীকম্ নাম হইতে মনে হয়, বর্বরদেশ ভারতের পশ্চিম-উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। বর্বর সম্ভবতঃ ছিল বেলুচিস্তানের উত্তর ভাগ।

বাহ্লবেয় (পৃঃ ১৪৪)— রাজশেখর উত্তর-ভারতের জনপদ বলিয়া ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মূলতানের নিকটবর্তী ভাটিয়ার নাম বাহ্লবেয়। ভারতীয় ও আরবীয় ঐতিহাসিকগণ ভাটিয়াকে বলিয়াছেন মূলতানের পার্শ্বস্থ একটি সুদৃঢ় দুর্গ—এই দুর্গটি ছিল সিন্ধুনদের তীরভূমিতে। কানিংহামের মতে, বাহিয়া বা বাহাটিয়া মূলতান এবং অরোর বা অলোরের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

বাহ্লীক (পৃঃ ১৪৪)—প্রাচীন গ্রন্থে বাহ্লীক আর বাহীক-দেশের অবস্থান-সম্পর্কে অনেক গণ্ডগোল দেখা যায়। বাহীক ছিল পঞ্জাবের অংশবিশেষ ; আর বাহ্লীক কম্বোজ এবং লম্পাকের পার্শ্ববর্তী ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত। বাহ্লীক দেশের হিং এবং কেশর খুব প্রসিদ্ধ—অভিধানপ্রভৃতিতে হিং এবং কেশরের প্রতিশব্দ দাঁড়াইয়াছে বাহ্লীক। বাহীক ও বাহ্লাক দুই ভিন্ন দেশ। বর্তমান ব্লখই ছিল বাহ্লীক।

বিন্দুসর(পৃঃ ১৪২)—হিমালয়-অঞ্চলের এক গুপ্ত সরোবরের নাম বিন্দুসর। বিন্দুসর

হইতে গঙ্গানদীর উৎপত্তি। গঙ্গোত্রী হইতে বিন্দুসর দুই মাইল দক্ষিণে—এই স্থান হইতে চক্রবর্তিক্ষেত্রের আরম্ভ।

বৃহদ্‌গৃহ (পৃঃ ১৪৩) —পূর্বদেশের অন্তর্গত একটি পর্বত। কেহ কেহ বলেন, হিমালয়ের বিখ্যাত শৃঙ্গ গৌরীশঙ্করই প্রাচীন বৃহদ্‌গৃহ।

ব্রহ্ম (পৃঃ ১৪৩)—পূর্বদেশের একটি প্রাচীন অংশ ব্রহ্মদেশ—ইহাই বর্তমান বর্মা অঞ্চল।

ব্রহ্মশিলা (পৃঃ ১৪৫) —'কান্যকুব্জ'-জনপদের পূর্বসীমায় অবস্থিত একটি স্থান।

ব্রহ্মোত্তর (পৃঃ ১৪৩)—পূর্বদেশের একটি জনপদ; ব্রহ্মদেশের উত্তর ভাগ (আপার বার্মা)।

ব্রাহ্মণবাহ (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখরের মতে ব্রাহ্মণবাহ পশ্চিম দেশের একটি জনপদবিশেষ। কানিংহাম বলেন, আলেকজান্দর 'ব্রাহ্মণ' নামক একটি নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন—গ্রীক লেখক হরভওয়ানিয়া ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই নগরের সংস্কৃত নাম ছিল 'ব্রাহ্মণস্থল'। মুসলমানযুগে ইহার নাম হয় ব্রাহ্মণাবাদ। ইহার অবস্থান ছিল সিন্ধুনদের পূর্বতটে।

ভাদানক (পৃ ৮২)—ভাষাচর্চাপ্রসঙ্গে অপভ্রংশভাষাভাষী দেশ-হিসাবে রাজশেখর তিনটি দেশের উল্লেখ করিয়াছেন—ভাদানক, টক্ক এবং মরু। ইহার মধ্যে 'মরু' হইতেছে রাজস্থান বা মারওয়াড়; ভাদানক ভারতের কোথায় অবস্থিত, তাহা রাজশেখর বলেন নাই। ঐতিহাসিক বিদ্বানেরা এই সম্বন্ধে একমত নহেন।

পালিভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহে ভাদীয় বা ভাদী-নগরের নাম পাওয়া যায়। জৈন সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর এই নগরে ছিলেন। ভৌগোলিক নন্দলাল দে বলেন যে, বিহারের ভাগলপুরের আটমাইল দক্ষিণে অবস্থিত ভাদিয়া বা ভাদরিয়া-গ্রাম প্রাচীন ভাদানক। কিন্তু রাজশেখরের ভাদানক নিশ্চয়ই ভাদিয়াগ্রাম নহে; রাজস্থান বা শিয়ালকোটের পার্শ্ববর্তী কোনও স্থান ছিল এই ভাদানক। মহাভারতের সভাপর্বে (অধ্যায় ৩২) ভাটধান বা ভাদানক-জনপদের নাম আছে—ইহা উত্তর-ভারতে অবস্থিত। থানেশ্বর ও শতদ্রু-নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম সম্ভবতঃ ছিল ভাদানক—রাজস্থানের সহিত ইহার ভাষাগত মিল অনেকখানি। ভাটিণ্ডা, পেপসু, অম্বালা প্রভৃতি এই ভাদানকের অন্তর্গত হইতে পারে।

ভৃগুকচ্ছ(পৃঃ ১৪৪)—গুজরাটের প্রসিদ্ধ ভরোচ বা ব্রোচের নাম ছিল ভৃগুকচ্ছ। টলেমী ইহার নাম লিখিয়াছেন 'বারিগজ'।

ভৈমরথী (পৃঃ ১৪৩)—দক্ষিণদেশের এক প্রসিদ্ধ নদী। ভীমানদী যেখানে কৃষ্ণানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেখানে ইহার নাম হইয়াছে ভৈমরথী।

মগধ (পৃঃ ১৪৩)—মগধের বর্তমান নাম দক্ষিণ-বিহার। ইহার রাজধানী ছিল গিরিব্রজ; গিরিব্রজের বর্তমান নাম রাজগৃহ বা রাজগীর। এখানে বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি, শোণগিরি এবং বৈভারগিরি-নামক পাঁচটি পর্বত আছে—তাই ইহার নাম গিরিব্রজ। ইহার দ্বিতীয় রাজধানী পাটলিপুত্র। প্রাচীন সাহিত্যে মগধ কীকট-নামেও পরিচিত। মহাভারতে মগধ কীকট-নামে খ্যাত হইয়াছে। পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশের নিকটবর্তী মগধপ্রদেশ শূদ্রভাবাপন্ন হওয়ায় উহার নাম কীকট। বায়ুপুরাণ বলেন, (১০৮. ৭৩) রাজগৃহ-নগর কীকট দেশের অন্তর্গত। নিরুক্তে (৬. ৩২) কীকট অনার্যদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মধ্যদেশ (পৃঃ ১৪৪)—'ভৌগোলিক তথ্য'-অংশে মধ্যদেশ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য (রাজশেখর)

মরু (পৃঃ ৮২)—রাজপুতানা বা মারোয়াড়ের প্রাচীন নাম।

মলদ (পৃঃ ১৪৩)— বিহারপ্রদেশের প্রান্তভাগে শাহাবাদ বা আরা জেলার একভাগের নাম ছিল মলদ। রাজশেখর লিখিয়াছেন, মলদ পূর্বভারতের একটি জনপদ।

মলয় (পৃঃ ১৪২)— কাবেরীনদীর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণদেশের পার্বত্য প্রদেশের নাম মলয়; আবার, মহীশূর হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত পর্বতশ্রেণীর নামও মলয়। মহীশূরের দক্ষিণপূর্ব সীমাস্থিত ঘাটের নামও সম্ভবতঃ ছিল দর্দুর। কালিদাস রঘুবংশে চতুর্থ সর্গে মলয়ের সঙ্গে দর্দুরের নাম করিয়াছেন।

মল্লবর্তক (পৃঃ ১৪৩)— রাজশেখরের মতে মল্লবর্তক পূর্বভারতের একটি জনপদ। মালব বা মল্লদেশ মল্লবর্তক নহে। মল্লবর্তক ছিল মল্লপর্বতের নিকটস্থ একটি প্রদেশের নাম। বর্তমান পরেশনাথ পাহাড় মল্লবর্তক নামে প্রসিদ্ধ—অতএব, বিহারের হাজারীবাগ ও মানভূম জেলাই মল্লবর্তক প্রদেশ। মহাভারতে দুইটি মল্লরাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। সভাপর্ব (৩২.১২) অনুযায়ী দক্ষিণমল্ল ভোগবান্-পর্বতের নিকটবর্তী; আবার ভীষ্মপর্বেও (৯. ৪৪) অন্য মল্লরাষ্ট্রের নাম আছে। জৈন-গ্রন্থ বলেন, পাওয়াপুরী এবং কুশীনগর মল্লবর্তকের রাজধানী ছিল।

মহারাষ্ট্র (পৃঃ ১৪৩)—ইহার বর্তমান নাম মরাঠা। গোদাবরীনদীর পশ্চিম অঞ্চল হইতে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ মহারাষ্ট্র। ভাণ্ডারকরের মতে এই ভূভাগ রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্য।

মহী (পৃঃ ১৪৪)—একটি নদী। মালবপ্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহা কচ্ছোপসাগরে পড়িয়াছে। নর্মদা ও মহীনদীর অন্তর্বর্তী ভূভাগের নাম মাহেয়।

মহেন্দ্র (পৃঃ ১৪২)—রাজশেখরের মতে মহেন্দ্র দক্ষিণদেশের পর্বত। কালিদাস রঘুবংশে মহেন্দ্রকে বলিয়াছেন কলিঙ্গদেশের পর্বত। বর্তমান গঞ্জাম-জেলার সীমান্ত পর্বত মহেন্দ্র কলিঙ্গদেশের সীমা রচনা করিয়াছে। মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীই মহেন্দ্র-পর্বতশ্রেণী।

মহোদয় (পৃঃ ১৪৪)—কান্যকুব্জ বা কনৌজের নাম মহোদয়। ইহার আর একটি নাম ছিল গাধিপুর বা গাধিনগর। রাজশেখরের সময়ে এই দেশ বিখ্যাত ও সমৃদ্ধ ছিল।

মালব (পৃঃ ১৭)— মালব বা অবন্তিদেশ। ইহার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। ইহার পূর্বভাগের নাম দশার্ণ—দশার্ণের রাজধানী ছিল বিদিশা (ভিল্‌সা)। বর্তমান উজ্জয়িনী, ধোলপুর (দশপুর) এবং ধরা মালবদেশের অন্তর্গত ছিল। কামসূত্র-টীকা জয়মঙ্গলা অনুসারে উজ্জয়িনীর উত্তর-পশ্চিম দেশ অপরমালব-নামে অভিহিত হইত। মহাভারতে ভীষ্মপর্বে ইহাকে বলা হইয়াছে প্রতীচ্যমালব।

মাল্যশিখর (পৃঃ ১৪৪)— পশ্চিম-ভারতের একটি পর্বত। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের অনুরোধে মাল্যবান্-পর্বতে বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন— তবে সে মাল্যবান্ দক্ষিণাপথে অবস্থিত। এই মাল্যশিখর মালবের নিকটস্থ বিন্ধ্যপর্বতমালার একটি অংশ।

মাহিষক (পৃঃ ১৪৩)—নর্মদার নিম্নভাগে অবস্থিত প্রদেশ। ইহার রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী-নগরী।

মাহিষ্মতী (পৃঃ ১৪৩)—বর্তমান মহেশ্বর-নামক স্থানটি প্রাচীন মাহিষ্মতী-নগরী। ইহা ইন্দোর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে নর্মদাতটে অবস্থিত। রাজশেখর ইহাকে দক্ষিণ দেশের জনপদ বলিয়াছেন।

মুরল (পৃঃ ১৪৩)—কালিদাস রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে সহ্যপর্বত এবং অপরান্তদেশের সমীপবর্তী মুরলানদীর বর্ণনা দিয়াছেন। কেরল হইতে অপরান্ত পর্যন্ত সহ্যপর্বতের পার্শ্বদেশে বিস্তৃত ভূভাগের নাম মুরল। সম্ভবতঃ মুরলানদীর তীরবর্তী জনপদ মুরল মিরজদেশের প্রাচীন নাম—এই মিরজদেশের মধ্যদিয়া প্রবাহিত মুলমুধা বা মুরলানদী ভীমানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কোনও কোনও ঐতিহাসিক কেরলদেশের কালীনদীকে মুরলা মনে করেন।

মেকল (পৃঃ ১৪৩)—বিন্ধ্যপর্বতশ্রেণীর এক ভাগ; ইহারই নাম অমরকণ্টক—এখান হইতে নর্মদানদীর উৎপত্তি। অমরকণ্টক মেকলনামে খ্যাত আর নর্মদানদীর নাম মেকলকন্যকা।

মেরু (পৃঃ ১৪২)—জম্বূদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত মহামেরু-পর্বত ইলাবৃতবর্ষ-দ্বারা পরিবেষ্টিত।

যবন (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখর ভারতের পশ্চিম ভাগে যবন দেশের অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন।

রত্নবতী (পৃঃ ৬৪)—মলয়-পর্বতমালার সানুদেশে অবস্থিত এক নগরী।

রমঠ (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখরের মতে উত্তরদেশের একভাগ রমঠদেশ। কানিংহাম রৌমক বা রম্যক-পর্বতের সমীপবর্তী একটি ভূভাগকে রমঠ বলিয়াছেন। সমবান্ বা রৌমক পর্বত সিন্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত, ইহার নাম সান্টরেঞ্জ—ইহার সমীপবর্তীদেশ রমঠ। হিং-এর হিন্দীনাম রামঠ ; কারণ, হিং রমঠদেশে উৎপন্ন হয়।

রাবণগঙ্গা (পৃঃ ১৪৩)—রাজশেখর দক্ষিণদেশের একটি নদীর নাম বলিয়াছেন রাবণগঙ্গা। ইহার বর্তমান অবস্থান স্থিরীকৃত হয় নাই।

লঙ্কা (পৃঃ ১৫২)—লঙ্কা-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। বর্তমান সিংহলদ্বীপ বা সিলোনকে অনেকে লঙ্কা বলিয়া থাকেন। রাজশেখরের মতে সিংহল ও লঙ্কা পরস্পর ভিন্ন। বালরামায়ণ-নাটকের দশম অঙ্কে লঙ্কা জয় করিয়া পুষ্পকবিমানে প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীরামচন্দ্রকে বিভীষণ বলিয়াছিলেন যে, "পশ্যাগ্রে জলধিপরিখং মণ্ডলং সিংহলানাম্।" অতএব, সিংহল লঙ্কা হইতে পূর্বে ও কুমারদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত। দ্বিতীয়তঃ, লঙ্কা যাইবার সোজা পথ রামেশ্বর দিয়া নহে ; ত্রিবাঙ্কুর দিয়া সোজা পথ। তাই কাহারও কাহারও মতে মাদাগাস্কর দ্বীপই লঙ্কাদ্বীপ। মাদাগাস্কারে স্বর্ণখনিও আছে—ইহাতে স্বর্ণলঙ্কা নামও সিদ্ধ হয়। মাদাগাস্কার না বলিয়া মালদ্বীপ বলিলে ক্ষতি কি ?

লাট (পৃঃ ৫৩)—দক্ষিণগুজরাট ও খান্দেশ মিলিয়া লাটদেশ গঠিত ছিল। মাহী এবং মহোবার নিম্ন ভূভাগ লাটদেশের অন্তর্গত ছিল। লাটদেশবাসিগণ সংস্কৃত-ভাষণে অপটু হইলেও প্রাকৃত-বাচনে বড়ই দক্ষ ছিলেন। রাজশেখর লাটদেশের প্রভূত বর্ণনা দিয়াছেন। বর্তমান ভড়োচ, বরোদা, আমেদাবাদ ও খেড়াক জেলা লাটদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

লিম্পাক (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখর বলেন, লিম্পাক উত্তর-ভারতের একটি জনপদ। কানিংহামের মতে, লিম্পাক হিউএনসাঙ্-নির্দিষ্ট 'লোপো'-নগর, টলেমি-নির্দিষ্ট 'লম্বাটু'-নগর ও বর্তমান 'লমঘম' নগর। কাবুলনদীর উত্তরতীরস্থ অলীনগরের পশ্চিমে, কুনারনদীর পূর্বে এবং স্নো-পর্বতের উত্তরে লিম্পাকের অবস্থান। কবিগণের বর্ণনা অনুযায়ী মনে হয়, লিম্পাক চন্দ্রভাগার উপরিভাগে অবস্থিত।

লোহিতগিরি (পৃঃ ১৪৩)—পূর্বভারতের একটি পর্বত ; ইহা হিমালয় পর্বতমালার পূর্বশ্রেণীর অন্তর্গত। এই স্থান হইতে লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র-নদের উৎপত্তি

লৌহিত্য (পৃঃ ১৪৩)—ব্রহ্মপুত্র নদের নাম। লোহিতগিরি বা লোহিতসরোবর হইতে নির্গত হইয়া তিব্বতের সীমা-দেশে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং হিমালয় পরিক্রমা করিয়া দক্ষিণে আসামের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা-দেশে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে ; তারপর শতমুখ হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল।

বঞ্জুলা (পৃঃ ১৪৩)—বঞ্জুলা বা মঞ্জুলা গোদাবরীর উপনদী। পশ্চিমঘাট-পর্বত হইতে ইহার উৎপত্তি। বঞ্জুল শব্দের অর্থ বেত্র ; তাই মনে হয়, বেত্রবতীনদীর মত এই নদীতে সম্ভবতঃ বেত্র জন্মিত

বৎসগুল্ম (পৃঃ ১৯)—বিদর্ভপ্রান্তস্থিত একটি নগর— কর্পূরমঞ্জরীতে ইহার বর্ণনা আছে। বৎসগুল্ম হইতে নর্মদা প্রবাহিত হইয়াছে। মহাভারতের বনপর্বে ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। কামসূত্রকার ইহার নাম দিয়াছেন বৎসগুল্মক। কামসূত্রটীকা জয়মঙ্গলাতে লিখিত আছে যে, দক্ষিণাপথে বৎস ও গুল্মনামে দুই সহোদর রাজপুত্র ছিল—উহাদিগের দ্বারা শাসিত দেশের নাম বৎসগুল্ম। বৃহৎকথামঞ্জরীতে উক্ত হইয়াছে,—

'অভূতাং দাক্ষিণাত্যস্য দ্বিজাতসোমশর্মণঃ।
বৎসগুল্মাভিধৌ পুত্রৌ··· (বৃহৎকথামঞ্জরী ১.৩.৪.)

বরুণ (পৃঃ ১৪২)—ভারতবর্ষের নয়-খণ্ডের এক খণ্ড। সম্ভবতঃ বর্তমান বোর্নিও দ্বীপ—পুরাণে ইহা বারুণদ্বীপ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বর্ণা (পৃঃ ১৪৩)—রাজশেখরের মতে দক্ষিণভারতের একটি নদী। ইহা সহ্যপর্বত হইতে উৎপন্ন।

বল্লার (পৃঃ ১৪৩)— দক্ষিণভারতের বল্লালবংশ-শাসিত রাজ্যের নাম বল্লার। মাদ্রাজপ্রান্তে বেঙ্কটগিরি, চিত্তুর, বেল্লোরীজেলা মিলিয়া এই ভূভাগ গঠিত ছিল।

বহ্লব (পৃঃ ১৪৪)—উত্তরভারতের একটি দেশ। খুব সম্ভবতঃ রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত বল্লপুর বা বর্তমান বল্লোয়ার এই বল্হব। ইহা কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত।

বাণায়ুজ (পৃঃ পৃ৪৪)—রাজশেখরের মতে ইহা উত্তরভারতে অবস্থিত। ইহা বর্তমান আরবদেশ। কালিদাস রঘুবংশে বনায়ুদেশের ঘোড়ার প্রশংসা করিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই দেশের ঘোড়া উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

বানবাসক (পৃঃ ১৪৪)—টলেমি এইদেশের নাম লিখিয়াছেন 'বনাউসী'। বরদা-নদীর বামতীরে অবস্থিত এই দেশ। বরদা তুঙ্গভদ্রার উপনদী। ইহার প্রতিষ্ঠাতা রাজা ময়ূরধ্বজ—বনবাসী কদম্ববংশের রাজগণের রাজধানী ছিল।

বামনস্বামী (পৃঃ ১৪৫)— বামনস্বামীর এই মন্দির কনৌজের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে—অযোধ্যারাজ রামচন্দ্র মহোদয় অর্থাৎ কান্যকুব্জনগরে বিষ্ণুর অবতার বামনস্বামীর মন্দির নির্মাণ করেন।

বারাণসী (পৃঃ ৫৩)—প্রসিদ্ধ নগরী বারাণসী কাশীনামে প্রসিদ্ধ।

বার্ত্তঘ্নী (পৃঃ ১৪৪)— রাজশেখর-বর্ণিত পশ্চিমভারতীয় নদী বার্তঘ্নী সম্ভবতঃ সাবরমতীর উপনদী বাত্রক। খেড়ার পার্শ্বদেশে বার্তঘ্নী সাবরমতীর সহিত মিলিয়াছে।

বাল্হীক (পৃঃ ১৪৪)—কৈকয়দেশের উত্তরে ব্যাস ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী ভূভাগ। ত্রিকাণ্ডশেষ-নামক অভিধান অনুযায়ী বাল্হীক ত্রিগর্তদেশের নাম। বাহ্লীক, বাহীক বা জর্তীক-নামেও এই দেশ প্রসিদ্ধ। মহাভারতের কর্ণপর্বে (অধ্যায় ৪৪) লিখিত আছে যে, বাহীক বলখের নিকট হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া রাবীর পশ্চিমে শিয়ালকোটে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। কানিংহামও এই মন্তব্যটিকে পুষ্ট করিয়াছেন। কৈয়ট ইহাকে বলিয়াছেন বহিস্; বিখ্যাত কথা চলিত আছে, "গৌর্বাহীকঃ"।

বাহীক (পৃঃ ১৬১)— পঞ্চনদের দেশ অর্থাৎ পঞ্জাবের নাম বাহীক—ইহাকে আরট্ট এবং টক্কও বলে। কুবলয়মালাকথায় ইহা টক্কদেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রাজশেখরের মতেও ইহা টক্কদেশ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এই দেশের পরিচয় লিখিয়াছেন—

'পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানাং নদীনাং যত্র সংগমঃ। বাহীকা নাম তে দেশাঃ'

মহাভাষ্য, মহাভারত ও অষ্টাধ্যায়ীতে বাহীকদেশের অনেক নগর ও গ্রামের নাম পাওয়া যায়। কৈয়ট বাহীকের উপমা দিয়াছেন গরুর সঙ্গে (গৌর্বাহীকঃ)। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে অর্থ করা হইয়াছে, 'বহির্ভবো বাহীকঃ'। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, পূর্বদেশে রুদ্রের নাম 'শর্ব,' আর বাহীকদেশে 'ভব'। ভরত-নাট্যশাস্ত্র বলেন, বাহীকগণের ভাষা উদীচ্যভাষা। মধ্যদেশবাসিগণ বাহীকদিগকে অনার্যবৃত্তি বলিয়া জানিতেন।

বিতস্তা (পৃঃ ১৪৪)—পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ঝিলমনদী।

বিদর্ভ (পৃঃ ১৪৩)—বেরার ও খান্দেশের কিছু অংশ মিলিয়া বিদর্ভদেশ গঠিত ছিল। কালিদাস বিদর্ভ ও ক্রথকৈশিককে একই বলিয়াছেন। ইহা ভারতের একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্য ছিল। সময়ে সময়ে ইহার সীমা ও রাজধানী পরিবর্তিত হইয়াছে। কুন্তলদেশের উত্তরভাগ ও কৃষ্ণানদীর তীর হইতে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ছিল বিদর্ভ। বর্তমানে ইহার ব্যাপক নাম মহারাষ্ট্র। বরদানদী বিদর্ভকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরভাগের প্রধান স্থান অমরাবতী এবং দক্ষিণ-ভাগের প্রধান স্থান প্রতিষ্ঠান।

বিদেহ (পৃঃ ১৪৩)—বিহারপ্রান্তের তিরহুত ; ইহার রাজধানী ছিল মিথিলা। এই দেশ মগধের পূর্বোত্তরে অবস্থিত। ইহার উত্তরদিকে নেপালরাজ্য। সীতামঢ়ী, জনকপুর, সীতাকুণ্ড, তিরহুতের উত্তরভাগ এবং চম্পারণের পশ্চিমোত্তরভাগ প্রাচীন বিদেহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার একটি নাম ছিল তীরভুক্তি (অপভ্রংশে তিরহুত)।

বিনশন (পৃঃ ১৪৪)—এই স্থানে সরস্বতীনদী অদৃশ্য হইয়াছে। ইহা থানেশ্বরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত।

বিন্ধ্য (পৃঃ ১৪৪) – বিন্ধ্য-পর্বতমালার একটী শাখা—ইহার নাম সাতপুড়া। তাপ্তী ও নর্মদার মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত।

বিপাশা (পৃঃ ১৪৪)—পঞ্জাবের একটি প্রসিদ্ধ নদী। ব্যাসকুণ্ড হইতে নির্গত হইয়া পঞ্জাবের সমতলভূমিতে শতদ্রুর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার প্রসিদ্ধ নাম ব্যাস।

বিশালা (পৃঃ ৯১)—অবন্তিদেশের প্রধান নগরী উজ্জয়িনীর একটি নাম।

বেণা (পৃঃ ১৪৩)—কৃষ্ণানদীর একটি উপনদী। (দ্রষ্টব্য, বর্ণা)

বৈদিশ (পৃঃ ১৭) –ভোপালরাজ্যে বেত্রবতী বা বেতোয়া নদীর তীরে ভিলসা-নামে প্রসিদ্ধ বিদিশা-নগরীর পার্শ্বস্থ ভূভাগ বৈদিশ বলিয়া খ্যাত। এই বিদিশা বা ভিলসানগরী ভোপাল হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ইহা দশার্ণদেশের রাজধানী ছিল। সম্রাট পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র তাঁহার পিতার রাজত্বকালে এই বিদিশায় শাসনকর্তা অর্থাৎ রাজ্যপালরূপে বাস করিতেন। কালিদাসের মালবিকাগ্নি-মিত্র-নাটকে ইহার উল্লেখ আছে। বাণভট্টের কাদম্বরীর প্রধান নায়ক শূদ্রক বিদিশার রাজা ছিলেন।

বোক্কাণ (পৃঃ ১৪৪)—হিন্দুকুশ-পর্বতের বদখ্শান নগর। কানিংহাম ইহাকে বলিয়াছেন আফগানিস্থান। কেহ কেহ বলেন, বদখ্শান সম্ভবতঃ বাহ্লীক দেশের নাম ছিল।

শক (পৃঃ ১৪৪)—শক-জাতির লোকেরা ভারতে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে সর্বপ্রথম নিজেদিগের বাসস্থান নির্মাণ করেন, তাহার নাম শকস্থান। এই স্থানটি পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ নগর শিয়ালকোট। ভারতে প্রথম আগমনকারী গ্রীক রাজা ডেমেট্রিজ্, মিহিরকুল এবং হুণপ্রভৃতি সকলেই প্রথমতঃ এই দেশে আগমন করে এবং পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে। দরদ-দেশ হইতে পশ্চিমে বংক্ষুনদীর তটদেশে শকগণের নিবাস ছিল। পুরাণে এই দেশ শাকদ্বীপ-নামে বর্ণিত। নন্দলাল দে-মহাশয় পুরাণোক্ত শাকদ্বীপের সহিত টলেমির 'সীথিয়া'র তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন।

শুক্তিমান্ (পৃঃ ১৪২)—হিমালয়-পর্বতের এক ভাগ ; ভারতীয় কুলপর্বতগুলির অন্যতম ; নেপালস্থ হিমালয়ের একভাগ।

শূরসেন (পৃঃ ১৭)—রাজশেখর ইহাকে উত্তরদেশের রাজ্য বলিয়াছেন ; এই দেশে কুবিন্দ নামে রাজা ছিলেন ; এই রাজ্যের রাজধানী ছিল মথুরা।

শৃঙ্গবান্ (পৃঃ ১৪২)—মহামেরুর উত্তর দিকে তৃতীয় পর্বত ; ইহা উত্তরকুরুবর্ষের পর্বত।

শোণ (পৃঃ ১৪৩)—পূর্বদেশের প্রসিদ্ধ নদ ; ইহা গোণ্ডায়ান হইতে নির্গত হইয়া পাটনার নিকট গঙ্গায় পড়িয়াছে।

শ্রীপর্বত (পৃঃ ১৪৩)—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান শ্রীশৈল ; এখানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মল্লিকার্জুন-শিবের মন্দির আছে। রাজশেখর ইহাকে দক্ষিণভারতের পর্বত বলিয়াছেন। মধ্য রেলপথের কৃষ্ণা স্টেশনের ৫০ মাইল দূরবর্তী কুরুস্তুল নগরের নিকট ইহা অবস্থিত।

শ্বভ্রবতী (পৃঃ ১৪৪)—গুজরাটের প্রসিদ্ধ সাবরমতী নদী—কচ্ছ-উপসাগরে পতিত হইয়ায়াছে।

শ্বেতগিরি (পৃঃ ১৪২)—মহামেরুর উত্তরে দ্বিতীয় পর্বত—ইহার উত্তরে হিরণ্যবর্ষ অবস্থিত।

সরযূ (পৃঃ ৬৮)—উত্তরপ্রদেশের সরযূনদীর তীরে অযোধ্যানগরী অবস্থিত। কুমাউপর্বতমালা হইতে নির্গত হইয়া সরযূ ছাপরার নিকট গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

সরস্বতী (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখর দুইটী সরস্বতী-নদীর কথা বলিয়াছেন,—একটি উত্তর-ভারতীয়, দ্বিতীয়টি পশ্চিম ভারতীয়। উত্তর-ভারতীয় সরস্বতী থানেশ্বর ও পিহোয়ার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিনশনে অদৃশ্য হইয়াছে। পশ্চিম-ভারতীয় সরস্বতী বরোদার নিকট প্রবাহিত।

সহুড় (পৃঃ ১৪৪)— রাজশেখরের মতে উত্তরভারতের একটি জনপদ—পশ্চিম আফগানিস্তানের এক ভাগ। ইহার বর্তমান নাম 'সফেদকোহ' বা 'সব্জ বাজার'।

সহ্য (পৃঃ ১৪৩)—দক্ষিণভারতের প্রসিদ্ধ পর্বত; পশ্চিমঘাটে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ সীমায় কাবেরী এবং উত্তর সীমায় গোদাবরী-নদী প্রবাহিত।

সিন্ধু (পৃঃ ১৪৪)—ভারতের উত্তর ভাগে 'সিন্ধ্' নামে প্রসিদ্ধ—ইংরাজী নাম 'ইণ্ডাজ'। সিন্ধুনদের কয়েকটি শাখা বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারতের যুগে সিন্ধু-নামক বিরাট জনপদ ছিল। ইহার অন্তর্গত দশটি রাষ্ট্র ছিল।

সিংহল (পৃঃ ১৪৩) —প্রসিদ্ধ 'সীলোন'-দ্বীপ; রাজশেখরের মতে সিংহল ও লঙ্কা এক স্থান নহে (লঙ্কা দেখুন)

সৌরাষ্ট্র (পৃঃ ১৪৪)—ভারতের পশ্চিম দিকে প্রসিদ্ধ কাথিয়াবাড় এবং গুজরাটের কিছু অংশ সৌরাষ্ট্র নামে অভিহিত। ইহার রাজধানী ছিল দ্বারকানগরী। ইহাকে আনর্তদেশও বলা হয়। বলভীনগরীও কিছুকাল ইহার রাজধানী ছিল।

সুহ্‌ম (পৃঃ ১৪৩)— রাজশেখরের মতে পূর্বভারতীয় জনপদ। কালিদাস রঘুবংশে ইহাকে কপিশাতীরবর্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গ ও উৎকলমধ্যবর্তী বঙ্গোপসাগরতীরস্থ ভূভাগ সুহ্‌ম। ইহার রাজধানী ছিল সুপ্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্তি বা তমলুক। বর্তমান মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমান জেলার কিয়দংশ সুহ্‌মের অন্তর্গত ছিল।

সূর্পারক (পৃঃ ১৪৩) —রাজশেখরের মতে দক্ষিণভারতের একটি দেশ; বর্তমান ঠাণা-জেলার সোপারা-নামক প্রসিদ্ধ জনপদ। বোম্বাই হইতে ৩৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রাচীনকালে সূর্পারক কোঙ্কণের একটি প্রদেশ ছিল। মহাভারতের বনপর্বে লিখিত আছে— "বেদী শূর্পারকে তাত জমদগ্নের্মহাত্মনঃ"। কবি মঙ্খও শ্রীকণ্ঠচরিতে লিখিয়াছেন যে, সূর্পারকে জমদগ্নিমুনির বাসস্থান ছিল।

হংসমার্গ (পৃঃ ১৪৪)— কালিদাস মেঘদূতে ইহাকে হংসদ্বার বা ক্রৌঞ্চরন্ধ্র বলিয়াছেন। পুরাণে লিখিত আছে যে, পরশুরাম বাণের দ্বারা ক্রৌঞ্চপর্বত ভেদ করেন; তাই কালিদাস লিখিয়াছেন, 'ভৃগুপতি-যশোবর্ত্ম'। বর্তমান কুমাউঁ হইতে কৈলাসের পথে এই হংসমার্গ অতিক্রম করিতে হয়।

হারহূরব (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখরের মতে উত্তরদেশের একটি জনপদ। সিন্ধুনদ ও ঝিলমের মধ্যবর্তী ভূভাগ, গণ্ডগড়পর্বত ও নমকপর্বতের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান। কনিংহামেরও ইহাই অভিমত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে হারহূরব-সুরার বর্ণনা আছে। মহাভারতের বনপর্বে (অ. ৪৮.) ইহাকে হারহূণ বলা হইয়াছে—

"পহ্লবান্ দরদান্ সর্বান্ কিরাতান্ যবনান্ শকান্।
হারহূণাংশ্চ চীনাংশ্চ তুষারান্ সৈন্ধবাংস্তথা।
জাগুড়ান্ রমঠান্ মুণ্ডান্ স্ত্রীরাজ্যানথ তদ্গুণান্॥"

হস্তিনাপুর (পৃঃ ১৭)— হাস্তিন-নামক নৃপতিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুরুদেশের রাজধানী। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মীরাট হইতে ২২ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণে এবং দিল্লী হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে আজও খণ্ডহর নামে বিদ্যমান।

হিড়িম্বা (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখরের মতে পশ্চিম ভারতের একটি নদী। বিন্ধ্যপর্বত হইতে নির্গত চর্মণ্বতী বা চম্বলনদীকে হিড়িম্বা বলা যায়—পশ্চিম ভারতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইটাওয়ার নিকট একচক্রায় যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে।

হূণ (পৃঃ ১৪৪)—রাজশেখর বলেন, হূণ উত্তর প্রদেশের একটি প্রদেশ ; কালিদাস রঘুদিগ্বিজয়ে উত্তর দিকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং পারশ্য হইতে ইহার পথের বর্ণনা দিয়াছেন—বংক্ষুনদী পার হইলে এই দেশ পাওয়া যায়।

হুড়ুক (পৃঃ ১৪৪)— উত্তরদেশের একটি জনপদ ; কাশ্মীরের উত্তর ভূভাগ ; হিউয়েনসাঙ্ পশ্চিমদিক্ হইতে কাশ্মীরের দিকে গমনকালে 'হু-সে-কিয়া-লো' নামক নগরে প্রবেশ করেন—এই নগরটি হুষ্কর নামে অভিহিত হইত। রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে বরাহ বা বারামূলার নিকটস্থ হুষ্করপুরের বর্ণনা আছে ; আজিও বেহট্-নদীর পূর্বতীরে 'পুষ্করপুর' বা 'উষ্কর'-নামক গ্রাম অবস্থিত আছে—ইহাকেই লোকে রাজশেখরের ন্যায় 'হুড়ুক' বলে। সম্ভবতঃ কাশ্মীরেরই নাম হুড়ুক ; কারণ, রাজশেখর উত্তর ভারতের দেশ-তালিকায় কাশ্মীরের নাম করেন নাই।

হেমকূট (পৃঃ ১৪২)—মহামেরুর দক্ষিণ দিকে দ্বিতীয় বর্ষপর্বত— কিম্পুরুষ-বর্ষের প্রধান পর্বত। এই পর্বতটি হিমালয়ের উত্তরদিকে অবস্থিত। শ্রীনন্দলাল দে হেমকূটকে নেপালের পর্বত বলিয়াছেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন, তিব্বতের নাম হেমকূট।

১১. ঐতিহাসিক তথ্য

রাজশেখর ও তাঁহার কাব্যমীমাংসা-অবলম্বনে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কাব্যমীমাংসার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিগত ইতিহাস-রচনার বিচিত্র উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে। তবে, মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসরচনার উপাদানও ইহাতে কিছু কম নাই। কাব্যমীমাংসায়

বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেক কবিতা বা গদ্যাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—এই উদ্ধৃতিগুলি অনেক স্থলে ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সাহায্য করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

১. ধ্রুবদেবীর কথা

'মুক্তক'-কবিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দত্ত্বা রুদ্ধগতিঃ'[১] ইত্যাদি যে কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। বিশাখদত্তকৃত 'দেবীচন্দ্রগুপ্ত'-নাটকের[২] খণ্ডিত অংশসমূহ, প্রথম অমোঘবর্ষের সঞ্জন তাম্রশাসন,[৩] বাণের[৪] হর্ষচরিত, ভোজপ্রণীত শৃঙ্গারপ্রকাশ,[৫] চতুর্থ গোবিন্দের ক্যাম্বে[৬]-শাসন, রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রকৃত নাট্যদর্পণ,[৭] এবং কাব্যমীমাংসায় উদ্ধৃত এই কবিতাটি হইতে ইতিহাসবিদ্ পণ্ডিতগণ গুপ্তযুগের ইতিহাস-সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

তাহার সারমর্ম এইরূপ—

সমুদ্রগুপ্তের পরে এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পূর্বে রামগুপ্ত নামে সমুদ্রগুপ্তের এক পুত্র কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ধ্রুবদেবী প্রথমতঃ রামগুপ্তের পত্নী ছিলেন। হিমালয়-অঞ্চলের কোনও এক খস বা শক রাজার সহিত যুদ্ধে রামগুপ্ত পরাস্ত হইয়া এক হীন সন্ধিসূত্রে রাজ্য রক্ষা করিলেন। সন্ধির সর্তক্রমে রামগুপ্ত তাঁহার রানী ধ্রুবদেবীকে খস বা শক রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই গ্লানিকর সন্ধির সংবাদে রামগুপ্তের ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত ক্রোধে প্রজলিত হইলেন; তিনি ধ্রুবদেবীর বেশ ধারণ করিয়া শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিলেন ও অলিপুরে খস বা শক-রাজকে

১ দত্ত্বা রুদ্ধগতিঃ খসাধিপতয়ে দেবীং ধ্রুবস্বামিনীং
যস্মাৎ খণ্ডিতসাহসো নিববৃতে শ্রীশর্ম(সেন)গুপ্তো নৃপঃ।
তস্মিন্নেব হিমালয়ে গুরুগুহাকোণক্বণৎকিন্নরে
গীয়ন্তে তব কার্তিকেয়নগরস্ত্রীণাং গণৈঃ কীর্তয়ঃ॥ ১. ৯

২ এই নাটকের বিভিন্ন অংশ শৃঙ্গারপ্রকাশ ও নাট্যদর্পণে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩ Epigraphia Indica. Vol. XVIII. পৃ ২৪৮

৪ অরি (লি)পুরে চ পরকলত্রকামুকং কামিনীবেষগুপ্তশ্চন্দ্রগুপ্তঃ শকপতিমশাতয়ৎ।

৫ স্ত্রীবেষনিহ্নুতশ্চন্দ্রগুপ্তঃ শত্রোঃ স্কন্ধাবারং অলিপুরং শকপতিবধায়াগমৎ।

৬ Epigraphia Indica. Vol. VII. পৃঃ ৩৬

৭ গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সীরীজ-সংস্করণ

হত্যা করিলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া ভ্রাতা রামগুপ্তকে হত্যা করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ধ্রুবদেবীকে স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ একমত; কিন্তু কতকগুলি খুঁটিনাটী-অবলম্বনে ভয়ানক মতবিরোধ চলিয়া আসিতেছে। খসাধিপতি বা শকাধিপতির নাম ও তাঁহার পরিচয়, তাঁহার রাজধানী অলিপুরের অবস্থান, উদ্ধৃত কবিতার রচয়িতা, এবং কাহাকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতা রচিত—এই সকল বিষয়েই মতবিরোধ।

উদ্ধৃত কবিতা হইতে বুঝা যায় যে, গুপ্ত ও খসরাজের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল হিমালয়-অঞ্চলে; আরও বলা যায় যে, খস বা শকরাজের রাজধানী অলিপুর হিমালয়-অঞ্চলে কোনও স্থলে অবস্থিত ছিল। উপরন্তু, রাজশেখরের উদ্ধৃতি অনুযায়ী বিজেতা রাজার পরিচয় 'খসাধিপতি' ও গুপ্তবংশের রাজার নাম 'শর্মগুপ্ত' বা 'সেনগুপ্ত'; কিন্তু কাব্যমীমাংসা ব্যতীত অন্যত্র বিজেতার পরিচয় 'শকাধিপতি' ও গুপ্তরাজের নাম 'রামগুপ্ত'। তবে এ কথাটি সত্য যে, উদ্ধৃত কবিতায় উল্লিখিত শক বা খস-অধিপতি বলিতে পাঞ্জাবের কুশানবংশীয় কোনও রাজাকে বুঝাইবে; মালব বা মথুরার শক-ক্ষত্রপ কাহাকেও বুঝাইবে না।

কাব্যমীমাংসার 'খসাধিপতি'-পদটি বিবেচ্য। কহ্লান-কৃত রাজতরঙ্গিণীতে বিশেষভাবে উল্লিখিত ও সুপরিচিত খস-জাতির কোনও রাজাকেই 'খসাধিপতি'-পদ বুঝাইয়া থাকে। Aurel Stein[১] হিমালয়ের পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তৃত ভূভাগে এই খস-জাতির বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছেন—কাশ্মীরের সীমাদেশে রজপুরী বা খসালয় বা খসালী ছিল তাহাদিগের রাজধানী। পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে খসগণ প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল ও কাশ্মীর জয় করিয়া শাসন করিয়াছিল। খস-রাজধানী খসালি-ই কি অলিপুর?

এবারে দেখা যাক্, এই কবিতাটি কাহার উদ্দেশ্যে রচিত? এই প্রশ্নের উত্তর এই কবিতার চতুর্থ চরণেই খানিকটা দেওয়া আছে—

"গীয়ন্তে তব কার্ত্তিকেয়নগরস্ত্রীণাং গণৈঃ কীর্তয়ঃ।"

অধ্যাপক আলতেকার[২] 'কার্ত্তিকেয়'-শব্দটিকে সম্বোধন-পদ ধরিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কবিতাটি গুপ্তবংশীয় প্রথম কুমারগুপ্তকে সম্বোধন করিয়া রচিত।

১ M. A. Stein-কৃত রাজতরঙ্গিণী-অনুবাদ প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩১৭

২ J. B. O. R. S. চতুর্দশ খণ্ড পৃঃ ২২৩

শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল[১] এই অভিমত গ্রহণ করেন নাই; তিনি বলেন, 'কার্ত্তিকেয়'-শব্দটি 'নগর'-শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ,—কারণ কোনও কবি কুমারগুপ্তের নিকট কুমারগুপ্তের মাতৃনিন্দার উল্লেখ করিবেন না।

গুপ্তবংশীয় কুমারগুপ্ত বা স্কন্দগুপ্তের প্রশস্তিই কবির উদ্দেশ্য; কাহারও নিন্দা বা অবমাননা ইহা দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই—কারণ, রামগুপ্তের দুর্বলতা ও কাপুরুষতার বিষয় চন্দ্রগুপ্ত এবং স্বামীত্যাগিনী তথা দেবরবিবাহকারিণী ধ্রুবদেবীই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। উপরংতু, গুপ্তবংশীয় রাজগণ রামগুপ্তকে এমন ঘৃণা করিতেন যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের শিলালিপিতে রামগুপ্তকে বংশের লোক বলিয়া উল্লেখই করেন নাই।

ডক্টর ডি আর ভাণ্ডারকার[২] পরবর্তীকালে শ্রীযুক্ত জয়স্বালের সহিত একমত হইয়া 'কার্ত্তিকেয়নগর' বলিতে একটি নগরের নাম ধরিয়াছেন ও পাণ্ডুকেশ্বর[৩] তাম্রশাসনের ভিত্তিতে যুক্তপ্রদেশের আলমোরা-জেলার অন্তর্গত প্রাচীন গ্রাম বৈজনাথের সহিত ইহার মিল ধরিয়াছেন। তবে ডক্টর ভাণ্ডারকার বলেন যে, প্রকাশ্যভাবে উল্লিখিত না হইলেও, এই কবিতা চন্দ্রগুপ্তের উদ্দেশ্যে রচিত।

এই অভিমত গ্রহণ করিলে কুমারগুপ্তের মাতা ধ্রুবদেবীর প্রতি যে অসম্মান-প্রদর্শনের আপত্তি শ্রীযুক্ত জয়স্বাল তুলিয়াছেন তাহারও কোন অবকাশ থাকে না।

অধ্যাপক ভি. ভি. মিরাশী[৪] কিন্তু বলেন যে, ডক্টর ভাণ্ডারকারের অভিমত সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; কারণ, উদ্ধৃত মুক্তক-কবিতাটী স্বয়ংপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল ও ইহা যাহার উদ্দেশ্যে রচিত, তাহারও নাম থাকা উচিত ছিল। তাই তিনিও অধ্যাপক আলতেকারের ন্যায় ভুল করিয়া 'কার্ত্তিকেয়'-শব্দটীকে বিচ্ছিন্নভাবে সম্বোধনপদ বলিয়া ধরিয়াছেন। তবে তিনি একটী নূতন কথা পাড়িয়াছেন— তাঁহার মতে 'কার্ত্তিকেয়'-শব্দটী গুর্জর-প্রতিহারবংশীয় রাজা মহীপালকে (রাজশেখরের পৃষ্ঠপোষক) বুঝাইয়া থাকে। এই মতের সমর্থনে তাঁহার যুক্তি এই যে, ক্ষেমীশ্বর-রচিত 'চণ্ডকৌশিক'-নাটকের ভরতবাক্যে[৫] মহীপালকে 'কার্ত্তিকেয়'-নামে অভিহিত

---

১ J. B. O. R. S. অষ্টাদশ খণ্ড পৃঃ ২০

২ মালব্যস্মরণ-পত্রিকা পৃঃ ১৯৪

৩ *Indian Antiquary : XXV.* পৃঃ ১৭৮ এবং *Epigraphia Indica. Vol. XIII* পৃঃ ১১৫-১১৮

৪ *Indian Antiquary* ১৯৩২, পৃঃ ২০১

৫ যেনাদিশ্য প্রয়োগং ঘনপুলকভৃতা নাটকস্যাস্য হর্ষাৎ
বস্ত্রালংকারহেম্নাং প্রতিদিনমকৃশা রাশয়ঃ সম্প্রদত্তাঃ।
তস্য ক্ষত্রপ্রসূতেঃ ভ্রমতু জগদিদং কার্ত্তিকেয়স্য কীর্ত্তিঃ
পারে ক্ষীরাখ্যসিন্ধোরপি কবিযশসা সার্ধমগ্রেসরেণ॥

করা হইয়াছে। তাঁহার অভিমতে কাব্যমীমাংসায় উদ্ধৃত এই কবিতাটি রাজশেখরের স্ব-রচিত কবিতা অথবা মহীপালের সভাকবি কোনও সমসাময়িক লোকের রচিত কবিতা।

অধ্যাপক মিরাশীর অভিমতের সমালোচনায় বলা যাইতে পারে যে, 'কার্ত্তিকেয়'-শব্দটী পৃথক্ করিয়া লইলে 'নগরস্ত্রীণাম্'-শব্দটী একটী পৃথক্ শব্দ হইবে। কোনও কবি এমন অনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করিবেন না যে, রাজার যশোগাথা নগরবাসিনীগণ গান করিলেন—কিন্তু কোন্ নগর তাহার উল্লেখ করিবেন না। আর রাজার যশোরাশি গান করিবার অধিকার হইতে গ্রামবাসিনীদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কোনও কবির নাই। গ্রামবাসিনীগণ স্বেচ্ছায়ই এই আনন্দ-উৎসব হইতে দূরে ছিলেন, এমন কথাই বা কি করিয়া অনুমান করা যাইতে পারে? 'স্ত্রীণাং গণৈঃ'-শব্দগুলি সকল নারীকেই বুঝায়; গ্রাম ও নগরের পার্থক্য ইহাতে নাই। অতএব কেবলমাত্র নগরবাসিনীদিগকে বুঝাইলে প্রশস্তির সার্থকত্ব অনেকাংশে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়।

এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না যে, মুক্তক-কবিতায় সম্বোধনের পাত্র যে ব্যক্তি তাহার নাম থাকিতেই হইবে। কাব্যমীমাংসায় ঐ একই স্থলে মুক্তক-কবিতার আরও যে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনওটীতে সম্বোধনের পাত্র যে ব্যক্তি তাহার উল্লেখ নাই।

বর্তমান অবস্থায় বলা যায় যে, 'কার্ত্তিকেয়নগর' একটী শব্দ ও রামগুপ্তের যে-স্থানে পরাজয় ঘটে, ইহা সেই স্থান। এই স্থানেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত খসরাজকে হত্যা করেন। এই কবিতাটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রশস্তি-কবিতা।

কবিতাটীর শেষ দুই চরণের অনুবাদ নিম্নরূপই করা উচিত "সুগভীর গহ্বরে বাসকারী কিন্নরগণ-কর্তৃক মুখরিত সেই হিমালয়-অঞ্চলে কার্ত্তিকেয়নগরবাসিনী নারীগণ তোমার কীর্তি-কাহিনী গান করিয়া থাকে।"

উল্লিখিত আলোচনার মর্মার্থ এই যে, উদ্ধৃত কবিতাটী চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের উদ্দেশ্যে কোনও সমসাময়িক কবি রচনা করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে রাজশেখর কাব্যমীমাংসায় তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথম অমোঘবর্ষের সঞ্জন[১] তাম্রশাসন ও

১ হত্বা ভ্রাতরমেব রাজ্যমহরদ্দেবীং চ দীনস্তথা।
লক্ষং কোটিমলেখয়ৎ কিল কলৌ দাতা স গুপ্তান্বয়ঃ।

Epigraphia Indica : Vol XVIII পৃঃ ২৪৮

চতুর্থ গোবিন্দের ক্যাম্বে[১] শাসনের ভিত্তিতে মনে হয় যে, চন্দ্রগুপ্তের সহিত ধ্রুবদেবীর দ্বিতীয়বার বিবাহ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

২. কালিদাস ও কুন্তলরাজের কথা

রাজশেখর কাব্যমীমাংসায় আরও দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন; কালিদাসের কাল-নির্ণয়ে এই কবিতা-দুইটী যথেষ্ট সাহায্য করে। কবিতা-দুইটীর বিষয়বস্তু একজন রাজা ও রাজদূতের কথোপকথন। পরবর্তী কালে ভোজ তাঁহার শৃঙ্গারপ্রকাশে অনুরূপ কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন ও মন্তব্য করিয়াছেন যে, উল্লিখিত রাজা ও রাজদূত যথাক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য ও কবি কালিদাস[২]। কবিতা-দুইটীর বিষয়বস্তু এই যে, রাজদূত কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট কুন্তলরাজের অনুরোধজ্ঞাপক বার্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, কালিদাস 'কুন্তলেশ্বরদৌত্য'-নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; আর উদ্ধৃত কবিতা-দুইটিও কুন্তলরাজের কূট-রাজনীতি বিষয়েই রচিত। অতএব ইহা বিচিত্র নহে যে, উল্লিখিত কবিতা-দুইটি অধুনালুপ্ত 'কুন্তলেশ্বরদৌত্য'-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ক্ষেমেন্দ্রকৃত 'ঔচিত্যবিচারচর্চা'য় উদ্ধৃত 'কুন্তলেশ্বরদৌত্য'-গ্রন্থের একটি কবিতা হইতে জানা যায় যে, বিক্রমাদিত্যের দূত কালিদাস কুন্তলরাজের সভায় কোনও সম্মান বা সমাদর লাভ করেন নাই; কুন্তলরাজ তাঁহাকে আসন পর্যন্ত দান করেন নাই।

যাহাই হউক, সকল দিক্ মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য গুপ্তরাজগণের অধীনস্থ কুন্তলরাজ পৃথ্বীসেন-বাকাটকের সভায় কালিদাসকে দূতরূপে প্রেরণ করেন এবং কালিদাসের মধ্যস্থতা ও সালিশীতে দুই রাজপরিবারের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। ইহাদ্বারা স্পষ্ট হয় যে, কালিদাস ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ও পৃথ্বীসেন[৩] বাকাটকের সমসাময়িক; আর কালিদাসের আবির্ভাবকাল খৃষ্টপর চতুর্থ শতাব্দীর শেষপাদ।

১ সামর্থ্যে সতি নিন্দিতা প্রবিহিতা নৈবাগ্রজে ক্রূরতা, বন্ধুস্ত্রীগমনাদিভিঃ কুচরিতৈরাবর্জিতং নাযশঃ।
শৌচাশৌচপরাঙ্মুখং ন চ ভিয়া পৈশাচ্যমঙ্গীকৃতং ত্যাগেনাসমসাহসৈশ্চ ভুবনে যঃ সাহসাঙ্কোঽভবৎ॥
Epigraphia Indica : Vol. VII পৃঃ ৩৬

২ একাদশ অধ্যায়ে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩ কালিদাসের আবির্ভাবকাল এবং বাকাটক-রাজগণের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ ১৯৩৩ সালের নিখিলভারত প্রাচ্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনের বিবরণী গ্রন্থে রাজা প্রবরসেন ও কালিদাস'—শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

কাব্যমীমাংসায় উদ্ধৃত কবিতা ও অভিমত

কাব্যমীমাংসা একখানি দৃষ্টান্তবহুল গ্রন্থ। যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, রাজশেখর তাহারই একাধিক উদাহরণ দিয়াছেন। এই উদাহরণগুলির ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য অতি উচ্চস্তরের। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, শতপথব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, নিরুক্ত, পাতঞ্জল মহাভাষ্য, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, মনুসংহিতা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, বিক্রমোর্বশীয়, শাকুন্তল, কিরাতার্জুনীয়, জানকীহরণ, কাদম্বরী, শিশুপালবধ, হয়গ্রীববধ, মালতীমাধব, সূর্যশতক, বেণীসংহার, মহানাটক, মহিম্নঃস্তোত্র, বালরামায়ণ, বালভারত, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, নারদস্মৃতিপ্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তিনি কবিতা বা বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনুবাদ-অংশে সেইগুলি যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল। ইহা ছাড়া অনেক উদ্ধৃতি আজিও অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

প্রতিষ্ঠিত আচার্য বা সাহিত্যসমালোচকের অভিমতও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই অভিমতগুলি প্রয়োজনবোধে খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন, অথবা স্বীয় মতের সমর্থনে ব্যবহার করিয়াছেন। সুরানন্দ, শ্যামদেব, বামন, উদ্ভট, রুদ্রট, দ্রৌহিণি, আপরাজিতি, কালিদাস, বাক্‌পতিরাজ, অবন্তিসুন্দরী, আনন্দপ্রভৃতি কাবমর্মজ্ঞ লেখকগণের অভিমত বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহার মধ্যে বামন, উদ্ভট, আনন্দবর্ধন ও রুদ্রটের গ্রন্থ আমাদিগের সুপরিচিত। অলংকারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ প্রাচীন আলোচক ভামহ এবং দণ্ডীর নাম সরাসরি না পাওয়া গেলেও, উঁহাদিগের নাম নিশ্চয়ই 'আচার্যাঃ' অর্থাৎ 'আচার্যগণের' মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এবং বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণপ্রভৃতির প্রভাব ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। পাল্যকীর্তি, মঙ্গলপ্রভৃতি জৈন আলোচকগণও উদ্ধৃত হইয়াছেন। ভরতমুনিপ্রণীত-নাট্যশাস্ত্র, বাৎস্যায়নকৃত-কামশাস্ত্র এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ভাবধারা, রচনাশৈলী এবং পূর্ণ বাক্যও রাজশেখর অনেকস্থলে অনুসরণ করিয়াছেন।

কাব্যমীমাংসা-রচনার সহায়ক উপাদান

আমরা সংস্কৃতভাষায় রচিত সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রচলিত গ্রন্থসমূহে যে যে বিষয়ের আলোচনার সহিত পরিচিত, কাব্যমীমাংসায় তাহা ব্যতীত আরও অনেক বিষয় বা অভিমত-সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায়। সেই অভিনব আলোচ্য

বিষয়গুলি রাজশেখর যে-সকল মূল হইতে আহরণ করিয়াছেন, তাহার একটি বিবরণী নিম্নে সংগৃহীত হইল। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, প্রাচীন মূল হইতে গ্রহণ করা সত্ত্বেও সেই সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা ও আলোচনায় রাজশেখরের স্বাধীন চিন্তা ও সুদৃঢ় অভিমত এতটুকুও ব্যাহত হয় নাই। সমালোচনার মৌলিক প্রতিভা না থাকিলে এইরূপ অভিনব গ্রন্থরচনা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

অভিনব আলোচ্য বিষয়	প্রাচীন মূল
১ সরস্বতীপুত্র কাব্যপুরুষের উপাখ্যান	১ বায়ুপুরাণ ও বাণভট্টরচিত হর্ষচরিত
২ কাব্যমীমাংসার আলোচ্য বিষয়ের সূচী এবং অধিকরণ-বিন্যাস	২ রুদ্রটপ্রণীত কাব্যালংকারের আলোচ্য বিষয়
৩ কাব্যবিদ্যায় ঔপনিষদিক অধিকরণের প্রবর্তন	৩ কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্র
৪ কাব্যমীমাংসা-রচনার উদ্দেশ্য	৪ অর্থশাস্ত্র ও কামসূত্র
৫ অধ্যায়বিভাগ ও বিষয়বিভাগ	৫ অর্থশাস্ত্র ও কামসূত্র
৬ শাস্ত্রনির্দেশ-অধ্যায়	৬ অর্থশাস্ত্র ও কামসূত্র
৭ বিদ্যাপরিচয়	৭ অর্থশাস্ত্র
৮ কাব্যের আত্মা রস	৮ নাট্যশাস্ত্র ও রুদ্রট-কাব্যালংকার
৯ চারিটি রচনারীতি	৯ ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্র
১০ শিষ্যদিগের শ্রেণীবিভাগ	১০ অর্থশাস্ত্র ও বামনকৃত কাব্যালংকারসূত্র
১১ কাব্যের প্রধানতম হেতু শক্তি	১১ রুদ্রটকৃত কাব্যালংকার
১২ ব্যুৎপত্তির সংজ্ঞা	১২ রুদ্রটকৃত কাব্যালংকার
১৩ বচনের পাঁচটি শ্রেণী	১৩ বায়ুপুরাণ ও বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ
১৪ তিনটি রীতি	১৪ বামনকৃত কাব্যালংকারসূত্র
১৫ কাব্যের বিষয়সমূহের মূল	১৫ বামনকৃত কাব্যালংকারসূত্র
১৬ সংস্কৃত-সাহিত্যের বিষয়বস্তুর দুই-প্রকার শ্রেণী	১৬ উদ্ভট ও ভামহ
১৭ কবির কর্তব্য	১৭ অর্থশাস্ত্র ও কামসূত্র।
১৮ কবির দিনচর্যা	১৮ অর্থশাস্ত্র ও কামসূত্র।
১৯ জম্বূদ্বীপ ও ভারতবর্ষের বর্ণনা	১৯ বায়ুপুরাণ
২০ কাব্যহরণকারী কবির শ্রেণীবিভাগ	২০ বামনকৃত কাব্যালংকারসূত্র, গৌড়বহো এবং ধ্বন্যালোক প্রভৃতি গ্রন্থ।

প্রধান প্রধান অভিনব বিষয়ের আপাততঃ মূল-নির্দেশ করা গেল। বিস্তৃতভাবে আলোচনা প্রতি-অধ্যায়ের আলোচনায় পূর্বে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কাব্যমীমাংসা ও পরবর্তী আচার্যগণ

রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এক অভিনবত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাই পরবর্তী সমালোচকদিগের অনেকে কাব্যমীমাংসার অধ্যায়ের অনুকরণে নিজ-নিজ গ্রন্থে অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যানুশাসনবিবেক' ও বাগভট তাঁহার 'কাব্যানুশাসন ও বৃত্তি'-গ্রন্থে কাব্যমীমাংসা হইতে ব্যুৎপত্তি, প্রকৃতি(অর্থব্যাপ্তি), উপজীবনশিক্ষা, কবিসময়, দেশ ও কাল-সম্পর্কিত অধ্যায়ের অনেকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। শৃঙ্গারপ্রকাশ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও ভাবপ্রকাশনগ্রন্থগুলিও এই কাব্যমীমাংসার নিকটে অনেক বিষয়ে ঋণী।

রাজশেখরের আদর্শ

রাজশেখর নিজের সম্বন্ধে একটি জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্তৃমেণ্ঠতাম্।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া স বর্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ॥

অর্থাৎ, প্রথম জন্মে যিনি মহাকবি বাল্মীকি ছিলেন, দ্বিতীয় জন্মে তিনি ভর্তৃমেণ্ঠ নামে জন্মগ্রহণ করেন; তিনিই তৃতীয় জন্মে নাট্যকার ভবভূতি, ও চতুর্থ জন্মে রাজশেখর-নামক কবিরূপে ইহলোকে বিরাজ করিতেছেন।

এই উক্তিটির সারমর্ম এই যে, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে নাট্যকার ভবভূতি ছিলেন রাজশেখরের আদর্শ। বিদর্ভদেশীয় মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ ভবভূতি কনৌজরাজ যশোবর্মার সভাকবি ছিলেন; রাজশেখরও ছিলেন বিদর্ভদেশীয় মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ এবং কনৌজ-রাজ মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় ও সভাকবি। ভবভূতি মহাবীরচরিত, উত্তররাম-চরিত ও মালতীমাধব-নামক তিনখানি নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন; রাজশেখরও চারিখানি নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন। রাজশেখর রচনাশৈলীর দিক দিয়াও ভবভূতিকে অনুসরণ করিয়াছেন অনেক ক্ষেত্রে। বেদ, ব্যাকরণ, দর্শনপ্রভৃতি নানাশাস্ত্রের জ্ঞানেও রাজশেখর ভবভূতিতুল্য অগ্রসর ছিলেন।

কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্তের সমকালীন 'হয়গ্রীববধ'-মহাকাব্যরচয়িতা ভর্তৃমেণ্ঠ ছিলেন রাজশেখরের দ্বিতীয় আদর্শ। 'হয়গ্রীববধ'-কাব্যের অনেক শ্লোক অলংকারগ্রন্থ ও

সুভাষিতসংগ্রহে উদ্ধৃত আছে। সম্ভবতঃ, রাজশেখর উহারই আদর্শে হরবিলাসকাব্য লিখিয়াছিলেন। রাজশেখর মেণ্ঠরাজের বক্রোক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন—

বক্রোক্ত্যা মেণ্ঠরাজস্য বহন্ত্যা সৃণিরূপতাম্।
আবিদ্ধা ইব ধুন্বন্তি মূর্দ্ধানং কবিকুঞ্জরাঃ॥ —জল্হণ (সূক্তিমুক্তাবলী)

অর্থাৎ, মেণ্ঠরাজের অঙ্কুশরূপ বক্রোক্তিদ্বারা বিদ্ধ হইয়াই যেন কবিহস্তিগণ মস্তক সঞ্চালন বা কম্পিত করেন। মেণ্ঠরাজের বাক্‌চাতুর্যে কবিগণ প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন।

তবে, কবিগুরু বাল্মীকি যে রাজশেখরের নমস্য আদর্শ ও পরম শ্রদ্ধার পাত্র, সে বিষয়ে তাঁহার রামায়ণ-অবলম্বনে রচিত সুদীর্ঘ 'বালরামায়ণ'-নাটকই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কাব্যমীমাংসা

কবিরহস্য

প্রথম অধ্যায়

শাস্ত্রসূচী

ভগবান্ শিব যেরূপ ব্রহ্মা-বিষ্ণুপ্রভৃতি চৌষট্টি-জন শিষ্যকে (কাব্যসম্বন্ধে) উপদেশ দিয়াছিলেন, সেইরূপ কাব্য, নাটক ইত্যাদি রচনার পরে আমরা কাব্য-নাটক সহজে বুঝিবার জন্য কাব্য বিচার করিব। ভগবান্ ব্রহ্মাও তাঁহার মানস-সৃষ্ট নিজ শিষ্যদিগকে সেই শাস্ত্র দান করিয়াছিলেন। দেবগণেরও পূজনীয় সরস্বতী-পুত্র কাব্য-পুরুষ তাঁহাদিগের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। কল্যাণ-কামনাহেতু প্রজাপতি ব্রহ্মা যাবতীয় রীতিনীতিতে অভিজ্ঞ ও দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহ দেখিতে অভ্যস্ত সেই কাব্য-পুরুষকে স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষবাসী প্রজাদিগের মধ্যে কাব্যবিদ্যা প্রবর্তনের জন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি অষ্টাদশ অধিকরণে[১] বিভক্ত কাব্যবিদ্যা স্বর্গীয় কাব্যবিদ্যা-স্নাতকদিগকে[২] বিস্তৃতভাবে বলিলেন।

তাঁহাদিগের মধ্যে সহস্রাক্ষ কবি-রহস্য অধিকরণ রচনা করিলেন ; উক্তিগর্ভ উক্তি[৩]-

১ অধিকরণ-শব্দটির তিনটি ব্যাখ্যা চলিতে পারে : (ক) জৈমিনি ও বাদরায়ণকৃত ধর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্রের প্রতিটি আলোচনার নাম অধিকরণ। অধিকরণের পাঁচটি অঙ্গ—বিষয়, সন্দেহ, পূর্বপক্ষ, উত্তর-পক্ষ, নির্ণয়। কবিরহস্যনামক অধিকরণে এই বিষয়প্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গ সর্বত্র না থাকিলেও কাব্যের উৎপত্তি ও কবিধর্ম ইত্যাদি আলোচনা-স্থলে উহা পাওয়া যায়। (খ) দ্বিতীয়তঃ উহার অর্থ বিচারালয়। এ স্থলেও পূর্ববর্তী আচার্য, সুরানন্দ, শ্যামদেবপ্রভৃতির প্রবর্তিত চিন্তার ধারাগুলিকে বিচার করিয়া গ্রহণ বা বর্জন করা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্র এবং কামশাস্ত্রেও অধিকরণগুলি এইভাবে লিখিত। (গ) তৃতীয়তঃ 'অধিক্রিয়ন্তে প্রস্তূয়ন্তে অর্থাঃ অস্মিন্নিতি অধিকরণম্' অর্থাৎ কোনও বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা হয় যাহাতে। ইহাকে প্রকারান্তরে বলা যায় অধ্যায় বা অধিকার।

২ বেদ-অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ-জীবনযাপনে উদ্যোগী বিদ্যার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করেন ও কতকগুলি বিধি-নিষেধ পালন করিয়া থাকেন। এই প্রকার বিদ্যার্থী স্নাতক নামে পরিচিত। ধর্মমীমাংসা অধ্যয়নেচ্ছু স্নাতকদিগের ন্যায় কাব্যবিদ্যা অধ্যয়নেচ্ছু স্বর্গীয় স্নাতকদিগের নিকট কাব্যপুরুষ কাব্যবিদ্যা বলিলেন। রাজশেখর কাব্যমীমাংসাকে ধর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসার তুল্য মর্যাদা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

৩ ঔক্তিক বা উক্তি-আলোচনা হইতেছে বাক্যগত বিভিন্ন অর্থ-প্রকাশের ধারা। শব্দের দিক্ হইতে ইহা বাচক, লক্ষক, গৌণ ও ব্যঞ্জক এবং অর্থের দিক্ হইতে বাচ্য, লক্ষ্য, গৌণ ও ব্যঙ্গ্য নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ভরতমুনি-প্রবর্তিত রস-সম্প্রদায়ের অনুগামী বলিয়া রাজশেখর 'ঔক্তিক'-অধিকরণে ধ্বনির কথা বলা সম্ভব হইলেও তদানীন্তন সাম্প্রতিক ধ্বনিবাদের উল্লেখ করেন নাই। ভোজদেব সরস্বতীকণ্ঠাভরণে (২.৩৯) উক্তিগুলির আলোচনা করিয়াছেন।

আলোচনা, সুবর্ণনাভ রীতি[৪]-নির্ণয়, প্রচেতায়ন অনুপ্রাস[৫]-আলোচনা, চিত্রাঙ্গদ[৬] চিত্র[৭]

৪ অলংকার-শাস্ত্রের প্রাচীন যুগ হইতেই রীতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রচলিত আছে। ভামহ ও দণ্ডীর ন্যায় প্রাচীন আলোচকগণও রীতি-আলোচনাকে প্রাচীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য কাব্যালংকার ৩১-৩৩ এবং কাব্যাদর্শ ১. ৪০.) বামনাচার্য কাব্যালংকারসূত্রে (১. ২. ৬) ঘোষণা করিলেন যে, "রীতিরাত্মা কাব্যস্য"। কামসূত্রেও সুবর্ণনাভের নাম পাওয়া যায় (কামসূত্র ১. ১. ১৩),

৫ প্রাচীনতম কাব্য-আলোচকগণ অনুপ্রাসকে অলংকার বলিয়াছেন। ভামহ অলংকার-আলোচনার প্রারম্ভেই অনুপ্রাসের সংজ্ঞা দিয়া উহাকে গ্রাম্য ও লাটীয় নামে ভাগ করিয়াছেন। দণ্ডী অনুপ্রাসবহুল রচনাকে বলিয়াছেন নিকৃষ্ট রচনা—(কাব্যাদর্শ ১, ৪৪ ৬০)। কিন্তু ভামহের অনুগামী লেখকগণ অনুপ্রাসের বিভিন্ন শ্রেণীও স্বীকার করিয়াছেন। অনুপ্রাসের আদি প্রবর্তক প্রচেতায়ন সম্ভবতঃ প্রজাপতি প্রচেতসের বংশধর ছিলেন। কবি বাল্মীকিও প্রাচেতস। রামায়ণে প্রায়ই অনুপ্রাসের প্রয়োগ দেখা যায়। রাজশেখর সম্ভবতঃ কবি বাল্মীকিকে প্রচেতায়ন বলিয়াছেন। তবে ইহা বিচার করিতে হইবে যে, বাল্মীকি ছিলেন কবি, আলোচক নহেন।

৬ চিত্রাঙ্গদ চিত্র ও যমক—এই উভয়ের প্রবর্তক হইতে পারেন না; কারণ রাজশেখর এই অধিকরণ-নামতালিকায় যে অনুপ্রাস প্রয়োগ করিয়াছেন, যমক শব্দের সহিত তাহার সঙ্গতি নাই। চিত্রাঙ্গদ চিত্রের প্রবর্তক হইতে পারেন। তাহা ছাড়া রাজশেখর বলিয়াছেন, আঠারটি অধিকরণ আঠার জন পৃথক্ ব্যক্তিদ্বারা রচিত [ইতি ততস্তে পৃথক্ পৃথক্ স্বশাস্ত্রাণি বিরচয়াঞ্চক্রুঃ] (কাব্যমীমাংসা ১)। কেহ কেহ পাঠান্তর ধরিয়াছেন, 'আনুপ্রাসিকং প্রচেতাঃ। যমো যমকানি।"—তবে হস্তলিখিত পুঁথিতে এই পাঠান্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। রামায়ণ এবং মহাভারতের যুগ হইতেই সংস্কৃত সাহিত্যে যমকের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। কালিদাসও রঘুবংশ নবম সর্গে প্রচুর যমক ব্যবহার করিয়াছেন; তবে তাহা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে নাই। ভরত-কথিত চারিটি অলংকারের মধ্যে যমক একটি (ভরত-নাট্যশাস্ত্র, অধ্যায় ১৬)। ভামহের যমক পাঁচ-প্রকার। দণ্ডীও যমকের বিবিধ শ্রেণীর আলোচনা করিয়াছেন (কাব্যাদর্শ ১. ৬১.)। যমক যে অতি প্রাচীন তাহা প্রমাণিত হইল। রাজশেখরের অনুপ্রাস-যোগে শাস্ত্র-সূচী ও শাস্ত্র-প্রবর্তকগণের নামকরণ হইতে মনে হয়, সম্ভবতঃ যমকের প্রবর্তক ছিলেন যম।

৭ মম্মটাচার্যপ্রভৃতি পরবর্তী লেখকগণ এক প্রকার নিকৃষ্ট কাব্যের নাম দিয়াছেন চিত্র ('শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যন্তবরং স্মৃতম্'— কাব্যপ্রকাশ, ১.৫)। রাজশেখর-কথিত 'চিত্র' চিত্রকাব্য নহে—ইহা প্রাচীন আলংকারিকগণ-ধৃত একপ্রকার শব্দালংকার; কাব্যে ব্যবহৃত একপ্রকার বিশিষ্ট শব্দ-সমবায়কে বলে চিত্র; যেমন, চক্রবন্ধ, খড়্গবন্ধ, মুরজবন্ধ, মাত্রাচ্যুতক, প্রহেলিকা ইত্যাদি। রুদ্রট সর্বপ্রথম সরাসরিভাবে উল্লিখিত শব্দ সমবায়গুলিকে শব্দালংকার-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ও নাম দিয়াছেন চিত্র (রুদ্রট ২. ১৩.)। কাব্যালংকার পঞ্চম অধ্যায়ে রুদ্রট এই চিত্রের বিভিন্ন প্রকারও আলোচনা করিয়াছেন।

ও যমক, শেষ শব্দ[৮]-শ্লেষ, পুলস্ত্য বাস্তব[৯] (অলংকার-বিশেষ), ঔপকায়ন ঔপম্য, পারাশর অতিশয়, উতথ্য অর্থশ্লেষ, কুবের উভয়ালংকার[১০], কামদেব বিনোদ[১১]-আলোচনা, ভরত রূপক[১২]-নিরূপণ অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্র, নন্দিকেশ্বর[১৩] রসশাস্ত্র, ধিষণ দোষ-প্রকরণ, উপমন্যু গুণের উপাদান-আলোচনা, কুচমার উপনিষদ্ অর্থাৎ কাব্যক্ষেত্রের গুপ্তবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। তাহার পরে তাঁহারা নিজ নিজ শাস্ত্র পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে গ্রন্থাকারে রচনা করিয়া ফেলিলেন। সেই কাব্যবিদ্যা এইপ্রকারে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় কিয়দংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ; তাই প্রয়োজন-বোধে সেই সম্পূর্ণ শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া

---

৮ রুদ্রটের শ্রেণী-বিভাগ অনুযায়ী শব্দশ্লেষ ও অর্থশ্লেষ যথাক্রমে শব্দালংকার ও অর্থালংকারের অন্তর্গত ; কিন্তু ভামহ, উদ্ভট ও বামন এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ভেদ স্বীকার না করিয়া শ্লেষকে অর্থালংকারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। শেষ যে শ্লেষের প্রবর্তক তাহার কোনও লিখিত প্রমাণ নাই।

৯ এইগুলি রাজশেখরের অর্থালংকার শ্রেণীর অন্তর্গত। রুদ্রটই সর্বপ্রথম বাস্তব, ঔপম্য, অতিশয় ও অর্থশ্লেষ-নামক চারি শ্রেণীতে অর্থালংকারগুলিকে বিভক্ত করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী কেহ এরূপ শ্রেণীবিভাগ করেন নাই। রুদ্রট বলেন "অর্থস্যালংকারা বাস্তবমৌপম্যমতিশয়ঃ শ্লেষঃ। এষামেব বিশেষা অন্যে তু ভবন্তি নিঃশেষাঃ ॥" (কাব্যালংকার ৭. ৯)। রুদ্রটের মতে বাস্তব-অলংকার ২৩, ঔপম্য ২১, অতিশয় ১২, এবং অর্থশ্লেষ ১০ প্রকারের। ইহাতে মনে হয়, রুদ্রট ও রাজশেখর একই আকর-গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াছেন। রুদ্রটের কাব্যালংকারের সহিত রাজশেখরের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ।

১০ শব্দ ও অর্থ এই দুয়েরই শোভা ও বৈচিত্র্যসম্পাদক অলংকার উভয়ালংকার। রুদ্রট (৪. ৩২-৩৪) ও উদ্ভট (পৃষ্ঠা ৩৭—৪০) ইহার আলোচনা করিয়াছেন। ভোজদেব সরস্বতীকণ্ঠাভরণে (চতুর্থঅধ্যায়) ২৪ প্রকার উভয়ালংকার আলোচনা করিয়াছেন। তবে ভোজ ও রাজশেখরের উভয়ালংকার এক নহে।

১১ তরুণ প্রেম-বিহ্বল দম্পতীর বিনোদনের জন্য উৎসবের আয়োজন এই অধিকরণের আলোচ্য বিষয়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (১. ৪) নাগরের বিনোদনহেতু আপানক, উদ্যানবিহার, জলক্রীড়া, কুক্কুটযুদ্ধ, মেষযুদ্ধ, অক্ষক্রীড়া ইত্যাদি উৎসবের উল্লেখ আছে। শারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশন-গ্রন্থে এই উৎসবগুলি ঋতুর ক্রম অনুযায়ী দেওয়া আছে (পৃঃ ১৩৭-১৩৮)। ভোজদেবের সরস্বতীকণ্ঠাভরণেও ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে (৫. ৯৩-৯৬),

১২ রূপক অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর নাট্যের প্রবর্তক নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতমুনি। শারদাতনয় রূপক ও নাট্যকে একই বলিয়াছেন, "নাট্যমুচ্যতে, রূপকং তত্ত্ববেৎ..." (ভাবপ্রকাশন পৃষ্ঠা ১৮০)। ইহার আলোচ্যবিষয় রস, ভাব, ধর্মী, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, আতোদ্য, গান, রঙ্গ এবং সংগ্রহ। নাট্যশাস্ত্রের ছত্রিশটি অধ্যায়।

১৩ মহাদেবের অনুচর নন্দিকেশ্বর ১০০০ অধ্যায়ে কামশাস্ত্র রচনা করেন বলিয়া খ্যাতি আছে। (কামসূত্র ১. ১. ৮)। এই কামশাস্ত্রেরই সংক্ষিপ্ত রূপ দান করেন ঔদ্দালকি, শ্বেতকেতু, বাভ্রব্য, পাঞ্চাল ও বাৎস্যায়ন। এইসূত্রে নন্দিকেশ্বর প্রধানতঃ শৃঙ্গার-রস আলোচনার প্রবর্তক। অপর রসগুলির আলোচনা 'রূপক-নিরূপণে'র অন্তর্গত।

ক্ষুদ্রাকৃতি অথচ সর্বাবয়ব অবস্থায় অষ্টাদশ অধিকরণে রচিত হইল। তাহার প্রকরণ[১৪] ও অধিকরণসূচী এইরূপ :—

শাস্ত্রসংগ্রহ, শাস্ত্রনির্দেশ, কাব্যপুরুষ-উৎপত্তি, পদবাক্য-বিচার, পাঠ-প্রতিষ্ঠা, অর্থানুশাসন, বাক্যবিধি, কবিবিশেষ, কবিচর্যা-রাজচর্যা, কাকুর প্রকারভেদ, শব্দ ও অর্থহরণের উপায়, কবি-প্রসিদ্ধি, দেশ ও কালবিভাগ, ভুবন-কোশ[১৫]—এই লইয়া কবিরহস্য নামক প্রথম অধিকরণ ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়গুলি সূত্রমাত্র; ইহার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য রচিত হইবে। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত ভাবে রচনার উদ্দেশ্য আমাদিগের শিষ্যগণের হিত-সাধন।

আমাদিগের এই কাব্যমীমাংসা বিচিত্র উদাহরণে ভারাক্রান্ত হইলেও গ্রন্থহিসাবে বড়ই লঘু; ইহা কাব্যের চর্চা ও বোধের কারণ বা সহায়স্বরূপ।

মহাবাঙ্ময়ের একাংশ যে কাব্য এই কাব্যমীমাংসা তাহারই মীমাংসা অর্থাৎ বিচার। যিনি এই কাব্যমীমাংসা জানেন না, বাঙ্ময়ের সেই একাংশ যে কাব্য তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় না।

যাযাবর-বংশজাত রাজশেখর মনীষিগণের মত-সমূহ সংক্ষিপ্ত করিয়া কবিদিগের জন্য এই কাব্যমীমাংসা রচনা করিলেন।

রাজশেখর-প্রণীত কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থের কবিরহস্য-নামক প্রথম অধিকরণের
শাস্ত্রসংগ্রহশীর্ষক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

১৪ অধিকরণের এক একটি ভাগের নাম প্রকরণ; অধিকরণের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গ-আলোচনা থাকে প্রকরণে। কবি-রহস্যের প্রকরণগুলিই এখানে বলা হইয়াছে।

১৫ ভুবন-কোশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে। বিস্তৃত বিবরণ ভুবন-কোশে পাওয়া যাইবে বলিয়া রাজশেখর বলিয়াছেন। কিন্তু এই ভুবন-কোশ অধ্যায়সহ সতেরটি অধিকরণ অধুনা লুপ্ত (রাজশেখর অংশে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া হইয়াছে)

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাস্ত্র-নির্দেশ

এই জগতে বাঙ্‌ময়ের দুইটি ধারা—শাস্ত্র ও কাব্য। কাব্যগুলি শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল ও তাহার অনুগামী ; তাই প্রথমতঃ শাস্ত্রগুলি মনোযোগসহ পাঠ করা উচিত। প্রদীপ না জালাইয়া কেহ অন্ধকারে প্রকৃত বস্তুসমূহ দেখিতে পায় না।

এই শাস্ত্র আবার দুই প্রকার—(১) অপৌরুষেয় অর্থাৎ মানুষ বা পুরুষের রচিত নয় (২) পৌরুষেয় অর্থাৎ মানুষের বা পুরুষের রচিত। অপৌরুষেয়[১] শাস্ত্র হইল শ্রুতি অর্থাৎ বেদ। শ্রুতি মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সমষ্টি। অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের অঙ্গ জানাইয়া দেয় মন্ত্র। মন্ত্রসমূহের নিন্দা, প্রশংসা, ব্যাখ্যা ও অনুষ্ঠানে প্রয়োগ জ্ঞাপন করে ব্রাহ্মণ-অংশ। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের নাম ত্রয়ী। অথর্বণ চতুর্থ বেদ। বেদবাক্যের মধ্যে নির্দিষ্ট-অর্থযুক্ত পাদবদ্ধ ছন্দোগ্রথিত বাক্যরাজি ঋক্। গানযোগ্য ঋক্-মন্ত্রই সামমন্ত্র। যজুর্মন্ত্রগুলি ছন্দোহীন ও গানশূন্য। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্বণ—এই চারি বেদ। ইতিহাস, ধনুর্বেদ, গীতবিদ্যা ও আয়ুর্বেদ—এইগুলি উপবেদ।

দ্রৌহিণি[২] বলেন, "বেদ ও উপবেদের সারস্বরূপ সঙ্গীতবিদ্যা পঞ্চম বেদ ; ইহাতে সকল বর্ণের অধিকার আছে।"

আচার্যগণ বলেন, "বেদের ছয়টি অঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দোবিচিতি।"

যাযাবরীয় (রাজশেখর) বলেন, "বেদের অর্থনির্ণয়ে সহায়ক বলিয়া অলংকার বেদের সপ্তম অঙ্গ।" কারণ, অলংকারের পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে বেদের অর্থ-নির্ণয় সম্ভব হয় না। যেমন—

"দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে বাস করে ; তাহারা পরস্পর সখা ও সর্বদাই একত্র থাকে। তাহাদিগের মধ্যে একটি সুমিষ্ট পিপ্পল-ফল আহার করিয়া থাকে ; অন্যটী আহার না করিয়া সকল লক্ষ্য করিয়া থাকে।"[৩] (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৪-৬)।

---

১ পূর্বমীমাংসাবাদিগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বেদকে পুরুষ-রচিত বলিয়াই জানেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর বেদের রচয়িতা—ঈশ্বরও একজন পুরুষ।

২ দ্রৌহিণি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। নাম হইতে মনে হয়, তিনি ছিলেন দ্রুহিণের অর্থাৎ ব্রহ্মার পুত্র। সঙ্গীতশাস্ত্র ও নাট্যবিদ্যা সম্বন্ধে এই গ্রন্থকারের অভিমত রাজশেখর-কর্তৃক কাব্যের বিষয় আলোচনায় (কাব্যমীঃ নবম অধ্যায়) ও শারদাতনয়-কর্তৃক ভাব-প্রকাশনে (পৃঃ ২৩৯) উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩ এই বৈদিক অংশটির ব্যঙ্গ্যার্থ অলংকারের জ্ঞান ব্যতীত পরিস্ফুট হয় না। দ্রষ্টব্য রাজশেখর অংশের দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনা।

ইহা শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ উক্তি। প্রত্যেক অধিকরণে আবার ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্বণ ও ব্রাহ্মণবাক্য উদ্ধৃত করিব এবং লৌকিক সাহিত্য হইতেও উদাহরণ দিব।

বর্ণগুলির উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-প্রযত্নপ্রভৃতিসহ উচ্চারণ-নির্ণয়কারী শাস্ত্রের নাম শিক্ষা—আপিশলি-রচিত শিক্ষাগ্রন্থ প্রভৃতি।

বেদের নানা শাখায় পঠিত মন্ত্রগুলির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রয়োগ-নির্দেশকারী সূত্রের নাম কল্প। তাহাই যজুর্বিদ্যা বা যাগজ্ঞানের অংশবিশেষ।

শব্দসমূহের প্রকৃতি-প্রত্যয়প্রভৃতি নির্ণয় হইতেছে ব্যাকরণ।[৪]

নির্বচন অর্থাৎ প্রতিশব্দ-জ্ঞাপন-মুখে ব্যাখ্যা হইল নিরুক্ত (অভিধান)।

ছন্দঃসমূহের নির্ণয়কারী শাস্ত্র ছন্দো-বিচিতি।

গ্রহগণিতের নাম জ্যোতিষশাস্ত্র।

অলংকারের ব্যাখ্যা পরে করা হইবে।

পৌরুষেয় অর্থাৎ মানুষ-রচিত শাস্ত্র হইতেছে পুরাণ, আন্বীক্ষিকী, মীমাংসা ও স্মৃতিশাস্ত্র এই চারিখানি শাস্ত্র। তাহার মধ্যে প্রায়ই বেদের আখ্যান-ভাগ লইয়া রচিত পুরাণ আঠারখানি। পণ্ডিতগণ বলেন,—

"যে গ্রন্থে জগতের সৃষ্টি, প্রলয়, কল্প, মন্বন্তর ও বংশচরিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে পুরাণ বলিয়া জানিবে।"

কেহ কেহ বলেন, "পুরাণের শাখা-বিশেষই ইতিহাস।" ইতিহাস[৫] দুইপ্রকার, পরি(র) ক্রিয়া ও পুরাকল্প। কথিত আছে,—

"ইতিহাস-রচনা দুইপ্রকার, পরি(র)ক্রিয়া ও পুরাকল্প। পূর্বটীতে নায়ক থাকে একটি ; দ্বিতীয়টিতে নায়ক থাকে বহু।" যেমন, রামায়ণ (পরক্রিয়া) ও মহাভারত (পুরাকল্প)—এই দুইটি উদাহরণ। বিদ্যাস্থান-ব্যাখ্যার সময় আন্বীক্ষিকীর কথা বলিব। সহস্রটি ন্যায়[৬] অবলম্বনে বেদবাক্যসমূহের যে ব্যাখ্যা ও বিচার, তাহা

৪ তুলনীয়— "প্রকৃতিপ্রত্যয়োপাধিনিপাতাদিবিভাগশঃ। পদান্বাখ্যানকরণং শাস্ত্রং ব্যাকরণং বিদুঃ" (অভিধানচিন্তামণি টীকা)

৫ রাজশেখরের মতে ইতিহাস উপবেদ। বৈদিক বিধি-নিষেধের অংশ-বিশেষ যে অর্থবাদ তাহা চারিপ্রকার—নিন্দা, প্রশংসা, পরকৃতি ও পুরাকল্প। শেষোক্ত অর্থবাদ দুইটি ইতিহাস। অর্থবাদের চারি ভাগ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র ২৪. ১. ৩৩ ; গৌতম ন্যায়সূত্র ২. ১. ৬৫ ; শাবরভাষ্য ২.১.৩০, জৈমিনি ৬.৭.২৬, বায়ুপুরাণ ৫৯. ১৩৬-১৩৭।

৬ এই শব্দটীর আক্ষরিক অর্থ ধরিলে ভুল হইবে ; ব্রহ্মমীমাংসায় এক সহস্র ন্যায় নাই ; অবশ্য ধর্মমীমাংসায় এক সহস্র ন্যায় আছে।

মীমাংসা শাস্ত্র। মীমাংসা দুইটি—(১) বৈদিক বিধিসমূহের বিচার (২) বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিষয়ক বিচার। স্মৃতিশাস্ত্রপাঠকালে শ্রুতির অর্থাৎ বেদের বক্তব্য স্মরণ হয় বলিয়া ইহাকে স্মৃতি বলে (স্মৃতি শ্রুতির ভিত্তিতে রচিত); স্মৃতি আঠারখানি।

আচার্যগণ বলেন—"চারিবেদ, ছয়খানি অঙ্গ, চারিখানি শাস্ত্র— এই চৌদ্দটী বিদ্যাস্থান অর্থাৎ বিদ্যা বা জ্ঞানের উৎস।" এই বিদ্যাস্থানগুলি স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষনামক ত্রিভুবন ব্যাপিয়া বর্তমান। তাই মনীষীরা বলিয়াছেন—

"যিনি সহস্র বৎসরের শেষ অবধি বাঁচিতে পারেন, তিনিও বিদ্যাস্থানগুলির শেষ পর্যন্ত যাইতে সমর্থ হন না। তাই, যাবতীয় বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল; গ্রন্থভীরু-দিগের প্রীতির জন্য বিস্তৃত ব্যাখ্যা বর্জিত হইল।"

যাযাবরীয়ের অভিমত এই যে, বেদ-বেদাঙ্গপ্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যাস্থানের একমাত্র আধার-স্থানীয় যে কাব্য তাহা হইতেছে পঞ্চদশ বিদ্যাস্থান; কারণ, কাব্য গদ্য ও পদ্যরূপ উভয়ভাবে রচিত, কবিধর্মযুক্ত (সত্যদ্রষ্টা কবিদিগের সত্য ইহাতে নিহিত) ও কল্যাণকর-উপদেশপূর্ণ; উপরন্তু ইহা শাস্ত্রসমূহের অনুসরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ যাবতীয় শাস্ত্রের সারমর্ম ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে।

অন্য পণ্ডিতেরা বলেন,—"পূর্বোক্ত বিদ্যাস্থান ও বার্তা, কামসূত্র, শিল্পিশাস্ত্র এবং দণ্ডনীতি মিলিয়া বিদ্যাস্থান মোট আঠারটী।" আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি—এইগুলি বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়। উশনসের শিষ্য-সম্প্রদায়ের মতে, "দণ্ডনীতিই একমাত্র বিদ্যা।" দণ্ডভয়েই সমগ্র জগৎ নিজ নিজ কর্মে অবস্থান করে। বৃহস্পতির শিষ্য-সম্প্রদায় বলেন, "বিদ্যা দুইটি; বার্তা ও দণ্ডনীতি।" সাংসারিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা রক্ষার উপায় হইতেছে বৃত্তিবিভাগ ও শৃঙ্খলারক্ষা অর্থাৎ বার্তা ও দণ্ডনীতি। মনুর অনুগামী সম্প্রদায় বলেন, "বিদ্যা তিনটী; ত্রয়ী (বেদ), বার্তা ও দণ্ডনীতি।" বার্তা ও দণ্ডনীতির উপদেশ-দাতা বেদ (অর্থাৎ বেদের ভিত্তিতে বার্তা ও দণ্ডনীতি রচিত)। কৌটিল্য বলেন, "বিদ্যা চারিটী; আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি।" আন্বীক্ষিকীর সাহায্যে বিচারিত ও বিবেচিত হইলে ত্রয়ী বার্তা ও দণ্ডনীতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে।

যাযাবরীয় বলেন, "সাহিত্য-বিদ্যা অর্থাৎ কাব্যতত্ত্ব-আলোচনা পঞ্চম বিদ্যা।" এই সাহিত্য-বিদ্যা উল্লিখিত চারিটী বিদ্যারই সার বা নির্যাস। এই বিদ্যাগুলির সহায়তায় লোকে ধর্ম ও অর্থের স্বরূপ জানিতে পারে বলিয়াই বিদ্যাগুলির বিদ্যাত্ব অর্থাৎ সার্থকতা। ইহাদিগের মধ্যে ত্রয়ীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষক্রমে আন্বীক্ষিকীর[৭] দুই ধারা। জৈনদর্শন, বৌদ্ধদর্শন ও লোকায়ত মত (চার্বাক দর্শন প্রভৃতি) হইল পূর্বপক্ষ; সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক-দর্শনগুলি উত্তরপক্ষ। এই ছয়খানি দর্শন হইল তর্ক।

তর্কে তিনপ্রকার কথা (যুক্তি) থাকে—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। নিরপেক্ষ দুই ব্যক্তি-কর্তৃক সত্য নিরূপণের জন্য কোনও বিষয়ের স্বরূপের যে বিচার বা আলোচনা তাহা 'বাদ'। জয়েচ্ছু ব্যক্তির স্বীয় পক্ষ স্থাপনের জন্য ছল,[৮] জাতি,[৯] নিগ্রহ[১০]

৭ আন্বীক্ষিকীর সংজ্ঞায় কৌটিল্য বলিয়াছেন, 'বলাবলে চৈতাসাং (ত্রয়ীবার্তাদণ্ডনীতীনাং) হেতুভির-ন্বীক্ষমাণা আন্বীক্ষিকী' অর্থাৎ হেতু ও যুক্তি দ্বারা ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতির বলাবল নির্ণয় করে আন্বীক্ষিকী। এই হেতু ও যুক্তি, সাংখ্য-যোগ এবং লোকায়ত-দর্শনসমূহ আন্বীক্ষিকীর অন্তর্গত। কিন্তু ন্যায়সূত্রভাষ্যে বাৎস্যায়ন (১. ১. ১) আন্বীক্ষিকীর সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

''প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্যান্বীক্ষণমন্বীক্ষা। তয়া প্রবর্তত ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্'—প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির সাহায্যে বুঝিয়া শেষে বিশেষ জ্ঞানের জন্য অথবা দৃঢ়তর জ্ঞানের জন্য অথবা প্রতিবাদীকে মানাইতে মধ্যস্থের সংশয় নিবৃত্তির জন্য অনুমান-প্রমাণকে আশ্রয় করা হয়। এই অনুমানকে "অন্বীক্ষা" বলা হয়। 'অনু' শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। যাহা দ্বারা পশ্চাৎ ঈক্ষণ কিনা—জ্ঞান হয় তাহাকে "অন্বীক্ষা" বলা যায়। আবার, প্রত্যক্ষ কিংবা শ্রুতির সাহায্যে যাহা অবগত হওয়া যায়, সেই বিষয়ে পরে আলোচনা বা মনন করার নাম অন্বীক্ষা। যে শাস্ত্র ঐ অন্বীক্ষার সহায়তা করে, তাহার নাম আন্বীক্ষিকী। রাজশেখর এস্থলে আন্বীক্ষিকীর অন্তর্গত করিয়াছেন ছয়টি দর্শন-শাস্ত্র। পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষক্রমে ঐ ছয়টিকে তিনি দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—(১) পূর্বপক্ষের অন্তর্গত জৈন-বৌদ্ধ-চার্বাকদর্শন (২) উত্তরপক্ষের অন্তর্গত সাংখ্য-ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন। ইহার মিলিত নাম তর্ক। এই ছয়টি দর্শন-শাস্ত্র নানা প্রমাণের সাহায্যে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ প্রভৃতি প্রমেয়ের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া ইহারা ব্যাপক অর্থে তর্ক নামেও খ্যাত। 'অবিজ্ঞাত-তত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ' (ন্যায়সূত্র ১.১.৪০)—এই সূত্রের বাৎস্যায়ন-অনুযায়ী অনুবাদ—"অজ্ঞাত-তত্ত্ব পদার্থে অর্থাৎ যে পদার্থ সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু তাহার প্রকৃত তত্ত্বটি বুঝা যাইতেছে না, তদ্বিষয়ে সংশয় হইতেছে—এমন পদার্থে, তত্ত্বটি জানিবার জন্য প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত যে "উহ" অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষ, তাহা "তর্ক"।

৮ ছল মহর্ষি গোতমের ন্যায়দর্শনে সম্মত একটি পদার্থ। বক্তা যে তাৎপর্যে বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহার বিপরীত অর্থের কল্পনা করিয়া বক্তার বাক্যে দোষ উদ্ভাবন করার নাম ছল। এই ছল তিন প্রকার (১) বাক্ছল (২) সামান্য ছল (৩) উপচার ছল। (দ্রষ্টব্য ন্যায়সূত্র ১. ২. ১০-১১ ও তাহার ভাষ্য)

৯ ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া শুধু সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যের দ্বারা বাক্যে দোষের উদ্ভাবন করাকে 'জাতি' বলা হয়। জাতি চব্বিশ প্রকার; সাধর্ম্যসমা, বৈধর্ম্যসমা, উৎকর্ষসমা প্রভৃতি। (দ্রষ্টব্য ন্যায়সূত্র ১.২.১৮ ও তাহার ভাষ্য)

১০ নিগ্রহ বা নিগ্রহস্থানই গোতমের ষোড়শ বা শেষ পদার্থ। বিচারে পরাজয়ের নাম নিগ্রহ; নিগ্রহের স্থান অর্থাৎ কারণকেই 'নিগ্রহস্থান' বলে। যে-সকল বাক্যে বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিচার্য বিষয়ের বিপরীত জ্ঞান, অথবা বিচার্য বিষয়ে অপ্রতিপত্তি (অজ্ঞানতা) প্রকাশ পায়, তাহার নাম

প্রভৃতির আশ্রয়-গ্রহণের নাম জল্প। যে যুক্তি নিজপক্ষ স্থাপন করে না, অথচ, পরপক্ষের দোষ আবিষ্কার করে, তাহাকে বলে বিতণ্ডা।

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য হইল বার্তা। আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ও বার্তা দ্বারা বিষয়-লাভ হয়। সেই লব্ধ-বিষয়ের রক্ষার উপায় দণ্ড; দণ্ড-বিষয়ক নীতি দণ্ডনীতি। এই দণ্ডনীতিতে সমাজ ও সংসারযাত্রা সুনিয়ন্ত্রিত। এই গেল শাস্ত্রের কথা। ইহাদিগের সাধারণ লক্ষণ নিম্নরূপ—

"যে শাস্ত্রসমূহের গঠনপদ্ধতি নদী-প্রবাহের মত প্রথমতঃ ক্ষীণ ও তুচ্ছ হইয়া ক্রমে ক্রমে বিপুল আকৃতি ধারণ করে, সেই শাস্ত্রসমূহ লোকসমাজে সমাদর লাভ করে।"

এই শাস্ত্রসমূহের রচনা সূত্র, বৃত্তি, ভাষ্যপ্রভৃতি রচনার দ্বারা হইয়া থাকে। যাহাতে বিষয়ের সূত্রণ অর্থাৎ সূচনামাত্র থাকে, তাহাকে সূত্র[১১] বলে। জ্ঞানিগণ বলেন যে—"যাহাতে অল্প অক্ষর থাকে, যাহার অর্থ স্পষ্ট সন্দেহহীন গম্ভীর ও ব্যাপক, যাহাতে একটী বর্ণও নিরর্থক নহে ও যাহা দোষবর্জিত, সেইরূপ শব্দসমষ্টিকে সূত্রকারগণ সূত্র বলিয়া জানিতেন।"

সূত্রগুলির সম্পূর্ণ সারাংশ বর্ণনার নাম বৃত্তি। সূত্র ও বৃত্তির বিচার (পরীক্ষা) হইল পদ্ধতি। স্বীয় স্থাপিত মতের আপাতঃ খণ্ডন বা নিন্দামুখে সত্য নির্ধারণ এবং স্বীয় মতের স্থাপনমূলক সুদৃঢ় ভাষণের নাম ভাষ্য[১২]। ভাষ্যের মধ্যে সমীক্ষা থাকে। এই সমীক্ষা[১৩] অবান্তর বিষয় লইয়া আলোচনা। অর্থের যথাসম্ভব টীকন অর্থাৎ

'নিগ্রহস্থান'। নিগ্রহস্থান বাইশ প্রকার; প্রতিজ্ঞা-হানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞা-বিরোধ প্রভৃতি। (দ্রষ্টব্য ন্যায়সূত্র ১. ২. ১৯ ও তাহার ভাষ্য)

[৭, ৮, ৯, ১০ নং পাদটীকা মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বঙ্গভাষায় রচিত ন্যায়-দর্শন ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য মহাশয়ের ন্যায়দর্শন—এই গ্রন্থ দুইখানির সাহায্যে লিখিত]

১১ শাস্ত্রীয় সূত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ত পারিভাষিক বাক্য; ইহাতে অল্পকথায় অনেক বেশি বিষয় প্রকাশের সংকেত থাকে। (দ্রষ্টব্য বায়ুপুরাণ ৫৯.১৪২)

১২ সূত্র ও বৃত্তিতে স্থাপিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণা করিয়া পুনরায় সেই বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন পূর্বক সমাধান করার যে আলোচনা-প্রণালী, তাহাকে ভাষ্য বলা হয়। ইহার তিন অংশ—(১) উদ্দেশ্য (২) লক্ষণ (৩) পরীক্ষা।

১৩ ভাষ্যের মধ্যে প্রকৃত বিষয় ছাড়িয়া দিয়া অন্য অবান্তর বিষয় লইয়া যে বিচার প্রায়ই দেখা যায় তাহার নাম সমীক্ষা।

উল্লেখকে বলে টীকা[১৪]। কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ প্রভৃতি যাহাতে আলোচিত হয় তাহাকে বলে পঞ্জিকা। যাহাতে সিদ্ধান্তের উল্লেখমাত্র করা হয় তাহাকে কারিকা বলে। মূলগ্রন্থে কি বলা হইয়াছে, কি বলা হয় নাই, কি যথোচিত ভাবে বলা হয় নাই,—এই প্রকার বিচার যে গ্রন্থে করা হয়, তাহার নাম বার্ত্তিক। এই হইল শাস্ত্রের নানা ভেদ।

"শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থকে বিস্তৃত, অস্পষ্ট অর্থটীকে পরিস্ফুট, অল্পকে বহু ও বহুকে অল্প করিয়া রচনা করিতে করিতে শাস্ত্র-কবি গড়িয়া উঠে।"

শাস্ত্রের যে-কোন এক অংশ লইয়া যে গ্রন্থ রচিত, তাহার নাম প্রকরণ। (গ্রন্থমধ্যে) অধ্যায়প্রভৃতি অবান্তর বিভাগ বা ছেদ গ্রন্থকারগণের নিজের ইচ্ছানুযায়ী রচিত হয়। উহার নির্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া যায় না ও উহার বর্ণনা করা চলে না। শব্দ এবং অর্থের যথাযথ 'সহভাব' অর্থাৎ মিলনের দ্বারা যে বিদ্যা, তাহা সাহিত্যবিদ্যা। উপবিদ্যা কিন্তু চৌষট্টিটী। সেগুলি আবার কলা-বিদ্যা— ইহাই পণ্ডিতগণের অভিমত। এই কলা কাব্যের উপজীব্য অর্থাৎ কলা ছাড়া কাব্যের চলে না। তাহা 'ঔপনিষদিক' অধিকরণে বলিব।

এইরূপে শিক্ষিত ও জ্ঞানিগণের রচনা-পদ্ধতির অন্ত নাই; তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিদ্বারা তাহা বুঝিতে হয়। গ্রন্থ বিস্তৃত হইয়া যায় বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করা হইল।

রাজশেখর-প্রণীত কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থের কবিরহস্য-নামক প্রথম অধিকরণের
শাস্ত্র-নির্দেশশীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল ॥

---

১৪ সূত্র, বৃত্তি, পদ্ধতি ও সমীক্ষার মধ্য দিয়া মিলিতভাবে যতটা অর্থের সূচনা ঘটে, সেই যাবতীয় অর্থের যথাসম্ভব টীকন অর্থাৎ উল্লেখের নাম টীকা।

তৃতীয় অধ্যায়

কাব্যপুরুষের জন্ম-কথা

গুরুগণের নিকট এইরূপ প্রাচীন পবিত্র কথা শুনিয়াছি যে, পুরাকালে শিষ্যেরা বৃহস্পতিকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনার গুরু সরস্বতীপুত্র সেই কাব্যপুরুষ কীরূপ।" দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন —

পুরাকালে সরস্বতী পুত্র কামনা করিয়া হিমালয়-পর্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। সন্তুষ্টমনে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন—"আমি তোমার পুত্র সৃষ্টি করিতেছি।" তাহার পর সরস্বতী কাব্যপুরুষকে প্রসব করিলেন। তিনি উত্থান করিয়া পাদবন্দনাপূর্বক ছন্দো[১]বদ্ধ বাণী উচ্চারণ করিলেন—

"হে মাতঃ, এই যে সমগ্র বাঙ্‌ময় (অর্থাৎ তোমার স্বরূপ) অর্থের আকারে (অর্থাৎ পদার্থের আকৃতিতে) বিবর্তিত (প্রতিভাত) হইতেছে, সেই (বিবর্তস্বরূপ) আমি কাব্যপুরুষ আপনার চরণযুগল বন্দনা করি।"

বেদেই যাহা দেখা যাইত সেই ছন্দোবদ্ধ লৌকিক ভাষায় লাভ করিয়া দেবী সানন্দে তাঁহাকে ক্রোড়-পালঙ্কে তুলিয়া লইলেন এবং সস্নেহে বলিলেন—"বৎস, তুমি ছন্দোযুক্ত বাক্যের রচয়িতা; আমি বিশ্বভাষার মাতা হইলেও তুমি তোমার মাতা আমাকে পরাজিত করিয়াছ। ইহা বড়ই প্রশংসনীয়। মনীষীরা বলেন যে, 'পুত্রের নিকট পরাজয় দ্বিতীয় পুত্রজন্ম।' তোমার পূর্ববর্তী বিদ্বানেরা গদ্য দেখিয়াছিলেন, পদ্য নহে। আর, এখন হইতে তোমার প্রথম আবিষ্কার এই যে ছন্দোযুক্ত বাণী, তাহারই প্রচলন হইবে। অহো, তুমি প্রশংসা ও গৌরবের যোগ্য। শব্দ ও অর্থ তোমার শরীর, সংস্কৃত তোমার মুখ, প্রাকৃত বাহু, অপভ্রংশ জঘনদেশ, পৈশাচী চরণযুগল এবং মিশ্রভাষা তোমার বক্ষঃস্থল। তুমি নিরপেক্ষ, প্রসন্ন, মধুর, উদার এবং ওজস্বী হইবে। ভাবপ্রকাশে নিপুণ ও সার্থক বাক্য তোমার বাণী, রস তোমার আত্মা, ছন্দোগুলি তোমার রোমরাজি, প্রশ্নোত্তর ও সমস্যাপূরণপ্রভৃতি তোমার কথার খেলা এবং

১ রাজশেখর এখানে ছন্দোময়ী রচনার উৎপত্তি সন্ধান করিয়া ধারাবাহিকক্রমে সেই রচনার বিকাশ ও প্রসঙ্গতঃ ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত রীতি-নীতির বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি একজন কাব্য-পুরুষের কল্পনা করিয়াছেন—এই কাব্য-পুরুষ সমগ্র সাহিত্য-বিদ্যার আকর। সরস্বতীর পুত্র তিনি কবির আশ্রমে পালিত; সাহিত্য-বিদ্যার প্রতিমূর্তি উমাকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ। এই কাব্য-পুরুষ কাব্যমীমাংসার প্রাচীনতম অধ্যাপক।

অনুপ্রাস উপমাপ্রভৃতি হইবে তোমার অলংকার। যিনি ভবিষ্যৎ (ভাবী) বিষয়কেও ব্যক্ত করেন, সেই বেদ বা শ্রুতিও তোমার কীর্তি গান করিয়া থাকেন—

'চারিটী বৃত্তি ও চারিটী প্রবৃত্তি ইহার দুইটী শৃঙ্গস্বরূপ; অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনানামক তিনটী শক্তি ইহার তিনটী পদ; প্রকৃতি ও প্রত্যয় ইহার দুইটী মস্তক; নাম, আখ্যাত, নিপাত, উপসর্গ, কর্মপ্রবচনীয়, গতি ও অব্যয় ইহার সাতখানি হাত; মাধুর্যপ্রভৃতি গুণবিশিষ্ট তিনটি রীতিক্রমে ইহা নিবদ্ধ; কীর্তিপ্রভৃতি কবি-কামনা বর্ষণের ফলে এই কাব্য বৃষস্বরূপ; এইরূপ কাব্যাধিষ্ঠাতা মহাদেব (বা দ্যুতিশীল তেজোরাশি) মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হইলেন।'

"তথাপি ধৃষ্টলোকের কর্ম হইতে তুমি বিরত হইবে। শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিবে।"—ইহা বলিয়া, বৃক্ষাশ্রিত (গাছে ঠেঁস-দেওয়া) একটি গণ্ডশৈলের (পর্বতগাত্র হইতে বিচ্যুত প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ড) উপরিতলরূপ শয্যায় তাঁহাকে স্থাপন করিয়া তিনি আকাশ-গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন। এই সময়ের মধ্যে কুশ এবং সমিধ্ আহরণে বহিরাগত মহামুনি উশনা (শুক্রাচার্য) সূর্যের স্থান পরিবর্তনহেতু রৌদ্রতপ্ত সেই শিশুকে দেখিতে পাইলেন। "কাহার এই অনাথ শিশু" ইহা চিন্তা করিতে করিতে তিনি তাঁহাকে নিজের আশ্রমে লইয়া গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে আশ্বস্ত হইয়া সেই সরস্বতীপুত্র তাঁহার অর্থাৎ শুক্রাচার্যের অন্তরে এই ছন্দোময়ী বাণী সঞ্চারিত করিলেন। শুক্রাচার্য অকস্মাৎ এই কবিতা উচ্চারণ করিয়া বিস্ময়ের সৃষ্টি করিলেন—

"কবিরূপ দোহনকারিগণ প্রতিদিন দোহন করিলেও যাঁহাকে দোহন করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, উৎকৃষ্ট-উক্তিসমূহে পরিপূর্ণা সেই ধেনুরূপা সরস্বতী আমাদিগের হৃদয়ে সন্নিহিত (অবস্থিত) হউন।"[২]

'শুক্রাচার্যরচিত এই কবিতার আবৃত্তি পাঠকদিগের মেধাজনক'—ইহাও ঘোষিত হইল। সেই সময় হইতে সেই শুক্রাচার্যকে পণ্ডিতগণ কবি বলিয়া থাকেন এবং তাহারই অর্থাৎ কবি-শব্দেরই গৌণ অর্থে অন্য কবিগণ লোক-ব্যবহারবশতঃ কবি বলিয়া খ্যাত। কবি-শব্দটীও বর্ণনার্থক ও কাব্যকর্মক কবৃ-ধাতু[৩] হইতে নিষ্পন্ন।

২ "ত্রিবিক্রম-রচিত দময়ন্তী-চম্পূর কতকগুলি পুঁথিতে এই কবিতাটি মঙ্গলশ্লোক-রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।"—কাব্যমীমাংসার গাইকোয়াড় সংস্করণে সি. ডি. দালাল এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

৩ পাণিনি মতে কবৃ-ধাতুর অর্থ বর্ণ অর্থাৎ রঙ দেওয়া; রাজশেখর অর্থ ধরিয়াছেন বর্ণনা করা। পাণিনি-মতানুযায়ী 'কবি' শব্দ কুঙ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উজ্জ্বলদত্ত কু-ধাতু হইতে কবি-শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন; কুঙ্ ও কু ধাতুর অর্থ শব্দ করা। খুব সম্ভব এখানে পাঠ হওয়া উচিত 'কুঙ্-বর্ণে'; অনুবাদ হইবে 'বর্ণনার্থক কুঙ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন'।

আর, কাব্যের সহিত একরূপ অর্থাৎ অভিন্ন হওয়ায় সরস্বতীপুত্রকেও পণ্ডিতগণ গৌণার্থে কাব্যপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

তাহার পরে দেবী সরস্বতী ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। প্রসঙ্গক্রমে (ঘটনাক্রমে) মুনিবর বাল্মীকি সেখানে আসিয়া পড়িলেন। তিনি বিনীতভাবে সেই সংবাদ বলিয়া দেবী সরস্বতীকে ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্যের আশ্রমটী দেখাইয়া দিলেন। তখন দেবীর স্তনযুগল হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতেছিল। তিনি পুত্রকে কোলে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া মস্তকে চুম্বন করিলেন এবং শান্তি ও স্বস্তির সহিত প্রচেতার পুত্র মহর্ষি বাল্মীকিকেও ছন্দোবদ্ধ বাক্যসমূহ গোপনে দান করিলেন। তিনি দেবীকর্তৃক আশীর্বাদপূত ও অনুপ্রেরিত হইলেন।

কোনও ব্যাধের হস্তে সহচরী নিহত হওয়ায় একটী ক্রৌঞ্চযুবাকে[৪] করুণ ও আর্তস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া শোকার্ত বাল্মীকি এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

"রে ব্যাধ! যেহেতু ক্রৌঞ্চযুগলের কামমোহিত একটীকে হত্যা করিয়াছিস্, সেইহেতু চিরকাল (অনন্ত বৎসরেও) প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না।"

তাহার পর দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন দেবী সরস্বতী সেই শ্লোকটীকেও এই বর দিয়াছিলেন যে, অন্য কোনও কিছু অধ্যয়ন না করিয়াও যিনি প্রথম এই শ্লোকটি অধ্যয়ন করিবেন, তিনি সারস্বত অর্থাৎ সরস্বতীর প্রিয় কবি হইবেন। সেই মহামুনি বচন-বিন্যাসে নিপুণ হইয়া রামায়ণ নামক ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। দ্বৈপায়ন(ব্যাসদেব)ও কিন্তু এই শ্লোক প্রথমতঃ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থাৎ শ্লোক-অধ্যয়নের প্রভাবে শত-সহস্রসংখ্যক কবিতাযুক্ত মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।[৫]

একদিন একজন ব্রহ্মর্ষি ও একজন দেবতার মধ্যে বেদ-বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে

৪ ব্যাধের বাণে সহচরী নিহত হওয়ায় যুবক ক্রৌঞ্চটী শোকার্ত হইয়া বিলাপ করিতেছিল। রাজশেখর-প্রদত্ত এই বর্ণনার সহিত রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার মিল নাই। রামায়ণ-অনুযায়ী স্ত্রী-ক্রৌঞ্চটী পুরুষ-ক্রৌঞ্চ নিহত হওয়ায় বিলাপ করিতেছিল (ভার্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্।—রামায়ণ ১.২.৯-১১) ধ্বন্যালোকেও রাজশেখরের অনুরূপ বর্ণনা আছে; পরবর্তীকালে অভিনবগুপ্ত চতুর ব্যাখ্যার কৌশলে উহা রামায়ণের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন। (সংনিহতসহচরীবিরহকাতরক্রৌঞ্চাক্রন্দজনিতঃ শোক এব শ্লোকতয়া পরিণতঃ—ধ্বন্যালোক পৃঃ ২৭)

৫ রাজশেখরের মতে ছন্দোময়ী-বাণীর রচয়িতা আদি-কবি হইতেছেন কাব্যপুরুষ; দ্বিতীয় কবি কাব্য-পুরুষের পালয়িতা শুক্রাচার্য; তৃতীয় কবি বাল্মীকি-মুনি; চতুর্থ কবি বেদব্যাস; তাহার পরে অন্যান্য কবি।

দয়া-দাক্ষিণ্যশীল ভগবান্ ব্রহ্মা সরস্বতীকে মধ্যস্থ ও বিচারক নিযুক্ত করিলেন। এই বৃত্তান্ত জানিয়া কাব্যপুরুষ তাঁহার মাতৃদেবীকে অনুগমন করিতে লাগিলেন।

'বৎস, ব্রহ্মার বিনা অনুমতিতে তোমার ব্রহ্মলোকে গমন মঙ্গলজনক নহে'—ইহা বলিয়া সরস্বতী তাঁহাকে নিবারণ করিলেন, কিন্তু নিজে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর সেই কাব্যপুরুষ ক্রোধভরে গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রিয় মিত্র কুমার (কার্ত্তিকেয়) উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিলে মাতৃদেবী গৌরী তাঁহাকে বলিলেন, 'বৎস, চুপ কর, এই যে আমি ইহাকে নিষেধ করিতেছি।'

ইহা বলিতে বলিতে দেবী গৌরী চিন্তা করিলেন, 'সাধারণতঃ প্রাণিগণের প্রেম ভিন্ন অন্য কোনও বন্ধন নাই; তাই ইহার বশীকরণের উপায়স্বরূপ একটি বিশিষ্টা নারী সৃষ্টি করিব।' ইহা চিন্তা করিতে করিতে তিনি 'সাহিত্য-বিদ্যা' নামক বধূকে সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে আদেশ করিলেন—

'তোমার এই ধর্মপতি তোমার সম্মুখ দিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া যাইতেছেন; তাঁহার অনুগমন কর এবং তাঁহাকে ফিরাইয়া আন। আর, হে কাব্যবিদ্যাস্নাতক মুনিগণ,[৬] আপনারাও এই দুইজনের চরিত-গাথা গান করুন; ইহাই আপনাদিগের কাব্যের সার-সর্বস্ব হইবে।"

ইহা বলিয়া ভগবতী ভবানী নীরব হইলেন। তাঁহারাও তাহাই করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

তাহার পর তাঁহারা সকলে (সাহিত্য-বিদ্যাবধূ ও মুনিগণ) প্রথমতঃ পূর্বদিকে গমন করিলেন। সেখানে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, ব্রহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদ বর্তমান। সেখানে উমাকন্যা সাহিত্য-বিদ্যাবধূ কাব্যপুরুষকে অনুসন্ধান করিতে করিতে যে বেশভূষা স্বেচ্ছায় ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দেশবাসিনী নারীগণ সেই বেশভূষার অনুকরণ করিয়াছিলেন। সেই স্থানের বেশবিন্যাসপদ্ধতি ঔড্রমাগধী নামে পরিচিত। সেই মুনিগণ এই পদ্ধতির প্রশংসা-বাক্য পাঠ করিলেন—

"চন্দনসিক্ত স্তনযুগলের মধ্যে সূত্রহার স্থাপিত রহিয়াছে, বস্ত্রাঞ্চল সীমন্ত পর্যন্ত প্রসারিত, বাহুমূলদেশ স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান। দূর্বাদলতুল্য মনোরম ও অগুরুসিঞ্চিত গৌড়দেশবাসিনীদিগের এই বেশভূষা চিরদিন শোভা পাইতে থাকুক।"

৬ এস্থলে কাব্যবিদ্যাস্নাতকশব্দের অর্থ, যাঁহারা কাব্য-বিদ্যার পাঠ সমাপ্ত করিয়া কাব্য-রচনায় উদ্যোগী হইতেছেন তাঁহারা।

আর সেই সরস্বতীপুত্রও স্বেচ্ছাক্রমে যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, পুরুষেরাও সেই বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। এই বেশবিন্যাসপদ্ধতিরও সেই নাম। এই সাহিত্য-বিদ্যাবধূ নৃত্য, গীত, বাদ্যপ্রভৃতি অন্য যাহা কিছু করিলেন, তাহা হইল 'ভারতী-বৃত্তি'। সেই বৃত্তিটীকে মুনিগণ পূর্বের মতই প্রশংসা করিলেন। সেইরূপ বেশভূষাতেও কাব্যপুরুষ তাঁহার (সাহিত্যবধূর) বশীভূত হইলেন না। তিনি সমাস, অনুপ্রাস ও যোগবৃত্তিসমূহে[৭] পরিপূর্ণ যাহা বলিলেন, তাহা হইল গৌড়ীয়া রীতি। সেই রীতিটিকে মুনিগণ পূর্ববৎ প্রশংসা করিলেন। বৃত্তি ও রীতির স্বরূপটি অবসরমত আলোচনা করিব।

তাহার পর তিনি পঞ্চালদেশের দিকে চলিতে লাগিলেন। সেখানে পঞ্চাল, শূরসেন, হস্তিনাপুর, কাশ্মীর, বাহীক, বাহ্লীক, বাহ্লবেয়প্রভৃতি জনপদ আছে। উমাকন্যা সাহিত্যবধূ কাব্যপুরুষকে অনুসন্ধান করিতে করিতে যে বেশভূষা স্বেচ্ছায় ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দেশবাসিনী নারীগণ সেই বেশভূষার অনুকরণ করিয়াছিলেন। সেই দেশের বেশবিন্যাসপদ্ধতির নাম 'পাঞ্চাল-মধ্যমা'।

সেই মুনিগণ তাহার প্রশংসা করিলেন--

"কর্ণে তাটঙ্ক (কানের ফুল) কম্পিত হইতেছে ও তাহার আভা গণ্ডদেশে ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে ; নাভি পর্যন্ত লম্বিত উজ্জ্বল মুক্তাহার মৃদুমন্দ আন্দোলিত হইতেছে ; আর, উত্তরীয় কোথাও বা নিতম্বদেশ, কোথাও বা পায়ের গোড়ালি অবধি বেষ্টিত হইয়া আছে ; মহোদয় অর্থাৎ কান্যকুব্জের সুন্দরী নারীগণের এই বেশভূষাকে নমস্কার।"

ইহাতে কিছুটা কোমলভাবাপন্ন সরস্বতীপুত্র যে বেশ-ভূষা ধারণ করিয়াছিলেন, পুরুষেরা সেই বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সাহিত্য-বিদ্যাবধূও যে অল্পমাত্র নৃত্য, গীত, বাদ্য, বিলাসপ্রভৃতি দেখাইলেন, তাহার নাম সাত্বতী-বৃত্তি ; গতি ঈষৎ স্খলিত বলিয়া ইহা আরভটী। তাহাকে সেই মুনিগণ পূর্ববৎ প্রশংসা করিলেন। তেমন বেশভূষাতেও কাব্যপুরুষ ঈষৎ বশীভূত হইলেন মাত্র। সেই উমাকন্যা কিছুটা সমাসবিহীন, অল্প-অনুপ্রাসযুক্ত ও উপচারসম্পন্ন করিয়া কথা বলিলেন। তাহাই পাঞ্চালী রীতি। সেই রীতিটীকে মুনিগণ পূর্ববৎ প্রশংসা করিলেন।

তাহার পর সেই কাব্যপুরুষ অবন্তীদেশের দিকে চলিলেন। সেখানে অবন্তী, বৈদিশ, সুরাষ্ট্র, মালব, অর্বুদ, ভৃগুকচ্ছপ্রভৃতি জনপদ অবস্থিত। উমাকন্যা

[৭] শব্দের অর্থপ্রকাশের যে স্বাভাবিক শক্তি, তাহার অনাদি প্রবাহ হইতেছে বৃত্তিপরম্পরা ; এই স্বাভাবিক শক্তিযুক্ত যে বাক্য তাহা যোগবৃত্তিসমূহে পূর্ণ বাক্য।

সাহিত্যবধূ কাব্যপুরুষকে অনুসন্ধান করিতে করিতে যে বেশভূষা স্বেচ্ছায় ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দেশবাসিনী নারীগণ সেই বেশভূষার অনুকরণ করিয়াছিলেন। সেই দেশের বেশবিন্যাসপদ্ধতির নাম আবন্তী। পাঞ্চাল-মধ্যমা ও দাক্ষিণাত্যার মধ্যবর্তী হইল এই প্রবৃত্তি। তাই সেইস্থানে 'সাত্বতী ও কৈশিকী'—এই দুইটী বৃত্তি প্রচলিত। তাহাকে সেই মুনিগণ প্রশংসা করিলেন—

"পুরুষদিগের বেশবিন্যাস পদ্ধতি পঞ্চাল-দেশের তুল্য ; নারীগণের প্রীতি উৎপাদন করে দাক্ষিণাত্যের পদ্ধতি ; অবন্তীদেশের বচন-ভঙ্গী ও চাল-চলন পরস্পর বিভিন্ন।"

তাহার পর তিনি দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মলয়, মেকল, কুন্তল, কেরল, পালমঞ্জর, মহারাষ্ট্র, গঙ্গ, কলিঙ্গপ্রভৃতি দেশ আছে। সেইস্থানে উমাকন্যা তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে যে বেশভূষা স্বেচ্ছায় ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দেশবাসিনী নারীগণ সেই বেশভূষার অনুকরণ করিয়াছিলেন। সেই বেশবিন্যাস-পদ্ধতির নাম দাক্ষিণাত্যা। তাহাকে সেই মুনিগণ প্রশংসা করিলেন—

"মস্তকে কেশপাশ মূলদেশ হইতে ঈষৎ বঙ্কিম চূড়ার আকারে গ্রথিত ; চূর্ণকুন্তল-রাজিতে ললাটের সৌন্দর্য অতিশয় বর্ধিত ; কটীস্থিত বসন কাঞ্চীদামে দৃঢ় বদ্ধ—কেরলকামিনীগণের এই-রূপ যে বেশ-বিন্যাস, তাহা সুচিরকাল উৎকর্ষ লাভ করিবে।"

সাহিত্য-বিদ্যাবধূর প্রতি অনুরক্ত হইয়া কাব্যপুরুষ যে বেশ-ভূষা ধারণ করিলেন, পুরুষেরা সেই বেশ ধারণ করিলেন। সাহিত্য-বধূও যে বিচিত্র নৃত্য, গীত, বাদ্য, বিলাসপ্রভৃতির অবতারণা করিলেন, তাহা কৈশিকী-বৃত্তি। তাহাকে সেই মুনিগণ পূর্ববৎ প্রশংসা করিলেন। সেই কাব্যপুরুষ তাহাতে অতিশয় বশীভূত হইলেন ও যথাযোগ্য অনুপ্রাসযুক্ত, সমাসবিহীন ও যোগবৃত্তিযুক্ত যাহা তিনি বলিলেন, সেই বচন-ভঙ্গী হইল বৈদর্ভী-রীতি। তাহাকে সেই মুনিগণ পূর্ববৎ প্রশংসা করিলেন।

পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি-শব্দের অর্থ বেশবিন্যাসপদ্ধতি ; বৃত্তি হইতেছে নৃত্য-গীতাদি কলা-বিলাসপদ্ধতি ; আর রীতি হইতেছে বচনবিন্যাসপদ্ধতি। আচার্যগণ বলেন, "বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলি চারি শ্রেণীর ; দেশগুলি অসংখ্য ; দেশভেদে বৃত্তি-প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যহেতু সমগ্রভাবে ইহাদিগের বিবরণ দেওয়া কি করিয়া সম্ভবপর ?"

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন—

"অনন্ত হইলেও দেশগুলিকে মাত্র চারিভাগে ভাগ করিয়া (পণ্ডিতেরা) চক্রবর্তিক্ষেত্র[৮]-ভারতবর্ষের কল্পনা করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে অবান্তর-বিভাগহেতু দেশের সংখ্যা আবার অনন্তই হইয়া পড়ে।"

---

৮ চক্রবর্তিক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ সপ্তদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণে সমুদ্র হইতে উত্তরদিকে সহস্রযোজন অবধি চক্রবর্তিক্ষেত্র। সেইস্থানে এই হইল সাধারণ বেশ-ভূষার পদ্ধতি। তাহার পর দিব্য-অদিব্য-দিব্যাদিব্য-প্রকৃতির নায়কগণ যখন যে-দেশে বাস করেন, তখন সেই দেশের বেশ-ভূষা ধারণ করেন। নিজের দেশে কিন্তু আপন ইচ্ছা অনুযায়ী চলেন। যাঁহারা অন্যদ্বীপবাসী, তাঁহাদিগের হাব-ভাব পোষাক-পরিচ্ছদ সেই দ্বীপে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী হইয়া থাকে। রচনা-পদ্ধতি তিনটি; সেইগুলি পরে[৯] আলোচিত হইবে।

ইহার মধ্যে বিদর্ভদেশে কামদেবের লীলাভূমি বৎসগুল্মনামে[১০] একটি নগরী ছিল। সেইস্থানে সরস্বতী-পুত্র কাব্যপুরুষ উমা-কন্যা সাহিত্য-বিদ্যাবধূকে গান্ধর্ব-বিধি অনুসারে বিবাহ করেন। তাহার পর সেই বর-বধূ প্রত্যাবর্তনকালে সেই সকল দেশে প্রমোদ-ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়-পর্বতেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গৌরী ও সরস্বতী পরস্পরের কুটুম্ব বা আত্মীয় হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সেই বর-বধূ পাদ-বন্দনা করিলে গৌরী ও সরস্বতী আশীর্বাদ দান করিয়া কাব্যপুরুষ ও সাহিত্যবিদ্যাবধূকে উজ্জ্বল শরীরে কবি-চিত্তের অধিবাসী করিয়া দিলেন। তাঁহারা নবদম্পতির বাসস্থানটিকে কবি-লোকের স্বর্গ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কাব্যময় শরীরে মর্ত্যলোকে বাস করিয়াই কবিগণ দিব্যদেহে কল্পের শেষ অবধি সেখানে আনন্দ অনুভব করেন।[১১]

এই হইল ব্রহ্মাকর্তৃক সৃষ্ট প্রাচীনকালের কাব্যপুরুষ। এইভাবে যিনি বিভাগ করিয়া জানেন অর্থাৎ বিশ্লেষণমুখে কাব্যের বিচার করিয়া দেখেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ ও আনন্দ লাভ করেন॥

রাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থের কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে
কাব্যপুরুষের জন্মকথা-শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

৯ কাব্যমীমাংসার তৃতীয় অধিকরণ 'রীতি-নির্ণয়ে' রীতির আলোচনা হইবে বলিয়া প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, রাজশেখর অষ্টাদশ অধিকরণে গ্রন্থ-সমাপ্তির আশা পোষণ করিতেন। সপ্তম অধ্যায়ে অবশ্য তিনটি রীতির আলোচনা আছে।

১০ রাজশেখরের মতে বৎসগুল্ম বিদর্ভদেশের একটী নগর। নর্মদা-নদীর উৎসস্থলে অবস্থিত মহাভারতে উল্লিখিত বংশগুল্ম-নগরের সহিত ইহার ঐক্য দেখান যায়। তবে কামসূত্রে বৎসগুল্ম ও বিদর্ভ দুইটী পৃথক্ দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

১১ এই কবিতার সহিত অর্থশাস্ত্রের (১.৩) 'স্বধর্মং সংদধানো হি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি।' অংশ তুলনীয়।

চতুর্থ অধ্যায়

পদ ও বাক্য সম্বন্ধে বিচার[1]

জ্ঞানিগণ বলেন, শিষ্য[2] দুই শ্রেণীর—(১) বুদ্ধিমান্ (২) আহার্যবুদ্ধি। যাঁহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ শাস্ত্রের অনুসরণ করে, তিনি বুদ্ধিমান্ শিষ্য; আর পুনঃ পুনঃ শাস্ত্র-চর্চার দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি মার্জিত হয়, তিনি আহার্যবুদ্ধি।

বুদ্ধি তিন প্রকার—(১) স্মৃতি (২) মতি (৩) প্রজ্ঞা।

অতীত বিষয়ের স্মরণ করায় যে বুদ্ধি তাহা স্মৃতি; বর্তমানের মনন অর্থাৎ চিন্তা করায় যে বুদ্ধি তাহা মতি; আর অনাগত বিষয়ের জ্ঞান জন্মায় যে বুদ্ধি তাহা প্রজ্ঞা।

এই তিন-প্রকার বুদ্ধিই কবিদিগের উপকার সাধন করে। উল্লিখিত দুই শ্রেণীর শিষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্ শিষ্য শুনিবার ইচ্ছা পোষণ করেন, শুনিয়া থাকেন, গ্রহণ করেন, ধারণ করেন, বিচার করেন, অজ্ঞাত অংশের অনুমান করিয়া থাকেন, সমাধান করিয়া থাকেন এবং সত্যে মন স্থির করেন। আহার্যবুদ্ধি শিষ্যেরও এই সমস্ত গুণই থাকে; কিন্তু তাঁহার একজন প্রশাস্তার প্রয়োজন (অর্থাৎ কেবলমাত্র উপদেশ শ্রবণেই তাঁহার চলে না; একজন শাসক বা দেখা-শোনার লোক সর্বদা প্রয়োজন)।

প্রতিদিন সদ্‌গুরু-উপাসনা এই দুই-শ্রেণীর শিষ্যের শ্রেষ্ঠ গুণ। এই গুরু-উপাসনা বুদ্ধি-বিকাশের পক্ষে কামধেনুস্বরূপ (অর্থাৎ অফুরন্ত উৎস)।

তাই মনীষিগণ বলিয়াছেন—

"জ্ঞানবৃদ্ধ সজ্জনদিগের সহিত পরিচয় (১) প্রথমতঃ বিষয় বা বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের অনুকূল প্রজ্ঞাজ্যোতি বিস্তার করে; (২) তাহার পর তর্ক ও বিতর্কদ্বারা সন্দেহমুক্ত

১ পদ ও বাক্যের বিচার চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ-অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'কাব্যপাক-কল্প'—ইহাও প্রকারান্তরে পদ ও বাক্যের বিচার; কারণ রসের উপযোগী পদ ও বাক্যনির্বাচন-ই তো কাব্যপাক। প্রথম অধ্যায়ে বিষয়সূচীতেও পদবাক্যবিবেকের পরেই সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় পাঠ-প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে।

২ বামনাচার্য কবিদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—(১) অরোচকী (২) সতৃণাভ্যবহারী। তাঁহার মতে অরোচকী উপদেশ গ্রহণের যোগ্য অর্থাৎ শিষ্য। রাজশেখর বামনাচার্য ও কৌটিল্যের অনুসরণে কবিদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—(১) বুদ্ধিমান্ (২) আহার্যবুদ্ধি (৩) দুর্বুদ্ধি; ইঁহাদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্ ও আহার্যবুদ্ধি উপদেশ-গ্রহণের যোগ্য অর্থাৎ শিষ্য হইতে পারেন।

মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে; (৩) তাহার ফলে একান্তভাবে বস্তুতত্ত্বমাত্রে মন নিবিষ্ট হয়। (৪) এইপ্রকারে এই পরিচয় ক্রমশঃ অমৃতের মত মনোরম হয়।

উল্লিখিত দুই-শ্রেণীর শিষ্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের শিষ্য দুর্বুদ্ধি শিষ্য। শিষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্ শিষ্যের সম্যক্ জ্ঞান জন্মে; তিনি একবার শুনিয়াই সমগ্র-বিষয়টী বুঝিয়া থাকেন; কবিগণের প্রকৃত পদ্ধতির অনুসন্ধানে এইপ্রকার শিষ্যের গুরুগৃহে গমন করা উচিত (অর্থাৎ গুরুর উপদেশ শ্রবণ মনন ইত্যাদি করা উচিত)।

আহার্যবুদ্ধি শিষ্যের কিন্তু দুইটী অভাব; প্রথমতঃ বোধের অভাব, দ্বিতীয়তঃ নিশ্চিত জ্ঞানের অভাব। অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞানলাভ এবং বিষয়গত সন্দেহ দূর করিবার জন্য সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ গুরুর নিকট তাঁহার যাওয়া উচিত। দুর্বুদ্ধি শিষ্যের কিন্তু সর্ব-বিষয়ে বুদ্ধি-বিপর্যয়ই ঘটে। সে যেন ঠিক নীলবর্ণে রঞ্জিত একখানি বস্ত্র—তাহাতে অন্য কোনও বর্ণই ফুটে না। যদি দেবী সরস্বতীর প্রভাব বা তেজোরাশি তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তবেই তাহার জ্ঞানলাভ সম্ভবে; ইহা 'ঔপনিষদিক'-অধিকরণে বলিব।

শ্যামদেব[৩] বলেন, "কাব্য রচনার ব্যাপারে কবির সমাধির বিশেষ প্রয়োজন; সমাধি প্রধান কারণ।" সমাধির[৪] অর্থ মনের একাগ্রতা। সমাহিত চিত্ত বিষয়গুলি যথাযথভাবে দেখিতে পায় অর্থাৎ বুঝিতে পারে। কথিত আছে—

"সারস্বত বিদ্যা অর্থাৎ সাহিত্যের গুপ্তবিদ্যা কি অনির্বচনীয় রহস্য! ইহা একমাত্র বিদ্বান্‌দিগেরই অধিকারে; তাহাও আবার একমাত্র নিপুণব্যক্তিই জানেন। তাহাতে সিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে জ্ঞান-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ চিত্তের সমাহিত-ভাব বা একাগ্রতা।"

মঙ্গল বলেন, "অভ্যাস"ই (প্রকৃষ্ট কারণ)। অভ্যাস-শব্দের অর্থ অবিচ্ছিন্নভাবে অনুশীলন। এই অভ্যাসের গতি সর্বত্র ও ইহা সর্বস্থানে শ্রেষ্ঠ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে (অর্থাৎ অভ্যাসের ফলে সকল শাস্ত্র আয়ত্ত করা যায় ও নৈপুণ্য লাভ করা যায়)।

৩ কাব্য-রচনায় মূল-হিসাবে শ্যামদেব 'সমাধি'-কে বলিয়াছেন প্রধান। এই শ্যামদেবকে অনেকে শ্যামিলক মনে করেন, 'পাদতাড়িতকভাণে'র গ্রন্থকার শ্যামিলক কাব্য-মূল নির্ণয়-ব্যাপারে যে অভিমত পোষণ করেন, তাহার সহিত শ্যামদেবের উক্তিগুলির ভাবগত সাদৃশ্য-ই এই অনুমানের কারণ।

৪ বামন তাঁহার কাব্যালংকারে লিখিয়াছেন—"চিত্তৈকাগ্র্যমবধানম্। অবহিতং হি চিত্তমর্থান্ পশ্যতি" (১.৩ ১৭) অর্থাৎ অবধান চিত্তের একাগ্রতা। অবহিত চিত্ত বিষয়-সমূহ দেখিতে পায়।

যাযাবরবংশজাত রাজশেখর বলেন, "আভ্যন্তরীণ বা মানসিক চেষ্টার নাম সমাধি; আর অভ্যাস হইতেছে বাহিরের চেষ্টা। সমাধি ও অভ্যাস—ইহারা উভয়েই 'শক্তি'কে উদ্ভাসিত করে। এই একমাত্র 'শক্তি' কাব্য-রচনার হেতু।" 'শক্তি' হইতেছে প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি-রূপ দুইটি কর্ম শক্তি-কর্তৃক নিষ্পন্ন (অর্থাৎ শক্তি-কর্তৃক প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তির উদ্ভব)। কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা স্ফুরিত হয়; কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে।

যাহাদ্বারা শব্দ ও অর্থসমূহ, অলংকার ও বচন-বিন্যাস, এবং এইপ্রকার অন্যবিষয়ও হৃদয়ে প্রতিভাসিত হয়, তাহাকে প্রতিভা বলে। যাঁহার প্রতিভা নাই, তাঁহার নিকট পদার্থসমূহ থাকে অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ তাঁহার পদার্থের জ্ঞান হয় না। আর, প্রতিভাবান্ ব্যক্তির নিকট না-দেখা জিনিষও প্রত্যক্ষের মত হইয়া উঠে। এই প্রতিভার ফলে জন্মান্ধ (হইয়াও) মেধাবিরুদ্র, কুমারদাস[৫] প্রভৃতি কবি হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। মহাকবিগণও কি এই প্রতিভার সাহায্যে অপর দেশ ও অপর দ্বীপের অধিবাসী পুরুষ ও তাহাদিগের কথা ধারণা করিয়া সেই সেই স্থানের আচার-ব্যবহার বর্ণনা করেন নাই ?

যেমন, অন্য দেশের রীতি-নীতি—

"(বিবিধ উপভোগ্যবস্তুদানে সমর্থ) কল্পবৃক্ষসমন্বিত বনে ইহারা কেবল বায়ু আহার করিয়া জীবন রক্ষায় অভ্যস্ত; স্বর্ণপদ্মের রেণুমিশ্রিত কপিশবর্ণ জলে ত্রিসন্ধ্যা ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য স্নান করিয়া থাকেন; রত্নখচিত শিলাতলে ইহারা ধ্যান-ধারণা করেন। উপরন্তু, দেবাঙ্গনাদিগের সম্মুখেও ইহারা সংযম রক্ষা করেন; অন্য মুনিগণ কঠোর তপস্যাদ্বারা যাহা লাভের কামনা করেন, ইহারা তাহার মধ্যে থাকিয়া আরও তপস্যা করিতেছেন।" —শকুন্তলা ৭.১২.

অন্যদ্বীপের রীতি-নীতি—

"(ইন্দুমতি ! ইহাকে বিবাহ করিয়া) সমুদ্রের তালীবন-মর্মরে মুখরিত বেলা-ভূমির বিভিন্ন স্থানে বিলাস-বিহার কর; আর সমুদ্র-মধ্যবর্তী অন্যান্য দ্বীপ হইতে লবঙ্গ-পুষ্প উড়াইয়া আনিয়া শীতল সমুদ্র-বায়ু তোমার ঘর্মবিন্দু মুছাইয়া দিক্।"

— রঘুবংশ ৬. ৫৭

৫ মেধাবী ও রুদ্র নামে দুই ব্যক্তি, অথবা মেধাবিরুদ্র এক ব্যক্তি—ইহাতেও সন্দেহ আছে। ভামহ মেধাবী নামে একজন আলংকারিকের উল্লেখ করিয়াছেন। আবার শৃঙ্গারতিলক-রচয়িতা রুদ্রের নাম পাওয়া যায়। এই রুদ্রের যথেষ্ট কবিত্ব আছে।

উপাখ্যানে বর্ণিত পুরুষের ব্যবহার—

"(মদনের এই বাণ-সন্ধানের ফলে), চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভে সমুদ্রের জলরাশির মত, মহাদেবেরও ধৈর্য কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল ; বিম্ব-ওষ্ঠী উমার পদ্মের মত সুন্দর বদনের দিকে তাঁহার তিনটি নয়নই যেন পতিত হইবার উপক্রম করিল।"

—কুমার-সম্ভব ৩. ৬৭

অন্যান্য বিষয়ের একটী—

"(সখী ইন্দুমতীর 'ন যযৌ ন তস্থৌ'-অবস্থা-দর্শনে) আনন্দিত হইয়া সহচরী বেত্রধারিণী সুনন্দা হাসিতে হাসিতে কহিল, মাননীয়া রাজকন্যা ! চল, অন্য রাজার নিকট যাই ; (একস্থানে এত বিলম্বে লাভ কি ?)। সুনন্দার এই উক্তিতে সুকুমারী ইন্দুমতী প্রণয়-মধুর রোষ-কষায়িত লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।"

—রঘুবংশ ৬. ৮২

এই প্রতিভা দুইপ্রকার—(১) কারয়িত্রী (২) ভাবয়িত্রী। যে প্রতিভা কবির কাব্য রচনার সহায়ক, তাহা কারয়িত্রী প্রতিভা। এই কারয়িত্রী প্রতিভা আবার তিন প্রকার—(ক) সহজা (খ) আহার্যা (গ) ঔপদেশিকী। পূর্বজন্মের সংস্কার হইতে প্রাপ্ত প্রতিভা সহজা-প্রতিভা অর্থাৎ ইহা স্বভাবসিদ্ধ। এই জন্মের সংস্কার হইতে উৎপন্ন প্রতিভা আহার্যা-প্রতিভা অর্থাৎ ইহা এই জন্মে অর্জিত। মন্ত্র, শাস্ত্রপ্রভৃতির উপদেশের ফলে উৎপন্ন প্রতিভা ঔপদেশিকী অর্থাৎ উপদেশ হইতে উৎপন্ন। এই জন্মের অল্পমাত্র সংস্কার হইতে যে প্রতিভার উদ্ভব ঘটে, তাহাকে সহজা বলে (অর্থাৎ পূর্ব হইতেই ইহা পূর্ণরূপে বর্তমান থাকে, কেবল তাহাকে উদ্বোধিত করিতে হয়)। যে প্রতিভার উৎপত্তিব্যাপারে অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহা আহার্যা-প্রতিভা। ঔপদেশিকী-প্রতিভার বিন্দুমাত্রও পূর্বজন্মলব্ধ নহে—এই জন্মেরই উপদেশ ও পরিশ্রমের ফলে যে সংস্কার জন্মে, তাহা হইতে এই ঔপদেশিকী-প্রতিভার উৎপত্তি।

এই তিন শ্রেণীর প্রতিভার ফলে তিন শ্রেণীর কবি হইয়া থাকে—(১) সারস্বত (২) আভ্যাসিক (৩) ঔপদেশিক। পূর্বজন্মের সংস্কারহেতু যাঁহার বাণী প্রবৃত্ত হয়, তিনি বুদ্ধিমান্ সারস্বত কবি। এই জন্মের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন-হেতু যাঁহার বাণী ও জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়, তিনি আহার্যবুদ্ধি আভ্যাসিক কবি। যাঁহার বাণীর বিকাশ উপদেশপ্রভৃতির ফলেই সম্ভবে, তিনি দুর্বুদ্ধি ঔপদেশিক কবি।

আচার্যগণ বলেন, "অতএব, সারস্বত ও আভ্যাসিকশ্রেণীর কবিগণ মন্ত্র ও তন্ত্রের সাহায্যে চেষ্টা করেন না। কারণ, স্বভাবতঃ মিষ্ট দ্রাক্ষা মিষ্টত্বের জন্য শর্করার

অপেক্ষা রাখে না।" যাযাবরবংশজাত রাজশেখর বলেন, "তাহা নহে।" একই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত দুইটী ক্রিয়া দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে অর্থাৎ (কার্য বা কাব্য দ্বিগুণভাবে উৎকৃষ্ট হয়)।

শ্যামদেব বলেন, "উল্লিখিত তিনশ্রেণীর কবির মধ্যে পূর্ব পূর্ব উৎকৃষ্ট।" যেহেতু—

"সারস্বত কবি নিজের ইচ্ছানুযায়ী রচনা করিতে পারেন ; আভ্যাসিক কবির রচনা-শক্তি পরিমিত অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ; আর উপদেশ-কবি কখনও সুন্দর কখনও বা নিঃসার নিকৃষ্টভাবে রচনা করিয়া থাকেন।"

রাজশেখর বলেন, "উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।" সেই উৎকর্ষ বহুগুণের সম্মিলনে ঘটিয়া থাকে। উপরন্তু—

"বুদ্ধির কৌশল, কাব্যের-অঙ্গশাস্ত্রের[৬] পুনঃ পুনঃ অনুশীলন, এবং কবিত্বের গুপ্ত রহস্য যে শক্তি—এই তিনটীর মিলন দুর্লভ। ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি পূর্বগামী কবিগণের কাব্য পাঠ ও কাব্যের অঙ্গশাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিয়া যদি মন্ত্র ও শাস্ত্রনির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে তৎপর হন, তবে কবি হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব-অর্জন তাঁহার অতীব নিকটবর্তী।"

কবিদিগের তারতম্য অর্থাৎ তুলনামূলক গুণানুসারে এই সাধারণ কথা চলিত আছে—

"কোনও কবির কাব্য তাঁহার নিজের গৃহেই থাকিয়া যায় (ইনি অধম শ্রেণীর কবি)। অপর কবির (মধ্যমশ্রেণীর কবির) কাব্য তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের গৃহ পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। আবার কোনও কবির (উত্তম শ্রেণীর কবির) কাব্য বিশ্বভ্রমণে কৌতূহলী ব্যক্তির মত মূর্খব্যক্তিদিগের মুখে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যায় (অথবা, চিরকাল পণ্ডিতগণের মুখে মুখে প্রচলিত থাকিয়া বিশ্বভ্রমণে কৌতূহলীর ন্যায় চলিতে থাকে।)"

এই হইল কারয়িত্রী প্রতিভা। যে প্রতিভা সমালোচকের উপকার সাধন করে, তাহা ভাবয়িত্রী প্রতিভা। ইহা কবির চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। এই প্রতিভার ফলে কবির কাব্যরচনা-রূপ কর্মবৃক্ষ ফলবান্ হইয়া উঠে। অন্যথা কবির রচনা নিষ্ফল হইয়া পড়ে।

৬ কাব্যের অঙ্গশাস্ত্র বলিতে ছন্দঃ, ব্যাকরণ, অলংকার, কলাপ্রভৃতি শাস্ত্র বুঝাইয়া থাকে ; কারণ, এই শাস্ত্রগুলির জ্ঞান কবির কাব্য রচনায় ও সমালোচকের কাব্য সমালোচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে।

আচার্যগণ বলেন—

"যিনি কবি তিনি সমালোচনা করেন ; আবার যিনি সমালোচক তিনি কাব্য রচনা করেন—তবে কবি ও সমালোচকের আর কি প্রভেদ ?"

কথিত আছে—

"প্রতিভার তারতম্যহেতু পৃথিবীতে বহুবিচিত্র প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। যিনি একাধারে কবি ও সমালোচক, তিনি প্রায়ই শোচনীয় নিকৃষ্ট দশায় উপনীত হন না।"

কিন্তু কালিদাস বলেন, "ইহা ঠিক নহে"। কবিত্ব অর্থাৎ কাব্য-রচনা হইতে কাব্য-সমালোচনা সম্পূর্ণ পৃথক্ ; আবার কাব্য-সমালোচনা হইতে কাব্য-রচনা সম্পূর্ণ পৃথক্ ; কারণ এই দুইটী কার্যের স্বরূপও ভিন্ন, বিষয়ও ভিন্ন।

সেই হেতু পণ্ডিতগণ বলেন,—

"কেহ কেবল বাণী রচনা করিতে সমর্থ ; আবার কেহ তাহা কেবল শ্রবণ করিতেই সমর্থ। এই উভয় বিদ্যাতেই তোমার নিপুণ বুদ্ধি আমাদিগের বিস্ময় জন্মাইতেছে। একই ব্যক্তিতে অনেক বিশিষ্টগুণের সম্মিলন ঘটে না ; স্বর্ণকে জন্ম দেয় এক প্রকার প্রস্তর, আর সেই স্বর্ণ পরীক্ষা করার যোগ্যতা থাকে অন্য প্রকারের প্রস্তরের।"

আচার্য মঙ্গল বলেন,—

"সেই ভাবকগণ (সমালোচকগণ) দুই শ্রেণীর—(১) অরোচকী অর্থাৎ বিবেকী বা বিচারশীল (২) সতৃণাভ্যবহারী অর্থাৎ অবিবেকী বা বিচারবুদ্ধিশূন্য।"

বামনাচার্যের মতানুবর্তীরা বলেন, "কবিগণও উল্লিখিত দুই শ্রেণীর।"

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন, "ভাবকগণ চারিশ্রেণীর ; (১) বিবেকী (২) অবিবেকী (৩) মৎসরী (৪) তত্ত্বাভিনিবেশী"।

বামনাচার্যের মতবাদিগণ বলেন, "ইহার মধ্যে প্রথমশ্রেণীর ভাবকেরা বিচারশীল ; তাহা ব্যতীত অন্য ভাবকেরা তাহার বিপরীত অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধিহীন।"

এখন যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন,—"বিচারশীলতা বা বিবেকবুদ্ধি কি তাঁহাদিগের জন্মগত, না, জ্ঞানলব্ধ অর্জিত সম্পদ ? বঙ্গ বা সীসা যেরূপ শতবার ধৌত করিলেও কৃষ্ণবর্ণ পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ জন্মগত বিবেচনাবুদ্ধি ত্যাগ করেন না। কিন্তু যদি বিচারশক্তি জ্ঞানলব্ধ হয়, তবে বিশেষ প্রকারের জ্ঞানযুক্ত বাক্যে বা গ্রন্থে তাঁহার বিচারশক্তি কার্যকরীই হইবে না।"

আবার, বিচারশক্তির অভাব সর্বসাধারণ—তাই পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে ইচ্ছুক বা কৌতূহলী ব্যক্তিমাত্রের সর্বত্র প্রথমতঃ এই অভাব দেখা যায়। প্রতিভা ও

বিবেকবুদ্ধির দুর্বলতা গুণাগুণ-বিভাগের সূত্র বা মাপকাঠি হইতে পারে না; তাই অনেক কিছু বর্জন করেন, আবার অনেক কিছু গ্রহণ করেন। বিচারশক্তি অনুযায়ী বুদ্ধি মধু ক্ষরণ করিয়া থাকে; শেষ অবধি সত্য দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভ্রান্তধারণার অভাবই (সত্যরূপ) পরম কল্যাণের সন্নিহিত করে। মৎসরী ভাবকের নিকট কিন্তু সত্য বা সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হইয়াও উদ্ভাসিত হয় না; কারণ, মৎসরী ভাবক অন্যের গুণাবলী প্রকাশে বড়ই সংযত বা বাক্কৃপণ। মৎসরী নহে, অথচ বেশ বিদ্বান্, এমন লোক অল্পই মিলিয়া থাকে।

তাই একটি কথা প্রচলিত আছে—

"আচ্ছা, আপনি কে?'

'আমি একজন কবি।'

'বন্ধুবর! কোনও একটী নূতন কবিতা পাঠ করুন।'

'আমি সম্প্রতি কাব্যচর্চাই পরিত্যাগ করিয়াছি।'

'কেন?'

'শুনুন; যে সুকবি বা কবিবর স্বয়ং দোষগুণের সারমর্ম যথাযথ বিচার করেন, তিনি ভাবকই নহেন; যদি দৈবক্রমে তিনি ভাবকই হন, (তথাপি) তিনি মাৎসর্য-দোষমুক্ত হইতে পারেন না।'"

তত্ত্বাভিনিবেশী ভাবক কিন্তু হাজারের মধ্যে যদি বা একটী মিলিয়া থাকে। তাই কথিত আছে—

"যিনি শব্দসমূহের রচনাপদ্ধতি বিচার করেন, পূর্ববর্তী কবিদিগের উত্তম কবিতাতে আনন্দ লাভ করেন, এবং গভীর রস আস্বাদন করিয়া তাৎপর্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, সেই কাব্যশ্রমজ্ঞ (অর্থাৎ কাব্যরচনার পরিশ্রম সম্বন্ধে সচেতন) ব্যক্তি পুণ্যফলেই কদাচিৎ সহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হন; আবার সহৃদয় ব্যক্তিরাও কাব্যবিচারক ব্যক্তির অভাবে অন্তর্বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন।"

ভাবক বা সমালোচক কবির প্রভু, মিত্র, মন্ত্রণাদাতা, শিষ্য, আচার্য অর্থাৎ সকলই হইয়া থাকেন। এমন কি বিচিত্র সম্বন্ধ আছে যে, ভাবক কবির নিকট তাহা হইতে পারে না?

যাঁহার রচনা সমালোচকগণকর্তৃক দশদিকে অর্থাৎ সর্বত্র প্রচারিত হয় না, যাঁহার কাব্য কেবল কবির মানসলোকেই সীমাবদ্ধ, সেই কবির কাব্যের কি প্রয়োজন? সেই কবির কাব্য-রচনা নিরর্থক। পুস্তকের মধ্যেই আবদ্ধ অনেক কাব্য হয়তো গৃহে গৃহে রচিত হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার মধ্যে মাত্র দুইখানি বা তিনখানি সমালোচকের মনের কষ্টিপাথরে দাগ কাটিতে সমর্থ হয়।

সর্বপ্রকার অভিনয়-নির্ণয়কালে নাট্যস্রষ্টা ব্রহ্মা যে-সকল ভুল-ত্রুটি দেখিতে পান নাই, সমালোচকের নিকট শ্রেষ্ঠকাব্যের সেই সকল ত্রুটী সময়ে সময়ে বাহির হইয়া পড়ে।

(ভাবকদিগের) কেহ বাগ্‌ভাবক,[৭] কেহ হৃদয়ভাবক[৮] হইয়া থাকেন। কেহ বা সাত্ত্বিক, আঙ্গিক অথবা সাধারণ অনুভাবের বিচার-পটু ভাবক হইয়া থাকেন।

কোনও সমালোচক (কাব্যপাঠকালে) গুণমাত্র গ্রহণে অভ্যস্ত; কেহ বা দোষমাত্র বর্জনে অভ্যস্ত; আবার কেহ বা একাধারে প্রশংসনীয় গুণের গ্রহণ ও নিন্দনীয় দোষের বর্জনে অভ্যস্ত।

চেষ্টা, মনোযোগ ও অভিনিবেশ সমান হইলেও কাব্য-রচনা বা কাব্য-সমালোচনায় বিচিত্র সাফল্য বা তারতম্য ঘটে; তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষের প্রতি দেবতার অনুগ্রহ এই বৈচিত্র্যের হেতু।

স্বভাবতঃ কবি নহেন, শাস্ত্রেও প্রবীণ নহেন—এরূপ ব্যক্তি যখন কাব্য রচনা করেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি নিজের হঠকারিতা বা জিদের বশে নিজেকে বিড়ম্বিত করেন।

যাঁহার প্রকৃত কাব্যরচনার শক্তি নাই, অথচ কাব্যরচনা বা বোধের কৌতূহল প্রচুর, তাঁহার সাফল্য-লাভ সরস্বতীর তন্ত্রমন্ত্রপ্রয়োগ বলেই সম্ভব হইতে পারে।

যখন কোনও সুধী ব্যক্তি নিজের বাক্য (রচনা) ও অন্যের বাক্যের (রচনার) পার্থক্যটী বুঝিতে বা জানিতে পারেন, তখন তিনি কুকবি বা সুকবি যাহাই হউন না কেন. তাঁহাকে কাব্যক্ষেত্রে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মনে করিতে হইবে।"

কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রীক্রমে প্রতিভার এই দুইটী ভেদ। ইহার পর কাব্যের জননীস্বরূপ 'ব্যুৎপত্তি'-বিষয়ে আলোচনা করিব।

রাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে
'পদবাক্যবিবেক'শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। কাব্যবিশেষে
কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভাবিচারও সংযোজিত হইল।

৭ অনেক সমালোচক কাব্যের সারমর্ম হৃদয় দিয়া অনুভব করেন ও তাহা বাক্যে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রাখেন; তাঁহারা বাগ্‌ভাবক অর্থাৎ এই শ্রেণীর ভাবক কাব্যের বাক্যের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

৮ যে সমালোচক কাব্যের সারমর্ম হৃদয় দিয়া অনুভব করেন, কিন্তু শব্দে বা বাক্যে তাহার প্রকাশ দেন না, তিনি হৃদয়ভাবক অর্থাৎ এই শ্রেণীর সমালোচক কাব্যের অর্থের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যুৎপত্তি ও কাব্যপাক

আচার্যগণ বলিয়া থাকেন, "বহুবিষয়ের জ্ঞানের নাম ব্যুৎপত্তি।" কবির বাণী সর্বস্থানে সর্বদিকে প্রসারশীল। তাই কথিত আছে—

"এমন কে আছে, যাহার বাণী অভ্যস্ত বিষয়ে অন্ততঃ কিছুটা কোনও ক্রমে প্রসার লাভ না করে; কবিত্বের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, কবির বাণী সর্বদিক্ ও সর্বস্থান-গামী হয়।"

যাযাবরবংশজাত রাজশেখর বলেন,

"উচিত ও অনুচিতের বিচার করিবার যে শক্তি তাহাই ব্যুৎপত্তি।"

আনন্দের মতে "প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তির মধ্যে প্রতিভা ব্যুৎপত্তি অপেক্ষা প্রধান"। এই প্রতিভা কবির ব্যুৎপত্তির অভাবজনিত দোষসমূহ ঢাকিয়া ফেলে।

তাই উক্ত হইয়াছে—

"ব্যুৎপত্তির অভাবহেতু যে দোষ ঘটে, কবির রসসৃষ্টির শক্তি তাহা সম্বরণ অর্থাৎ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে; কিন্তু কাব্যের যে দোষের মূল হইতেছে কবির (রস-সৃষ্টি) শক্তির অল্পতা, সহৃদয় পাঠকের চিত্তে সে দোষ মুহূর্তেই প্রতিভাত হয়।"

'শক্তি'-শব্দটী এই স্থলে উপচারমুখে অর্থাৎ গৌণভাবে প্রতিভাকে বুঝাইতেছে।

প্রতিভাশীল কবির রচনার উদাহরণ—

"আমার পিতৃদেবের মস্তকস্থিত উহা কি? উহা চন্দ্রকলা। তাঁহার কপালে উহা কি? উহা তৃতীয় নয়ন। তাঁহার হস্তেই বা কি রহিয়াছে? সর্প। দিগম্বর ত্রিশূলধারী মহাদেবের সম্বন্ধে কুমার কার্ত্তিকেয়ের এইরূপ প্রশ্নক্রম চলিতে থাকিলে দেবী পার্বতী বামহস্ত দ্বারা নিষেধ করিতে গিয়া যে মনোরম মৃদু হাস্য করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"

আবার, মঙ্গল বলেন,[১] "ব্যুৎপত্তি (প্রতিভা অপেক্ষা) প্রধান।" এই ব্যুৎপত্তি

---

১ সাহিত্যসমালোচক মঙ্গলের অভিমত ভিন্ন ধরণের। তিনি বলেন, প্রতিভা অপেক্ষা ব্যুৎপত্তি প্রধান। উদ্ধৃত শৃঙ্গার-লীলা বর্ণনার উদাহরণটীতে কবির ব্যুৎপত্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। নায়িকা গুরুভার অলংকারগুলি দূরে ফেলিয়া সূক্ষ্ম অংশুক পরিয়াছে। ইহা কবির কামসূত্র পাঠরূপ ব্যুৎপত্তির ফল। এস্থলে প্রতিভা অপেক্ষা ব্যুৎপত্তিই বেশি বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে।

কারণ কামসূত্র (৪. ১. ২৫) বলেন, শৃঙ্গারলীলার বেশ হইবে সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ, অল্প-পরিমাণ, ক্ষৌম-নির্মিত, পরিচিত অলঙ্কারযুক্ত, সুগন্ধি, অনাড়ম্বর অনুলেপনমণ্ডিত ও শুক্লগুণযুক্ত।

কবির (রচনা)-শক্তির অল্পতাহেতু উৎপন্ন দোষগুলি নিঃশেষে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে।

তাই কথিত হয়—

"কাব্যপথে কবির অশক্তি ব্যুৎপত্তিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যায়। পাঠকগণ যখন কবির ব্যুৎপত্তিলব্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিত্রখানিতে সমাহিত-চিত্ত হইয়া পড়েন তখন প্রতিভার উপর নির্ভরশীল শব্দার্থরচনার নৈপুণ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন না।"

যেমন ব্যুৎপত্তির উদাহরণ—

"শৃঙ্গারলীলাবিলাসকাল[২] সন্নিহিত হইলে কোনও এক বাসক-সজ্জা[৩] নায়িকা কণ্ঠলগ্ন নিজের মাল্যই খুলিয়া ফেলিয়াছে, প্রলম্বিত মণি-হার গলদেশে রাখা তো তাহার নিকট দূরের কথা। কুণ্ডলহীন কর্ণযুগলে সে অতিশয় লঘু লীলাপত্র স্থাপন করিয়াছে; আর বিচিত্র কৌষেয় বস্ত্রের পরিবর্তে শুভ্র সূক্ষ্ম বসন পরিধান করিয়াছে।"

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন,

"বস্তুতঃ প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি পরস্পর মিলিতভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে।" লাবণ্য ব্যতীত কেবল শরীর-সৌষ্ঠব সৌন্দর্য দান করে না; আবার শরীর-সৌষ্ঠব ব্যতীত কেবল লাবণ্যও শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য দান করে না।"

উভয়ের মিলিত উদাহরণ—

"পতি-দেবতা মহেশ্বরের নৃত্যের অনুকরণকালে দেবী ভবানীর নিজদেহের অমলিন লাবণ্যের সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মের অভিনব শোভাধারণকারী যে দণ্ডপাদনৃত্য,[৪] তাহা উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। দেবীর জঙ্ঘা ও উরুপ্রদেশ এই পদ্মের নালতুল্য; তাঁহার নখকিরণ চঞ্চল কেশরসমূহের মত এই পদ্মটীকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে;

২ বিপরীত বিহারের বর্ণনা

৩ বাসকসজ্জা-নায়িকা নায়কের সহিত মিলনের প্রতীক্ষায় বিহারের যোগ্য বেশ ভূষা করিয়া রমণযোগ্য স্থলে অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

৪ এই কবিতায় কবি যুগপৎ ব্যুৎপত্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। রাজশেখরের মতে এই শ্রেণীর কবি শ্রেষ্ঠ কবি। নৃত্য সম্পর্কে কবি যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন; কেন না, দণ্ডপাদনৃত্যের বর্ণনাটী অতি মনোজ্ঞ ও নৃত্য-শিল্পসম্মত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্র ও সঙ্গীত-রত্নাকরে প্রদত্ত সংজ্ঞার সহিত ইহার সমতা রক্ষিত হইয়াছে। (নাট্যশাস্ত্র পৃঃ ৪. ১৪৩ ও সঙ্গীত-রত্নাকর ৭. ৭১১)

সদ্যঃ-প্রযুক্ত অলক্তকের আভা কিশলয়ের মত শোভা পাইতেছে ; আর সুমিষ্ট-ধ্বনি সহযোগে নূপুরখানি গুঞ্জনরত ভৃঙ্গতুল্য বোধ হইতেছে।”

প্রতিভা ও ব্যুপত্তিশালী যে কবি, তিনিই প্রকৃত কবি। এই কবি তিন-শ্রেণীর—(১) শাস্ত্রকবি (২) কাব্যকবি (৩) উভয়কবি।

শ্যামদেব বলেন, “তাঁহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম।”

যাযাবরীয় বলেন, “ইহা ঠিক নহে”। কারণ, নিজ নিজ বিষয় ও অধিকারে প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠ। রাজহংস জ্যোৎস্না পান করিতে সমর্থ নহে, আবার চকোর জল হইতে দুগ্ধ পৃথক্ করিয়া পান করিতে সমর্থ নহে। যিনি শাস্ত্রকবি তিনি কাব্যে রসের ধারা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন ; আবার কাব্যকবি তাঁহার উক্তির বৈচিত্র্যে শাস্ত্রীয় বিষয়-বস্তুর যুক্তির দৃঢ় বন্ধনকেও শিথিল করিয়া ফেলেন। কিন্তু উভয়কবি (শাস্ত্রও কাব্য দুই বিষয়েই নিপুণ কবি) উল্লিখিত দুই শ্রেণীর কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কারণ, তিনি (শাস্ত্র ও কাব্য) এই উভয়ক্ষেত্রেই অতিশয় প্রবীণ হইতে পারেন। অতএব শাস্ত্রকবি ও কাব্যকবি তুল্য প্রভাবশালী।

আমাদিগের মনে হয়, শাস্ত্রকবি ও কাব্যকবির মধ্যে পরস্পরের একটী উপকারী ও উপকৃতের ভাব (একে অন্যের সহায়) বর্তমান আছে। যেমন শাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং সংস্কার কাব্যরচনায় সাহায্য করে ; আবার, একমাত্র শাস্ত্র-প্রবণতা কাব্যরচনায় বাধা সৃষ্টি করে। কাব্যজ্ঞান এবং সংস্কারও শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য গ্রহণের পক্ষে অনুকূল ; কিন্তু একমাত্র কাব্য-প্রবণতা শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য গ্রহণের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া পড়ে।

শাস্ত্রকবি তিন শ্রেণীর—(১) যিনি শাস্ত্র রচনা করেন (২) যিনি শাস্ত্রে কাব্যের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া রচনা করেন (৩) যিনি কাব্যে শাস্ত্রীয় বিষয় রচনা করেন।

কাব্যকবি আটপ্রকার—(১) রচনাকবি (২) শব্দকবি (৩) অর্থকবি (৪) অলংকার-কবি (৫) উক্তিকবি (৬) রসকবি (৭) মার্গকবি (৮) শাস্ত্রার্থকবি।

শাস্ত্র-কবি তিনশ্রেণীর—(১) নাম কবি (২) আখ্যাত কবি (৩) অর্থকবি। ইহার মধ্যে নামকবি (বিশেষ্য-পদমাত্র প্রয়োগ. করিয়া যিনি কবিতা রচনায় নিপুণ) যেমন—

“পুরুষের বিদ্যার মত, রাজার মহিমার মত, চিকিৎসকের প্রজ্ঞার মত, সজ্জনের দয়ার মত, বীরের লজ্জার মত, যুবকের স্নিগ্ধতার মত, তাহাই সেই নৃপতির অলংকার।”

আখ্যাত-কবি (ক্রিয়াপদবহুল-রচনায় নিপুণ কবি)—

"তাহারা উচ্চ হাস্যধ্বনি করিল, হর্ষপ্রকাশ করিল, গর্জন করিল, চঞ্চল বিরাট্ ভুজসমূহের দ্বারা আঘাত করিল, সন্তুষ্টি লাভ করিল, আনন্দ লাভ করিল, এবং গুরুদেবের বাণীটীকে অমৃতের উৎসের সন্ধান দানকারী বলিয়া মনে করিল।"

নাম-আখ্যাত-কবি (বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদবহুল রচনায় নিপুণ কবি)—

"নারীগণ লাবণ্যহীন হইয়া গেল, দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিল, স্কন্ধ ও বাহুতে শক্তিহীন হইয়া পড়িল, মনোদুঃখে চেতনা হারাইল। তাহারা কাহাকেও ডাকিল না, কাঁদিল না, শব্দ করিল না, নড়িল না; ক্ষণকালের জন্য তাহারা ছবির মত নিশ্চল হইয়া রহিল।"

অর্থকবি (অলংকারবাহুল্যবর্জিত বিষয়-বস্তুমাত্র রচনা করিতে নিপুণ)—

"'দেবী পার্বতী পুত্র প্রসব করিয়াছেন; হে ভূতগণ, নৃত্য কর; তোমরা স্থির হইয়া আছ কেন?' আনন্দিত চিত্তে এই কথা বলিয়া চামুণ্ডাদেবী নৃত্য করিতে উদ্যত তথা ঊর্ধ্ববাহু ভৃঙ্গিরিটীকে আলিঙ্গন করিলে তাঁহাদিগের পরস্পরের অবয়বসমূহের অতি জর্জরিত স্থূল অস্থিঘর্ষণের ধ্বনি উত্থিত হইল। দেবদুন্দুভিধ্বনি-অতিক্রমকারী সেই ধ্বনিটী যেন তোমাদিগকে রক্ষা করে।[৫]"

অলংকার-কবি দুই শ্রেণীর—(১) শব্দালংকার কবি (২) অর্থালংকার-কবি। যেমন, শব্দালংকার কবির রচনার উদাহরণ—

"বিষম-রণ অর্থাৎ ভয়ানক যুদ্ধ (আর জীবনে) আসিল না; পাপকর্মের ফলে বিষ-মরণ অর্থাৎ বিষপানে মৃত্যু ঘটিল। ভাগীরথী-গঙ্গায় মরিলাম না, মন্দভাগী আমি পথে পড়িয়া মরিলাম।"[৬]

অর্থালংকার-কবির রচনার উদাহরণ—

"চঞ্চল-জিহ্বারূপ পতাকা ও বিস্তারিত ফণারূপ ছত্রধারী বাসুকীনাগের দংষ্ট্রারূপ শলাকা অর্থাৎ দণ্ডের অভাব ঘটাইতে আমার একটীমাত্র বাহুই সমর্থ।"

৫ সদুক্তিকর্ণামৃতে বলা হইয়াছে যে, এই কবিতাটি যোগেশ্বর-রচিত; ভোজদেবও সরস্বতীকণ্ঠাভরণে অনুরূপ উদ্ধৃতি দিয়াছেন। সুক্তিমুক্তাবলীতে কিন্তু ইহার রচয়িতা বলা হইয়াছে ত্রিবিক্রমভট্টকে। ভোজ এই কবিতাটীতে বিশেষ শ্রেণীর পরিকরঅলংকারের অনুসন্ধান করিয়াছেন; তবে রাজশেখর অর্থকবির রচনার উদাহরণ হিসাবে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৬ 'বিষমরণম্'ও 'ভাগীরথ্যাম্' পদ-দুইটীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পুনরাবৃত্তি ঘটায় ইহা যমক-শব্দালংকারের উদাহরণ হইয়াছে।

উক্তিকবির[৭] (ভঙ্গীসহ বৈচিত্র্য ও বক্রোক্তিতে নিপুণ কবি) রচনার উদাহরণ—

"(বহু চেষ্টা করিয়াও যাহার দর্শন ঘটে নাই) আজ সেই নারী আমার সম্মুখে উপস্থিত—তাহার কটিদেশ এতই কৃশ ও অনির্বচনীয়ভাবে সুন্দর যে অভিমানিনীর নিশ্বাসবায়ুতে যেন তাহা ভাঙ্গে ভাঙ্গে; তাহার স্তনযুগল এত বিশাল যে, তাহা বাহু-লতা পর্যন্ত বিস্তৃত ও তাহার প্রান্তভাগ যেন বাহুলতা চুম্বন করে; নয়নযুগল দিয়া পানযোগ্য তাহার চন্দ্রবদন শোভা পাইতেছে। এই সুনয়নার প্রতি-অঙ্গে যৌবনের মাদকতা ঢেউ খেলিয়া বেড়াইতেছে।"

অথবা, "এই নারীর অধরোষ্ঠ অশোকবৃক্ষের কিশলয়ের সহিত বিনিময় প্রতীক্ষা করিতেছে; গণ্ডদেশ পাণ্ডুবর্ণহেতু তালীবনের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে; চক্ষু মলিন-কান্তি কমলিনীর অনুসরণ করিতেছে। এই প্রকারে এই নারী মাধুর্য ও কৃশতা লাভ করিতেছে।"

রস-কবি (রসপ্রধান রচনায় নিপুণ কবির রচনা)—

"হে কৃশোদরি সুন্দরি! এই তাম্রপর্ণী নদীটী দেখ; ইহার জলধারা সমুদ্রের শুক্তি-মুখ খুলিয়া বাহির করা হইয়াছে—তাহা আবার সুন্দরকটাক্ষযুক্ত রমণীগণের বিস্তৃত স্তনযুগলে মুক্তাহারে পরিণত হইয়াছে।"[৮]

মার্গকবি[৯] (বিশেষ রীতির রচনায় নিপুণ কবির রচনা)—

"তরুণ কোমল-লতার মূল, জাতীবৃক্ষের সুগন্ধি বল্কল, চন্দনবৃক্ষের সৌরভ, অশোকতরুর সদ্যোজাত কিশলয়, শিরীষ-পুষ্প, পক্কপ্রায় কদলী—পুরাকালে শিবের ললাটবহ্নি দ্বারা দগ্ধ কামদেবের তাপ হরণের জন্য গ্রীষ্মঋতু এই শীতল দ্রব্যসমূহ দান করিয়াছিল।"

শাস্ত্রার্থকবি (শাস্ত্রীয় বিষয় অবলম্বনে রচনা করিতে নিপুণ কবির রচনা)—

"যাবতীয় অপর পদার্থ হইতে বিরত হইয়া একমাত্র আত্মাতে যাঁহারা বিহার

৭ কতকগুলি ভাবের মনোজ্ঞ বর্ণনাই উক্তি; বৈচিত্র্যপূর্ণ মনোজ্ঞ বর্ণনার জন্য কবিগণ 'সমাধি' গুণের প্রয়োগ করেন। দণ্ডীর মতে সমাধি যাবতীয় গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'তদেতৎ কাব্যসর্বস্বম্ সমাধির্নাম যো গুণঃ' (কাব্যাদর্শ ১.১০০.) উক্তিকবির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উদ্ধৃত কবিতা দুইটী পরিষ্কার-ভাবে সূচিত করে যে, উক্তির প্রধান উপাদান সমাধি।

৮ এ স্থলে তাম্রপর্ণী-নদী ও উহার মুক্তাতুল্য জলবিন্দুসমূহের বর্ণনাচ্ছলে কবি আপন মনের শৃঙ্গার-ভাবের সূচনা করিয়াছেন।

৯ 'মার্গ' বলিতে বৈদর্ভী, গৌড়ী প্রভৃতি রীতি বুঝিতে হইবে; দ্রষ্টব্য দণ্ডী ১.৪০; প্রাচীনগণকর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত বৈদর্ভী-রীতিতে এই কবিতাটী রচিত।

করেন, যাঁহারা নির্বিকল্প সমাধিতে বিরাজ করেন, আত্মজ্ঞানের উদয়ে যাঁহাদিগের রজঃ ও তমোবন্ধন ঘুচিয়া গিয়াছে এবং যাঁহারা সত্ত্ব-অবস্থায় বর্তমান, তাঁহারা সেই আলো-অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত দেবতাকে দেখিতে পান। অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন দুর্যোধন কি করিয়া সেই চিরপুরাতন দেব-পুরুষকে জানিতে পারিবে ?"[১০]

এই গুণগুলির দুই-তিনটির সমাবেশে সাধারণ-কবি, পাঁচটীর সমাবেশে মধ্যমশ্রেণীর কবি, আর সর্বগুণের সমাবেশে মহাকবির সৃষ্টি হয়।

কবির আবার দশটী অবস্থা। তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান্ ও আহার্যবুদ্ধির সাত অবস্থা এবং ঔপদেশিকের তিন অবস্থা। অবস্থাগুলি এইরূপ—

(১) কাব্যবিদ্যাস্নাতক (২) হৃদয়-কবি (৩) অন্যাপদেশী (৪) সেবিতা (৫) ঘটমান (৬) মহাকবি (৭) কবিরাজ (৮) আবেশিক ৯) অবিচ্ছেদী (১০) সংক্রাময়িতা

(১) যিনি কবিত্ব লাভের ইচ্ছায় কাব্য-রচনার সহায়ক বিদ্যা ও উপবিদ্যা অর্জনের জন্য গুরুগৃহে বাস করেন, তিনি কাব্যবিদ্যাস্নাতক।

(২) যিনি আপনার হৃদয়েই কবিতা রচনা করেন ও তাহা গোপন রাখেন, তিনি হৃদয়-কবি।

(৩) যিনি দোষের ভয়ে নিজের কাব্যও অপরের বলিয়া ভান করিয়া পাঠ করেন, তিনি অন্যাপদেশী।

(৪) শব্দপ্রয়োগনিপুণ যিনি পূর্বদেশবাসিগণের[১১] (গৌড়দেশীয় কবিদিগের) যে-কোন একজনের ভাবধারা অনুকরণ ও অনুশীলন করেন, তিনি সেবিতা।

(৫) যিনি বেশ ভাল মুক্তক কবিতা রচনা করেন, কিন্তু মহাকাব্য রচনা করেন না, তিনি ঘটমান।

(৬) যিনি সংস্কৃত বা প্রাকৃত মহাকাব্য রচনায় প্রবীণ, তিনি মহাকবি।

(৭) যিনি প্রয়োজনীয় ভাষাসমূহে, প্রতিটী মহাকাব্যে ও প্রতিটী রসের চিত্রণে স্বাধীন ও সুনিপুণ, তিনি কবিরাজ; অবশ্য তাঁহারা সমগ্র জগতে অল্পসংখ্যক।

(৮) যিনি মন্ত্রপ্রভৃতি উপদেশের ফলে সিদ্ধি লাভ করিয়া ভাবাবেশের মুহূর্তেই মাত্র কবিতা রচনা করিতে পারেন, তিনি আবেশিক।

(৯) যিনি যখনই ইচ্ছা করেন, তখনই নিরন্তর কবিতা রচনা করিতে পারেন, তিনি অবিচ্ছেদী।

১০ বেণী-সংহার ১. ২৩.

১১ পূর্বদেশবাসী বলিতে সাধারণতঃ গৌড়বাসী বুঝায় ও তাঁহাদিগের রীতি গৌড়ী। দ্রষ্টব্য দণ্ডী. কাব্যাদর্শ ১. ৫০

(১০) যিনি কন্যাকুমার,কামাখ্যাপ্রভৃতি পীঠস্থানে মন্ত্র-জপে সিদ্ধি লাভ করিয়া তাঁহার বাণী সঞ্চারিত করেন, তিনি সংক্রাময়িতা।

নিরন্তর অনুশীলনের ফলে সুকবির বাক্য 'পাক' প্রাপ্ত হয়। আচার্যগণ বলেন, "এই পাক-শব্দের অর্থ কি?" মঙ্গল বলেন, "পরিণাম বা পরিণতি।" আচার্যগণ বলেন, "এই পরিণতি আবার কি?"

মঙ্গল বলেন, "সুবন্ত ও তিঙন্ত-পদের শ্রবণহেতু যে জ্ঞান তাহাকে পরিণতি বলে; ইহাই ব্যুৎপত্তি।" কিন্তু আচার্যগণ বলেন, "ইহা (পাক বা পরিণতি) যথাযোগ্য শব্দ-নির্বাচন। পাক হইতেছে পদগুলির যথাস্থানে প্রয়োগের ক্ষমতা ও স্থিরতা।" অতএব কথিত হইয়াছে—

"যতক্ষণ পর্যন্ত রচয়িতার মন সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান, ততক্ষণই পদসমূহের গ্রহণ ও বর্জন চলিতে থাকে। পদসমূহের স্থিরতা সম্পাদিত হইলে তো কবি কাব্য-রচনায় সিদ্ধি লাভ করেন!"

বামন-সম্প্রদায়ের আলোচকেরা বলেন, "গ্রহণ ও বর্জনের দ্বারাও পদসমূহের স্থিরতা-সম্পাদন হইতে পারে; অতএব পদগুলির যেখানে পরির্তন করা চলে না, সেখানে কাব্য-পাক বা পরিণতি থাকে।"

তাই কথিত আছে :—

"যেখানে পদগুলি অপরিবর্তনীয় (অর্থাৎ পদ পরিবর্তন করিলে ভাবের ব্যাঘাত ঘটে), সেখানে শব্দার্থবিচারপটু মনীষিগণ 'শব্দ-পাকের' কথা বলিয়া থাকেন।"

কিন্তু অবন্তিসুন্দরী বলেন, "ইহা রচনাশক্তির অভাব, ইহা পাক নহে।" কারণ, মহাকবিদিগের রচনায় একই বিষয়ে একাধিক পাঠও (প্রয়োজনীয় অর্থ বুঝাইয়া) পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। অতএব রসের উপযোগী শব্দ, অর্থ ও ভাবের যে রচনা বা বিন্যাস, তাহা 'পাক'।

কথিত আছে—

"গুণ, অলংকার, রীতি, কথাবস্তু এবং শব্দার্থের যে রচনা-ক্রমের দ্বারা সুধী-জন রসের আস্বাদ লাভ করেন, আমার মতে তাহা বাক্য-পাক।"

তাই বলা হইয়াছে—

"বক্তা, বক্তব্য বিষয়, তদুপযোগী শব্দ এবং ঈপ্সিত রস থাকিলে, তাহাতে (পাক) বর্তমান থাকে; ইহা ব্যতীত বাঙ্-মাধুর্য ক্ষরিত হয় না।"

কাব্য-চর্চায় রত কবিগণের এই 'কাব্য-পাক' নয়-প্রকার হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে, আরম্ভে ও শেষে মনোরম না হইলে 'পিচুমন্দপাক' হয়। আদিতে মনোরম না

হইয়াও পরিণামে মধ্যম হইলে 'বদর-পাক' হয়। আদিতে মনোরম না হইয়াও পরিণামে মনোরম হইলে 'মৃদ্বীকা-পাক' হয় ; আদিতে মধ্যমপ্রকার হইয়াও পরিণামে মনোরম না হইলে 'বার্তাক-পাক' হয় ; মধ্যে ও পরিণামে মনোরম হইলে 'সহকার-পাক' হয় ; আদিতে ও পরিণামে মধ্যমপ্রকার হইলে 'তিন্তীড়ী-পাক' হয় ; আদিতে উত্তম হইয়াও পরিণামে মধ্যমপ্রকার হইলে 'ত্রপুস-পাক' হয় ; আদিতে উত্তম হইয়াও পরিণামে মনোরম না হইলে 'ক্রমুক-পাক' হয় ; আদি ও পরিণাম এই উভয়দিকে মনোরম হইলে 'নালিকের-পাক' হয়। এই নয়টী পাকের মধ্যে তিনটী তিনটী লইয়া যে তিনটী ভাগ, তাহার প্রত্যেক ভাগের প্রথম পাক বর্জনীয় (অর্থাৎ পিচুমন্দ, বার্তাক ও ক্রমুক-পাক বর্জনীয়)

কবি না হওয়া বরং ভাল ; কিন্তু কু-কবি হওয়া উচিত নহে। কুকাব্য রচনা সত্যই জীবন্ত মৃত্যুস্বরূপ। মধ্যস্থানীয় তিনটী পাক সংস্কারদ্বারা গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে ; কারণ, সংস্কার সর্ববিষয়ে গুণ বৃদ্ধি করে। বারপ্রকার বর্ণযুক্ত স্বর্ণ অগ্নিপাকের দ্বারা স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে। শেষের তিনটী সরাসরি গ্রহণযোগ্য। স্বভাবতঃ যাহা শুদ্ধ বা পবিত্র, তাহা সংস্কার বা মার্জনার অপেক্ষা রাখে না। শাণ-যন্ত্র মুক্তামণির বিশুদ্ধি সম্পাদনে সমর্থ হয় না। যে পাকের কোনও স্থিরতা নাই, তাহাকে আচার্যগণ কপিত্থ-পাক বলিয়া থাকেন। এই সকল ক্ষেত্রে, মঞ্জরীহীন ধান্যকাণ্ড ঝাড়িয়া অন্নকণিকা লাভের মত কদাচিৎ সুভাষিত পাওয়া যায়।

যথাযথভাবে অনুশীলনে অভ্যস্ত কবির কাব্য নয়-প্রকার পাক লাভ করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ শিষ্য বা কবি গ্রহণ ও বর্জনের নীতি প্রয়োগ করিয়া সেই পাকের বিভাগ করিয়া থাকেন।

এইপ্রকারে এই স্থলে শিষ্যদিগের তিনটী শ্রেণীর বিভিন্ন অবস্থা প্রদর্শিত হইল, কিন্তু এই ত্রিভুবনে এই শিষ্য-বিভাগেরও নানাপ্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে শিষ্যদিগের বিভিন্নশ্রেণী নির্ণয়প্রসঙ্গে কাব্যপাককল্পশীর্ষক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পদ ও বাক্য-বিচার[১]

ব্যাকরণ(স্মৃতি)শাস্ত্র অনুযায়ী যাহার রূপ ও শুদ্ধি-অশুদ্ধি নিরূপিত হয়, তাহাই শব্দ। নিরুক্ত,[২] নিঘণ্টু প্রভৃতিদ্বারা যে শব্দের যাহা বক্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে সেই শব্দের অর্থ বলে। শব্দ ও অর্থ মিলিয়া পদ হয়।

পদের বৃত্তি (ব্যবহার-পদ্ধতি) পাঁচ প্রকার (১) সুব্-বৃত্তি (২) সমাসবৃত্তি (৩) তদ্ধিতবৃত্তি (৪) কৃদ্বৃত্তি (৫) তিঙ্বৃত্তি।

(সুব্-বৃত্তি আবার পাঁচপ্রকার)

গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী—এইগুলি জাতিবাচক শব্দ;

হর, হরি, হিরণ্যগর্ভ, কাল, আকাশ, দিক্—এইগুলি দ্রব্যবাচক শব্দ;

শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ;

প্র, পরা, অপ, ইত্যাদি শব্দ আর চ, এবম্ ইত্যাদি শব্দগুলি অসত্ত্ববাচক[৩] (অর্থাৎ কোনও বস্তুকে বুঝায় না ও সংখ্যা লিঙ্গ, কারকের বোধও জন্মায় না—এইগুলি সাধারণতঃ উপসর্গ ও অব্যয় নামে পরিচিত।)

নগরম্ উপ প্রস্থিতঃ পন্থাঃ, বৃক্ষমনু দ্যোততে বিদ্যুৎ (পথটী নগরীর নিকট দিয়া গিয়াছে, বিদ্যুৎ বৃক্ষটীর দিকে আলো দিতেছে) ইত্যাদি বাক্যে উপ, অনুপ্রভৃতি শব্দগুলি কর্মপ্রবচনীয়।

বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বলেন, "এই পাঁচপ্রকার সুব্-বৃত্তিই সমস্ত বাঙ্ময়ের (সাহিত্যের) মাতা।"

সুব্-বৃত্তিই সমাসবৃত্তি। বিস্তৃত বা বিক্ষিপ্ত বা বিভক্ত-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত, সংহত বা মিলিত-রূপই এই দুইটীর পার্থক্যের হেতু। দ্বন্দ্বাদিক্রমে এই সমাসবৃত্তি ছয়

১ এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার পদ ও বাক্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে কাব্য-গঠনে তাহার স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। পদ ও বাক্যসম্পর্কিত বিচারে উল্লিখিত দুইটী বিষয়েরই গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পূর্ব দুই অধ্যায়ে সুষ্ঠু শব্দ ও বাক্যনির্বাচনের ক্ষমতা ও কৌশলের আলোচনা করা হইয়াছে।

২ প্রাচীন যুগে শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়নির্বচন ও অর্থ-নির্ণয়মূলক গ্রন্থের নাম ছিল নিরুক্ত; নিঘণ্টুর অর্থ শব্দসূচী।

৩ কতকগুলি শব্দ দ্রব্য বুঝায় না এবং লিঙ্গ বা সংখ্যা বা কারকের সহিত সম্বন্ধ রাখে না, তাহারা অব্যয় নামে পরিচিত।

প্রকার ; এই ছয়টী সমাসের উল্লেখ করিয়া একটী সংক্ষিপ্ত কবিতা প্রচলিত আছে—

কবিতাটীর ব্যঙ্গ্যার্থ এইরূপ—

"আমার গৃহে দ্বন্দ্ব আছে (আমরা দুইটী প্রাণী ; স্বামী ও স্ত্রী), দ্বিগু আছে (দুইটী গরু) ; নিত্য অব্যয়ীভাব আছে (ব্যয় নাই, অর্থাৎ খরচ চলে না) ; অতএব মহাশয়, সেই কর্ম (ধারয়) করুন, যাহাতে আমি বহুব্রীহি (অধিক শস্যশালী) হইতে পারি"[৪] (কবিকণ্ঠাভরণ পঞ্চম সন্ধিতে ভট্টমুক্তিকলস-রচিত বলিয়া ধৃত কবিতা)

তদ্ধিতবৃত্তি আবার অসংখ্য। এইরূপ শাস্ত্র-প্রসিদ্ধি আছে যে, পাণিনি-সম্প্রদায়ী বৈয়াকরণেরা তদ্ধিত প্রয়োগে মূর্খ। মঞ্জিষ্ঠা>মাঞ্জিষ্ঠ, রোচন>রৌচনিক, সূর্য> সৌর, সিন্ধু>সৈন্ধব, ব্যাস>বৈয়াসীয়—এইগুলি তদ্ধিতান্ত শব্দ। এই তদ্ধিত বৃত্তিটী প্রাতিপদিক-বিষয়ক (অর্থাৎ প্রাতিপদিকের পরে তদ্ধিত-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।)

কৃদ্-বৃত্তি কিন্তু ধাতু-বিষয়ক ; কর্তা (√কৃ+তৃচ্+প্রথমা একবচন বিভক্তি), হর্তা, কুম্ভকার, নগরকার—এই শব্দগুলি কৃদন্ত-শব্দ।

দশটী লকারভেদে (লট্, লোট্ প্রভৃতি) তিঙ্-বৃত্তি দশ-প্রকার। ইহার আবার দুই শ্রেণী –(১) শুদ্ধধাতু-বিষয়ক (২) নামধাতুবিষয়ক। অপাক্ষীৎ (পাক করিলেন), পচতি (পাক করেন), পক্ষ্যতি (পাক করিবে)— এইগুলি শুদ্ধধাতুর বিভিন্ন কালের রূপ (২) অপল্লবয়ৎ (পল্লবিত অর্থাৎ বিস্তৃত করিলেন), পল্লবয়তি (পল্লবিত করেন), পল্লবয়িষ্যতি (পল্লবিত করিবেন)—এইগুলি নামধাতুর বিভিন্ন-রূপ।

তারপর, এই পাঁচ-প্রকারের পদগুলি আবার পরস্পর নানা সম্বন্ধে মিলিত হইয়া অসংখ্য রূপ ধারণ করে। (এই অসংখ্য রূপের প্রসঙ্গ হইতেই) পণ্ডিতগণের মধ্যে এই প্রবাদ[৫] প্রচলিত আছে—

দেবগুরু বৃহস্পতি বক্তা, দেবরাজ ইন্দ্র শ্রোতা ও বিদ্যার্থী, সহস্র দৈব বৎসর ব্যাপিয়া অধ্যয়ন—তথাপি শব্দরাশির অন্ত মিলিল না।

বিদর্ভদেশবাসিগণ সুব্-বৃত্তিপ্রিয় (অর্থাৎ কথাবার্তা ও রচনায় সুবন্তপদের ব্যবহারই বেশি করেন)। গৌড়দেশবাসিগণ সমাসবৃত্তিপ্রিয়। দাক্ষিণাত্যদেশবাসিগণ

৪ এই উদ্ধৃতিটির দুইটী উদ্দেশ্য (১) একটী কবিতায় ছয়টী সমাসের নাম (২) সমাসের নামের সাহায্যে একটী বিচিত্র কবিতা-রচনা। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত-রচয়িতা বিল্হানের প্রপিতামহ ভট্টমুক্তিকলস এই কবিতার রচয়িতা।

৫ এবং হি শ্রূয়তে—বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং পদানাং শব্দানাং বা শব্দ-পারায়ণং প্রোবাচ। নান্তং জগাম। বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা। ইন্দ্রশ্চাধ্যেতা। দিব্যং বর্ষসহস্রমধ্যয়নকালঃ। ন চান্তং জগাম। প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ :—(মহাভাষ্য, পস্পশা)

তদ্ধিতপ্রয়োগপ্রিয়। উত্তরদেশবাসিগণ কৃদ্‌বৃত্তিপ্রয়োগে বিশেষ আগ্রহশীল। সকল দেশেরই শিষ্ট ও শিক্ষিত জনগণ তিঙ্‌বৃত্তি প্রয়োগে নিজের ইচ্ছামত চলিয়া থাকেন। এই তিঙ্‌বৃত্তির বিশেষ লক্ষণের অনুসন্ধান ও বিচারের ফলে আখ্যাত বা ক্রিয়ারূপ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাই কথিত হয়—

"পদসমূহের বিশিষ্ট লক্ষণ যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের অতি সুস্পষ্ট শিষ্ট প্রয়োগ সমূহ শোভা পাইতে থাকে ও সেইগুলির ফলে এই আখ্যাতসমূহ বা ক্রিয়ারূপ প্রতিদিন বৃদ্ধি বা পুষ্টি লাভ করে।"

ঈপ্সিত বা অভিলষিত যে অর্থ, তাহার বোধক বা প্রকাশক পদসমষ্টির নাম বাক্য। উদ্ভট ও তাঁহার মতাবলম্বীরা বলেন, "বাক্যের অর্থপ্রকাশের সামর্থ্য তিনপ্রকার।" বৈভক্ত, শাক্ত ও শক্তি-বিভক্তিময়।

বাক্যের প্রতিটী পদে ব্যবহৃত উপপদ-বিভক্তি বা কারক-বিভক্তি দ্বারা যে বোধ জন্মে, তাহা 'বৈভক্ত'-সামর্থ্যজাত বোধ। বিভক্তি লোপ পাইলেও (যেমন সমাসস্থলে) সমাসের সামর্থ্যবশে অভিলষিত অর্থ-বোধ হইতেছে 'শাক্ত'-অর্থবোধ (অর্থাৎ কেবল শব্দের শক্তি হইতে উৎপন্ন)। যে-বাক্যে উল্লিখিত দুই প্রকারেরই পদ থাকে, তাহা শক্তি-বিভক্তিময় অর্থবোধ।

যেমন, বৈভক্তের উদাহরণ—

"যাঁহার খুরদ্বয়ের মধ্যে মেরুপর্বত অতি লঘুভাবে বর্তমান থাকে, বিনা ক্লেশে পৃথিবী উত্তোলনকারী সেই বরাহরূপী শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার।" (সুভাষিতাবলী কবিতা ৭)

শাক্তের[৬] উদাহরণ—

"শত্রুগণ যাঁহার ভয়ে ভীত, সমগ্র পৃথিবী যাঁহাকে কামনা করে, সামন্ত রাজগণ যাঁহাকে আশ্রয় করে, যাঁহার শক্তি অতিশয় প্রবল, যিনি উদারতারূপ গুণের অধিকারী ও তরবারিদ্বারা ভুবনবিজয়ী, তেমন নৃপতি তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই।"

অথবা যেমন—

"শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত ও আশ্রয়প্রার্থী কালিয়নাগসমূহের ন্যায় ঘন নীলপদ্মের মাল্যদাম কণ্ঠদেশে আন্দোলিত হইতেছে।"

---

৬ সমাসপ্রভৃতি স্থলে বিভক্তি লুপ্ত হইয়া যায়; এইরূপ বিভক্তি-হীন শব্দের ও লুপ্ত বিভক্তির অর্থ প্রকাশের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা, তাহাই এস্থলে 'শক্তি' নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কবিতায় বহুব্রীহি-সমাসবদ্ধ ছয়টি পদ অন্য-পদার্থ প্রকাশ করিতেছে।

শক্তি-বিভক্তিময়ের উদাহরণ—

"তাহার পর একদিন আপন মুখচ্ছবিতে চারিদিক্ উদ্‌ভাসিত করিয়া বিকশিত কমলসমূহের সৌন্দর্য-সম্ভার লইয়া শরৎকাল ব্রহ্মার মত আসিয়া পড়িল (ব্রহ্মারও চারি মুখের শোভায় চারিদিক্ উদ্ভাসিত ও তিনি স্বয়ং বিকশিত পদ্মের উপর উপবিষ্ট)।"

এই বাক্য দশ-প্রকার— একাখ্যাত, অনেকাখ্যাত, আবৃত্তাখ্যাত, একাভি-ধেয়াখ্যাত, পরিণত আখ্যাত, অনুবৃত্তাখ্যাত, সমুচ্চিতাখ্যাত, অধ্যাহৃতাখ্যাত, কৃদভিহিতাখ্যাত, অনপেক্ষিতাখ্যাত।

(১) একাখ্যাত (একটীমাত্র-ক্রিয়াযুক্ত) বাক্যের উদাহরণ—

"এক পদক্ষেপে সমগ্র ত্রিভুবন আচ্ছাদিত করিয়া দ্বিতীয় পদ স্থাপনের জন্য ব্যাকুলতার অভিনয়কারী ভগবান্ শিব জয়লাভ করেন।"

(২) অনেকাখ্যাত (অনেক-ক্রিয়াযুক্ত) বাক্য দুইপ্রকার; (ক) অন্তর অর্থাৎ ব্যবধানযুক্ত (খ) নিরন্তর অর্থাৎ ব্যবধানহীন।

ইহার মধ্যে প্রথমটী যেমন,—

"সমুদ্র-মন্থনধ্বনির অবসানে দেবতা ও অসুরগণ পদ্মাসনে উপবিষ্ট সেই ব্রহ্মার নিকট 'জয় হউক, জয় হউক' বাণী উচ্চারণ করিলেন, শীঘ্রই তাঁহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে সমাদর করিলেন, নিজ-দলের অগ্রগামী করিলেন, দেবগণের নমস্য বলিয়া বর্ণনা করিলেন ও বন্দনা করিলেন।"

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ—

"তুমি রক্ষা কর, হত্যা কর, (সৃষ্টি)বিস্তার কর, চিন্তা কর, পোষণ কর, শোভিত কর, যুক্ত কর, সংহরণ কর উচ্চধ্বনি কর, উপবেশন কর, দূর কর, দান কর, গ্রহণ কর, খেলা কর, নিমজ্জিত হও, সম্মিলিত হও এবং আনন্দিত হও।"

আচার্যগণ বলেন, "বাক্য-বৃত্তি আখ্যাতের উপর নির্ভরশীল; অতএব এই স্থলে আখ্যাতের সংখ্যা-অনুযায়ী একের অধিক বাক্য হইয়া গিয়াছে।"

যাযাবরীয় বলেন, "পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া মিলিতভাবে এই স্থলে একটী মাত্র বাক্যই হইয়াছে" (একই শ্রেণী বা আকারহেতু ও কারকসমূহের একই অর্থের দিকে লক্ষ্য থাকায় এই শব্দাবলী একটীমাত্র বাক্য গঠন করিয়াছে।)

(৩) আবৃত্তাখ্যাত (একই ক্রিয়াপদ বারে বারে ব্যবহৃত হয়) বাক্যের উদাহরণ—

"শ্রীহরির স্কন্ধদেশ নির্মল কৌস্তুভমণিস্তবকে স্তবকিত—সেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন;

চঞ্চল অপাঙ্গদৃষ্টিনিপুণা হরিণ-নয়না কামিনীরা জয়যুক্ত হউক ; তাহার পরে সুরভিত ঐ মল্লিকা-পুষ্প জয়যুক্ত হউক ; আর সর্বশেষে জয়যুক্ত হউক সমস্ত যাতনা বিনাশকারী পঞ্চম স্বর।"

(৪) একাভিধেয়াখ্যাত (একই অর্থে বহু-ক্রিয়ার প্রয়োগে রচিত) বাক্যের উদাহরণ—

এই মধুমাসে (বসন্তকালে) "আম্র-মুকুলে বহুক্ষণ আনন্দ লাভ করে, বকুল-পুষ্পে পরিতুষ্ট হয়, মৃদু সমীরণে আমোদ অনুভব করে ও এমন মধুর-কূজনরত কোকিলে কাম-মত্ত প্রেমিক পুরুষ প্রীতি লাভ করে।"

(৫) পরিণত-আখ্যাত (একই ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে)—

"বসন্তের এই চৈত্রদিনে কামদেবের জীবনস্বরূপ সেই পঞ্চম-স্বর জয়লাভ করিয়া থাকে ; আরও (জয়লাভ করিয়া থাকে) সেই (সুপরিচিত) এলা ও কক্কোলীলতার কুঞ্জমধ্যে বিচিত্র কেলিরত দক্ষিণ সমীরণ।"

(৬) অনুবৃত্ত-আখ্যাত (পূর্বে ব্যবহৃত ক্রিয়ার পরে অনুগমন বা উহ্য থাকিয়া আবর্তন)—

"চতুঃসমুদ্রের বেলাভূমিতে উদ্যান-মধ্যে হস্তী বিচরণ করিতেছে ; আর দিক্-চক্রবালে অবস্থিত পার্বত্য কুঞ্জে কুঞ্জে তোমার কুন্দতুল্য শুভ্র গুণরাশি (ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে।)

(৭) সমুচিত-আখ্যাত (উপমেয় ও উপমানের একই ক্রিয়া)—

"(আমার) মন পত্নী-পরিজনপ্রভৃতি দ্রব্য-ভারে ও দারিদ্র্যের অভিঘাতে চঞ্চল হইয়া দুর্গমপথ-যাত্রী শকটখণ্ডের মত আর্তনাদও করিতেছে, আবার অগ্রসরও হইতেছে।" আরও যেমন,

"যে বরাহদেবের ঊর্ধ্বগামী নিঃশ্বাসের প্রকোপে দংষ্ট্রাগ্রে স্থিত পৃথিবী আবার চঞ্চল হইয়া গিরি-গোলকের শোভা ধারণ করিয়াছিল, সেই বরাহদেব এবং তাঁহার হাস্য-বিলাসে ধবলবর্ণ দংষ্ট্রা তোমাকে আনন্দ দান করুন ও উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইতে থাকুন।"

(৮) অধ্যাহৃত-আখ্যাত (কোনও ক্রিয়াপদ থাকে না, উহা ধরিয়া লইতে হয়)—

"বাহুদণ্ডের (প্রচণ্ড) তাণ্ডবে স্খলিত চন্দ্রকলাকে যে চন্দ্রশেখর শিব বিপরীত পুষ্পাঞ্জলি বদ্ধ করিয়া ধারণ করেন, তিনি তোমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন।"

(৯) কৃদভিহিত-আখ্যাত (কৃদন্ত পদই ক্রিয়ার কার্য সম্পন্ন করে)—

"আমি তাহার মুখখানি লক্ষ্য করিলে, সে তাহার চক্ষু ফিরাইয়া লইল ; অন্য কারণে কথা বলিতে বলিতে হাস্য করিল ; তাহার ব্যবহার ছিল সংযত ও ভদ্রোচিত ; তাই সে তাহার কাম-ভাব প্রকাশও করিল না, আবার গোপনও রাখিল না।"

শাকুন্তল ২. ৪৫.

(১০) অনপেক্ষিত-আখ্যাত (যেখানে ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই)—

"ব্রাহ্মণ-প্রবর ! জল কত গভীর ? মহারাজ ! জানু পর্যন্ত জল। তবুও আমার এই অবস্থা ? আপনাদিগের মত মানুষ সর্বত্র নাই।"

গুণযুক্ত ও অলংকারশোভিত বাক্যই কাব্য। কেহ কেহ বলেন, "কাব্যে মিথ্যা বিষয়ের বর্ণনা থাকে—সেই হেতু কাব্যের উপদেশ (অধ্যয়ন ও অধ্যাপন) উচিত নহে।" যেমন,—

"শরীরে বিন্দুমাত্রও জল (স্বেদবিন্দু) নাই, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রহিয়াছে,—দৃষ্টিশক্তিও পূর্ববৎ আছে ; অথচ আমরা সত্যই দুগ্ধসমুদ্রের মধ্যে মগ্ন হইয়াছি . এ কি অবস্থা ?—তোমার বিপুল যশোরাশি দিগন্ত-প্রাচীরে রুদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া অল্প-পরিসর অবস্থানক্ষেত্রে অতি কষ্ট পাইতেছে ; সেই যশোরাশিতে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ধবল হইয়া উঠিতেছে ; তাই হরিণ-নয়না সুন্দরী যুবতীগণ এইরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে।"

আরও যেমন,—

"রণসাজে সজ্জিত তাঁহার ত্রিলোকবিজয়ী বিরাট সৈন্যবাহিনীর অভিযান আরম্ভ হইল। অভিযানকালে কম্পিত ও স্খলিতপ্রায় পৃথিবীর ভারে জর্জরিত বাসুকীনাগের ফণার নিশ্বাস-বায়ুতে পাতাল-প্রদেশ পূর্ণ হইয়া উঠিল ; পতন-উন্মুখ গিরিশ্রেণীর শৃঙ্গসমূহের ভয়ানক পতনে সমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল ; দুর্ভেদ্য ধূলিজালে কাতর হইয়া সুরনারীগণ সমুদ্রতট পরিত্যাগ করিলেন।"

আচার্যগণ বলেন,—

"কাব্যে বিষয়বস্তুর কিছুটা কবির প্রত্যক্ষ, কিছুটা কল্পিত, কিছুটা কাব্যের নায়ক-নায়িকাদিগের প্রৌঢ়োক্তি ও কল্পনাপ্রসূত, কিছুটা আবার অলৌকিক পুরাণ-কথা হইতে সংগৃহীত, কিছুটা বা আগম-নিগম হইতে সংকলিত—অন্যান্য অংশ ভাবগভীরতায় সুষ্ঠুভাবে রচিত। এমনতর যে কাব্য-রচনা তাহা অব্যাহত থাকে ; তবে এই শ্রেণীর কাব্যের সৃষ্টি সমুদ্র, অরণ্য বা পর্বত হইতে রত্নজন্মের মত সহজে ঘটে না।"

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন, "তাহা নহে।"

"কাব্যে অসত্য বলিয়া কিছুই নাই ; প্রশংসার মধ্যে যাহা কিছু অসত্য থাকে, তাহা অর্থবাদমাত্র। আর এরূপ অসত্য কেবল কাব্যেই থাকে না ; শ্রুতি, শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহারেও তাহা থাকে।"

যেমন শ্রুতির উদাহরণ—

"যে জন পথের পথিক (অর্থাৎ চলনশীল গতিমান্) তাহার জঙ্ঘা দুইটি পুষ্পময় হইয়া উঠে (অর্থাৎ দৃঢ় ও সবল হয়) ; তাহার মধ্যদেহ বর্ধিত ও ফলবান্ হয়। তাহার যাবতীয় পাপ পুণ্যপথের শ্রমফলে বিনষ্ট হইয়া শুইয়া পড়ে।"

—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭. ১৫. ২

শাস্ত্রের উদাহরণ—

"পৃথিবীতে জল সর্বাপেক্ষা পবিত্র ; জলবিষয়ক মন্ত্রগুলি আবার পরম পবিত্র ; সেই ঋক্, যজুঃ, সাম-মন্ত্রগুলির ব্যাকরণকে আবার মহর্ষিগণ পবিত্র বলিয়াছেন।"

আরও যেমন,—

"যে কৌশলী নিপুণ ব্যক্তি বিশিষ্ট প্রয়োগকালে শব্দগুলি বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করেন, তিনি পরলোকে অনন্ত ফল পাইয়া থাকেন। যিনি শব্দ-প্রয়োগ জানেন, তিনি কখনও অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করিলে নিন্দার পাত্র হইয়া থাকেন।" (মহাভাষ্য পস্পশায় উদ্ধৃত বচন ; কৈয়ট-মতে ইহা কাত্যায়ন-রচিত)

"(নিন্দার পাত্র) কে ? শব্দ-প্রয়োগে নিপুণ ব্যক্তিই (নিন্দার পাত্র)। কেন ? যিনি বিশুদ্ধ শব্দগুলি জানেন, তিনি অশুদ্ধ শব্দগুলিও জানেন। শুদ্ধ শব্দ জানিলে যেমন ধর্ম হয়, তেমন অশুদ্ধ শব্দ জানিলেও অধর্ম হয় ; অথবা অধর্মই হইয়া পড়ে বেশি-মাত্রায় ; কেননা, অশুদ্ধ শব্দই সংখ্যায় বেশি, শুদ্ধ শব্দ সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। কারণ এক একটী শব্দের বহু অপভ্রংশ-রূপ আছে ; যেমন গো-শব্দটীর গাবী, গোণা, গোতা, গোপতলিকা-প্রভৃতি অপভ্রংশ-রূপ। আবার যিনি শব্দ-প্রয়োগ জানেন না, অ-জ্ঞান (জ্ঞানের অভাব) তাহার রক্ষাকবচ বা আশ্রয়-স্থল ; কিন্তু অ-জ্ঞান শেষ অবধি আশ্রয় হইতে পারে না। যিনি না জানিয়া ব্রাহ্মণ হত্যা করিবেন বা সুরাপান করিবেন, মনে হয়, তিনিও পতিত (অনাচরণীয়) হইবেন। অতএব এইপ্রকারে তিনি পরলোকে অনন্ত ফল পাইয়া থাকেন। আর যিনি শব্দ-প্রয়োগে নিপুণ, তিনি অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করিয়া নিন্দার পাত্র হন।

(নিন্দার পাত্র) কে ? শব্দ-প্রয়োগে অনিপুণ বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই (নিন্দার পাত্র)। যিনি শব্দ-প্রয়োগে নিপুণ, বি-জ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান) তাহার আশ্রয়-স্থল। ইহা আবার কোথায় পড়িয়াছি ? শ্লোকগুলি সত্যই দীপ্তিশীল (অর্থাৎ প্রমাণ)।

আচ্ছা, শ্লোকগুলিও প্রমাণ না কি? ক্ষতি কি? যদি শ্লোকগুলি প্রমাণ হয়, নিম্নলিখিত এই শ্লোকটীও প্রমাণ হইতে পারে?"

"যদি, যজ্ঞ-ডুম্বুরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ঘটস্থিত মদ্য প্রচুর পরিমাণে পান করিয়াও স্বর্গলাভ সম্ভবপর না হয়, তবে সৌত্রামণিযাগে পান করিলেই কি সেই মদ্য স্বর্গ লাভ করাইতে পারে?"

গো-নর্দীয়[৭] বলেন, "ইহা পাগলের উক্তি—যাহা স্থির-মস্তিষ্ক ব্যক্তির উক্তি তাহা নিশ্চয়ই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়।" [এই সমগ্র অংশটি মহাভাষ্য হইতে উদ্ধৃত)
লৌকিক বিষয়ে উদাহরণ—
"গুণের প্রতি অনুরাগমিশ্রিত তোমার প্রসারশীল যশোরাশি দিগ্‌বধূদিগের মুখে অকস্মাৎ অর্দ্ধকুঙ্কুমলেপ রচনা করিয়াছে।"

অন্য আপত্তিকারীর দল বলেন, "কাব্য অসৎ বা গ্রাম্য বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকে, অতএব কাব্য সম্পর্কে উপদেশ বা আলোচনা উচিত নহে।" যেমন—

(কোনও ভ্রষ্টা দুশ্চরিত্রা নারী কন্যাকে বলিতেছে) "আমরা বাল্যকালে বালক, যৌবনকালে যুবক এবং বৃদ্ধবয়সেও বৃদ্ধদিগকে উপভোগ করিবার কামনা করিয়া থাকি, বিবাহ বিধির ইহাই ব্যবস্থা। তুমি আবার এই অপথে বিপথে জীবন যাপন করিবার (অর্থাৎ একমাত্র স্বামী লইয়া জীবন কাটাইবার) জন্য চেষ্টা করিতেছ কেন? আমাদিগের বংশে কখনও সতী সাধ্বী হইবার কলঙ্ক ঘটে নাই।" (সদুক্তিকর্ণামৃতে বিজ্জাকা-রচিত বলিয়া উদ্ধৃত)

যাযাবরীয় বলেন, "এই প্রকার উপদেশ বা আলোচনা সত্যই আছে; কিন্তু ইহার তাৎপর্য নিষেধমুখী (এরূপ করা উচিত নহে), বিধিমুখী নহে।"

পরস্ত্রী বিষয়ে পুরুষদিগের এই প্রকার যে-সকল বিধি দেখা যায়, তাহা যথাযথ ভাবে অনুধাবন করা উচিত; ইহাই কবিগণের অভিপ্রায়। মহর্ষিগণ আরও বলিয়াছেন, "সমস্ত লোকের গতি-বিধি, চাল-চলন বা জীবনযাত্রাপদ্ধতি কবির ভাব ও ভাষার প্রভাবে প্রভাবিত হয়; তাহা পরম কল্যাণের হেতু বা মূল।"

৭ এই সমগ্র অংশটী পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে গৃহীত; কিন্তু রাজশেখর ইহা গোনর্দীয়ের উক্তি বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। যিনি ব্যাকরণসঙ্গত বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেন, তিনি পরলোক সুখ-শান্তি ভোগ করেন; আর যিনি ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করেন, তিনি পাপভারে পতিত হন। 'যদুদুম্বর' ইত্যাদি কবিতায় একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 'সাধারণ মদ্যপায়ী যদি স্বর্গ লাভ না করে, সৌত্রামণি-যাগের মদ্য পানকারী কি করিয়া স্বর্গ লাভ করিবে?' আস্তিকগণের প্রতি নাস্তিকগণের ইহা একটি প্রধান বিতর্কমূলক যুক্তি।

কারণ মনীষিগণ বলিয়াছেন—

"যতদিন এই পৃথিবীতে সুবিমল কাব্যকথা প্রচলিত থাকে, ততদিন কবি সারস্বতলোকে আনন্দের আস্বাদ পাইয়া থাকেন।" (শার্ঙ্গধর-পদ্ধতির বচন ১৭১)। আরও বলিয়াছেন,—

"রাজগণের যে সকল মনোরম উদাত্ত চরিত-কথা, অমৃতভোজী দেবগণের যে সকল প্রভুত্ব-লীলাকথা, ঋষিগণের তপস্যার যে সকল প্রভাব-কাহিনী সে সকলই সৎকবিগণ-কর্তৃক রচিত হইয়াছে।"

কথিত হইয়াছে,

"কবিগণের সংস্পর্শে রাজগণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; আবার রাজগণের আশ্রয়ে কবিগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; কবির নিকট রাজার তুল্য পরম উপকারী আর কেহ নাই। আবার রাজারও কবির তুল্য সহায় নাই।"

"বল্মীকস্তূপ হইতে উৎপন্ন সেই প্রাচীন কবি বাল্মীকি-মুনি ও কবিশ্রেষ্ঠ সত্যবতী-পুত্র ব্যাসদেব যাহার রচয়িতা, সেই অনিন্দ্যকান্তি সারস্বত-পথ (কাব্য) এই জগতে কাহার না পূজনীয়? (অর্থাৎ সকলেই কাব্যের জয়গান করিয়া থাকেন।")

কেহ কেহ আবার বলেন, "কাব্যে অশ্লীল বিষয়ের বর্ণনা থাকে বলিয়া উহা অধ্যয়ন বা আলোচনা করা উচিত নহে।" যেমন,—

"বিপরীত-বিহারহেতু (তরুণীর) জঘনদেশ সঞ্চালিত হইতেছে ও তাহাতে নির্মল সুবর্ণনির্মিত কটীহারের নিবিড় স্ফুট ছেদযুক্ত মধুর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে; সেই ধ্বনি আবার বাতায়ন-পথে নির্গত হইয়া ভুবনমণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিতেছে ও ঝন-ঝন-শব্দে গভীর হইয়া প্রণয়ী পুরুষের সঙ্গে তরুণীগণের রমণ-চাঞ্চল্য ও ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছে।" আরও যেমন,—

"তরুণীগণের গণ্ডদেশে প্রচুর পরিমাণে বিচিত্র পত্র-ভঙ্গী রচিত হইয়াছে ও তাহা তাটঙ্কের (কানের ফুলের) মৃদু আন্দোলনে মলিন হইয়া গিয়াছে; তাহাদিগের জঘনদেশ রত্নহারের মন্দ্র মধুর ধ্বনিতে মনোরম হইয়াছে ও তাহা কাম-পীড়ায় পীড়িত ও সঞ্চালিত হইতেছে—এমন তরুণীগণ তোমার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত থাকুক।" (বিপরীত-বিহারের ব্যঞ্জনা)।

"প্রক্রম বা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িলে এইরূপ অশ্লীল বিষয়ও রচনা করিতে হয়।"

ইহা যাযাবরীয় রাজশেখরের অভিমত। বেদে এবং শাস্ত্রেও এইরূপ অশ্লীল রচনা পাওয়া যায়। যেমন যজুর্বেদে—

"(নারীর) যোনি উদূখল, (পুরুষের) লিঙ্গ মুষল ; এই দুইটী মিলিত হইয়াই প্রজনন সম্পন্ন হয়।"

ঋগ্বেদে (২. ১. ১১, ৭) বৃহস্পতি-কন্যা রোমশার উক্তি—

"হে প্রিয়! আমার নিকটে আসিয়া আমাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ কর অথবা আমার গোপনীয় অঙ্গটী নিবিড় ভাবে স্পর্শ কর (অর্থাৎ আমাকে যথেচ্ছ সম্ভোগ কর) ; আমাকে অল্পলোমা (অর্থাৎ ভোগের অযোগ্যা) মনে করিও না ; আমি গন্ধার দেশের মেষের মত লোমবহুলা, অতএব সম্পূর্ণাঙ্গী (ভোগযোগ্যা)।"

শাস্ত্রে বর্ণিত অশ্লীল রচনার উদাহরণ—

"যে রমণীর চক্ষু স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ আকর্ণবিস্তৃত ও ঘন-ভ্রূবিশিষ্ট, তাহার কামমন্দির অর্থাৎ যোনি-দেশ নবনীতের মত কোমল ও উপভোগ্য।"

এই অধ্যায়ে পদ ও বাক্যের বিচার বা আলোচনা কিছুটা বলা হইল। ইহার পরের অধ্যায়ে অন্য কতকগুলি বাক্যভেদ শ্রবণ করুন ও বুঝিতে থাকুন।

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে
পদবাক্যবিচারশীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হইল ॥

সপ্তম অধ্যায়

পাঠ-প্রতিষ্ঠা

পণ্ডিতগণ বলেন, "বাক্য হইতেছে বচনভঙ্গী। বক্তার ভেদ অনুযায়ী সেই বাক্য তিন প্রকার ; ব্রাহ্ম (ব্রহ্ম-কথিত), শৈব (শিব-কথিত) ও বৈষ্ণব (বিষ্ণু-কথিত)।"

বায়ুপুরাণপ্রভৃতিতে পাওয়া গিয়াছে যে, ব্রাহ্ম বাক্য পাঁচ প্রকার—(১) স্বায়ম্ভুব (২) ঐশ্বর (৩) আর্ষ (৪) আর্ষীক (৫) আর্ষিপুত্রক।

ব্রহ্মার নামান্তর স্বয়ম্ভূ ; তাঁহার প্রবর্তিত বচন স্বায়ম্ভুব বচন।

ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুপ্রভৃতি ; তাঁহারা ঈশ্বর ; তাঁহাদিগের বচন ঐশ্বর বচন।

ঈশ্বরদিগের পুত্রগণ ঋষি ; তাঁহাদিগের বচন আর্ষ বচন।

ঋষিগণের বংশধর ঋষীকসমূহ ; তাঁহাদিগের বচন আর্ষিপুত্রক বচন।

স্বয়ম্ভুর প্রথম বচন শ্রুতি বা বেদ। বেদভিন্ন অন্য বচন স্বায়ম্ভুব বচন। কথিত হইয়াছে—

"যে বাক্য নিখিল পৃথিবীতে প্রাণিসমূহের আত্মরূপে বিরাজমান, যাহা সত্য ও মিথ্যা উভয়রূপেই বর্তমান, যাহা স্থলবিশেষে নির্দিষ্ট মোক্ষের সাধনস্বরূপ, তাহাই স্বায়ম্ভুব বচন।"

এই স্বায়ম্ভুব বচনই অল্প রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ঐশ্বর বচন বলিয়া অভিহিত হয়। কথিত আছে—

"যে বচনের ক্রমটী স্পষ্ট, যাহা বিস্তৃত, গভীর ভাব-রসে সমুজ্জ্বল, সার্থক, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিষয়ের দ্যোতক, তাহা ঐশ্বর বচন।"

আর্ষ-বচনের সংজ্ঞা—

"যাহা কিছু মন্ত্রযুক্ত, প্রাতিপদিক ও ধাতু বা শব্দ-বিভক্তিযুক্ত, এবং যাহার অর্থটী সুস্পষ্ট, তাহাই ঋষিদিগের বচন বলিয়া গৃহীত হয়।"

আর্ষীক-বচনের সংজ্ঞা—

"যে বচনে বৈদিক শব্দ ও নিপাতের প্রয়োগ অত্যন্ত বেশি, যাহার বক্তব্য বিষয়ও তেমন গভীর নহে, সেই বচন ঋষীকগণের বচন।"

আর্ষি-পুত্রক বচনের সংজ্ঞা—

"যে বচনের অধিকাংশ পদের অর্থ অস্পষ্ট, সন্দেহজনক ও প্রায়ই বিলাপপূর্ণ, তাহা আর্ষি-পুত্রকবচন বলিয়া পরিচিত।"

এই বিভিন্ন বচনের উদাহরণ নানা পুরাণে পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাচীন সারস্বত কবিগণ আমাদিগকে এইরূপ বলিয়া থাকেন—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, গুহ, বৃহস্পতি, ভার্গবপ্রভৃতি চৌষট্টিজন শিষ্যকে ভগবান্ বিরাট্ পুরুষ পারমেশ্বর বচন দান করিলেন। কালক্রমে দেবগণ এবং দেবযোনি হইতে উৎপন্ন জীবগণ সেই বচন ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ করিল; তাহাই দিব্য বচন বলিয়া অভিহিত হইল।

দেবযোনি হইতে উৎপন্ন জীবগণ বলিতে বুঝায় নিম্ন-রূপ :—

"বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, গুহ্যক, ভূত ও পিশাচ—ইহারা দেবযোনি হইতে উৎপন্ন জীব।"

ইহার মধ্যে শিবের পিশাচপ্রভৃতি অনুচরবৃন্দ নিজ নিজ আবাসভূমিতে সংস্কৃত-ভাষাভাষী, কিন্তু পৃথিবীতে তাহাদিগকে ভূতভাষাভাষী বলিয়া কাব্য-নাটকে দেখান হয়। অপ্সরাগণ প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করেন।

এই দিব্য-বচন চারি শ্রেণীর—(১) বৈবুধ (২) বৈদ্যাধর (৩) গান্ধর্ব (৪) যোগিনী-সম্পর্কিত। যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নরপ্রভৃতির ভাষা নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী ইহার মধ্যেই বুঝিয়া লইতে হইবে।

যেমন বৈবুধ বচন—

"অমৃতভোজী দেবগণের বচন কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃত, শৃঙ্গার ও অদ্ভুতরসে পরিপূর্ণ, অনুপ্রাসবহুল ও ভাবগম্ভীর হইয়া থাকে।"

আবার যেমন—

"চন্দ্রের অসংখ্য কিরণমালা-সমুদ্ভাসিত ভগবান্ শিবের পিঙ্গল জটাজাল-গহ্বরে যে গঙ্গা আবর্তিত হইয়াছিলেন, সেই হিমগিরি-নির্ঝরিণী কল্লোলিনী গঙ্গা তোমাদিগকে পবিত্র করুন।"

বৈদ্যাধর বচন—

"বৈদ্যাধর বচন অল্প অনুপ্রাসে অনুপম, সরস, সুন্দর, স্পষ্টার্থযুক্ত ও দীর্ঘসমাস-বহুল বলিয়া জানিতে হইবে।"

যেমন,—

"প্রণত দেবগণের উজ্জ্বল মুকুটমণির কিরণমালা-সংস্পর্শে তোমার পাদনখের অগ্রভাগ আলোকিত হইয়াছে ও আরক্ত চরণযুগল উদ্ভাসিত হইয়াছে। প্রদীপ্ত সূর্য-কিরণ-জ্বালাতুল্য প্রচণ্ড ললাটবহ্নিদ্বারা তুমি মদনকে দগ্ধ করিয়াছ। হে প্রভু শিব! তোমাকে প্রণাম করি।

অথবা যেমন—

"নন্দন-বনের ভ্রমরচুম্বিত চম্পক-পুষ্প-গুচ্ছের মত গৌরবর্ণ (শ্বেত-পাণ্ডুর) চন্দ্র তাহার কলঙ্কসমূহ লইয়া যেন ঝটিকা-চালিতের মত ঘুরিয়া ফিরিতেছে।"

গান্ধর্ব বচন—

"গন্ধর্বদিগের বচনে পদগুলি ছোটো ছোটো সমাসবহুল, প্রধান বক্তব্যের সমাবেশে মনোরম এবং সার্থক হইয়া থাকে।"

যেমন,—

"উমা, গণ-দেবতা, কার্ত্তিক ও গণেশ নামক দুইটী পুত্র, বৃষ, সর্প, শূল, নরকপাল ও চন্দ্রসহ বিরাজিত শিবকে নমস্কার।"

যোগিনী বচন—

"যোগিনীদিগের বচনে সমাস ও রূপকের প্রাচুর্য, শব্দে অর্থের গাম্ভীর্য, কবি-দিগের অতি প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রসিদ্ধির ব্যবহার বেশি মাত্রায় থাকে।"

যেমন,—

"হে বীরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার ; দুঃখরূপ ইন্ধনে তুমি অগ্নিস্বরূপ ; অমৃতবর্ষণে তুমি মেঘস্বরূপ ; সংসার-কূপে পতিতদিগের তুমি একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ ; যোগিশ্রেষ্ঠ-দিগের তুমি দর্পণস্বরূপ ; জগতের যাবতীয় তেজঃপুঞ্জের মধ্যে নিঃসংশয়ে তুমিই শ্রেষ্ঠ।"

অতিশয় প্রভাবহেতু ভুজঙ্গ-বচনকে রূপকের ছলে দিব্য বচন বলা হয়।

"ভুজঙ্গ-বচন প্রসাদ ও মাধুর্যগুণযুক্ত, ভাবগম্ভীর, সমাস ও বিগ্রহবাক্যযুক্ত এবং তেজোগুণহীন হইয়া থাকে।"

যেমন,—

"বিদ্যাধর-নৃপতি সুসজ্জিত (তন্ত্রীগুলির আরোহ-অবরোহের দ্বারা গান-যোগ্য) মধুর-ধ্বনি, সুলক্ষণ, বহুরত্নশোভিত ও বিচিত্রিত বীণাখানি লইয়া পিনাকী শিবের স্তব গান করিতেছেন।"

আচার্যগণ বলেন,

"কাব্যে ও সাহিত্যে অনুপযোগী ব্রাহ্ম ও পারমেশ্বর বচনভঙ্গীর আবার আলো-চনার কি প্রয়োজন ?"

উত্তরে যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন, "এই আলোচনাও কবিদিগের উপদেশের জন্য মাত্র।" কারণ, নাটকপ্রভৃতিতে ঈশ্বর ও দেবতাদিগেব কথোপকথনে ঈশ্বর ও দেবতাদিগের বচনের ছায়া অবলম্বনে বাক্য রচনা করিতে হয়। এই গেল দিব্য-বচন-প্রসঙ্গ।

লোকপ্রসিদ্ধি এই যে, পৃথিবীতে মানুষরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক ব্যবহারে ব্যবহৃত বাক্য বৈষ্ণব-বচন; তাহাকেই সকলে মনুষ্য-বচন বলিয়া থাকে। তিন-প্রকার রীতিভেদে ঐ মনুষ্যবচন তিন শ্রেণীর।

যেমন কথিত হইয়াছে—

"বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া ও পাঞ্চালী—এই তিনটী রীতি। শীঘ্র ও সাক্ষাৎভাবে সরস্বতী ইহাতে বাস করেন; তাই সাহিত্যে এই তিনটী রীতি ব্যবহৃত হয়।" রীতিস্বরূপ বচনভঙ্গী তিন-প্রকার, কাকু কিন্তু অনেক-প্রকার।

রুদ্রট বলেন, "কাকু বক্রোক্তিরই নামান্তর। কাকু একটী শব্দালংকার।"

কিন্তু যাযাবরীয় বলেন,—

"কাকু বক্তার অভিপ্রায় অনুযায়ী উচ্চারণের ভঙ্গীমাত্র; তাহা কি করিয়া অলংকার হইতে পারে?" এই কাকু দুই-প্রকার—সাকাঙ্ক্ষ ও নিরাকাঙ্ক্ষ। যে কাকু অন্য বাক্যের উপর নির্ভর করে, তাহা সাকাঙ্ক্ষ বাক্য। বাক্যগত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ যে কাকু তাহা নিরাকাঙ্ক্ষ কাকু; সেই বাক্যই বিশিষ্ট কাকু-যোগে সাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে। আবার অন্য কাকুর উপর নির্ভরশীল না হইলে নিরাকাঙ্ক্ষ হয়।

সাকাঙ্ক্ষ কাকু তিন প্রকার—(১) আক্ষেপগর্ভ (২) প্রশ্নগর্ভ (৩) বিতর্কগর্ভ।

নিরাকাঙ্ক্ষ কাকুও তিন-প্রকার—(১) বিধি (২) উত্তর (৩) নির্ণয়স্বরূপ।

যেমন আক্ষেপগর্ভ অর্থাৎ নিষেধরূপ কাকুর উদাহরণ—

"যদি আমার দূতী তোমার প্রিয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও তোমার প্রিয়। যদি দূতীর কথাগুলি তোমার প্রিয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে হে প্রিয়, আমার কথাগুলিও তোমার প্রিয় হইবে।"

[এই সরল উক্তিদ্বারা ধূর্ত নায়কের কৃত্রিম প্রীতি সূচিত হইতেছে। কাকুদ্বারা বোঝা গেল যে, দূতীই যদি প্রিয় হইয়া থাকে, নায়িকা-প্রীতি সুদূরপরাহত]

যদি এই বাক্য নায়িকার সরল উক্তি হয়, তবে ইহা বিধিরূপা হইতে পারে।

প্রশ্নগর্ভ কাকুর উদাহরণ[১]—

১ 'গতঃ স কালঃ—' ইত্যাদি কবিতাটী রাজশেখরকৃত বাল-রামায়ণ (৩. ২) হইতে উদ্ধৃত। প্রশ্ন ও উত্তর—এই দুই-প্রকার কাকুর সাহায্যেই ইহার ব্যাখ্যা করা যায়। অতএব এই কাকুটি সাকাঙ্ক্ষ ও নিরাকাঙ্ক্ষ দুই-ই হইতে পারে। যে কালে রাবণ সর্বত্র জয়ী হইতেন, সে কাল চলিয়া গিয়াছে; রাবণের দুর্দিন আগতপ্রায়, শত্রুরা জয়ী হইতেছে। 'চলিয়া গিয়াছে' ও 'হয়'—কথা দুইটির উপর ধ্বনি-বৈচিত্র্য ঘটাইয়া বক্তা প্রশ্ন ও উত্তর দুই-ই প্রকাশ করিতে পারেন।

"যে কালে লতাসমূহে মুক্তা জন্মিত, সে কাল চলিয়া গিয়াছে ; সম্প্রতি ঝিনুকের মধ্যে সেই মুক্তার জন্ম হয়।" [চলিয়া গিয়াছে কি ?—এইরূপ উচ্চারণে প্রশ্নমূলক সাকাঙ্ক্ষ কাকু, আর চলিয়াই গিয়াছে—এইরূপ উচ্চারণে উত্তরমূলক নিরাকাঙ্ক্ষ কাকু]

বিতর্ক-গর্ভ[২] কাকুর উদাহরণ—

"উহা ধারাবর্ষণে উদ্যত নূতন মেঘ ; মারণাস্ত্রে সজ্জিত গর্বিত রাক্ষস নহে। উহা রামধনু ; রাক্ষসের বাণবর্ষণে উদ্যত জ্যা-পরিহিত ধনু নহে। উহা তীব্র ধারাবর্ষণ ; বাণ-বৃষ্টি নহে। উহা কষ্টি-পাথরের রেখার মত স্নিগ্ধ ও তীব্র বিদ্যুৎ ; আমার প্রিয়া উর্বশী নহে।"—(বিক্রমোর্বশীয়ম্ ৪. ২৩)

['সজ্জিত'-বিশেষণের বলে, ইহা নূতন মেঘ অথবা গর্বিত রাক্ষস—এইপ্রকার অনুমান-সন্দেহে ইহা বিতর্কমূলক সাকাঙ্ক্ষ কাকু ; ইহা নূতন মেঘ-ই, গর্বিত রাক্ষস নহে—এই-প্রকার স্থিরসিদ্ধান্তহেতু ইহা নির্ণয়মূলক নিরাকাঙ্ক্ষ কাকু]

এই তিনপ্রকার কাকুই নিয়মিতভাবে রচিত হয়। ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য-প্রকার কাকু আছে।

যেমন স্বীকার ও অনুনয় কাকু—

"আমি আপনার আজ্ঞা-লঙ্ঘনরূপ সমুদ্রজলে ডুবিয়াই আছি [অর্থাৎ আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই ; আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আপনার মহত্ত্বহেতু তাহা করি নাই] ; (আজ্ঞা-লঙ্ঘনে) নিশ্চেষ্ট অর্জুনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণের নিন্দার পাত্র সাজিয়াছি ; আমার গদা ক্রোধদীপ্ত রক্তে রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে ; কৌরব-বিনাশে উদ্যত আমার নিকট আপনি আজ একদিনের জন্য আজ্ঞাদাতা গুরু নহেন ; আর আমিও আপনার আজ্ঞাবহ নহি।"—(বেণীসংহার ১ ১২)

স্বীকারোক্তি ও উপহাস-কাকু—

"আমি যুদ্ধে ক্রোধবশে শত কৌরব হত্যা করিব না (?) ; দুঃশাসনের বক্ষোরক্ত পান করিব না (?) ; গদাদ্বারা দুর্যোধনের উরু চূর্ণ করিব না (?) ; তোমাদিগের রাজা যুধিষ্ঠির পাঁচখানি গ্রাম লইয়া সন্ধি বা মিত্রতা স্থাপন করুন।"

—(বেণীসংহার ১. ১৫)

২ তৃতীয় (বিতর্ক-মূলক) কাকুর উদাহরণস্বরূপ 'নবজলধর—' ইত্যাদি কবিতাটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এই কবিতার প্রতিটী চরণ সন্দেহ ও নির্ণয়-গর্ভ দুইটী কাকুর সাহায্যে পৃথক্‌ভাবে পড়িতে হইবে। ইহাতে বাক্যটী সাকাঙ্ক্ষ ও নিরাকাঙ্ক্ষ দুই-ই হইবে।

এইরূপ তিনটি বা চারিটি কাকুও একত্র দেখা যায়।

যেমন একত্র তিনটি কাকু—

"আমার সেই প্রিয়তমাই তাকাইতেছে; মৃগবধূ ভীত হইয়া এমন করিয়া তাকায় না। এই হস্তখানি সেই প্রিয়ারই হস্ত; ইহা পবন-আন্দোলিত পত্রশোভিত পল্লব নহে। আমার সেই প্রিয়াই আর্তস্বরে রোদন করিতেছে; ইহা বায়ুবেগে উৎপন্ন বেণুবনের ধ্বনি নহে। সেই প্রিয়তমাই আমাকে ডাকিতেছে; ইহা কোকিলের কূজন নহে।" [আমার প্রিয়তমা তাকাইতেছে (?)—প্রশ্নকাকু, মৃগবধূ এমন করিয়া তাকায় না তো—বিতর্ককাকু; প্রিয়তমাই তাকাইতেছে—নির্ণয়-কাকু]

একত্র চারিটি কাকু (নায়িকা ও সখীর কথোপকথন)—

"নায়িকা।—তাঁহাকে অশেষ নিন্দা করিয়াছি।

[সখী।—তাঁহাকে অশেষ নিন্দা করিয়াছ কি? (কর নাই)।]

নায়িকা।—স্বামীর প্রতি নিষ্ঠুরতা শোভন নহে, সখি! [স্বামীর প্রতি নিষ্ঠুরতা শোভন নহে কি? শোভনই] (যদি নিষ্ঠুর বাক্যে তিনি কুপিত হইয়া থাকেন) তাঁহাকে অনুনয় করিয়া ফিরাইয়া আন। বিরুদ্ধ আচরণকারীকে কি করিয়া অনুনয় করা যায়? [এখানে বিধি ও নিষেধরূপে চারিটি কাকু একত্র বর্তমান]

—(কিরাতার্জুনীয় ৯. ৩৯)

"এই কথোপকথনে সখীর উক্তিতে, নায়িকার উক্তিতে, পরে সখী ও নায়িকার উক্তিতে এবং তাহার পরে বহু সখীর উক্তিতে কাকু অবস্থিত।"

"বৈয়াকরণ ও মীমাংসকদিগের যে রীতি একপ্রকার সিদ্ধান্ত করে, তাহাকেই সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক অভিনয়দ্বারা প্রকাশিত কাকু অন্যপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত করে।"

"কেবলমাত্র লৌকিক বাক্যেই যে কাকুর ব্যবহার হয় তাহা নহে; শাস্ত্র-বাক্যেও এই কাকুর রাজত্ব; কাব্যেরও এই কাকুই প্রাণস্বরূপ অর্থাৎ বৈচিত্র্য ও চমৎকারিতা দান করে।

"সত্যই, কাকু আলস্য-বর্জিত হইয়া অর্থাৎ শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইলে অপর একটী অর্থ প্রকাশ করে ও ভাবগভীর কবিদিগের নানা ভাবের প্রকাশচাতুর্যটিও ফুটাইয়া তুলে।"

"(অতএব), কবি এমনভাবে কাব্য রচনা করিবেন ও বুদ্ধিমান্ পাঠক এমনভাবে সেই রচনা পাঠ করিবেন, যাহাতে ঐ কাব্য বা প্রবন্ধ-পাঠের ভঙ্গীটিই প্রবন্ধ বা কাব্যে একটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দান করে।

"কাব্য-রচনা ও পদ-পদার্থের যথার্থ বিন্যাসে নিপুণমতি মার্জিতরুচি ব্যক্তি প্রচুর

পরিমাণে যে-কোনও প্রকারে কাব্য রচনা করেন; কিন্তু যাঁহার সরস্বতী সিদ্ধ অর্থাৎ বাগ্‌দেবী যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, তিনিই উত্তমভাবে পাঠ (আবৃত্তি) করিতে পারেন।"

"যেমন জন্ম-জন্মান্তরের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে কাহারও কণ্ঠে গীত-মাধুর্য দেখা যায়, তেমনি বিশুদ্ধ ও স্খলিত পাঠ এক-জন্মের অর্জিত সম্পদ্ নহে।"

"সংস্কৃত ও অপভ্রংশে রচিত কাব্য-প্রবন্ধপ্রভৃতি লালিত্য রক্ষা করিয়া পাঠ বা আবৃত্তি করা উচিত; আর প্রাকৃত ও পৈশাচী উত্তরোত্তর সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চারণ করা উচিত।"

"প্রসাদগুণ-যুক্ত কাব্য গম্ভীরস্বরে পাঠ করা উচিত ও তাহার বিরোধী অর্থাৎ ওজোগুণ-যুক্ত কাব্য উচ্চৈঃস্বরে (জোরের সহিত) পাঠ করিতে হয়; মিশ্রকাব্যে প্রয়োজনবোধে স্বর গম্ভীর অথবা কঠোর করা উচিত।"

"সুন্দর, কাকুযুক্ত, গভীর-অর্থদ্যোতক, অর্থের ক্রম অনুযায়ী ছেদযুক্ত, শ্রুতিমধুর ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণগুলির উচ্চারণযুক্ত গঠন-ভঙ্গীটি মনীষিগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

"অতি-দ্রুত, অতি-ধীর, অতি-উৎকট, ধ্বনি (আরোহ-অবরোহ) হীন, ছেদহীন, অস্পষ্ট, অতি-কোমল ও অতি-কঠোর পঠন-ভঙ্গীটির মনীষিগণ নিন্দা করিয়া থাকেন।"

"গাম্ভীর্য-রক্ষা, অবিকৃত স্বর-সংযোগ, উচ্চ-নীচস্বরের যথাযোগ্য প্রয়োগ ও সংযুক্ত-বর্ণের সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্যবিধান—এইগুলি কাব্যপাঠের গুণ বলিয়া পরিচিত।"

"পতন ও ছেদন-ভয়ে ভীত ব্যাঘ্রী যেমন শাবকগুলিকে দন্তদ্বারা বহন করে অথচ দংশন করে না, তেমন (সাবধানতার সহিত) বর্ণগুলির প্রয়োগ ও উচ্চারণ করা উচিত।"

"যেস্থলে বিভক্তিগুলি সুস্পষ্ট, সমাসের বিভিন্ন অংশ পরিস্ফুট এবং পদ ও সন্ধি অবিকৃত থাকে, সেইস্থলে কাব্য-পাঠ সার্থক হইয়া উঠে (প্রতিষ্ঠা লাভ করে)।"

"কাব্য-পাঠে নিপুণ ব্যক্তি পৃথক্ পদগুলিকে মিলিতভাবে, সমাসবদ্ধ পদগুলিকে পৃথক্ ভাবে ও ক্রিয়াপদগুলিকে বিকৃতভাবে পাঠ করেন না।"

"রাখাল বালক হইতে কুলবধূ পর্যন্ত সকলেই যাহাতে কাব্য পাঠের বা আবৃত্তির রস আস্বাদ করিতে পারেন, তেমন ভাবে কবি কাব্য পাঠ করিয়া বাগ্‌দেবী সরস্বতীর প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন।"

"যাঁহারা শব্দশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বৈয়াকরণ নহেন অথবা যাঁহারা পদার্থবিদ্ নৈয়ায়িক নহেন, সঙ্গীতজ্ঞ তাঁহাদিগের কাব্যপাঠও শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে।"

"বারাণসীর পূর্বভাগে অবস্থিত মগধপ্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ সংস্কৃত ভালভাবে উচ্চারণ করিয়া পাঠ করেন, কিন্তু প্রাকৃতের উচ্চারণে তাঁহারা অনভিজ্ঞ।"

কথিত আছে,

"হে ব্রহ্মন্! শব্দের অধিষ্ঠাত্রীরূপ স্বীয় পদাধিকার পরিত্যাগ করিবার বাসনায় আপনাকে জানাইতেছি যে, গৌড়দেশবাসিগণ গাথা-উচ্চারণ পরিত্যাগ করুন অথবা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী অপর কোনও সরস্বতী জন্ম গ্রহণ করুন। (অর্থাৎ গৌড়বাসিগণের গাথা-উচ্চারণ অসহ্য পীড়াদায়ক)"

"গৌড়দেশে কাব্য-পাঠের ভঙ্গী বা উচ্চারণ বিশেষ স্পষ্ট নহে, শ্লেষহীন নহে, কোমলও নহে, কর্কশও নহে, গম্ভীরও নহে বা অতি উচ্চও নহে।"

"যে-কোন রস, যে-কোন রীতি, যে-কোন গুণই থাকুক না কেন, কর্ণাট-বাসিগণ গর্বের সহিত যাবতীয় কাব্যের শেষে টংকার-ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া থাকেন।"

"কাব্য পাঠ করিতেছি, ইহা জানিয়াও গদ্য অথবা পদ্য অথবা মিশ্রকাব্যে (অর্থাৎ সর্বত্র) দ্রবিড়-দেশবাসী সকল কবিই গীতধর্মী উচ্চারণ করিয়া থাকেন।"

"সংস্কৃত-বিদ্বেষী লাট-দেশবাসী পাঠকগণ সুললিত-উচ্চারণসম্বলিত ও সৌন্দর্যযুক্ত জিহ্বা অর্থাৎ স্বরসংযোগে প্রাকৃত-রচনা মনোজ্ঞভাবে পাঠ করিয়া থাকেন।"

"সুরাষ্ট্র, ত্রবণপ্রভৃতি দেশবাসিগণ অপভ্রংশভাষামিশ্রিত সংস্কৃত-রচনাও সুন্দরভাবে পাঠ করিয়া থাকেন।"

"শারদার অনুগ্রহে কাশ্মীর সুকবি জনের দেশ; সেই কবিগণের পাঠপদ্ধতি নিশ্চয়ই কর্ণে অমৃতগণ্ডূষতুল্য অর্থাৎ অতিশয় শ্রুতিমধুর।"

"কাশ্মীরের পূর্বদিকে উত্তরাপথে যে-সকল কবি আছেন, তাঁহারা ব্যাকরণ-অনুযায়ী বিশুদ্ধ উচ্চারণ বিশেষভাবে জানিয়াও অনুনাসিক উচ্চারণসহ পাঠ করিয়া থাকেন।"

"পঞ্চালদেশের কবিদিগের কাব্যপাঠ বিভিন্ন রীতির অনুকূল ধ্বনিবৈচিত্র্যে নানাগুণমণ্ডিত, ছেদযুক্ত, স্পষ্টাক্ষর, লয়সমন্বিত ও স্বরসংযোগে সুললিত হইয়া উঠে; তাই এই কাব্যপাঠ কর্ণকুহরে অপরূপ মাধুর্য সিঞ্চন করিয়া থাকে।"

"ধূর্ত ব্যক্তিরা (নৈয়ায়িক, বৈয়াকরণ প্রভৃতি) কোমল ল-কার ও অর্ধ-উচ্চারিত র-কারযুক্ত বাক্য ব্যবহার করিয়া সমাদর লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু কাব্যপাঠের দ্বারা যাঁহাদিগের বুদ্ধি মার্জিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহা দ্বারা সমাদর পান না। (তাঁহাদিগকে কোমল, মসৃণ ও যথাযথ উচ্চারণ করিতে হয়)"

"স্বর, মাত্রা, উচ্চারণ-স্থান, আন্তর প্রযত্ন ও বাহ্যপ্রযত্ন—এই পঞ্চ-স্থান হইতে

উৎপন্ন বর্ণসমূহের যথাযথ পূর্ণ উচ্চারণ ও অর্থবশে ছেদ বা বিরাম রক্ষা করা উচিত। ইহাই কাব্য-পাঠের মূল-তত্ত্ব।"

কাকু-পরিচয়সহ পাঠ-প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পরে অষ্টম অধ্যায়ে কাব্যের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে কবি-রহস্যনামক প্রথম অধিকরণে
বাক্যের বৈশিষ্ট্য, কাকু-চর্চ্চা ও পাঠপ্রতিষ্ঠাবিষয়ক
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

অষ্টম অধ্যায়

কাব্যের বিষয় বস্তুর উৎস

আচার্যগণ বলিয়াছেন, "বেদ, মনুপ্রভৃতিপ্রণীত ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, তর্ক ও মীমাংসাপ্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র, বিভিন্ন ধর্ম-সম্বন্ধীয় মতবাদ, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, লৌকিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার, মহাকাব্যসমূহ, এবং ইহা ব্যতীত হস্তিবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, বৃক্ষবিদ্যা, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদপ্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্র—এই বারটি শাস্ত্র কাব্যের বিষয়-বস্তুর উৎস বা মূলীভূত কারণ।"

যাযাবরবংশীয় রাজশেখর বলেন,

"কাব্যে বর্ণিত বিষয়সমূহের পরস্পর সামঞ্জস্য, বিষয়-বস্তুর পূর্বাপরসঙ্গতি, ভাবী বিষয়ের সহিত ঔচিত্য-রক্ষা, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয়-বস্তুর যথাযোগ্য পরিণতি—এই চরিপ্রকার সম্বন্ধ সহ কাব্যের হেতু বা কারণ ষোলটী"। (পূর্ব উল্লিখিত ১২ + বর্তমান ৪ = ১৬)

যেমন বৈদিক মূল,—

"উর্বশীনামক অপ্সরা ইলাপুত্র পুরুরবাকে কামনা করিয়াছিলেন"

—(শতপথ ব্রাহ্মণ ৫.১.২)

এই বিষয়-বস্তু অবলম্বনে পরবর্তীকালের কাব্য—

"চন্দ্র হইতে বুধ জন্মগ্রহণ করিলেন; ভগবান বুধ আদি-নৃপতি ইলা-পুত্র পুরুরবার জন্ম দান করেন। কামার্তা উর্বশী সেই পুরুরবাকে কামনা করিল। এই অপ্সরা সম্বন্ধে আর বলিবার কি আছে! এই উর্বশী তাহার স্মিতহাস্যে দেবরাজ ইন্দ্রেরও চিত্ত বশীভূত করিয়াছিল।"

অথবা যেমন,—

"এই যে উষ্ণ মণ্ডল তাপ দান করে, তাহাতে বৃহৎ উকৃথ (সামবিশেষ) আছে; সেই মণ্ডলে 'অগ্নিমণ্ডলে' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ঋক্-মন্ত্র আছে; সেই ঋক্-মন্ত্র-গ্রথিত মণ্ডলভাগ ঋক্গুলির অধিষ্ঠাত্রীদেবতার নিবাসস্থান। এই যে ভাস্বর তেজো রাশি দীপ্তি পায়, তাহা মহাব্রত; সেই তেজোরাশি 'বৃহৎ রথান্তর'প্রভৃতি সামমন্ত্র; সেই তেজঃপুঞ্জ সামমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাদিগের নিবাসস্থান। এই যে মণ্ডলমধ্যে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ দেবতাত্মা পুরুষ বিরাজমান, তিনি অগ্নি; তাহা যজুর্মন্ত্র; এই যজুর্ভাগ

যজুর্মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাদিগের নিবাসস্থান। মণ্ডলভাগ, তেজোরাশি ও তাহার মধ্যস্থিত পুরুষ—এই তিনটী ঋক্-সাম-যজুঃস্বরূপা বিদ্যারূপে প্রকাশ লাভ করে।"

—(মহানারায়ণোপনিষৎ ১২ ২)

এই বিষয়-বস্তু অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"এই যে আকাশে সূর্যমণ্ডল তাপ দান করে, তাহা ঋক্-মন্ত্রস্বরূপ ; যে পুঞ্জিত তেজঃপূর্ণ রশ্মিসকল আলোক দান করে, তাহা সামমন্ত্রস্বরূপ ; সূর্যমণ্ডলে এই যে অণু-পুরুষ বর্তমান, তিনি যজুর্মন্ত্রস্বরূপ। নিখিল বেদজ্ঞ জনগণ যাঁহাকে ঋক্-যজুঃ-সামবেদস্বরূপ বলিয়া জানেন, স্বর্গ ও মোক্ষের কারণস্বরূপ সেই অব্যয় নিরঞ্জন সূর্য তোমাদিগের কল্যাণ ও সৌন্দর্য প্রদান করুন।" —(সূর্যশতক ৮৯)

এই কবিতাটি বেদ হইতে অপহৃত। তাই এইরূপ কথিত হয়—

"যে বেদকে ঋষি, শাস্ত্রকার ও কবিগণ পদে পদে যথেচ্ছ দোহন করিয়া থাকেন, সেই বেদরাশিকে নমস্কার।"

স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রে আছে,—

"বহুবিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি সমস্ত অস্বীকার বা গোপন করিয়া যদি অপহৃত দ্রব্যের অংশবিশেষেও ধরা পড়ে, তবে অভিযোগে অপহৃত বলিয়া উল্লিখিত যাবতীয় দ্রব্যই অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইবে।" (জীমূতবাহনকৃত ব্যবহার মাতৃকায় নারদ-বচন বলিয়া উদ্ধৃত।)

এই বচনটিকে ভিত্তি করিয়া রচিত কাব্য—

"হে হংস, আমার প্রিয়াকে ফিরাইয়া দাও ; কারণ তুমি আমার প্রিয়ার চলন-ভঙ্গীটি চুরি করিয়াছ। যে-সকল দ্রব্য অপহৃত বলিয়া অভিযোগ করা যায়, তাহার একটী অংশও যাহার নিকট পাওয়া যায়, তাহাকেই যাবতীয় অপহৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিতে হয়।"[১] —(বিক্রমোর্বশীয় ৪. ১৭)

১ রাজা পুরূরবা একটী হংসকে প্রিয়তমা উর্বশী প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানাইতেছেন ; কারণ হংস উর্বশীর মনোরম পদক্ষেপ অপহরণ করিয়াছে। এই অভিযোগের মূলে নারদের বচন। যে ব্যক্তির নিকট অপহৃতদ্রব্যের একাংশও ধরা পড়ে, সেই ব্যক্তিকে যাবতীয় অপহৃত দ্রব্যের জন্য অভিযুক্ত করা যায়। যেমন নারদ বলেন, "যথাহ নারদঃ—"অনেকার্থাভিযুক্তেন সর্বদ্রব্যাপলাপিনা। বিভাবিতৈকদেশেন দেয়ং যদভিযুজ্যতে।" (জীমূতবাহনের ব্যবহারমাতৃকায় উদ্ধৃত)। যাজ্ঞবল্ক্যও বলেন, "নিহ্নুতে লিখিতং নৈকমেকদেশবিভাবিতঃ। দাপ্যঃ সর্বং নৃপেণার্থং ন গ্রাহ্যস্ত্বনিবেদিতঃ।" (ব্যবহারাধ্যায় ২০)। গৌতমও বলেন, "একদেশবিভাবিতো নৃপেণ সর্বং দাপ্যঃ।"

ইতিহাস-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে (৩৪.১৮) সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের উক্তি—

"তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী নিহত হইয়া যে পথে চলিয়া গিয়াছেন, সে পথ (আজও) রুদ্ধ হয় নাই। অতএব হে সুগ্রীব, তোমার পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর; বালীর পথ অনুসরণ করিও না।"

এই উক্তিটীকে ভিত্তি করিয়া রচিত কাব্য—

"নূতন রাজ্যের সমৃদ্ধির লেশমাত্রে তোমার যে গর্ব-বোধ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা কর। সমগ্র জগৎ গ্রাস করিতে লোলুপ যমরাজ একমাত্র বালীর মৃত্যুতে তৃপ্তিলাভ করেন নাই।" (জানকীহরণ ১২. ৩৬)

পুরাণ হইতে উদ্ধৃত—

"দৈত্য হিরণ্যকশিপু স্মিতহাস্য করিয়া যে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, ভয়ে বিহ্বল দেবতাগণ সেই সেই দিকে নমস্কার করিতেন।" (অগ্নিপুরাণ)

এই পৌরাণিক বচন অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীব আশ্রিত সেই দৈত্য হিরণ্যকশিপু স্বেচ্ছায় লোক হইতে লোকান্তরে গমন করিতে করিতে যে দিকে উপস্থিত হইতেন, দেবগণ মুকুটরত্নে অঞ্জলি সন্নিবেশ করিয়া ত্রিসন্ধ্যা সেইদিকে নমস্কার করিতেন।" (শিশুপালবধ ১.৪৬)

"শিক্ষা-কল্পপ্রভৃতি ছয়টী অঙ্গবিদ্যা, নানাশাখাযুক্ত বেদবাক্যগুলির অর্থসমূহ, এবং পুরাণ ও ইতিহাসের আখ্যানভাগের পুনঃপুনঃ অনুশীলন কবিত্বের একমাত্র ঔষধস্বরূপ। শ্রেষ্ঠ কবি বিবেকরূপ অঞ্জনের দ্বারা বিশুদ্ধ পুরাণ-ইতিহাসস্বরূপ দুইটী চক্ষু দিয়া অতিশয় সূক্ষ্ম অর্থও দেখিতে বা নিরূপণ করিতে পারেন। কবিগণ বৈদিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচনা করিয়া যেরূপ প্রশংসা লাভ করেন, স্মৃতি পুরাণ ও ইতিহাস অবলম্বনে রচনা করিয়াও ঠিক সেইরূপ প্রশংসাই লাভ করিয়া থাকেন।"

প্রমাণবিদ্যা দুই-প্রকার—(১) মীমাংসা[২] (২) তর্ক।

২ মীমাংসকগণ বলেন, শব্দ প্রথমতঃ জাতি বা সামান্য বুঝায়। বাক্যস্থ অন্যান্য শব্দের অর্থের সহিত অন্বয় ঘটিলে বক্তার ঈপ্সিত বিশেষ বা ব্যক্তির জ্ঞান হয়। এই প্রসঙ্গে জৈমিনির সূত্র 'আকৃতিস্তু ক্রিয়ার্থত্বাৎ' (১.৩.৩৩) স্মরণীয়; এ স্থলে প্রতি-শব্দবোধিত সামান্য বা জাতি-ই আকৃতি। তাই কুমারিল আকৃতির সংজ্ঞায় বলিলেন,—

জাতিমেবাকৃতিং প্রাহুর্ব্যক্তিরাক্রিয়তে যয়া।
সামান্যং তচ্চ পিণ্ডানামেকবুদ্ধিনিবন্ধনম্।
তন্নিমিত্তং চ যৎকিঞ্চিৎ সামান্যং শব্দগোচরম্।
সর্ব এবেচ্ছতীত্যেবমবিরোধঽত্র বাদিনাম্।"—শ্লোকবার্ত্তিক (আকৃতিবাদ)

এই দুইটীর প্রথমটীর উদাহরণ—

"শব্দ স্বভাবতঃ সামান্যকে অভিহিত করে; ব্যবহার বা প্রয়োগদশায় তাহা বিশেষকে বুঝাইয়া থাকে।"

এই মতবাদের ভিত্তিতে রচিত কাব্য—

"শব্দ স্বভাবতঃ সামান্যকে অভিহিত করিলেও আমার বেলায় বিশেষ-অর্থের প্রতিপাদক হইয়া পড়ে; কারণ, কোনও স্ত্রীলোকের কথা বলিলেই আমার মন সতত সেই পূর্ব-পরিচিতা সুনয়না প্রিয়াকেই স্মরণ করে। (কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে উদ্ধৃত অজ্ঞাতনামা বচন)

পূর্ব-উল্লিখিত তর্কের মধ্যে সাংখ্য-দর্শনের[৩] বচন—

"অবিদ্যমান বা অসত্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই; সত্য পদার্থের অভাব বা বিনাশ নাই। আত্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ—'সৎ' ও 'অসৎ'—এই দুইটীর নিশ্চিতরূপ মর্যাদা নিরূপণ করিয়াছেন।" (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ২.১৬).

ইহা অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"এই যে স্বনামখ্যাত যাজ্ঞিকগণ, সুবিদিত তেজস্বী নৃপতিবৃন্দ, হরিণ-নয়না অপরূপ সুন্দরী নারীসমূহ, গতিশীল পৃথিবী (যাহার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন), ফল-পুষ্পে অবনত বৃক্ষরাজি—ইহার মধ্যে সর্বত্র এই ভগবতী মৃত্তিকা জগতের নানা পরিবর্তিত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন।"

"কক্ষান্তরিতসামান্যবিশেষেষু হি দুর্বলঃ।
সামান্যবচনঃ শব্দো জায়তে লক্ষণাবলাৎ।"—শ্লোকবার্তিক (সম্বন্ধাক্ষেপবাদ)

মীমাংসকদিগের মধ্যে কুমারিলমতবাদীরা অভিহিতান্বয়বাদী নামে পরিচিত, কারণ তাঁহারা বলেন, বাক্যস্থিত একটী শব্দ তাহারই অর্থ প্রকাশে সমর্থ—অন্য শব্দের অর্থের সহিত ইহার যোগ বা অন্বয় ঐ বাক্যস্থিত অন্যান্য শব্দের স্বরূপ নির্ণয়ের পরে নিরূপিত হয়। আর প্রভাকরমতবাদী মীমাংসকগণ অন্বিতাভিধানবাদ সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন, প্রতিটী শব্দের অর্থ অন্য শব্দের সহিত অন্বিত হইয়াই প্রকাশ পায়। এই সম্প্রদায়ের মতেও 'অন্বিতসামান্য'-ই শব্দের বাচ্যার্থ, অন্য শব্দের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয়-কালে অর্থ 'অন্বিতবিশেষ' হইয়া থাকে।

৩ সাংখ্যদর্শন সৎকার্যবাদী, ন্যায়দর্শন অসৎকার্যবাদী—এই দর্শনদ্বয় পরস্পর বিপরীতপন্থী। সৎকার্যবাদ বলিতে বুঝায় যে, কার্য কারণ হইতে অবিচ্ছিন্ন এবং কার্য কারণের মধ্যেই লীন থাকে। কার্য উৎপত্তির অর্থ কারণে লীন অবস্থায় বর্তমান কার্যের অভিব্যক্তি। কার্য-উৎপত্তির পরে কার্যের কারণ নষ্ট হইয়া যায় না। স্বর্ণ ও স্বর্ণনির্মিত অলংকারের দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

ন্যায়[৪] ও বৈশেষিক-দর্শনের মতবাদ—

"বেদ ও পুরাণপ্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ সেই ঈশ্বর কি উপাদানসমূহদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন ?—পূর্বপক্ষ ; ঈশ্বর লোকোত্তর ঐশ্বর্যবলে জগৎ সৃষ্টি করেন—ইহাই সিদ্ধান্ত।"

এই মতবাদ অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"কোন্ শ্রেণীর চেষ্টা, কোন্ প্রকারের শরীর, কোন্ উপায়, কোন্ আশ্রয় ও কি-প্রকারের উপাদান দিয়া সেই পরমেশ্বর ত্রিভুবন সৃষ্টি করেন ? সর্বপ্রকার তর্কের অগোচর যাঁহার ঐশ্বর্য, সেই তোমাতে এই কুতর্কের কোনও স্থান নাই ; এই তর্ক মিথ্যা বা আভাসে পরিণত হইতে বাধ্য। এই কুতর্ক নষ্টবুদ্ধি কোনও কোনও ব্যক্তিকে জগতের ভ্রান্ত ধারণা সম্বন্ধে মুখর করিয়া তুলে।"—(মহিম্নস্তোত্র ৫)

বৌদ্ধ[৫] মতবাদ—

"পূর্বে বক্তার বলিবার ইচ্ছা হয়, পরে শব্দ ব্যবহৃত হয় ; তাই বক্তা যে ইচ্ছা মনে রাখিয়া শব্দ প্রয়োগ করেন, শব্দ সেই বিবক্ষাই প্রকাশ করে।"

এই ভাব অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"বক্তা যে বিষয় বলিতে ইচ্ছা করেন, শব্দগুলি সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে—ইহা আপনারা জানিয়া রাখুন। কামার্ত প্রিয়জন প্রিয়াকে বলপূর্বক চুম্বন করিলে প্রিয়ার 'না, না, না ; আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না'-রূপ নিষেধমূলক বাক্যই অভিমানের পালা শেষ হইয়া গেলে বিধিমূলক হইয়া উঠে (অর্থাৎ 'স্পর্শ করিও না'-র অর্থ 'স্পর্শ কর' ।"

৪ রাজশেখরের 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ঈশ্বরকর্তৃক জগৎসৃষ্টি' বিষয়ে যে অভিমত, তাহা নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের প্রতিধ্বনিমাত্র ; যেমন গৌতমপ্রণীত ন্যায়সূত্র (৪,১. ১৯-২১); এই সূত্র অবলম্বনে উদ্যোতকারকৃত ন্যায়বার্তিক ; জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী (পৃঃ ১৯০-২০৪) ও কণাদসূত্রের প্রশস্তপাদভাষ্য (পৃঃ ৪৮-৪৯)। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যপ্রসঙ্গে উদয়নাচার্যের কুসুমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে বর্ধমানধৃত বচন—

সর্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য।

"সর্ববিষয়ে জ্ঞান, তৃপ্তি, অনাদিবুদ্ধি, স্বাধীনতা, নিত্য শক্তিমত্তা ও অনন্ত ইয়ত্তাহীন শক্তি—এই ছয়টিকে শাস্ত্রজ্ঞগণ বিভু মহেশ্বরের অঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।"

৫ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও তন্ময় জগতে বিশ্বাস করেন না। অতএব তাঁহারা বলেন, শব্দ অন্য কোনও অতিরিক্ত বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না; তবে শব্দ একটী ক্ষণিক ফলোৎপত্তি ঘটায় এবং বক্তার ইচ্ছাটীকে শ্রোতার মনে উপস্থিত করে। শান্তরক্ষিতকৃত তত্ত্বসংগ্রহ ও কমলশীলকৃত তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকাগ্রন্থে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের শব্দ-তত্ত্বসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়।

লোকায়তিক[৬] মতবাদ—

“যেমন অন্ন, জল ও গুড়ের সংযোগে মত্ততাজনক শক্তির উৎপত্তি হয়, তেমনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ুনামক চারি ভূতের সংযোগে চৈতন্যের উদ্ভব ঘটে।”

এই মতবাদ অবলম্বনে রচিত কাব্য—

“এই জগতে সকল পদার্থের সাক্ষীস্বরূপ চৈতন্য বা পরব্রহ্মের আলোচকগণ এই শরীরের অতিরিক্ত ব্রহ্ম, পুরুষ, ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি বহুপ্রকার কথা বলেন। তবে, হে সুন্দরী, সেই সকল ভাবুকগণ তাঁহাদিগের চিন্তারাশির সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশ প্রাপ্ত হন।”

জৈন-দর্শনের[৭] একটী মতবাদ—

“যে পরিমাণ শরীর, সেই পরিমাণ আত্মা; নচেৎ দেহ অপেক্ষা আত্মা ক্ষুদ্র হইলে, শরীরের কতক অংশ আত্মহীন হইয়া নিষ্ফল হয়—আর যদি আত্মা দেহ অপেক্ষা বৃহৎ হয়, তবে সেই দেহ আত্মার পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়ে অর্থাৎ দেহ আত্মাকে সম্পূর্ণ ধরিতে পারে না।”

এই মতবাদ অবলম্বনে রচিত কাব্য—

“যাঁহারা আত্মাকে শরীর-পরিমাণ বলেন, তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ; কারণ অঙ্গ-বিশেষের চুম্বনেও এই আমার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল।”

[‘হস্তীদ্বারা আক্রান্ত হইলেও প্রাণরক্ষার জন্য জৈনমন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নহে।’—এইরূপ স্মৃতিবচনের দ্বারা যেখানে মন্দির-প্রবেশও নিষিদ্ধ, সেখানে জৈনশাস্ত্র পাঠ তো আরও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তবে কবিগণ কি করিয়া জৈনশাস্ত্র পাঠ করেন?]

[কাব্য সর্বশ্রেণীর বিদ্বান্-দিগের মনোরঞ্জনের জন্য] সর্ববিষয়ে অনুরাগী সুধীমণ্ডলী এই কাব্য-পরিষদের[৮] সদস্য; অতএব পূর্বোক্ত শাস্ত্রসমূহ এবং অন্যান্য শাস্ত্রও

৬ লোকায়তিক অথবা নাস্তিকগণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মৃত্যুর পরে স্বর্গে বা নরকে আত্মা কর্মফল ভোগ করে—এই বিশ্বাস তাঁহাদিগের নাই। তাঁহারা বলেন যে, জীবের চৈতন্য পঞ্চভূতের মিলন হইতে উদ্ভূত। নাস্তিকগণের এই মতবাদ শান্তরক্ষিত তত্ত্বসংগ্রহে (পৃঃ ৫২০) খণ্ডন করিয়াছেন।

৭ জৈনমতে, আত্মা যাবতীয় কর্মের কর্তা এবং ফলের ভোক্তা; আত্মা দেহের সম-পরিমাণ। দেহ অপেক্ষা আত্মা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইলে দেহের কোনও অংশে সুখদুঃখের অভাব বা আত্মার অনুপযোগিত্বহেতু দেহ এবং আত্মা বিফল হইয়া পড়ে।

৮ বিভিন্ন পরিষদ্ বা গোষ্ঠীমধ্যে প্রচলিত বৈদিক সূত্রসাহিত্যও (শ্রৌত বা গৃহ্য) ইহা হইতে বোঝা যায়। প্রাতিশাখ্যও পার্ষদ-সাহিত্যের অন্তর্গত। শব্দটীর সাধারণ অর্থ বৈদিক ব্যাকরণগ্রন্থ (দ্রষ্টব্য নিরুক্ত ১৷৭)

কবিগণ সামান্যভাবে ব্যুৎপত্তি ও বিশেষভাবে সেই সেই শাস্ত্রে জ্ঞানলাভের জন্য আলোচনা করিবেন।

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ বলেন,

"কবি তর্কপ্রভৃতি শাস্ত্রের যে সকল কঠোর বিষয় নিজের কাব্যে রসের সঞ্চারে কোমল-কান্ত করিয়া রচনা করেন, সেই বিষয়সমূহ চন্দ্রে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির মত একটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্য লাভ করে।"

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের মধ্যে শৈব সিদ্ধান্ত অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"ঘোর, ঘোরতর, ব্রহ্ম, বিদ্যা, কলা-অতিক্রমকারী পরাপর-পদব্যাপী পরমেশ্বর শিব তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

পঞ্চরাত্র[৯] সিদ্ধান্ত অবলম্বনে রচিত কাব্য :—

"আদি-অন্তহীন, প্রাচীন, তত্ত্বদর্শী, সূক্ষ্ম, ষড়্গুণসম্পন্ন, জগতের শিক্ষাদাতা, অনিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্ন-সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবনামক চতুর্ব্যূহ আমার দৈহিক ও মানসিক রোগ-সমূহ দূর করুন।"

বৌদ্ধসিদ্ধান্ত[১০] অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"এই পৃথিবীতে কলিযুগের পাপের দ্বারা যাহা কিছু ক্লেশ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা

৯ নারদাদিপ্রণীত 'পঞ্চরাত্র'নামক গ্রন্থ। 'রাত্র' শব্দের অর্থ জ্ঞান; সেই জ্ঞান পাঁচ-প্রকার—(১) সাত্ত্বিক জ্ঞান (২) নৈর্গুণ্য (৩) সর্বতৎপর জ্ঞান (৪) রাজসিক (৫) তামস। এই পঞ্চরাত্র সম্বন্ধে সাতজন ঋষি উপদেশ দিয়াছিলেন; তাই ইহা সাত-প্রকার—(১) ব্রাহ্ম (২) শৈব (৩) কৌমার (৪) বাশিষ্ঠ (৫) কাপিল (৬) গৌতমীয় (৭) নারদীয়। ... ... পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তে প্রায়ই যে চতুর্ব্যূহের উল্লেখ আছে তাহার অর্থ এই যে—জনার্দন শ্রীবিষ্ণু চারিপ্রকারে আপনাকে আবৃত করিয়া সৃষ্টি, সংহারপ্রভৃতি করিয়া থাকেন; এই চারিটী আবরণের নাম চতুর্ব্যূহ। চতুর্ব্যূহের মধ্যে বাসুদেব-ব্যূহ মূল কারণ; দ্বিতীয় ব্যূহ শেষমূর্তি মস্তকে পৃথিবী বহন করেন—ইহাকে তামসীও বলা হয়; তৃতীয় সাত্ত্বিক মূর্তি—প্রজাপালন ও ধর্মসংস্থাপন ইহার কর্ম; চতুর্থ ব্যূহ রাজসী মূর্তি—ইহাদ্বারা সৃষ্টিকার্য চলে। বহ্বৃচোপনিষদে চতুর্ব্যূহের নাম অন্য প্রকার—শরীর পুরুষ, ছন্দঃ পুরুষ, মহাপুরুষ ইত্যাদি।

১০ বৌদ্ধমতের দুই ধারা—(১) মহাযান (২) হীনযান। মহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বলেন যে, দুঃখনিপীড়িত জীবগণের জন্য বোধিসত্ত্বের অনন্ত করুণা; তিনি আপনার মুক্তির জন্য সম্পূর্ণ যোগ্য হইলেও সমগ্র জগতের মুক্তিলাভ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে মুক্ত করেন না। আপনার পুণ্যের বিনিময়ে জীবগণের মুক্তির জন্য তিনি নিরন্তর কর্ম করেন এবং জীবগণের যাবতীয় পাপভার তিনি গ্রহণ করেন। এই মহাযান মতবাদই এই কবিতার বিষয় বস্তু। পক্ষান্তরে হীনযানসম্প্রদায় দুঃখপ্রপীড়িত জীবজগতের জন্য এমন কোন করুণা পোষণ করেন না; তাঁহারা আপন আপন মুক্তির অন্বেষণ করিয়া থাকেন। [মহাযান ও হীনযান সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য তত্ত্বসংগ্রহ পৃঃ ৮৭২ দ্রষ্টব্য]

আমার নিকট আসুক ; এই পৃথিবী পাপমুক্ত হউক ; আমার পুণ্যকর্মের বলে সমস্ত প্রাণী পরমসুখে 'সুখাবতী'-ভূমিতে গমন করুক ।"

অন্যান্য সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত অবলম্বনেও এই ভাবে কাব্য রচিত হইয়া থাকে। রাজগণের প্রিয় অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্র—এই তিনটী শাস্ত্রসিদ্ধান্তের মধ্যে অর্থশাস্ত্রের[১১] কোনও সিদ্ধান্ত লইয়া রচিত কাব্যের উদাহরণ—

"যে রাজা ধীর স্থির ও শান্তভাবে বিচার করেন, নিশ্চিত কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বরাষ্ট্র সুরক্ষিত করেন, তাঁহার পররাষ্ট্রচিন্তা মূলদেশে সেচন-করা বৃক্ষের মত ফলপ্রসূ হয়। রাজকর্ম বহু ছলনাপূর্ণ ; রাজকীয় গুপ্তচর ব্যতীত রাজকর্ম সহজসাধ্য নহে। রাজলক্ষ্মীর উপাসনা কষ্টসাধ্য ; তিনি অসাবধান ব্যক্তিকে ছলনা করিয়া থাকেন।"

নাট্যশাস্ত্রোক্ত[১২] বিষয় অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"ওগো দেবি গৌরি, বাহুলতা এইভাবে স্থাপন কর ; তোমার কোমল দেহখানি এইভাবে রাখ ; অত্যধিক নত হইও না ; চরণের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত কর ; ঠিক সেইরূপে অবস্থিত আমাকে দেখ। মেঘমন্দ্রধ্বনিযুক্ত নিজমুখরূপ-মুরজ-সহযোগে গৌরীদেবীকে নৃত্যশিক্ষাদানরত শম্ভুদেবের বিলম্বিত লয় ও শমের সহিত প্রদত্ত করতলধ্বনি তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"

কামশাস্ত্রোক্ত[১৩] বিষয় অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"ইহা আশ্চর্য নহে যে, লক্ষ্মী বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন ; কারণ বিষ্ণু লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছেন মন্দর-পর্বত-সাহায্যে ; আর তুমি

১১ অর্থ, নাট্য ও কামশাস্ত্র নামক তিনটী শাস্ত্র রাজশেখরের মতে কেবল রাজবংশের জনসমূহেরই প্রিয় শাস্ত্র—কারণ এই তিনটি শাস্ত্রে বিহিত আলোচিত বা বিষয় বা মতবাদের অনুসরণ, অনুশীলন এবং অনুধাবন করা একমাত্র রাজাদিগেরই সাধ্যায়ত্ত। যাহাই হউক কাব্যরসিক গ্রন্থকারের বিষয়বস্তু-আহরণ অর্থশাস্ত্র হইতেও ঘটিয়া থাকে। আলোচ্য কবিতাটি কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্রের 'শম-ব্যায়ামিক'অধ্যায় অবলম্বনে রচিত।

১২ আলোচ্য কবিতাটি নাট্যশাস্ত্র অবলম্বনে রচিত; কবি কেবল নৃত্যভঙ্গীর বর্ণনামাত্রেই সন্তুষ্ট নহেন; তিনি 'লম্বিতলয়'প্রভৃতি সঙ্গীতবিদ্যার পারিভাষিক শব্দও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গ্রন্থকার নাট্য শাস্ত্রের বিষয়সমূহে বিশেষ অভিজ্ঞ।

১৩ আলোচ্য কবিতাটী কামশাস্ত্রের বিশেষ একটি অবস্থার বর্ণনা অবলম্বনে রচিত; শ্লেষের সহযোগে ইহার বৈচিত্র্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বিষ্ণু রতিক্রিয়ায় মন্দ, আর যুবা আপনি রতিক্রিয়ায় লক্ষ্মীর সমান। (কামসূত্র ২. ১. ৩. ৯—১৩).

তাহাকে লাভ করিয়াছে সমর-ক্ষেত্র হইতে।" [বিষ্ণু লক্ষ্মী অপেক্ষা মন্দ-রত, আর তুমি লক্ষ্মীর সম-রত]

সাধারণ[১৪] লোকের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ও তাহাদিগের কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার দুই-প্রকার—

(১) প্রাকৃত অর্থাৎ অমার্জিত বা অসভ্য (২) ব্যুৎপন্ন অর্থাৎ মার্জিত বা শিক্ষিত ও সংস্কৃত।

এই দুইটীর প্রথমটির উদাহরণ—

"হে প্রিয়তম, আমাদিগের সেই বাল্যকালের প্রেমবন্ধন পূর্বে শক্রর গৃহেও ভগ্ন-কটাহের গ্রন্থি বা সংযোগের মত অটুট ছিল। সেই আমরা এখন গৃহে প্রাকৃত (অসভ্য) জনের মত বাস করিতেছি। অপরিচিতের সঙ্গে প্রেম ও নারীর জীবনে ধিক্।"

অন্য আর একটী উদাহরণ—

"ফাল্গুনমাস আসিলে ইক্ষু, মণ্ড (পানীয়-বিশেষ), দধি, পিষ্টক ও শূকর-মাংস ভোজনের পালা শেষ হইয়া যায়।"

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যবহার আবার দুই-প্রকার—

(১) বিশেষ বিশেষ দেশের অধিবাসিদিগের মধ্যে প্রচলিত (২) বিশেষ গণ্ডীমধ্যে প্রচলিত। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটী বহু দেশভেদে অনেক-প্রকার।

যেমন, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত একটী ব্যবহার—

"দ্রবিড়দেশের নারীগণ তাম্বূল-যোগে বিশুদ্ধ মুখে মরিচের আস্বাদ গ্রহণ করেন ও প্রিয়তমের উচ্ছিষ্ট মদ্য পান করিয়া থাকেন।"

অথবা, "হে মদন, তুমি বিরত হও। ওহে চৈত্র, তুমি আর কে? চন্দ্রেরই বা কি শক্তি? এই কুন্তলদেশে মদনের পুষ্পশর বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়। এই দেশের প্রেয়সীদিগের চিত্তভূমি কামদেবের আঘাতের ক্ষতচিহ্নে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে শক্ত ও বজ্রের মত কঠোর হইয়া গিয়াছে।"

১৪ জন-সাধারণের জীবনযাত্রাপদ্ধতি ও বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সহিত পরিচিত হইবার জন্য কবিদিগকে জনসাধারণের সহিত অবাধে মেলা-মেশা করিতে হয়। জীবনযাত্রাপদ্ধতির সাধারণতঃ দুইটী ধারা—(১) মার্জিত (২) অমার্জিত। আলোচ্য দুইটী কবিতায় অমার্জিত জনসাধারণের আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রাপদ্ধতির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। একটি অমার্জিতরুচি স্ত্রীলোক সম্প্রতি তাঁহার প্রেমিকপ্রবরের নিকট পরিবর্তিত নূতন আচরণের কথা বলিতেছেন। দ্বিতীয় কবিতাটিতে ফাল্গুনমাসে সহজলভ্য ইক্ষুদণ্ডের কথা অতি গ্রাম্যভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

উত্তরদেশে প্রচলিত একটি ব্যবহার—

"সিক্ত কস্তূরীপঙ্কে অলংকৃত নেপাল-রমণীগণ প্রিয়জনের সঙ্গে বহিঃপুষ্পকুঞ্জে গ্রীষ্মকালের রাত্রি অতিবাহিত করিয়া থাকে।"

দ্বিতীয়টী অর্থাৎ বিশেষ গণ্ডীমধ্যে প্রচলিত ব্যবহারের উদাহরণ—

"নিদ্রার ভান করিয়া মৃগনয়না নায়িকার বঙ্কিম নয়নযুগল নিমীলিত হইয়া আসিল; বক্র কটাক্ষ ও নদীতরঙ্গতুল্য চঞ্চল দৃষ্টি শয্যার দিকে উৎসুক হইয়া উঠিল। তাই পরস্পরের গাত্র-কণ্ডূয়ন হইতে কামলীলায় উদ্যত নায়কের আলাপে ছেদ টানিয়া 'কে আমাকে ডাকিতেছে' বলিয়া প্রিয়সখী ছলভরে বাহিরে চলিয়া আসিল।"

কবি নিজের প্রতিভাদ্বারা যে কথাবস্তুর বা বিষয়মাত্রের কল্পনা করেন, তাহাই বিরচনা।

ইহাদিগের প্রথমটীর উদাহরণ—

"দক্ষিণদেশে মালয়-উপত্যকার অন্তর্গত রত্নবতী-নগরীতে চিত্রশিখ নামে খড়্গবিদ্যা-নিপুণ একজন রাজা ছিলেন। রাজা রত্নাকরের লক্ষ্মীদেবীর মত রূপবতী কন্যা চিত্রসুন্দরী স্বয়ম্বরপ্রথা অনুযায়ী সেই চিত্রশিখকে বিবাহ করেন।"

বিষয় মাত্রের কল্পনার উদাহরণ—

"যে ব্যক্তি সেই বিখ্যাত শ্রীবীরচূড়ামণির প্রসিদ্ধ গুণাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা করেন, তিনি চন্দ্রকিরণে চন্দন লেপন করেন, মালতীমালায় গন্ধজল সিঞ্চন করেন, বাতাসা দিয়া মধুকে মধুর করিয়া তোলেন, আর মুক্তাফলে উজ্জ্বলতাবৃদ্ধির জন্য শাণ দিয়া থাকেন।"

এই সম্পর্কে প্রাচীন আচার্যগণ বলিয়াছেন,—

"নীচ-জাতীয় বিষয় বা কথাবস্তুর রচনায় যাঁহার প্রতিভার ক্ষয় হয় না (অর্থাৎ যিনি উৎকৃষ্ট ভাব ও কথা রচনা করেন) তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বা নেতৃস্থানীয়;—অপর লেখকগণ তাঁহার সহকারী-মাত্র।"

বেদ-বেদাঙ্গপ্রভৃতি কাব্যবিদ্যার সহায়ক ও পরিপোষক যে যে শাস্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অপর শাস্ত্রের নাম[১৫] 'প্রকীর্ণক'। তাহার মধ্যে হস্তি-শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয় অবলম্বনে রচিত কাব্যের উদাহরণ—

১৫ ক্ষেমেন্দ্র, হেমচন্দ্র, বাগ্‌ভট ও বিনয়চন্দ্রপ্রভৃতি পরবর্তী আলোচকগণের মতে বিভিন্ন বিদ্যা ও সাধারণ আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ কবিদিগের পক্ষে আবশ্যিক। ইঁহারা প্রকীর্ণক-বিদ্যা বলিতে কয়েক শ্রেণীর বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। রাজশেখর চারিটী বিদ্যার উল্লেখের পর বলিয়াছেন, কবিগণ আরও কয়েকটী বিদ্যা আয়ত্ত করিবেন।

"ইন্দ্রহস্তী ঐরাবণ মত্ততাবশে যে সকল জলবিন্দু ঊর্ধ্বদিকে বিকীর্ণ করিল, তাহা মুহূর্তের জন্য মেঘলোকে বিদ্যুতের শোভা ধারণ করিল, দিগবধূদিগের ছিন্ন কণ্ঠহারের দৃশ্য সৃষ্টি করিল, আকাশতলে সমবেত অসংখ্য দেবপত্নীগণের বিশাল স্তনতট স্পর্শ করিল। চন্দ্রের ন্যায় নির্মল ও পাণ্ডুবর্ণ পরিপক্ক লবলীফলতুল্য সুন্দর সেই জলবিন্দুগুলি তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"

রত্নপরীক্ষা অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"মণিমুক্তাপ্রভৃতি রত্নের পরীক্ষায় নিপুণ ব্যক্তিরা দুইটী বস্ত্র কেবল রাজাদিগের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন ; ইহা সকলের জন্য নহে। একটীর বর্ণ জপা (জবা) ও বিদ্রুম(প্রবাল)পুষ্পখণ্ডের ন্যায় রক্তবর্ণ, অপরটীর বর্ণ হরিদ্রারস-তুল্য পীতবর্ণ। (১. রক্ত ২. পীত)।"

ধনুর্বিদ্যা অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"তখন ভগবান্ মহাদেব দেখিলেন, মদন তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে ; মদনের বাহুমুষ্টি দক্ষিণ নেত্রের প্রান্তদেশ পর্যন্ত আকৃষ্ট, স্কন্ধদেশ নত ও বামপদ ঈষৎ বক্র হইয়াছে ; তাঁহার সুন্দর ধনুখানি চক্রের আকার ধারণ করিয়াছে।"

—কুমারসম্ভব ৩. ৭০.

যোগদর্শনে আলোচিত বিষয় অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"যে তুমি সকল জীবের হৃদয়পদ্মে একমাত্র হংসরূপে বিরাজিত, সেই তুমিই জাগ্রত থাক ও নিদ্রিত হও ; তোমাকে বারে বারে জানিয়াও জানা যায় না ; পূজনীয় দূরদর্শী মুনিগণ তোমাকে সেবা করিয়া অজ্ঞান-বন্ধন ছিন্ন করেন, ভয়কে জয় করেন ও নির্মল জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।"

এইরূপ আরও[১৬] প্রকীর্ণক (অর্থাৎ বিভিন্নবিষয় অবলম্বনে রচিত) কাব্য আছে ; যেমন, উচিত-সংযোগের (বিষয়সমূহের যথাযোগ্য সম্বন্ধ-রক্ষার) উদাহরণ—

১৬ কাব্যের বিষয়বস্তুর উৎস হিসাবে যে চারিটি বিষয়ের আলোচনা এখানে দেখিতে পাই, তাহা রাজশেখরই সর্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছেন ; এমন কি পরবর্তী কোনও লেখক এইগুলির উল্লেখ করেন নাই। পক্ষান্তরে অন্য বারটি উৎসের কথা অনেকেই উদাহরণসহ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উচিত-সংযোগপ্রভৃতি চারিটি রচনানীতি বা রচনারীতিকে কেন যে রাজশেখর কাব্যের বিষয়বস্তুর উৎসের মধ্যে ফেলিলেন, তাহা সহজবোধ্য নহে। তবে এটুকু সত্য যে, চারিটি উদাহরণের সাহায্যে রাজশেখর বর্ণনার চারিটি রীতি বা প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন ; যেমন,—উচিত-সংযোগ অর্থাৎ বর্ণিতবিষয় সমূহের যথোচিত বা যথাযোগ্যসম্বন্ধস্থাপন, যোক্তৃসংযোগ অর্থাৎ অন্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া পূর্ববর্ণিত বিষয়ের সম্বন্ধ ইত্যাদি।

"ইনি পাণ্ড্যদেশের রাজা ; ইঁহার কণ্ঠদেশে হীরকখচিত বহুমূল্য হার পরিহিত রহিয়াছে ও বক্ষঃস্থলে হরিচন্দন অনুলিপ্ত হইয়াছে ; ইহাতে তিনি তরুণ অরুণরাগে রঞ্জিত সানুযুক্ত নির্ঝর-প্রবাহসমন্বিত পর্বতরাজ হিমালয়ের শোভা ধারণ করিয়াছেন (যথাযোগ্য উপমান-উপমেয়ের সমাবেশে এই কবিতা উচিত-সংযোগের উদাহরণ)।"

—রঘুবংশ ৬. ৬০.

যোক্তৃ-সংযোগের (উত্তরোত্তর সম্বন্ধযুক্ত বস্তুসমাবেশ) উদাহরণ—

"তোমার যাত্রাপথের ধূলিসমূহ দেবহস্তীর মদধারাটীকে মধুমক্ষিকাগুলির নিকট বিস্বাদ করিয়া তুলিতেছে, নমুচি-বিজেতা ইন্দ্রদেবের সহস্র চক্ষু ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে ও মন্দাকিনীর জলপ্রবাহ কর্দমাক্ত করিয়া ফেলিতেছে ; স্বর্গের নারীগণ সেই কর্দমাক্ত জলে স্নান করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া তোমার যাত্রাবিলাসের নিন্দা করিতেছে।"

উৎপাদ্য-সংযোগের (অর্থাৎ যেখানে সম্বন্ধটীকে উৎপন্ন করিয়া লইতে হয়) উদাহরণ—

"যদি আকাশ-গঙ্গা মন্দাকিনী আকাশতলে দুইটী পৃথক্ ধারায় প্রবাহিত হইত, তবে শ্রীকৃষ্ণের মুক্তামালাপরিহিত শ্যামল বক্ষঃস্থলের উপমা সম্ভব হইত।"

—শিশুপালবধ ৩. ৮.

সংযোগ-বিকারের (সংযুক্ত দ্রব্যের পরিবর্তনের) বর্ণনা—

"গুণ ও অনুরাগমিশ্রিত তোমার প্রসারশীল যশোরাশি দিগ্‌বধূদিগের মুখে অকস্মাৎ অর্ধকুঙ্কুমলেপ রচনা করিল।" [অর্ধেক শ্বেতবর্ণ গুণহেতু, অর্ধেক রক্তবর্ণ অনুরাগহেতু]

অথবা, সংযোগের ফলে যে পরিবর্তন তাহার বর্ণনা, এই অর্থ ধরিয়া উদাহরণ—

"কর্পূররাশিতুল্য শ্বেতবর্ণ-রশ্মিযুক্ত চন্দ্র আকাশে উদিত হইলে সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠে, কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, পদ্মগুলি ম্লান হইয়া যায়, চন্দ্রকান্তমণি জলে সিক্ত হইয়া যায়, শেফালিকা-ফুল ঝরিয়া পড়ে, চকোর-পক্ষী গ্রীবাদেশ সরলভাবে প্রসারিত করিয়া স্বচ্ছ জ্যোৎস্নাধারা পান করিয়া থাকে।"

"এই অষ্টম অধ্যায়ে কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনের উৎকৃষ্ট স্থানগুলি বলা হইল। এই অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়ে অভিজ্ঞ কবির বিষয়বস্তু নির্বাচন-ব্যাপারে কখনও নিন্দা হয় না।"

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে
বিষয়বস্তুশীর্ষক আলোচনায় কাব্যের ষোড়শ-প্রকার বিষয়-বস্তুর
মূলবিবরণীসম্বলিত অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

নবম অধ্যায়

কাব্যের বিষয়বস্তু (অর্থ-ব্যাপ্তি)

দ্রৌহিণি[১] (আচার্য দ্রুহিণের মতানুবর্তী) বলেন,

"কাব্যের বিষয়বস্তু তিন শ্রেণীর।" দিব্য (স্বর্গীয়), দিব্য-মানুষ (স্বর্গ ও মর্ত্যবিষয়ক), মানুষ (মর্ত্যলোকবিষয়ক)।

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন; "উহা সাত-প্রকার"। পাতাল-সম্বন্ধী, মর্ত্য ও পাতাল-সম্বন্ধী, স্বর্গ ও পাতাল-সম্বন্ধী, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-সম্বন্ধী—এই চারিটি শ্রেণী ও উল্লিখিত তিনটি শ্রেণী মিলিয়া সাতটী শ্রেণী।

ইহার মধ্যে স্বর্গীয় শ্রেণীর উদাহরণ; যেমন—

"নিজের সংকেতস্থানে উপস্থিত হইয়া অপ্সরা রম্ভা নলকূবরের বিচ্ছেদ-বেদনাবশে নলকূবরের উদ্দেশ্যে যক্ষ-তুম্বুরুর কলাবতী বীণার ধ্বনির তুল্য সুমধুর ধ্বনিতে যে মনোজ্ঞ রোমাঞ্চকর গান গাহিলেন, সেই গানটী স্বরমাধুর্যে ইন্দ্রহস্তী ঐরাবণকে তন্ময করিয়া তুলিল ও হস্তীর কর্ণসঞ্চালন পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল; এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বার বার শচীর সহাস্য মুখ-মণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন।" [এই কবিতায় বর্ণিত চরিত্রগুলি স্বর্গের অধিবাসী; সেই হেতু ইহা স্বর্গীয়শ্রেণীর অন্তর্গত]।

দিব্য-মানুষ শ্রেণীটী আবার চারি-প্রকারের— (১) স্বর্গবাসীর মর্ত্যলোকে আগমন ও মর্ত্যলোকের অধিবাসীর স্বর্গে গমনের বর্ণনা (২) স্বর্গবাসীর মর্ত্যভাব ও মর্ত্যলোকের অধিবাসীর দিব্যভাবের বর্ণনা (৩) মর্ত্যবাসী সম্পর্কে স্বর্গবিষয়ক আখ্যান-রচনা (৪) মর্ত্যবাসীর প্রভাব ও সামর্থ্য দ্বারা দিব্যভাবপ্রকাশমূলকবর্ণনা।

ইহার মধ্যে স্বর্গবাসীর মর্ত্যলোকে আগমনের বর্ণনার উদাহরণ—

"নিখিল জগতের আশ্রয় স্বরূপ, লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণীদেবীর পতি শ্রীহরি (কৃষ্ণ) জগৎ শাসন করিবার জন্য সমৃদ্ধিশালী বসুদেবগৃহে বাস করিবার সময়, একদিন ব্রহ্মার পুত্র নারদকে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দেখিলেন।"—শিশুপালবধ ১. ১.

১ দ্রৌহিণি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না; দ্রুহিণ বা ব্রহ্মা অনুযায়ী তাঁহার নামকরণ হইয়াছে; অতএব, খুব সম্ভব, তিনি ব্রহ্মার পুত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আর একবার রাজশেখর ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্র লইয়া তিনি নিশ্চয়ই কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভাবপ্রকাশনে ২৩৯ পৃষ্ঠায় নাট্যশাস্ত্র-সম্পর্কে এই দ্রৌহিণির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মর্ত্যবাসীর স্বর্গে গমনের উদাহরণ—

"হে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন! এই দেখুন নন্দনবন, এখানে অমৃতভোজী দেবদেবীগণ কল্পবৃক্ষবনে ইচ্ছাপ্রাপ্ত মদ্য পান করিয়া পান-সভায় ক্রীড়া-বিলাস করিয়া থাকেন; আরও লক্ষ্য করুন যে, সন্তানকবৃক্ষের তলে চন্দ্রকান্তমণিবেষ্টনে যে আলবাল রচিত হইয়াছে তাহা বিনা যত্নে জলে ভরিয়া উঠে—চন্দ্রকান্তমণিগুলি জ্যোৎস্নাস্পর্শে গলিয়া গলিয়া স্বচ্ছ নির্ঝর-জল সৃষ্টি করিতেছে।"

স্বর্গবাসীর মর্ত্যভাবের বর্ণনা; যেমন—

"এই-প্রকার বিশাল ও বিখ্যাত যদুবংশে বসুদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; দেবকী তাঁহার পত্নী। আর কি বলিব, সেই বসুদেবের ঔরসে স্বয়ং পদ্মনাভ নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র রমণীর বাহুপাশে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়াছিলেন।"

মর্ত্যবাসীর দিব্যভাবের বর্ণনা—

"হে দেবি গঙ্গা! (গঙ্গাস্নানের ফলে) পাপমুক্ত মনুষ্যগণ (স্বর্গগমনকালে) বিমানের উচ্চ পার্শ্বদেশের এক কোণে এক পদ স্থাপন করিয়া হাত দিয়া সেই বিমানের স্বর্ণদণ্ড দুইটি ধরিয়া রহিয়াছে ও তোমার তরঙ্গে আন্দোলিত নিজ নিজ পরিত্যক্ত মর্ত্যদেহের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।"

স্বর্গীয় আখ্যানের রচনা—

"সরযূনদীর এই জ্যোৎস্নাধারাপ্লাবিত স্বচ্ছ বালুকাতটে কোনও দুই সিদ্ধযুবকের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্ক চলিতেছিল। একজন বলিল, কৈটভ পূর্বে নিহত হইয়াছিল; অপর জন বলিল, কংস পূর্বে নিহত হইয়াছিল। (কংস ও কৈটভের হন্তা) আপনি বাস্তবিক ঘটনা বলুন যে, আপনি কাহাকে প্রথম হত্যা করিয়াছিলেন।"

প্রভাববশে আবির্ভূত দিব্যভাবের বর্ণনা—

"'ওগো পৃথিবী, তুমি আর রসাতলে যাইও না; ওরে দুষ্ট দৈত্য, দ্বিখণ্ডিত হইয়াও কেন আস্ফালন করিস্? হে বলিরাজ, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিরাট হইলেও চরণদ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে; চরণ-পূরণে যে-পরিমাণ ভূমি কম পড়িয়াছে, তাহা পূরণ কর দেখি।'—যশোদার কোলে ত্রৈলোক্যের অধিপতি শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার স্বপ্ন দেখাইতে দেখাইতে ঘুমাইতেছিলেন। তখন চক্রশোভিত নারায়ণের চরণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিবার সময় আনন্দহেতু যশোদার গণ্ডস্থলে মৃদুহাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল—এই-প্রকার যশোদা তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

মর্ত্যলোকের বিষয় অবলম্বনে রচিত কাব্য—

"পুত্রবধূ শ্বশ্রূ অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করে, পুত্র পিতার স্থলে কার্য সম্পাদন করে; শূন্য স্থান সমূহে অপর পদার্থ অধিকার স্থাপন করে; এই প্রকারে নদীস্রোতের[২] ন্যায় একাদিক্রমে বিচারের জটিলতার অনুসন্ধান না করিয়াই জগৎপ্রবাহ বহিয়া চলে; জগৎপ্রবাহে প্রত্যাবর্তন নাই; তথাপি জগৎপ্রবাহের বিরাম নাই, তাহা অপূর্ণ নহে।"

পাতালের বিষয় লইয়া রচিত কাব্য—

"কর্কোটনাগ তোমাকে কোটিবার প্রণাম করিতেছে; সম্মুখে স্থিত তক্ষক নাগকে লক্ষ্য কর; কপিল ও কুলিকনামক দুইটী নাগ তোমার সেবার জন্য করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছে; স্বস্তিকনাগ তোমার স্তব করিতেছে; এই পদ্মনাগ ভক্তির উৎসস্বরূপ; এই বলবান্ কম্বলনাগ তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সর্পরাজ বাসুকি গর্বিত-ভাবে গমন করুক; শঙ্খপালকে নিজের আবাসে প্রেরণ কর[৩]।"

মর্ত্যলোক ও পাতালপুরী অবলম্বনে কাব্য—

"হে আর্দ্রাবলি, তুমি চলিয়া যাও; হে কর্ণবিহীন সর্প[৪] অশ্বসেন, তুমি কর্ণকে জান না; হরশিষ্য পরশুরামের শিষ্য কর্ণ কখনও (একই লক্ষ্যে) দুই বার বাণ নিক্ষেপ করেন না; অতএব এখন মর্ত্যলোকের বাণ দিয়া অর্জুনের মুকুট দ্বিখণ্ডিত করিতেছি, তাহাই কৌতূহলসহ দেখ।"

এই পৃথিবী ও পাতালবিষয়ক কাব্যেও দিব্যমানুষকাব্যের মত সমস্তপ্রকার অবান্তর ভেদ আছে।

---

২ নদীর স্রোত অবিরাম বহিয়া চলে; একটী স্রোত আসে, অন্যটী চলিয়া যায়; যে স্রোতটী আসে, সেও চলিয়া যায়; নূতন আর একটি আসে। এই যাতায়াতের যে পরম্পরা, তাহাই লৌকিক ব্যবহারে নদীস্রোত-ন্যায় বলিয়া পরিচিত।

৩ কপিল, কুলিক, স্বস্তিক, পদ্মপ্রভৃতি পাতালবাসী বিভিন্ন সর্পের নাম। মহাভারত আদিপর্বেও (অধ্যায় ৩৫) এই নামগুলি পাওয়া যায়। নাগানন্দ-নাটকের নায়ক জীমূতবাহন-কর্তৃক রক্ষিত শঙ্খচূড় নামক সর্পের পিতা শঙ্খপাল এবং এস্থলে উল্লিখিত শঙ্খপাল এক বলিয়াই মনে হয়। এই কবিতার বিষয়বস্তু সম্ভবতঃ উক্ত নাটকের আখ্যান অবলম্বনে রচিত।

৪ অর্জুন-শত্রু অশ্বসেন সর্পমুখী বাণের আকৃতিতে কর্ণের তূণে প্রবেশ করেন; কর্ণ ইহা জানিতে পারেন না। সেই বাণদ্বারা অর্জুনবধে অকৃতকার্য কর্ণকে সর্প অশ্বসেন আর একবার বাণ-নিক্ষেপের জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কর্ণ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। এই ঘটনার শেষাংশই বর্তমান কবিতাটীতে কর্ণ ও অশ্বসেনের কথোপকথনের আকারে গ্রথিত হইয়াছে। মহাভারত কর্ণপর্ব ৯০, দ্রষ্টব্য।

ইহার পর স্বর্গ ও পাতাল অবলম্বনে রচিত কাব্যের উদাহরণ ; যেমন—

"পিণাকধারী ভগবান্ শিব তোমাদিগকে রক্ষা করুন—ভগবান্ শিবের কর্ণে একটী সর্প পদ্মের মত শোভা পাইতেছে ; মণিভূষিত সর্পের ফণাস্থিত মণি সেই পদ্মের যেন বীজকোষ, সর্পের শরীর যেন পদ্মের ডাঁটা, ফণাটী যেন পদ্মের পাপড়ি, আর জিহ্বা-তুইটী যেন পদ্মের চঞ্চল কেশর-যুগল।"

স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের বিষয় অবলম্বনে রচিত কাব্যের উদাহরণ ; যেমন—

"আস্তীক[৫] নামে একজন মুনি ছিলেন ; তিনি পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের বিস্ময়কর সর্পযজ্ঞে সর্পের মধ্যে একমাত্র তক্ষকবংশীয় সর্পটিকে ও দেবরাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজিও মলয়পর্বতে চঞ্চল লতাকুঞ্জে দোল-লীলার সময় সর্পবধূগণ সেই আস্তীকমুনির কীর্তিকথা সানন্দে গান করিয়া থাকে।"

আচার্য উদ্ভটের[৬] মতানুসারী সমালোচকেরা বলেন,

"আচার্যগণের মতে, কাব্যের বিষয়বস্তু প্রতিভাযোগে উল্লিখিতভাবে রচনায় অবলম্বন করিলে বিষয়বস্তুর আর ইয়ত্তা থাকে না।"

"হউক না কেন কাব্যের বিষয়বস্তু অনন্ত ; তথাপি যাবতীয় বিষয় কেবল তুই শ্রেণীর—(১) বিচারসহ (২) আপাতরমণীয়। ইহার মধ্যে, বিচারসহ বিষয় শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় ও আপাতরমণীয় বিষয় কাব্যে ব্যবহৃত হয়।"

যেমন আপাতরমণীয় বিষয়ের উদাহরণ—

"পবন-নন্দন হনুমান্ সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে গিয়া নিজের দেহবর্ণে নীলপদ্মের মত নীল আকাশকে পীতবর্ণ করিয়া লম্ফ প্রদান করিল" [এস্থলে আকাশের নীলত্ববর্ণনা ও হনুমানের দেহবর্ণে আকাশের বর্ণ পরিবর্তনের বর্ণনা আপাতরমণীয় ; কারণ, প্রকৃতপক্ষে আকাশ শূন্যমাত্র ; তাহাতে আবার বর্ণ অর্থাৎ রঙ থাকিবে কি করিয়া ?]

অথবা যেমন,—

"সেই মহর্ষিগণ অসিকৃষ্ণ আকাশপথ দিয়া মনের গতির তুল্য দ্রুতগতিতে হিমালয়-রাজধানী ওষধিপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন।" [এস্থলেও বর্ণনাটী আপাতরমণীয় ; কারণ আকাশ শূন্যমাত্র—তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ অসম্ভব] —কুমারসম্ভব ৫. ৩৬

আরও যেমন—

"সকল নদীর জলই একপ্রকার এবং চন্দ্র-সূর্যপ্রভৃতি জ্যোতিষ্কগুলি নিজ নিজ স্থানে আশ্চর্যভাবে স্থির হইয়া থাকে"—ইত্যাদি

৫ বিস্তৃত বিবরণের জন্য মহাভারত আদিপর্বের অন্তর্গত আস্তীক-পর্ব নামক উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

৬ সম্ভবতঃ ভামহের কাব্যালংকার পঞ্চম অধ্যায়ের ৩৩-৩৪ শ্লোকের টীকাতে উদ্ভট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাযাবরীয়[৭] রাজশেখর কিন্তু বলেন,

"আকাশ বা নদীজলপ্রভৃতির উল্লিখিত সৌন্দর্যবর্ণনা তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্যের বর্ণনা নহে ; কিন্তু উহা প্রতিভাস-বর্ণনা (কল্পিত রূপের বর্ণনা)। প্রতিভাস অর্থাৎ কল্পিত রূপ কখনও কোনও বস্তুতে অভিন্নভাবে থাকে না ; যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে যে সূর্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডলকে আমরা দ্বাদশ-অঙ্গুলি-পরিমাণমাত্র প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাকে পুরাণপ্রভৃতি শাস্ত্রীয়-গ্রন্থে ধরা-বলয়পরিমাণের বলিয়া বর্ণনা থাকিত না।"

সূর্যমণ্ডলের মত নক্ষত্র, নদীজল ও পর্বতপ্রভৃতির বেলায়ও এই-প্রকার বুঝিয়া লইতে হইবে। শাস্ত্র ও কাব্য—এই দুই শ্রেণীর রচনাতেই, যে রূপ মনে হয় বা কল্পিত হয়, তাহাই বর্ণনায় স্থান লাভ করে।

যেমন, শাস্ত্রে দেখা যায়—

"মেঘরূপ কর্দম দূর হইয়া গিয়াছে ; তাই স্বচ্ছ আকাশজলে তারাফুলের মধ্যে চাঁদ হাঁসের মত সাঁতার কাটিতেছে।"

কাব্যও ঠিক এই প্রকার আপাতরমণীয় বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

আপরাজিতি[৮] বলেন—

"হউক না কেন বিষয়বস্তু অনন্ত, তবুও কাব্যে কিন্তু একমাত্র সরস বিষয়েরই স্থান পাওয়া উচিত ; নীরস বিষয় বর্জনীয়।"

যেমন, খ্যাতনামা কেহ বলিয়াছেন—

"স্নান, পুষ্পচয়ন, সন্ধ্যাকাল, চন্দ্র-উদয়প্রভৃতির বর্ণনা সরস হইলেও যদি তাহার দীর্ঘবর্ণনা স্বাভাবিক রসের ধারায় ব্যাঘাত ঘটায়, তবে তাহা রচনা করা উচিত নহে। এই যে নদী, গিরি, সাগর, নগর, রথ, অশ্বপ্রভৃতির বর্ণনার অবিশ্রান্ত চেষ্টা, তাহার একমাত্র সার্থকতা কবির বর্ণনাশক্তির খ্যাতি ; অতএব বুদ্ধিমান্ তত্ত্বজ্ঞ রসিক-জন এই পথ অনুমোদন করেন না।"

৭ যাযাবরীয় রাজশেখর কোনও প্রকারেই উদ্ভট-সম্প্রদায়ী সাহিত্য-সমালোচকদিগের অভিমত সমর্থন করেন নাই যে, একমাত্র কাব্যেই বস্তুর বিকৃতরূপ বা কৃত্রিমরূপের বর্ণনা থাকে ও সেই হেতু কাব্য বা সাহিত্যের কোনও মূল্য নাই। রাজশেখরের মতে, কাব্য ও শাস্ত্র—এই দুই শ্রেণীর রচনাতেই যেমনটি দেখা যায়, তেমনটীর বর্ণনা পাওয়া যায়।

৮ উপরন্তু উল্লিখিত দুইটি উদ্ধৃতিতে 'এইপথ' শব্দ-দ্বারা কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর রচনার কথাই বলা হইয়াছে ও খুব সম্ভব, তাহা নাটকপ্রভৃতি 'দৃশ্য-কাব্য'। এই আপরাজিতি নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার লোল্লটের নামান্তর ; কারণ, উদ্ধৃত দুইটি কবিতার দ্বিতীয়টি কাব্যানুশাসনে হেমচন্দ্র নিশ্চিত লোল্লটকৃত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য কাব্যানুশাসন পৃঃ ২১৫)

যাযাবরীয় বলেন,

"ইহাই ঠিক।" এ কথা সকলেই অনুভব করেন যে, কতকগুলি বিষয় রসের অনুকূল, আবার কতকগুলি বিষয় রসের প্রতিকূল বা পরিপন্থী। কাব্যে কিন্তু কবির কথাগুলিই সরস বা নীরস পরিবেশের সৃষ্টি করে; বিষয়বস্তু নিজে কখনও সরস বা নীরস পরিবেশ সৃষ্টি করে না। অন্বয়-ব্যতিরেকের[৯] দ্বারা ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

যেমন, নদী-বর্ণনায় সরস পরিবেশের উদাহরণ—

"ওগো প্রিয়তমে তন্বি, এই তাম্রপর্ণী নদীটী দেখ। ইহার জলবিন্দুসমূহ সমুদ্রের শুক্তিমালা উদ্ঘাটিত করিয়া আনীত; সেই জলবিন্দুসমূহ কুটিলকটাক্ষবতী রমণীদিগের সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থলে মুক্তাহারের শোভা ধারণ করিয়া থাকে।" [এখানে বস্তুতঃ নদী বর্ণনা করিতে গিয়া শৃঙ্গাররসের উদ্দীপন বিভাব বর্ণনা করা হইয়াছে।]

পর্বত-বর্ণনায় সরসতার উদাহরণ—

"ওগো হরিণনয়না প্রিয়তমে, এই সেই মলয়পর্বতের উপকণ্ঠে অবস্থিত নদীতীরভূমি; এই তীরভূমিসকল ভগবান্ কামদেবের ধনুর্বিদ্যা-অভ্যাসের প্রিয়তর স্থান; এই তটভূমিসমূহে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে ঘন অন্ধকার নিঃশেষে পান করিবার পর চকোর-প্রিয়তমারা ওষ্ঠপুট ঊর্ধ্বে বিস্তৃত করিয়া কণ্ঠদেশ সঞ্চালিত করিয়া মুক্তার ন্যায় শুভ্র জ্যোৎস্না-ধারা পান করিয়া থাকে।" [এখানে পর্বতের বর্ণনাটি শৃঙ্গাররসের উদ্দীপন বিভাব; তাই ইহা সরস হইয়া উঠিয়াছে]

সাগর-বর্ণনায় সরসতার উদাহরণ—

"এই যে হরিণনয়না রমণীগণের কিল-কিঞ্চিতসমূহে[১০] মদিরার পরমগুরুর মত স্থানলাভ, নায়ক-নায়িকার প্রণয়-কলহ ও কৃত্রিম কোপদূরকারী এই যে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নীল আকাশতল, দেবগণের কাম-বিলাসের নিত্য লীলাভূমি এই যে

৯ অন্বয়-ব্যতিরেক বিচার বা প্রকাশের দুইটী পদ্ধতির নাম। 'তৎসত্ত্বে তৎসত্তা' অর্থাৎ তাহা থাকিলে তাহা থাকে—এই পদ্ধতিতে যে বিচার, তাহা অন্বয়মুখী বিচার; আর 'তদসত্ত্বে তদসত্তা' অর্থাৎ তাহা না থাকিলে তাহা থাকে না—এই বিচারপদ্ধতিকে বলে ব্যতিরেকমুখী বিচার। অন্বয় অস্তিমুখে যুক্তি, আর ব্যতিরেক অভাবমুখে যুক্তি। প্রতিভাশালী কবি তুচ্ছ সামান্য বিষয়টীও কাব্যে সরস করিয়া তোলেন, আর প্রতিভাহীন কবি উত্তম বিষয়টীকেও কাব্যে বিকৃত ও নীরস করিয়া ফেলেন।

১০ অভীষ্টতম বা প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইলে যে আনন্দ হয়, তাহার ফলে মৃদুহাস্য, কৃত্রিম ক্রন্দন, কলহাস্য, ভয়, ক্রোধ, ক্লান্তিপ্রভৃতি নানা অবস্থা দেখা দেয়। এই জাতীয় অবস্থাগুলির মিলিত নাম 'কিলকিঞ্চিত'।

চির-যৌবন, ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী এই যে লক্ষ্মীদেবী—ইহারা সকলেই সমুদ্রের আশ্চর্য কৃতিত্ব বা পরম দান।" [এখানে সমুদ্রবর্ণনাচ্ছলে সমুদ্রজাত বস্তুগুলিকে কামের উদ্দীপন বিভাব হিসাবে দেখান হইয়াছে ; রসিক ব্যক্তিরা ইহাতে সম্ভোগ-শৃঙ্গার রসের সন্ধান পাইয়াছেন] — বালরামায়ণ, ১০. ৪৪

এই প্রকারে অশ্ব, নগরপ্রভৃতির বর্ণনাও সরস হইতে পারে। বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার রসের বর্ণনাও আবার সরস[১১] হইতে পারে। যেমন—

"সেই প্রিয়তমার নিকট আমার প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছি ; তাহার বিরোধী বিষয়সমূহ আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয় ; তাহার অনুকূল বিষয়সমূহ আমার উৎকণ্ঠা দূর করিতে না পারিয়া আরও বিরস হইয়া উঠে ; সেইজন্য বিরুদ্ধভাবের বিষয়ে আমার মন ইচ্ছা করিয়াই লগ্ন হইয়াছিল ; আর তুল্যভাবের বিষয় হইতে আমার মন ঔৎসুক্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় নিবৃত্ত হইল। হায়! প্রিয়াশূন্য আমার মন প্রিয়া ভিন্ন জগতের অন্য কোথায় সুখের সন্ধান পাইবে?"

কুকবি অর্থাৎ প্রতিভাহীন কবি শৃঙ্গাররসের বিপ্রলম্ভ-দশার ন্যায় সরস বিষয় অবলম্বনে কাব্য রচনা করিতে গিয়াও নীরস হইয়া পড়েন। অতএব, বিষয়বস্তুতে রস থাকুক বা না থাকুক, কবির বাক্য বা বচনবৈচিত্র্যেই সরসতা থাকে[১২]।

পাল্যকীর্তিনামক একজন জৈন সমালোচক বলেন,

"বিষয়বস্তুর স্বভাব বা প্রকৃতিটি যেমনই হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে বাক্যের সরসতা বক্তার প্রকৃতি-বিশেষের উপর নির্ভর করে। তাই যে বিষয়টিকে অনুরাগী ব্যক্তি প্রশংসা করেন, বিরাগী ব্যক্তি তাহার নিন্দা করেন ; আর উদাসীন নিরপেক্ষ ব্যক্তি নিন্দাও করেন না, প্রশংসাও করেন না।"

"যাঁহারা প্রিয়সঙ্গমে দীর্ঘ রাত্রিও ক্ষণকালের মত অতিবাহিত করেন, তাঁহাদিগের

১১ প্রথমতঃ নদী, পর্বত ও সমুদ্রবর্ণনামূলক তিনটী কবিতায় গ্রন্থকার অন্বয়মুখে বর্ণনার সরসতা দেখাইয়াছেন। এখন অনভিজ্ঞ কবির হাতে সরসবিষয়ের বর্ণনাও যে নীরস হইয়া পড়ে তাহা দেখাইবার জন্য ব্যতিরেক মুখে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার-রসমূলক কবিতা উদ্ধৃত করিতেছেন। এই ব্যাখ্যা বা এই প্রসঙ্গ 'বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারেঽপি অরসবত্তা' পাঠ ধরিলেই সম্ভবপর। পরবর্তী 'কুকবি বিপ্রলম্ভেও সরসতা নষ্ট করেন' উক্তিটী 'অরসবত্তা' পাঠেরই অনুকূল।

১২ আলোচ্য কবিতায় কবি প্রিয়াবিরহবিধুর প্রেমিকের করুণ-দশার বর্ণনাচ্ছলে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসের চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তির দৈন্য তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়াছে। 'কু-কবি' ইত্যাদি উক্তিতে ইহাই বলা হইয়াছে। সমগ্র আলোচনার সারমর্ম এখানে গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন।

নিকট চন্দ্রকিরণ শীতল বলিয়াই মনে হয়; আর যাঁহারা বিরহী, তাঁহাদিগের নিকট সেই চন্দ্রকিরণই উল্কাশিখার মত পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। আমাদিগের কোন প্রেয়সীও নাই, বিরহও নাই; তাই আমাদিগের নিকট চন্দ্র মুকুরখণ্ডের মতই শোভা পায়—সে শীতলও নহে, উষ্ণও নহে।"

— ভোজপ্রবন্ধে ধৃত বচন

অবন্তিসুন্দরী বলেন,—

"বস্তুর স্বভাব বা বস্তুর সৌন্দর্য সর্ব্বকালে নিয়ত নহে অর্থাৎ কোনও বস্তুরই রূপ স্থির বা নির্দিষ্ট নাই।"

তাই তিনি বলেন,—

"এই জগতে বস্তুর প্রকৃতি বা স্বভাব স্থির নহে; কাব্যে বস্তুর গুণ বা অগুণ কবির বচনভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল। গুণগ্রাহী কবি প্রশংসাচ্ছলে চন্দ্রকে অমৃত-কিরণ বা সুধাংশু বলিয়া বর্ণনা করেন; আর ধূর্ত কবি নিন্দাচ্ছলে সেই চন্দ্রকেই দোষের আকর বলিয়া বর্ণনা করেন।"

যাযাবরীয় বলেন,

"পাল্যকীর্তি[১৩] ও অবন্তিসুন্দরী[১৪] উভয়ের অভিমতই যুক্তিযুক্ত।"

এই কাব্য মুক্তক ও প্রবন্ধ ভেদে দুই শ্রেণীর। এই প্রত্যেক শ্রেণীর পাঁচটী উপশ্রেণী আছে— (১) শুদ্ধ (২) চিত্র (৩) কথোত্থ (৪) সংবিধানকভূ (৫) আখ্যানকবান্।

অন্য ইতিবৃত্ত বা ঘটনাসংস্পর্শহীন স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ সার্থক কবিতা শুদ্ধ নামে পরিচিত।

শুদ্ধ একটু বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইলে হয় চিত্র।

---

১৩ পাল্যকীর্তি একজন জৈন সাধু ও ব্যাকরণ-রচয়িতা। তাঁহার অভয়চন্দ্র ও বাদীভসিংহনামে দুইজন শিষ্য ছিলেন; তাঁহাদিগের রচিত গ্রন্থে পাল্যকীর্তির উল্লেখ আছে। অভয়চন্দ্র প্রক্রিয়া-সংগ্রহে লিখিয়াছেন—"মুনীন্দ্র জিনেশ্বর পাল্যকীর্তিকে বন্দনা করিয়া অল্পবুদ্ধি আমি প্রক্রিয়া-সংগ্রহ লিখিতেছি।" বাদীভসিংহ 'পার্শ্বনাথচরিত্র'গ্রন্থে বলিয়াছেন, "সেই মহাপ্রভাবশালী পাল্যকীর্তির অভাবনীয় শক্তি; তাঁহার চরণতলে উপদেশ শ্রবণমাত্রই লোকে শব্দশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করে।" কেহ কেহ বলেন, এই পাল্যকীর্তিই জৈনব্যাকরণরচয়িতা শাকটায়ন।

১৪ অবন্তিসুন্দরী চৌহাণ-বংশের কন্যা ও যাযাবরবংশীয় রাজশেখরের পত্নী ছিলেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি সাহিত্যশাস্ত্রে পারদর্শী বিদুষী মহিলা ছিলেন; কারণ, রাজশেখর বহুস্থলে তাঁহার অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন ও স্বীয় অভিমতের সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজেকে দৃঢ় ও নির্ভুল প্রমাণ করিয়াছেন।

যাহার উৎপত্তি বা মূলে কোনও অতীত ঘটনা থাকে, তাহাকে বলে কথোত্থ।

যে কবিতার বিষয়বস্তু ঘটনাপ্রবাহে সহজ, সরল ও জটিল পরিণতির সহিত স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত, তাহাই সংবিধানকভূ কবিতা।

যেখানে বিষয়বস্তু কল্পিত, সেই কবিতা আখ্যানকবান্।

এইগুলির মধ্যে শুদ্ধ-মুক্তকের উদাহরণ—

"সেই নববিবাহিতা মুগ্ধা বালা স্বামীর অন্য নারীর প্রতি আসক্তিরূপ প্রথম অপরাধে সখীগণের শিক্ষা ও উপদেশের অভাবে মানভরে কুটিলকটাক্ষপ্রভৃতি অঙ্গভঙ্গী ও বক্রোক্তিসহযোগে অভিমানিনীর গতিভঙ্গী অবলম্বন করিতে জানে না; নিরন্তর অশ্রুবিসর্জনে তাহার চোখের কাজল ও পত্রাবলীরচনা ধুইয়া গিয়াছে; নির্মল গণ্ডতলে স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে; লজ্জায় ও দুঃখে তাহার নয়ন-কমল টলমল করিতেছে; সে শয্যায় পড়িয়া কেবল রোদন করিতেছে।" [এখানে অন্য ইতিবৃত্ত নাই; ইহা নায়িকার বিশুদ্ধ বর্ণনামাত্র; তাই ইহা শুদ্ধ মুক্তক-কবিতা]

—অমরুশতক ২৯

চিত্র মুক্তকের উদাহরণ—

"অভিমানী প্রিয়তম দূর হইতে ফিরিয়া আসিলে নায়িকার দৃষ্টি (আবার যদি প্রিয়তম চলিয়া যায়) এই আশঙ্কায় উৎসুক হইয়া উঠিল; নায়ক নিকটে আসিলে নায়িকার চক্ষু লজ্জায় সংকুচিত, কথা বলিলে আনন্দে বিস্ফারিত, আলিঙ্গন করিলে কোপে রক্তবর্ণ, বসনপ্রান্ত ধরিলে রোষে ভ্রূকুটি কুটিল হইয়া উঠিল; মানিনী নায়িকার পদতলে নায়ক প্রণত হইলে নায়িকার বিচিত্র কলাকুশল নয়নযুগল ক্ষণ-কালের মধ্যে জলভরে ছল ছল করিয়া উঠিল।"

—অমরুশতক ৪৯

কথোত্থ মুক্তকের উদাহরণ—

"রুদ্ধগতি ও পরাজিত শ্রীশর্মগুপ্তনামক রাজা তাঁহার পত্নী ধ্রুবস্বামিনীকে খস-নৃপতির হস্তে দান করিয়া যে প্রসিদ্ধ হিমালয়পর্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, সেই হিমালয়পর্বতেই কিন্নরমুখরিত গুহামধ্যে কার্ত্তিকেয়নগরবাসিনী নারীগণ তোমার কীর্তিগাথা গান করিতেছে[১৫]।"

১৫ এই কবিতার বিষয়বস্তু একটী অতীত কথা। কথা বলিতে একটী ঐতিহাসিক ঘটনা বা জনশ্রুতি বুঝাইয়া থাকে। এস্থলে কথার অর্থ ঐতিহাসিক ঘটনা। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বিশাখদত্তের 'দেবীচন্দ্রগুপ্ত'

সংবিধানকভূ মুক্তকের উদাহরণ—

"একই আসনে, নায়িকা ও নায়িকা-সখী, এই দুইটী প্রিয়তমাকে উপবিষ্ট দেখিয়া ধূর্তনায়ক পা টিপিয়া টিপিয়া পিছন-দিকে আসিল ও প্রেমিক-প্রেমিকার অতি-পরিচিত ক্রীড়াচ্ছলে নায়িকার চক্ষু দুইটী বন্ধ করিয়া ধরিল। তাহার পর সেই ধূর্ত নায়ক গ্রীবাদেশটী কিছুটা বাঁকাইয়া রোমাঞ্চকলেবরে প্রেমতরঙ্গে চঞ্চলহৃদয় নায়িকাসখীকে চুম্বন করিল ; সখীর গণ্ডদেশে একটী পুলক-শিহরণ দেখা দিল। ['পা টিপিয়া টিপিয়া পিছন-দিকে আসিল'-অংশে ক্রম ; 'ক্রীড়াচ্ছলে'-অংশে সঙ্গতি ; 'একই আসনে উপবিষ্ট প্রিয়তমাদ্বয়ের একটির চক্ষু বন্ধ করা'-অংশে বঞ্চনা, 'অপরটীকে চুম্বন' অংশে রঞ্জন অর্থাৎ কুটিল ব্যবহার ; 'কিছুটা বাঁকাইয়া' ও 'রোমাঞ্চ কলেবর' অংশে সরাসরি বলা—এই সমস্ত মিলিয়া এই কবিতা সংবিধানকভূ-মুক্তক।]

—অমরুশতক ১৯

আরও যেমন—

"হে প্রিয়তম, সেই-যে জলকেলির সময় আমি রাজহংসীটিকে কুঙ্কমজলে কপিশবর্ণ করিয়া দিয়াছিলাম ও সেইহেতু চক্রবাকীভ্রমে রাজহংসটী তাহার প্রিয়াবিরহের বেদনা অনুভব করিয়াছিল ; না জানি, আমার ভাগ্যে সেই পাপের ফল ফলিতেছে। আমরা একই পুরীতে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি ; কিন্তু তবু, হে প্রিয়তম, আমাদিগের চোখের দেখাটী নাই।" [দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভরিয়া]

আখ্যানকবান্ মুক্তকের উদাহরণ—

"হৈহয়-বংশীয় পরোপকারী রাজা সহস্রার্জুন প্রার্থীদিগের জন্য ধৃত বন্যহস্তীর সর্বপ্রথম উদ্গত দন্তদ্বারা ভগবান্ শম্ভুর গৃহ নির্মাণ করেন।"

ও নৃপ অমোঘবর্ষের 'সঞ্জন'তাম্রশাসন হইতে ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়াই জানা যায়। বিভিন্ন প্রমাণের দ্বারা মনে হয় যে, রামগুপ্ত নামে এক রাজা কোনও শকবংশীয় নৃপতিকর্তৃক পরাস্ত হইয়া একটী হীন সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হন। তাঁহার পত্নী ধ্রুবদেবীকে এই সন্ধিসূত্রে খসনৃপতির হস্তে দান করিতে হয়। সন্ধির সর্ত অনুযায়ী রামগুপ্ত পত্নী দান করিতে স্বীকৃত হইলে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত বংশের সম্মান রক্ষাকল্পে ধ্রুবদেবীর বেশ ধরিয়া শত্রুশিবিরে প্রবেশ করেন ও শকনৃপতিকে হত্যা করেন। অবশ্য এই কবিতায় রাজার নাম 'শ্রীশর্মগুপ্ত' ও শত্রুর নাম 'খসাধিপতি' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 'শর্মগুপ্ত' ও 'খস'—শব্দ দুইটী 'রামগুপ্ত' ও 'শক' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পুঁথি-নকলকালে লিপি-প্রমাদ ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে হয় [এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণীর জন্য এই গ্রন্থের রাজশেখর-অংশের 'ঐতিহাসিক-তথ্য'শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

শুদ্ধ-প্রবন্ধের উদাহরণ —

"আমি প্রিয়তমার বহু-বিচিত্র নয়নপথের পথিক হইয়াছিলাম ; তাঁহার দৃষ্টি ছিল মৃদু, স্নিগ্ধ, উদার, নিশ্চল ও অর্ধ-নিমীলিত ; আমি তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিলাম তাঁহার অপরূপ অপাঙ্গদৃষ্টি ও বঙ্কিম কটাক্ষ।"

মালতীমাধব : অঙ্ক ১

চিত্র-প্রবন্ধের উদাহরণ—

"সেই সুলোচনার কটাক্ষ ছিল লজ্জানম্র, দীর্ঘকালস্থায়ী, তির্যক্‌ভাবে প্রসারিত, স্নিগ্ধ-মধুর, ভাবসূচক, নিস্পন্দ ও নিথর ; তাহার চক্ষু-তারকা ছিল বেশ বিস্তৃত— তাই অন্তরের বিস্ময় ও মৃদুহাস্য সহজে বাহির হইয়া আসিতেছিল। এহেন কটাক্ষে আমার এই হৃদয় অবসন্ন ও অসহায় হইয়া উঠিল—হৃদয় যেন অপহৃত, ক্ষত-বিক্ষত, দলিত ও বিগলিত হইল। কে যেন সেই বিগলিত হৃদয়খানি নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল ও উন্মূলিত করিয়া দিল।"

—মালতীমাধব : অঙ্ক ১

কথোত্থ-প্রবন্ধের উদাহরণ—

"কামদেব ব্রহ্মার ইন্দ্রিয় ও কামরিপুকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাই ব্রহ্মা নিজের কন্যার প্রতি কামনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাহার পর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করেন ও অভিশাপ দেন ; মদন সেই অভিশাপের ফল ভোগ করিল।"

—কুমারসম্ভব ৪. ৪১

সংবিধানকভূ-প্রবন্ধের উদাহরণ—

"হে প্রভু, আপনার ক্রোধ সংবরণ করুন, সংবরণ করুন—আকাশে দেবতাদিগের এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতেই শিবের ললাটস্থিত (নেত্র হইতে উৎপন্ন) বহ্নি মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।"

— কুমারসম্ভব ৩. ৭২.

আখ্যানকবান্ প্রবন্ধের উদাহরণ—

"পার্বতীর চরণযুগল অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া সখী পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে বলিল, 'শিবের মাথার চাঁদের ফালিটাকে সুরতকালে এই পা দিয়ে আঘাত করিস্' —এই আশীর্বাদ লাভ করিয়া পার্বতী সেই সখীকে মাল্য দিয়া নিঃশব্দে আঘাত করিলেন।"

—কুমারসম্ভব সর্গ ৭. ১৯

ইহা ছাড়াও, সংস্কৃতের ন্যায় সকল ভাষাতেই কবি তাঁহার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও

কৌতূহল অনুযায়ী নির্ভুলভাবে সাবধানে রচনা করিবেন। তিনি শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকগত সম্বন্ধটী বিশেষভাবে জানিবেন অর্থাৎ বিশেষ শব্দের ও বিশেষ অর্থের প্রসিদ্ধি তাঁহাকে জানিতে হইবে।

তাই কথিত আছে—

"কোনও বিষয় সংস্কৃতভাষায় সুরচিত ও সুষ্ঠু প্রকাশিত হয়; আবার কোনও বিষয় প্রাকৃত-ভাষায়, কোনটী বা অপভ্রংশ, কোনটী বা ভূতভাষাক্রমে সুরচিত হইয়া থাকে। কোনও বিষয় দুইটী বা তিনটী ভাষায় রচিত হয়, কোনটী বা চারিটী ভাষায় বিবেচিত হয়। যে সুকবির এই প্রকারে বুদ্ধি সঞ্চারিত হয়, সেই সুকবি ও সমালোচকের কীর্তি জগৎ প্লাবিত করিয়া দেয়।"

এই প্রকারে বিপুল বিষয়সমূহে ব্যুৎপন্ন কবির বাণী দুর্গম ও অতিবিষম কাব্য-পথেও ব্যাহত বা অবরুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসে না।

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে বিষয়বস্তুগত-উপদেশশীর্ষক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

দশম অধ্যায়

কবির কর্তব্য ও রাজার কর্তব্য

কবিত্ব-অভিলাষী ব্যক্তি বিদ্যা(ব্যাকরণ, অভিধানপ্রভৃতি) এবং উপবিদ্যা(নৃত্য, গীতপ্রভৃতি চৌষট্টি কলা) আয়ত্ত করিয়া কাব্যরচনায় যত্নবান্ হইবেন। নাম অর্থাৎ শব্দরূপ এবং ধাতুপ্রকরণ (ব্যাকরণ), শব্দকোষ বা অভিধান, ছন্দঃশাস্ত্র এবং অলংকারশাস্ত্র—এইগুলি কাব্যবিদ্যা; চৌষট্টি কলাবিদ্যা উপবিদ্যা[১]। সহৃদয়গণ-কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত কবির সান্নিধ্য; দেশের রাজনৈতিক সামাজিক বৈজ্ঞানিক ও ভাষাবিষয়ক বার্তা, রসিক ও বিচক্ষণ লোকের সহিত আলাপ, লোক-ব্যবহার, বিদ্বান্‌দিগের সহিত বাদানুবাদ অর্থাৎ কবি-সমাজ, প্রাচীন কবিদিগের রচনা—এইগুলি কাব্যের জননী (অর্থাৎ কাব্য রচনায় একান্ত প্রয়োজনীয়)।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও, স্বাস্থ্য, প্রতিভা, নিরন্তর অনুশীলন, মনের একাগ্রতা, বিদ্বান্‌দিগের সহিত আলাপ-আলোচনা, অগাধ পাণ্ডিত্য, স্থায়ী ও প্রখর স্মৃতিশক্তি, বিরক্তির অভাব অর্থাৎ সদা প্রফুল্ল চিত্ত—এই আটটি কাব্যের জননী বা সহায়ক।

ইহা ব্যতীত, (কবি) সর্বদা পবিত্র থাকিবেন। পবিত্রতা তিন-প্রকার—বাক্যের পবিত্রতা, মনের পবিত্রতা ও দেহের পবিত্রতা। প্রথম দুইটী শাস্ত্র-পাঠের দ্বারা পাওয়া যায়; তৃতীয়টী অর্থাৎ শারীরিক পবিত্রতা বলিতে বুঝায় নখচ্ছেদযুক্ত হস্ত-পদ, তাম্বূলযুক্ত মুখ, অল্পমাত্রায় চন্দনপ্রভৃতি অনুলেপনযুক্ত শরীর, বহুমূল্য অথচ আড়ম্বরহীন বস্ত্র এবং পুষ্পশোভিত মস্তক।

১ 'নামধাতু পারায়ণ' বলিতে শব্দস্মৃতি বা ব্যাকরণকে বুঝাইয়া থাকে। অলঙ্কারশাস্ত্র বলিতে বুঝায় ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, বামন, আনন্দ, রুদ্রটপ্রভৃতির সাহিত্য-সমালোচনার গ্রন্থসমূহ। বামন সাহিত্য-আলোচনার গ্রন্থগুলির নাম দিয়াছেন শাস্ত্র। এই চারিটী বিদ্যা কবিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য। অষ্টম অধ্যায়ে রাজশেখর কবিগণের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (১. ৩. ১৬) উল্লিখিত চৌষট্টিকলা রাজশেখরের মতে কাব্যের উপবিদ্যা। বামনের মতে কলাগুলি বিদ্যা-শ্রেণীভুক্ত। ভামহ-বচনের ভিত্তিতে গোপেন্দ্রটিপ্পভূপাল বামনের ১. ৩. ৭. সংখ্যক সূত্রের কামধেনু-শীর্ষক যে টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অপর শ্রেণীর চৌষট্টি কলা ও একশত চারিটি উপকলার উল্লেখ করিয়াছেন। এই কলাসূচী বাৎস্যায়নের অনুরূপ।

পবিত্র স্বভাব ও কাব্য-অভ্যাস সরস্বতীর বশীকরণ—এই কথা আচার্যগণ বলিয়া থাকেন। কবি যে-রূপ স্বভাবের হন, তাঁহার কাব্যও সেইরূপ হয়। প্রবাদ আছে, চিত্রকর যেমন আকারের, তাহার চিত্রও তেমন আকারের। কবি মৃদুহাস্যসহকারে কথা বলিবেন; সকল বিষয়ে লাক্ষণিক বা ব্যঙ্গ্যাত্মক বাক্য ব্যবহার করিবেন; সকল বিষয়ের গোপন কথাটী বাহির করিতে চেষ্টা করিবেন; পরকাব্য-নিন্দায় বিমুখ থাকিবেন; আলোচনা করিতে বলিলে যথাযথ দোষ-গুণ আলোচনা করিবেন।

কবির বাসগৃহ সুন্দররূপে মার্জিত থাকিবে। সেখানে ছয়টী ঋতুর উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের স্থান থাকিবে; বহুবৃক্ষের মূলদেশে রচিত বেদিকার উপর কুঞ্জগৃহ থাকিবে; ক্রীড়া-পর্বত, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, জলের আবর্তযুক্ত নদী ও সমুদ্র, বহতা খাল থাকিবে; ময়ূর, হরিণ, হারীত, সারস, চক্রবাক, হংস, চকোর, ক্রৌঞ্চ, কুরর, শুক, সারীপ্রভৃতি পক্ষী থাকিবে। সেই বাসগৃহটী গ্রীষ্ম ও রৌদ্রের ক্লান্তি দূর করিতে পারা চাই; সেখানে ভূ-গর্ভে যন্ত্রযুক্ত ধারাগৃহ ও লতাকুঞ্জ থাকিবে; এবং সেই গৃহে দোলা ও প্রেংখা থাকিবে। কাব্যচিন্তায় অবসন্ন তাঁহার চিত্তের অবসাদ দূর করিবার জন্য বিনাবাক্যে আজ্ঞাবহপরিবেষ্টিত অথবা নির্জন হইবে তাঁহার বিশ্রামস্থান। তাঁহার ভৃত্যবর্গ অপভ্রংশ-ভাষায় এবং দাসীবৃন্দ মাগধ ও অপভ্রংশ ভাষায় কথা বলিতে পটু হইতে হইবে। তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ হইবেন এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ সর্বভাষায় হইবেন অভিজ্ঞ। সভা-সংস্কার ও বিশুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার লেখক হইবেন সকল ভাষায় সুদক্ষ, চতুর, মিষ্টভাষী, শীঘ্র উত্তরদাতা, ইঙ্গিতে ও আকারে অভিজ্ঞ, নানাপ্রকার লিখন-প্রণালীতে কুশল, কবি ও ছন্দঃ-অলঙ্কারপ্রভৃতির লক্ষণবেত্তা। অধিক রাত্রিতে লেখকপ্রভৃতির অনুপস্থিতিতে পূর্বোক্ত পরিচারক-পরিচারিকাপ্রভৃতির যে কেহ উপস্থিত থাকা উচিত।

গৃহস্বামী নিজের গৃহে যেরূপ ভাষানিয়ম প্রবর্তন করেন, সেইরূপই হয়। শোনা যায় যে, মগধদেশে শিশুনাগ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি উচ্চারণ করিতে কঠিন আটটী বর্ণ বর্জনপূর্বক নিজের অন্তঃপুরেই ভাষানিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন; সেই আটটী বর্ণ হইতেছে ট, ঠ, ড, ঢ (চারিটী মূর্ধন্যবর্ণ), স-ভিন্ন তিনটী উষ্মবর্ণ অর্থাৎ শ, ষ, হ এবং ক্ষ-কার।

শোনা যায় যে, সুরসেন-দেশে কুবিন্দনামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শ্রুতিকঠোর সংযুক্তবর্ণ বর্জনপূর্বক নিজের অন্তঃপুরেই ভাষানিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

আরও শোনা যায় যে, কুন্তলদেশে সাতবাহন[২] নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজের অন্তঃপুরেই প্রাকৃতশব্দবহুল-ভাষা প্রয়োগের নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

আবার শোনা যায় যে, উজ্জয়িনীতে[৩] সাহসাঙ্ক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনিও সংস্কৃতভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে বলিয়া অন্তঃপুরে ভাষা-নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

একটী কৌটা, কাষ্ঠফলক ও খড়ি, একটী ঢাকনি-দেওয়া বাক্স, কলমসহ দোয়াত, কতকগুলি ভূর্জপত্র, লৌহকণ্টকসহ কতকগুলি তালপত্র ও সুপরিষ্কৃত দেওয়াল— এইগুলি সর্বদা সেই কবির নিকটে থাকিবে।

আচার্যগণ বলেন, "যেহেতু সেইগুলি কাব্যবিদ্যার উপাদান বা সামগ্রী"

যাযাবরবংশের রাজশেখর বলেন, "একমাত্র প্রতিভাই কাব্যরচনার উপাদান বা সামগ্রী।"[৪]

২ কুন্তলদেশের অধিপতি এবং গাথাসপ্তশতীর রচয়িতা হালেরই নামান্তর সাতবাহন। মাহারাষ্ট্রীপ্রাকৃত-কোষের সংকলনই তাঁহার প্রাকৃতপ্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাঁহার সভাকবি শ্রীপালিতের কয়েকটী গাথা এই হালসাতবাহন গাথাকোষের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এস্থলে প্রাকৃতভাষা বলিতে মাহারাষ্ট্রীপ্রাকৃত বুঝিতে হইবে; কারণ, কুন্তলদেশ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত। শৌরসেনী এবং মাগধী প্রাকৃতের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩ প্রাচীন ভারতে বিক্রমাদিত্য নামে কয়েকজন রাজা রাজত্ব করেন; বস্তুত, বিক্রমাদিত্য ছিল একটী উপাধি— অতিপরাক্রান্ত রাজগণ এই উপাধি গ্রহণ করিতেন। গাথাসপ্তশতীগ্রন্থে একজন বিক্রমাদিত্য রাজার উল্লেখ আছে—'সংবাহণসুহরসতোসিএণ দেন্তেণ তুহ করে লক্খম্। চলণেণ বিক্কমাইও-চরিঅং অনুসিক্খিঅং তিস্সা।' (৫. ৬৪)। গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বরোদা সংস্করণের) কাব্যমীমাংসা-সম্পাদকের মতে সাহসাঙ্কেরই নামান্তর। এই রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন— মুদ্রাগুলিই এ বিষয়ে প্রমাণ। দেবীচন্দ্রগুপ্ত-নাটকের গল্প ও সঞ্জন তাম্রশাসনে উল্লিখিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাহসিক কার্যাবলী হইতে তাঁহার সাহসাঙ্ক-নামের সার্থকতা বুঝা যায়। রাজশেখর পরে বলিয়াছেন যে, সাহসাঙ্ক সংস্কৃতবিদ্যার উৎসাহী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উপরন্তু এই সাহসাঙ্ক একজন কবিও ছিলেন। যেমন 'ভাসো রামিলসোমিলৌ বররুচিঃ শ্রীসাহসাঙ্কঃ কবিঃ' (সূক্তিমুক্তাবলী ৪. ৫৭.)

৪ উল্লিখিত উপাদানসমূহ সর্বদা কবির নিকটবর্তী থাকা উচিত; কারণ, যে-কোন সময়ে যে-কোন কবিতা রচনা করিয়া তিনি লিখিতে পারেন। তবে রাজশেখরের অভিমত এই যে, কবিতা রচনার সহায়ক হিসাবে এই উপকরণগুলি যে একমাত্র প্রয়োজনীয় পদার্থ, তাহা নহে; কবিতা রচনার শক্তি অর্থাৎ কবিত্ব এবং প্রতিভাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ বা সামগ্রী। বামনাচার্যও বলিয়াছেন, 'কবিত্ববীজং প্রতিভানম্' (১.৩, ১৬).

আচার্যগণ বলেন,

"প্রথমতঃ কবি নিজেই ভাবিয়া দেখিবেন, আমার বিদ্যা বা জ্ঞানের পরিমাণ কতটা? কোন্ বিশিষ্ট ভাষা অবলম্বন করিয়া আমি রচনা করিতে সমর্থ? লোকের রুচি কিরূপ? কবি-সভাপতি কি প্রকার শিক্ষা-পরিষদে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; কোথায় অর্থাৎ কিরূপ কাব্যে বা ভাষাবিষয়ে তাঁহার চিত্ত সংসক্ত অর্থাৎ কোন্ প্রকার কাব্য তিনি পছন্দ করেন?—এই সকল অবগত হইয়া কোনও একটী বিশেষ ভাষায় তিনি কাব্য রচনা করিবেন।"

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন,

"বিশিষ্ট দেশ ও ভাষাশ্রয়ী কবির পক্ষে এই নিয়ম এবং ব্যবস্থা; কিন্তু স্বাধীন ও নিজের শক্তির উপর নির্ভরক্ষম কবির পক্ষে একটী ভাষার ন্যায় সকল ভাষাই সমান ভাবে ব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে (সকল ভাষাতেই সমানভাবে তিনি কাব্য-রচনায় সমর্থ)।"

দেশবিশেষ অনুযায়ী আবার ভাষাবিশেষ আশ্রয় করিতে দেখা যায়।

যেমন, কথিত আছে—

"গৌড়দেশবাসী কবিগণ সংস্কৃত ভালবাসেন, লাটপ্রভৃতি দেশের কবিদিগের প্রাকৃতে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। মরুভূ, টক্ক এবং ভাদানকের কবিগণ অপভ্রংশ-ভাষা প্রয়োগ করেন; অবন্তী, পারিযাত্র ও দশপুর-নগরের কবিগণ পৈশাচী ভাষা ব্যবহার করেন; আর যে কবি মধ্যদেশ বা আর্যাবর্তের মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি সর্বভাষায় সুপণ্ডিত।"

"সাধারণের কোন্ বিষয়ে সম্মতি আছে ও কোন্ বিষয়ে নিজের সম্মতি আছে, কবি তাহাও জানিবেন; অসম্মত বিষয় তিনি পরিত্যাগ করিবেন ও সম্মত বিষয়ে মনোযোগী হইবেন অর্থাৎ সেই বিষয়ে কাব্য রচনা করিবেন।"

"লোকনিন্দামাত্রেই কবি নিজের উপর ঘৃণা বা সঙ্কোচ প্রকাশ করিবেন না, অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া কাব্যরচনায় নিরুৎসাহ হইবেন না; নিজেই নিজেকে পরীক্ষা করিবেন; কারণ, লোকসমাজ নিরঙ্কুশ, অর্থাৎ কোন কথা বলিতে ইহাদের বাধে না।"

"কবির মৃত্যু হইলে অথবা তিনি প্রবাসী হইলে তাঁহার কাব্যের প্রশংসা বা স্তুতিগান হইয়া থাকে; কিন্তু কবি প্রত্যক্ষ বা জীবিত থাকিতে তিনি যত বড়ই হউন না কেন, লোকে তাঁহাকে (যথাযথ আদর তো করেই না) অনাদরই করিয়া থাকে।"

"জীবিত বা অতিপরিচিত কবির কাব্য, কুলনারীর রূপ-লাবণ্য এবং গৃহচিকিৎসকের বিদ্যা যে কাহার নিকট রুচিকর হয়। (ইহা বলা কঠিন) অর্থাৎ এইগুলি সকলের সুখ্যাতি বা সুনাম অর্জন করিতে পারে না।"

"ইহা অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার যে, যিনি পরের বাক্য অপহরণ করিতে ব্যস্ত তিনিও যথেষ্ট সদুক্তিপূর্ণ কাব্যরচনাকারী কবিদিগকে সামান্য বা সাধারণ কবি বলিয়া নিন্দা করেন।"

"উৎকৃষ্ট কবিদের মনোরম বাক্য এবং স্ত্রীলোক বা বালক বা নীচজাতির লোকের অতি অল্প-মধুর কাব্যও কৌতুকবশে এক মুখ হইতে মুখান্তরে গমন করে অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে প্রচারিত হয়।"

"সুযোগসুবিধামত অথবা কার্যের অবসরে কাব্যচর্চায় উদ্যোগী, পরিব্রাজক, রাজা ও অভিনব কবিদিগের কাব্য একদিনে দশ দিক্ ভ্রমণ করে।"

"পুত্র, শিষ্য এবং পদাতিকসৈন্য—ইহারা যথাক্রমে পিতা, গুরু এবং রাজার রচনা কোনও বিচার না করিয়াই প্রশংসা করে ও পাঠ করে।"

"আবার, আংশিকভাবে রচিত কাব্য পাঠ করিবেন না–তাহার ফল অসমাপ্তি"—ইহা কবিদিগের নিগূঢ় তত্ত্ব।

কোনও নূতন কাব্য বা কবিতা একাকী অবস্থিত কোন কবির সম্মুখে পড়িতে নাই–তিনি সেই কাব্য বা কবিতা নিজের বলিয়া দাবী করিলে কোন্ সাক্ষীর সাহায্যে তাঁহাকে পরাজিত করা যাইবে?

আবার, নিজের কাব্য বা কবিতার প্রশংসা করিবেন না, কারণ, পক্ষপাত গুণ ও দোষের বিপর্যয় ঘটাইয়া ফেলে অর্থাৎ দোষকে গুণে এবং গুণকে দোষে পরিণত করে।

আর, কখনও অহংকার করিবেন না—অতি অল্প অহংকারও যাবতীয় সংস্কার বা জ্ঞানরাশি বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

কাব্য অন্যকর্তৃক পরীক্ষা করাইবেন—ইহা সাধারণতঃ প্রচলিত কথা যে, নিরপেক্ষ মধ্যস্থ ব্যক্তি যে ভুল ধরিতে পারেন, রচয়িতা স্বয়ং সে ভুল দেখিতে পান না।

যিনি নিজেকে কবি বলিয়া মনে করেন, তাঁহাকে কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিয়া সন্তুষ্ট করিবেন—যেহেতু (সন্তুষ্ট না করিলে), কবিমানী ব্যক্তির সম্মুখে পঠিত ও সুষ্ঠুভাবে উচ্চারিত কাব্য বা শ্লোক অরণ্যে রোদনের ন্যায় হয় এবং অনেক সময় নষ্ট হয় বা বিপর্যস্ত হয়।

তাই কেহ বলিয়াছেন—

"ইহা বাস্তবিকই কবিত্বের একটি পরম রহস্য যে, কবিমানীর সম্মুখে কোনও সুন্দর কবিতা বা কাব্য কোনও কবি পাঠ করিবেন না ; কেননা, সেই কবিমানী ব্যক্তি ঐ সুন্দর কবিতাকে যে কেবল গণনার মধ্যে আনেন না বা বিবেচনার যোগ্য মনে করেন না তাহা নহে, উপরন্তু নিজের কাব্যজাতীয় রচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার বিনাশ সাধন করেন।"

যে সকল প্রবৃত্তি বা কর্মপ্রচেষ্টার[৫] কাল নিয়মিত নাই, তাহা বিশৃঙ্খল হয় অর্থাৎ ফলপ্রসূ হয় না ; অতএব দিন এবং রাত্রিকে কবি প্রহর অনুযায়ী চারিভাগে ভাগ করিবেন। কবি প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা ও উপাসনা সমাপন করিয়া বৈদিক সরস্বতী-স্তোত্রটি পাঠ করিবেন। তারপর বিদ্যা-আলোচনার গৃহে আরামে উপবেশন করিয়া প্রথম প্রহরের শেষ পর্যন্ত কাব্যের সহায়ক 'বিদ্যা' ও 'উপবিদ্যা' চর্চ্চা করিবেন ; কারণ, প্রথমপ্রাপ্ত সংস্কার যেমন প্রতিভার কারণ, তেমন অন্য কিছুই নহে। দ্বিতীয় প্রহরে কবি কাব্য রচনা করিবেন। দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎপূর্বে স্নান করিবেন ও স্বাস্থ্যের অনুকূল আহার গ্রহণ করিবেন। ভোজনের পরে কাব্যালাপ অর্থাৎ কাব্য-সভার অনুষ্ঠান করিবেন ; কখনও কখনও প্রশ্নোত্তরমূলক[৬] কবিতা আলোচনা করিবেন। তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমস্যা-পূরণ, মাতৃকা-অভ্যাস ও চিত্রকাব্য[৭]-রচনাপ্রভৃতি করিবেন। চতুর্থ প্রহরে একাকী অথবা অল্প-সংখ্যক সভাসদ্-পরিবৃত হইয়া পূর্বাহ্ণে রচিত কাব্যের পরীক্ষা করিবেন। কাব্য-রচনাকালে

৫ কাল-বিভাগ ও রাজার পালনীয় সময়সূচীসম্পর্কে অর্থশাস্ত্র ১. ১৯ ও কামসূত্র ১. ৪. ১৬ দ্রষ্টব্য।

৬ প্রশ্নোত্তরমূলক কবিতার উদাহরণ কাব্যমীমাংসার—'কিং করোতি কিয়ৎকালং বেশ্যাবেশ্মনি কামুকঃ। কীদৃশং বদনং বীক্ষ্য তস্যাঃ কর্ণায়তে ক্ষণম্ ॥'—কবিতায় দেওয়া হইয়াছে। দণ্ডীর কাব্যদর্শ তৃতীয় পরিচ্ছেদে অনুরূপ প্রহেলিকার আলোচনা আছে।

বাৎস্যায়ন কামসূত্রে (১. ৩. ১৬) চৌষট্টী কলা-সূচীতে কাব্যসমস্যা ও ধারণামাতৃকাভ্যাস-নামক দুইটি পৃথক্ কলার উল্লেখ করিয়াছেন। জয়মঙ্গল এই 'ধারণামাতৃকা'র টীকায় লিখিয়াছেন—'ধারণামাতৃকেতি'—শ্রুতস্য গ্রন্থস্য ধারণার্থং শাস্ত্রম্। যথোক্তম্—'বস্তু কোশস্তথা দ্রব্যং লক্ষণং হেতুরেব চ। ইত্যেতে ধারণাদেব্যাঃ পঞ্চাঙ্গরুচিরং বপুঃ ॥' গোপেন্দ্রটিপ্রভূশালটঙ্কৃত ভামহ-কৃত কলাসূচীতেও দেখা যায়—ধারণামাতৃকা, যন্ত্রমাতৃকা, কাব্যলক্ষণম্।

৭ চিত্রকাব্য-রচনাসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ ; কাব্যালংকার (রুদ্রট) পঞ্চম অধ্যায়। রাজশেখর কাব্যমীমাংসা ষষ্ঠ অধিকরণে এই 'চিত্র-যোগ' সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রসের আবেশে রচয়িতার বোধশক্তি সেই কাব্যের বিচার করিতে পারে না ; অতএব পরে পরীক্ষা করিবেন। অতিরিক্ত হইলে বর্জন, অল্প হইলে পূরণ, বিশৃঙ্খল হইলে পরিবর্তন, বিস্মরণ ঘটিলে অনুসন্ধান—এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে কাব্য দোষশূন্য হয়।

সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাহ্নিক করিবেন ও সরস্বতীর উপাসনা করিবেন। তাহার পর রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত দিনের বেলায় যে কাব্যের পরীক্ষা হইয়াছে, তাহার লেখার কার্য চলিবে ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে কবি আরামে নিদ্রা যাইবেন—অবিচ্ছেদে আরামে যে নিদ্রা, তাহা শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখে। চতুর্থ প্রহরে যত্নসহকারে জাগরিত হইবেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে মন প্রসন্ন থাকে ও যে বিষয়ে মন দেওয়া যায় তাহাই আয়ত্ত করা যায়। এই হইল কবির দিন-রাত্রির কাজ।

এই কবি চারি-শ্রেণীর—(১) অসূর্যম্পশ্য (২) নিষণ্ণ (৩) দত্তাবসর (৪) প্রায়োজনিক।

যিনি গুহামধ্যে বা ভূমিগৃহপ্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়া নিষ্ঠার সহিত ও একাগ্রচিত্তে অনায়াসে কবিতা রচনা করেন, তিনি 'অসূর্যম্পশ্য'কবি নামে খ্যাত ; তাঁহার পক্ষে সকল সময়ই কবিতা লেখার সময়।

যিনি যত্ন ও মনোযোগসহকারে কাব্য রচনা করেন কিন্তু তাহাতে নিষ্ঠার সহিত প্রবৃত্ত থাকেন না, তিনি 'নিষণ্ণ'-কবি নামে খ্যাত ; তাঁহারও সকল সময়ই কবিতা লেখার সময়।

যিনি সেবাকার্যপ্রভৃতি কর্মের বাধা উৎপাদন না করিয়া (অবসর কালে) কবিতা রচনা করেন, তিনি 'দত্তাবসর'কবি নামে খ্যাত ; তাঁহার কবিতারচনার সময় অল্প কয়েকটী—(১) রাত্রির চতুর্থ প্রহরের অংশ, ইহাই বিদ্যা চর্চ্চার উপযুক্ত সময় ; (২) দিনের বেলা ভোজনের পরে,— কারণ (ভোজনের পরে)তৃপ্তি দেহ-মন সুস্থ ও শান্ত রাখে (৩) শ্রান্তি ও ক্লান্তির অবসান-সময়—কারণ, মনের উদ্বেগজনক শ্রান্তির বিরাম মনের একাগ্রতার প্রধান উপায় (৪) গন্তব্যস্থলে প্রস্থানকাল অথবা শিবিকা আরোহণ করিয়া পথ চলিবার সময়— কারণ, অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত মনকে যে যে বিষয়ে যুক্ত করা যায়, সেই সেই বিষয়ে মন গুলঞ্চের মত লাগিয়া যায় ; অথবা এক কথায় বলা যায়, যখনই নিজের অল্প আয়ুর কথা মনে হয়, তখনই তাহার পক্ষে কাব্য-রচনার সময়।

আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এমন কোনও ব্যাপার বা উৎসবাদি উপলক্ষ্যে যিনি কবিতা রচনা করেন, তিনি প্রায়োজনিক কবি ; প্রয়োজনের খাতিরে তাঁহার কবিতার কাল নির্দিষ্ট হয়। বুদ্ধিমান্ ও আহার্যবুদ্ধি-শ্রেণীর কবিদিগের পক্ষে এই নিয়ম-ব্যবস্থা অর্থাৎ স্বভাব-কবি এবং কৃত্রিম-কবি এই ব্যবস্থামত চলিয়া থাকেন। ঔপদেশিক

কবির কিন্তু ইচ্ছাই সকল সময় এবং সকল নিয়ম-ব্যবস্থা ; কাল ও নিয়মের ব্যবস্থা তাঁহার ইচ্ছাধীন।

পুরুষেরা যেমন স্ত্রীলোকেরাও তেমন কবি হইতে পারেন ; কারণ, সংস্কার বা বিদ্যাবত্তা আত্মায় সমবেত হয় ; সংস্কার স্ত্রী-সম্বন্ধীয় বা পুরুষ-সম্বন্ধীয় জাতি বা লিঙ্গ-বিভাগের উপর নির্ভর করে না। শোনা যায় এবং দেখাও যায়, রাজকন্যা, মন্ত্রিকন্যা, বেশ্যা, নটপত্নী, ঐন্দ্রজালিকপত্নী অথবা রসিকা পত্নীগণও শাস্ত্রে বুদ্ধি মার্জিত করিয়াছেন এবং কবি হইয়াছেন।

যে প্রবন্ধ বা কাব্য-রচনা সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার অনেক প্রতিলিপি করা উচিত ; যেহেতু বিজ্ঞ লোকেরা এইরূপ বলেন,—

"অপরের নিকট ন্যাস (গচ্ছিত রাখা), বিক্রয়, দান, দেশত্যাগ, অল্প আয়ু, সন্দেহক্রমে অপূর্ণতা, আগুন ও জল—এইগুলি প্রবন্ধবিনাশের হেতু। দারিদ্র্য, কুকর্ম বা কামুকতাপ্রভৃতি দোষের প্রতি আসক্তি, অবজ্ঞা-অনাদরপ্রভৃতি, দুর্ভাগ্য এবং খল বা শত্রুর উপর বিশ্বাস—এই পাঁচটী কাব্যের প্রবল আপদ্ (শত্রু)।"

"পুনরায় শেষ করিব, পুনরায় সংশোধন করিব, বন্ধুদিগের সহিত বিচার-বিবেচনা করিব—কাব্য-রচয়িতার এইরূপ অস্থিরতা ও আকুলতা, এবং রাষ্ট্রবিপ্লবও কাব্য বিনাশের কারণ।"

"যে কৃতী কবি দিন ও রাত্রির বিভাগ করিয়া উল্লিখিত প্রকারে কবিতা রচনা করেন, তাঁহার কবিতা মুক্তামালার মত সহৃদয় শ্রোতা ও পাঠকের কণ্ঠে শোভা পায় অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিকট খ্যাতি ও সমাদর লাভ করিয়া থাকে।"

"কবির যেমন যেমন মনোনিবেশ, পাণ্ডিত্য এবং প্রচেষ্টা, তাঁহার রচনার সৌন্দর্যও তেমন তেমন অনুপাতে খুলিয়া থাকে।"

পরস্পর সম্বন্ধরহিত বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনায় সমর্থ অসংখ্য কবি থাকিতে পারেন , পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত[৮] খণ্ডকাব্যেও শতসংখ্যক অর্থাৎ অনেক কবি থাকিতে পারেন ; কিন্তু মহাকাব্যের কবি একজন বা দুইজনই থাকেন, তিনজন পাওয়া কঠিন।

৮ ভাব-প্রকাশন (পৃঃ ১৫১ ও ২৮২) গ্রন্থে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত খণ্ডকাব্য বা সংঘাতের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। দণ্ডী সর্গবন্ধের একটী উপবিভাগকে সংঘাত-কাব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। টীকাকার তরুণ বাচস্পতি বলেন, যে কবিতা-সমষ্টির বিষয়বস্তু ও রচয়িতা এক, যাহার রচনাপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন, তাহারই নাম সংঘাত কাব্য ; যেমন শরৎসংঘাত, দ্রবিড়সংঘাতপ্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে (মহাকবি মাঘ) বলিয়াছেন—

"(শাস্ত্র-বিধি না মানিয়া) আপন ইচ্ছামত নিজের শক্তি ও প্রতিভা অনুসারে পরস্পর সম্বন্ধরহিত বিচ্ছিন্ন কবিতা যথেষ্টই রচনা করা যাইতে পারে ; কিন্তু অর্থসম্বন্ধ বজায় রাখিয়া মহাকাব্য রচনার উদাহরণ অতিশয় দুর্লভ।"[৯]

বিদ্বান্ ব্যক্তি বৈদর্ভীপ্রভৃতি রচনা-রীতি ও মাধুর্যপ্রভৃতি গুণের বিষয় চিন্তা করিয়া শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রবেশপূর্বক পূর্বগামী ও সমসাময়িক কবির সুভাষিতগুলি অনুসরণ করিবেন ও কাব্যরচনার চেষ্টা করিবেন। পোতযন্ত্র বা জাহাজশূন্য হইয়া কে সমুদ্রে ভাসে অর্থাৎ পাড়ি দেয় ?

যে সকল বিজ্ঞ ব্যক্তি শব্দরহস্য লেহন অর্থাৎ আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রতিদিন কাব্যরচনা অভ্যাস করেন, এমন যে বহুদর্শী ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারও সুভাষিত প্রয়োগে প্রবীণতার ফলে দৈবাৎ কোনও একদিন কোনও রূপে যৎকিঞ্চিৎ বাক্-তত্ত্ব বা শব্দরহস্যের উন্মেষ ঘটিয়া থাকে।

"এই প্রকারে একাগ্রচিত্ত কবির যাবতীয় কার্যকলাপে অর্থাৎ কাব্যরচনাপ্রভৃতি বিষয়ে দেবী সরস্বতী একপত্নীর (পতিব্রতা স্ত্রীর) ব্রত ধারণ করেন।"[১০]

সুভাষিত-বিষয়ে সেই কবি যে অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করেন, সেই সিদ্ধির গোড়ার ছায়াটুকু (অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য) বাক্পতি বৃহস্পতিও জানেন না।

যিনি একাধারে রাজা ও কবি, তিনি কবি-সম্মেলনের (সাহিত্যসভার) ব্যবস্থা করিবেন। রাজা কবি হইলে সকল লোকই কবি হইতে পারে। তিনি কাব্য-পরীক্ষার জন্য একটী সভামণ্ডপ নির্মাণ করাইবেন। সেই সভামণ্ডপে ষোলটী স্তম্ভ, চারিটী দরজা ও আটটী বারান্দা থাকিবে। তাহার নিকটে রাজার প্রমোদভবন থাকিবে—সভার মধ্যস্থলে প্রান্তভাগে চারিটী স্তম্ভযুক্ত একহস্তমাত্র উচ্চ মণিমণ্ডিত মৃত্তিকা-বেদী থাকা উচিত। এই বেদীতে থাকিবে রাজার আসন। বেদীর উত্তরদিকে সংস্কৃত-ভাষার কবিগণ উপবেশন করিবেন। সংস্কৃত-প্রাকৃতপ্রভৃতি

৯ এই কবিতাটি মাঘের শিশুপালবধ-মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে উদ্ধৃত। উদ্ধব কৃষ্ণকে উপদেশ দিতে গিয়া বলদেবের অভিমত খণ্ডন করিয়াছেন। মনে হয়, মহাকবি মাঘ স্বীয় প্রবন্ধগর্বে গর্বিত হইয়া অন্যান্য কবিগণের তীব্র সমালোচনা করিবার উদ্দেশ্যেই এই কবিতা রচনা করিয়াছেন।

১০ একপত্নীব্রত—কামসূত্রে একচারিণীবৃত্তের উল্লেখ আছে। একচারিণী নারী স্বামীর ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম লাভের সহায়। যে কবি উল্লিখিত উপদেশ মানিয়া চলেন, সরস্বতী তাঁহার ধর্ম, অর্থ ও কামলাভে একচারিণী নারীর মত সহায় হইয়া থাকেন।

নানাভাষায় কবিতারচনায় পটু হইলেও, যে কবি যে ভাষায় অত্যন্ত প্রবীণ, সেই কবি সেই ভাষা-বিশেষের কবিত্ব দ্বারাই পরিচিত হইবেন। যিনি আবার অনেক ভাষায় কবিতারচনায় প্রবীণ, তিনি সংক্রমণ করিয়া অর্থাৎ সকল ভাষার কবিদিগের সহিত পর্যায়ক্রমে মিলিত হইয়া সেই সেই দলের আসন অধিকার করিবেন। সংস্কৃত-কবির পশ্চাতে বেদবিদ্যাবিদ্‌গণ,[১১] তার্কিক বা মীমাংসকগণ, পুরাণজ্ঞগণ, স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ, চিকিৎসকবৃন্দ, জ্যোতিষিগণ এবং এই শ্রেণীর অর্থাৎ সংস্কৃতজ্ঞ অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা থাকিবেন। বেদীর পূর্বদিকে প্রাকৃত-ভাষার কবিগণ থাকিবেন—তাহাদিগের পশ্চাতে অভিনেতা, নর্তক, সঙ্গীতজ্ঞ, বাদ্যশিল্পী, কথক বা স্তুতিপাঠক, কুশীলব, তালরক্ষক (কাংস্যপাত্র বাদক বা মন্দিরা-বাদক) এবং এই শ্রেণীর অপর লোকেরা থাকিবেন। বেদীর পশ্চিমদিকে অপভ্রংশ-ভাষার কবিগণ বসিবেন—তাহাদিগের পশ্চাতে চিত্রকর, লেপন-কর অর্থাৎ রঙমিস্ত্রিগণ, মাণিক্যকার (হীরা-মুক্তা বসান যাহাদিগের কাজ), জহুরীগণ, স্বর্ণকার, সূত্রধর, লৌহকার এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য লোক বসিবেন। দক্ষিণ দিকে ভূত-ভাষার কবিগণ বসিবেন—তাহাদিগের পশ্চাতে লম্পট, বেশ্যা, সন্তরণকারী,[১২] ঐন্দ্রজালিক,[১৩] দন্তচিকিৎসক[১৪], মল্লযোদ্ধা, শস্ত্রজীবী এবং এই শ্রেণীরঅন্যান্য লোক থাকিবেন।

সেই আসনে আরামে উপবেশন করিয়া রাজা কাব্য-আলোচনার প্রবর্তন করাইবেন, কাব্যের দোষ-গুণের বিচার করিবেন ও পরীক্ষা করিবেন। দান ও সম্মান

১১ বেদবিদ্যা বলিতে চারি বেদ এবং শিক্ষা, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, কল্প ও জ্যোতিষশাস্ত্রনামক ষড়ঙ্গকে বুঝাইয়া থাকে।

১২ 'শব্দকল্পদ্রুম' অনুযায়ী প্লবক বলিতে বুঝায়—(ক) যে সন্তরণবিদ্যাদ্বারা জীবিকা অর্জন করে (খ) খড়্গের উপর দিয়া যে নাচিতে পারে (গ) চণ্ডালজাতীয় যে ব্যক্তি (ঘ) দড়ির উপর দিয়া যে নাচিতে পারে (শেষোক্ত অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য কাব্যমীমাংসা বরোদা সংস্করণ পৃঃ ২০৩)

১৩ শৌভিক—ঐন্দ্রজালিক (কাব্যমীমাংসার মধুসূদনী ব্যাখ্যা পৃঃ ১০৬ দ্রষ্টব্য)।

১৪ জম্ভক—মধুসূদনব্যাখ্যামতে দন্তচিকিৎসক; কাব্যমীমাংসার বরোদা-সংস্করণমতে ঐন্দ্রজালিক। জম্ভকবিদ্যা-সম্পর্কে অর্থশাস্ত্র পৃঃ ২৫৫ দ্রষ্টব্য।

প্রদর্শন করিয়া তিনি বাসুদেব,[১৫] সাতবাহন,[১৬] শূদ্রক,[১৭] সাহসাঙ্কপ্রভৃতি পূর্ববর্তী

১৫ প্রাচীন ইতিহাসে এই প্রকার দুইটী নাম পাওয়া যায়—(১) সুর্যবংশীয় রাজা দেবভূতির ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বাসুদেব কাণ্ব (খৃঃ পূঃ ৭৩ অব্দ); (২) কুশানবংশীয় রাজা প্রথম বাসুদেব (১৪০-১৭৮ খৃষ্টাব্দ):

১৬ গাথাকোশ-রচয়িতা সাতবাহন কবিদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার গাথাকোশে বহু কবির গাথা সংগৃহীত হইয়াছে। অভিধানচিন্তামণি-টীকায় (৩. ৩৭৫) সাতবাহনকে সালবাহনও বলা হইয়াছে। সাতবাহন অথবা শালিবাহন একটী পদবী বা কুলোপাধি। আন্ধ্র-ভৃত্যবংশের কয়েকজন রাজা মহারাষ্ট্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন ও সাতবাহন উপাধি লইয়াছিলেন। পৈশাচী, মাহারাষ্ট্রীপ্রভৃতি প্রাকৃত-ভাষার কবিদিগের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কয়েকজন 'সাতবাহন'নামক রাজার উল্লেখ প্রাচীন-সাহিত্যে পাওয়া যায়। 'সাতবাহন'নামক রাজাদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, সর্ববর্মার কাতন্ত্র ব্যাকরণ ও হাল-সাতবাহনের গাথা-সপ্তশতী রচিত হইয়াছিল। [সাতবাহন-সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য আর জি. ভাণ্ডারকার কৃত The Early History of the Deccan, এবং Journal of Bihar-Orissa Research Society ষোড়শ ও অষ্টাদশ খণ্ড দ্রষ্টব্য].

১৭ শূদ্রক একাধারে রাজা ও 'মৃচ্ছকটিক'-নাটকের রচয়িতা বলিয়া সুপরিচিত। গুণাঢ্য-কৃত 'বৃহৎ-কথা'-গ্রন্থের অনেকগুলি আখ্যানে শূদ্রকের সবিশেষ উল্লেখ আছে। সূক্তি-মুক্তাবলীধৃত রাজশেখরকৃত একটী কবিতায় রামিল ও সোমিলনামক গ্রন্থকারদ্বয়ের যুক্তরচনা শূদ্রককথা বা শূদ্রকজীবনচরিতের সন্ধান পাওয়া যায়; ("তৌ শূদ্রককথাকারৌ রম্যৌ রামিলসোমিলৌ। কাব্যং যয়োর্দ্বয়োরাসীদর্ধনারীশ্বরোপমম্।" —সূক্তিমুক্তাবলী, পৃঃ ৪৩)। কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে ভাস ও কবিপুত্রের সহিত সোমিলের উল্লেখ করিয়াছেন...সম্ভবতঃ এই সোমিল শূদ্রক-কথা রচনা করিয়াছিলেন। বামনের কাব্যালংকার সূত্র-বৃত্তিতে (৩. ২. ৪) 'শূদ্রকাদিরচিতেষু প্রবন্ধেষু' মন্তব্য হইতে মনে হয় যে, শূদ্রক 'মৃচ্ছকটিক' ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন! অমরকোষ-টীকাকার ক্ষীরস্বামী অজ্ঞাতনামা কবির কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন; (২. ৮. ২), তাহাতে শূদ্রক 'চক্রবর্তী'-নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই শূদ্রক ও অগ্নিমিত্র সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। ('বিক্রমাদিত্যঃ সাহসাঙ্কঃ শকান্তকঃ। শূদ্রকস্ত্বগ্নিমিত্রো বা হালঃ স্যাৎ সাতবাহনঃ।') খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শুঙ্গবংশবিজেতা পুষ্যমিত্রের পুত্র ছিলেন এই অগ্নিমিত্র। কাব্যাদর্শের (১. ১৫) হৃদয়ঙ্গমা-টীকায় শূদ্রকের রাজমর্যাদা সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ হর্ষ ও উদয়নের সমপর্যায়ের বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, (হর্ষশূদ্রকোদয়নাদিসৎপুরুষাশ্রয়ম্)। মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, শূদ্রক অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন, পুত্রের রাজত্ব দেখিয়াছিলেন ও একশত বৎসর দশ দিন জীবিত থাকিয়া অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। ইহা হইতে বলা যায় যে, মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা শূদ্রক ও মালবিকাগ্নিমিত্র-নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র অভিন্ন ব্যক্তি। বাক্‌পতিরাজের গৌড়বহো-কাব্যের 'ভাসম্মি জলনমিত্তে কুন্তীদেবে অ জস্স রহুআরে।' (৮০০) পংক্তি হইতে জানা যায় যে, অগ্নিমিত্র একজন খ্যাতিমান্ কবি ছিলেন ও ভাসপ্রভৃতির মত কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। অবশ্য, জ্বলনমিত্র ও অগ্নিমিত্র একই ব্যক্তি।

মৃচ্ছকটিকে বৌদ্ধভিক্ষু-কর্তৃক বসন্তসেনার প্রাণ-রক্ষা ও মালবিকাগ্নিমিত্র-নাটকে বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী পণ্ডিত পরিব্রাজিকা-কর্তৃক রাণী ধারিণীকে পরামর্শদান হইতে জানা যায় যে, অগ্নিমিত্র বা শূদ্রকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ-

সভাপতিদিগের অনুকরণ করিবেন। ইঁহার সভ্যগণ তুষ্ট ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবেন এবং তাঁহারা যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করিবেন। শ্রেষ্ঠ কবি বা কাব্যের যথাযোগ্য পূজা বা সম্মান করিবেন। কাব্যচর্চ্চার মাঝে মাঝে শাস্ত্রীয় তর্ক ও বিচারের অনুষ্ঠান করিবেন। কেননা, উত্তেজক দ্রব্য বা চাট্নি না থাকিলে মধুও মিষ্ট লাগে না। কাব্যশাস্ত্র-আলোচনার শেষে রাজা বিজ্ঞানীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন (অর্থাৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলাপ করিবেন)। শিষ্টাচার রক্ষা করা উচিত বলিয়া বিদেশ হইতে সমাগত বিদ্বান্‌ব্যক্তিদিগের সহিত অপর লোকের মধ্যস্থতায় সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন ও তাঁহারা যতদিন থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদিগের আদর-অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিবেন। কর্মপ্রার্থী বা বৃত্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জন্মাইয়া তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিবেন (অর্থাৎ অন্য রাজার নিকট হইতে ভাঙ্গাইয়া নিজের দলে আনিবেন)। রাজরূপ সমুদ্র বা সমুদ্রতুল্য রাজাই পুরুষরত্নদিগের একমাত্র আধার। রাজার অন্নে যাহারা জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাও রাজচরিত্র অনুকরণ করিবেন। রাজ-অন্নে প্রতিপালিত ব্যক্তিদিগের সংস্কার বা উপযুক্ত শিক্ষাবিধানে রাজারই উপকার।

আবার বিখ্যাত নগরসমূহে কাব্যপরীক্ষার জন্য 'ব্রহ্মসভা' করাইবেন; সেই

ধর্মের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। শুঙ্গ-রাজগণের ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত মৃচ্ছকটীকের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির যথেষ্ট মিল আছে—(১) দ্বিজমুখ্যতম (২) ঋগ্বেদং সামবেদম্ (৩) রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্ট্বা লব্ধ্বা চায়ুঃশতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ। ইতিহাস বলেন যে, পুষ্যমিত্র ও তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র শুঙ্গগোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন ও পুষ্যমিত্র 'চক্রবর্ত্তী'-উপাধিলাভের জন্য অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। মৃচ্ছকটিকনাটকেও এই ঘটনাগুলির উল্লেখ রহিয়াছে। শূদ্রক ও অগ্নিমিত্রকে যদি এক ব্যক্তি ধরা যায়, তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে, অগ্নিমিত্রও তাঁহার পিতার মত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বসুমিত্রকে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন ও অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। একশত বৎসর ও দশদিনের আয়ুও অগ্নিমিত্রের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার নহে; কারণ 'মালবিকাগ্নিমিত্র' অনুযায়ী তাঁহার পিতার জীবনকালে তিনি মাত্র দক্ষিণপ্রদেশসমূহের শাসক ছিলেন ও বসুমিত্র নামক এক যুবক পুত্রের পিতাও হইয়াছিলেন—এই বসুমিত্র তাঁহার পিতামহের যজ্ঞীয় অশ্বের অনুগামী ছিলেন। পুষ্যমিত্রের দীর্ঘ রাজত্বকালের পরে রাজত্ব করিতে গিয়া অগ্নিমিত্র নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন—কারণ, তিনি তাঁহার পুত্র বসুমিত্রকে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছেন—এই বসুমিত্রের রাজত্বের মধ্যে বসুজ্যেষ্ঠ-নামক কেহ আবার রাজত্ব করিয়াছিলেন। আবার, মৃচ্ছকটিক-নাটকরচনার কাল উল্লিখিত প্রমাণের ভিত্তিতে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের প্রথম পাদ বলিয়া মনে হয়।

(এই আলোচনাটী গাইকোয়ার ওরিয়েণ্টাল সীরিজের অন্তর্গত কাব্যমীমাংসা-সংস্করণের টীপ্পণী হইতে সংগৃহীত)

সভায় পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের জন্য 'ব্রহ্মরথে' গমন ও 'পট্টবন্ধ' ধারণের ব্যবস্থা থাকিবে।

শোনা যায়, উজ্জয়িনীতে কাব্যপরীক্ষা হইয়াছিল।

"এই বিশালা (উজ্জয়িনী[১৮]) নগরীতে কালিদাস, মেণ্ঠ, অমর, রূপ, সূর,[১৯] ভারবি, হরিচন্দ্র[২০] ও চন্দ্রগুপ্ত[২১] পরীক্ষিত হইয়াছিলেন।"

শোনা যায়, পাটলিপুত্রে শাস্ত্রজ্ঞ বা শাস্ত্র-রচয়িতাদিগের পরীক্ষা হইয়াছিল।

"এখানে[২২] উপবর্ষ ও বর্ষ, এখানে পানিনি ও পিঙ্গল, এখানে ব্যাড়ি, এবং এখানে বররুচি ও পতঞ্জলি পরীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।"

এইরূপে সভাপতি হইয়া যিনি কাব্যপ্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ পরীক্ষা করেন, তাঁহার জগদ্ব্যাপী খ্যাতিলাভ হয় এবং তিনি সর্বত্র সুখী হইয়া থাকেন।

রাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে
কবির কর্তব্য ও রাজার কর্তব্যশীর্ষক দশম অধ্যায় সমাপ্ত হইল ॥

১৮ মেণ্ঠ অর্থাৎ হয়গ্রীববধ-রচয়িতা ভর্তৃমেণ্ঠ (দ্রষ্টব্য রাজতরঙ্গিণী ৩. ২৬); রাজশেখর বালরামায়ণে (১. ১৬) নিজেকে ভর্তৃমেণ্ঠের অবতার বলিয়াছেন।

১৯ খুব সম্ভব 'সূর' ও বৌদ্ধকবি 'আর্যসূর' এক ব্যক্তি।

২০ হর্ষচরিতের উপক্রমণিকা-কবিতায় (১৪) হরিচন্দ্রের গদ্যরচনার যথেষ্ট প্রশংসা করা হইয়াছে (ভট্টারহরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো নৃপায়তে).

২১ এই চন্দ্রগুপ্ত ও গুপ্তবংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) কি একব্যক্তি? চন্দ্রগুপ্তের সাহসাঙ্ক-উপাধি ছিল; আবার সূক্তিমুক্তাবলীগ্রন্থে উদ্ধৃত একটী কবিতায় এক সাহসাঙ্ক-কবির উল্লেখ আছে (ভাসো রামিল সৌমিল্লৌ বররুচিঃ শ্রীসাহসাঙ্কঃ কবিঃ ইত্যাদি)। সম্ভবতঃ কবিতায় উল্লিখিত চন্দ্রগুপ্ত, কবি সাহসাঙ্ক ও রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একই ব্যক্তি।

২২ এস্থলে উপবর্ষপ্রভৃতি নামগুলি কালানুক্রমে লিখিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। পাণিনির মতে দ্বন্দ্বসমাসে সাধারণতঃ অল্পস্বরবর্ণবিশিষ্ট পদ পূর্বে ব্যবহৃত হয়—কিন্তু এস্থলে 'বর্ষ' পদটী 'উপবর্ষ'-পদের পরে বসিয়াছে!

উপবর্ষ জৈমিনি ও বাদরায়ণের সূত্রগ্রন্থের প্রাচীনতম টীকাকার। বর্ষ—কথাসরিৎসাগরে বর্ষ পাণিনির অধ্যাপক বলিয়া উল্লিখিত। ব্যাড়ি—পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরিকর্তৃক উদ্ধৃত সংগ্রহনামক গ্রন্থের রচয়িতা। (সংগ্রহো ব্যাড়িকৃতো লক্ষশ্লোকসংখ্যকো গ্রন্থ ইতি প্রসিদ্ধিঃ—মহাভাষ্য কৈয়ট ১.১.১. নাগেশ উদ্যোত)

একাদশ অধ্যায়

শব্দহরণের বিবিধ পন্থা

অন্য লেখককর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ ও অর্থের নিজের রচনায় প্রয়োগ বা ব্যবহারের নাম শব্দার্থহরণ।

এই হরণ বা চুরি দুই প্রকার—(১) পরিত্যাজ্য অর্থাৎ দোষাবহ (২) অসঙ্গত নহে অর্থাৎ শিষ্টাচার-অনুমোদিত।

শব্দহরণ পাঁচ-প্রকার— (১) পদ-হরণ (২) একচরণ-হরণ (৩) একটী কবিতার অর্ধেক অর্থাৎ দুইচরণ-হরণ (৪) ছন্দোহরণ (৫) সম্পূর্ণ কবিতাটারই হরণ।

সাহিত্য-সমালোচকগণ বলেন, "একটীমাত্র পদ চুরি করা দোষের নহে।"

কিন্তু যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন, "দুইটী অর্থবোধক পদ ব্যতীত অন্যপদ চুরি করাটা দোষের নহে।"

শব্দচুরির ব্যাপারে দ্ব্যর্থবোধক অর্থাৎ শ্লেষযুক্ত পদের শ্লেষযুক্ত পদদ্বারা হরণের উদাহরণ—

"হে পথিকগণ, তোমরা কি এই দূরদেশ হইতে মধুকর(বাণ)আকর্ষণকারী ভূমিনিম্ববৃক্ষগুলি (কিরাতদিগকে) দেখিতে পাইতেছ না? এই যে নিকটেই পলাশ-পুষ্পগুলি (রাক্ষস) তাহাদিগের পীত-রক্ত মুখ বিস্তার করিয়াছে, তাহা কি দেখিতেছ না? সম্মুখেই বনস্থ নাগকেসর(সিংহ)পুষ্প দেখিতেছ না কি? হে মূর্খগণ! জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা কর, প্রিয়ার সহিত মিলিত হও (ইষ্ট দেবতার আশ্রয় গ্রহণ কর)।"

[এই কবিতায় শিলীমুখ (মধুকর, বাণ), কিরাত (নিম্ব-তরু, কিরাত-জাতি), পলাশ (পুষ্প, রাক্ষস), কেসরী (নাগ-কেসর, সিংহ) পদগুলি শ্লিষ্ট। ইহার মধ্যে 'শিলীমুখ' ও 'কিরাত' পদ-দুইটী শ্লেষযুক্ত ভাবেই ব্যবহার করিয়া কোনও কবি লিখিয়াছেন]

যেমন—"হে পথিক, তোমার প্রিয়াকে একাকিনী ফেলিয়া যাইও না—দেখিতে পাইতেছ না কি, ঐ ভূমিনিম্ববৃক্ষটী (ব্যাধটী) দূরদেশ হইতে (বাণ) মধুকর আকর্ষণ করিয়া পথটী রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে? (অর্থাৎ বসন্ত দেখা দিয়াছে)"

শ্লেষের সাহায্যে শ্লেষযুক্তপদের কোনও অংশ হরণের উদাহরণ—

"দুষ্ট পুরুষের সঙ্গ লাভ করিয়া এই নারী যে আমার প্রতি ভালবাসা ভুলিয়া

গিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই ; কারণ, নীচ-সংসর্গে যাহার আনন্দ, সে কি করিয়া আমার সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবে ? (যে ক্ষুধার্ত নহে সে কি করিয়া মাংস আহার করিবে ?)

[এই কবিতায় 'মাংসোপযোগং' (মাংস আহার, আমার সহিত ব্যবহার) পদে শ্লেষ আছে ; এই পদের অংশ 'মাম্'—ইহাকে শ্লেষের সাহায্যে ব্যবহার করিয়া কোনও কবি লিখিয়াছেন]—

"অয়ি মানবতী নারী, তোমার ঐ সুন্দর অধরখানি কি কোপহেতু অথবা চুম্বনহেতু রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে ? ওগো প্রিয়, তাহা নয়, তাহা নয় ; বায়ুর কোপে আমার এই দশা। যদি তাহাই হয়, তবে হে সুন্দরি, স্নিগ্ধ, স্বাদু, সুগন্ধি ও বলকর মাংস-রস আহার কর [পুলকিত-চিত্ত, প্রেম-বিহ্বল, সরস আমাকে (মাং-সরসং) সাদরে ভজনা কর]—এই কথা বলিতে বলিতে নায়ক নায়িকার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইলেন।"

যমক-অলংকারের সাহায্যে শ্লেষযুক্ত-পদ হরণের উদাহরণ—

"অকূল সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত রণক্ষেত্রে হলের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে হলধারী শ্রীবলরাম ছিন্নভিন্ন অসুর-সৈন্যদলকে নিঃশেষে কম্পিত করিয়া তুলিলেন ও চন্দ্রকলার মত শুভ্র আপন অন্তবিহীন যশোরাশি ভূলোকে কুলাচল ও দ্যুলোকে সুরপুরীপর্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।"

[এই কবিতায় 'নিরবধি' (নিঃশেষে, অন্তবিহীন), 'ঈরিত' (কম্পিত, প্রেরিত), 'আকুল' (ছিন্নভিন্ন, কুলপর্বতপর্যন্ত), 'আসুর' (অসুরদিগের, সুরপুরীপর্যন্ত) পদসমূহে শ্লেষ আছে—এই পদগুলিকে শ্লেষের সাহায্যে ব্যবহার করিয়া কোনও কবি লিখিলেন]—

"ভগবান্ বিষ্ণু বাণ বর্ষণ করিয়া সেই গর্বিত অথচ ছিন্নভিন্ন অসুর-সৈন্যবাহিনীকে নিঃশেষে কম্পিত করিয়া তুলিলেন ও দশ দিকে আপনার শুভ্র অন্তবিহীন যশোরাশি ভূলোকে কুলাচল ও দ্যুলোকে সুরপুরীপর্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।"

"সেই নগরীতে লম্পট ব্যক্তিরা ক্ষণকালের জন্য কর্ণের মত আচরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ দাতা হইয়া থাকে ; আর নায়িকাগণের মুখমণ্ডলে কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত চক্ষুযুগল দেখা যায়।"

[এই কবিতায় 'কর্ণায়তেক্ষণং' (ক্ষণকালের জন্য কর্ণের মত আচরণ করে, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন) পদে শ্লেষ আছে—প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে এই শ্লেষযুক্ত পদটী ব্যবহার করিয়া কোনও কবি লিখিয়াছেন]—

"কামুক ব্যক্তি বেশ্যাগৃহে বেশ্যার কিরূপ মুখ দেখিয়া কতক্ষণ কি করে? বেশ্যার আকর্ণবিস্তৃত চক্ষুযুগল দেখিয়া কাল কাটায় (কামুক ব্যক্তি বেশ্যাগৃহে কর্ণের মত আচরণ করে অর্থাৎ প্রচুর টাকাপয়সা দান করে)।"

যমক-অলংকারের সাহায্যে যমক-অলংকারযুক্ত পদের উদাহরণ—

"যাঁহাকে স্মরণ করা মাত্র মানুষ মোহ আবর্তে পতিত হয় না, দৈত্যদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে যিনি মনোবেদনা দিয়া দৈত্যজননী দিতিকে বহুবার কাঁদাইয়াছিলেন, সেই মনোবাসনাপূর্ণকারী শ্রীহরিকে নমস্কার"

[এই কবিতায় 'চক্রন্দহতা' পদ-দুইটীতে যমক-অলংকার আছে, তাহার সাহায্যে মানাঙ্কের 'বৃন্দাবনযমক-কাব্যের' এই কবিতার পদ হরণ করিয়া রুদ্রট রচনা করিলেন—] "হে রাজা, যুদ্ধে শত্রুসমূহকে দগ্ধ করিতে করিতে তোমার তরবারী শত্রুনারীর মনে ব্যথা দিল ও নারী আকুলভাবে রোদন করিল।" (৩.৪).

এই প্রকারে উল্লিখিত ভেদসমূহের পরস্পর সংযোগ-বিয়োগ পরিবর্তন-পরিবর্ধন প্রভৃতি করিয়া আরও নানাপ্রকার ভেদ হইতে পারে।

এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, এই কাব্যহরণ-বিষয়টী উপদেশ অর্থাৎ আলোচনার যোগ্য নহে। যেহেতু লোকে বলিয়া থাকে—

"সময়-অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে অন্য যে-কোন দ্রব্যহরণের কথা লোকে ভুলিয়া যায়; কিন্তু বাক্যহরণের কথা পুত্রপৌত্রাদিক্রমেও লোকে ভুলিতে পারে না।"

অবন্তিসুন্দরী বলেন,—

"নিম্নলিখিত কারণে শব্দহরণ ও অর্থহরণব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। এই কবি তেমন পরিচিত নহেন, আমি সুপরিচিত ও খ্যাতিমান্; এই কবি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন নাই, আমি কবি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত; এই কবির কাব্য-নাটকপ্রভৃতি তেমন প্রচলিত নহে, আর আমার রচনাবলী অতিশয় প্রচলিত; এই কবির শব্দসম্পদ্ গুড়ুচীর মত, আর আমার শব্দসম্পদ্ দ্রাক্ষার মত; এই কবি একটী অনাদৃত ভাষায় রচনা করিয়াছেন, আমি রচনা করিয়াছি একটী অতিপরিচিত আদৃত ভাষায়; এই কবিতা যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন; এই কাব্যের রচয়িতা প্রবাসী; এই কাব্যের মূল আদর্শ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ম্লেচ্ছভাষায় রচিত কাব্য এই কবিতার মূল—(এইরূপ কারণসমূহ বর্তমান থাকিলে শব্দার্থহরণ দোষের হয় না)"

আচাযগণ বলেন, "শ্লেষমুক্ত পদসমূহের একই ক্রমে তিনটীর অধিক পদ ব্যবহার করাটাই কাব্যহরণ নামে পরিচিত।" যেমন,

"সেই ভগবান শিব তোমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহার জটামণ্ডলে স্থিত শুভ্র মালার ন্যায় গৌরবর্ণ চন্দ্রকলা দেখিয়া মনে হয়, যেন শরৎকালে নীলপদ্মের নালপুঞ্জে একটী হংস নিদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে।"

আবার, "সেই ভগবান্ বিষ্ণু তোমাদিগকে রক্ষা করুন। যে দৈত্যগণ বিষ্ণু-কর্তৃক নিহত হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহারা আপন প্রিয়াদিগের নয়নকমলে বিষ্ণুর দেহবর্ণতুল্য নীল কজ্জলশোভিত লাবণ্য দেখিয়াও (বিষ্ণুর কথা মনে করিয়া) ভয় পাইতেছে।" [তিনের অধিক পদ ব্যবহারের ফলে ইহা হরণ]।

যাযাবরীয় (রাজশেখর) বলেন,—

"ইহাকে হরণ বলা চলে না"। তাঁহার মতে, যে পদগুলির রচনায় ও বিন্যাসে কাহারও প্রতিভা ব্যয়িত হইয়াছে, সেই পদগুলি কোনও ক্রমেই আপনার বলিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে; কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞাদ্বারা রচিত একটী চরণপর্যন্ত ব্যবহারে প্রত্যভিজ্ঞালব্ধ রচনার সাদৃশ্য ঘটিলেও কোনও দোষ নাই।" যেমন—

"বিচিত্র বাক্‌চাতুর্যের সহিত এইপ্রকার মনোজ্ঞ অনুরোধকারী উদারচেতা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মহর্ষি বেদব্যাস বিজয়লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নরূপ সার্থক কথা বলিলেন।" (কিরাতার্জুনীয় কাব্য ৩. ১০)

আর যেমন—

"বিচিত্র বাক্‌চাতুর্যের সহিত এইপ্রকার মনোরম কথা বলিয়া রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অহঙ্কারী লক্ষ্মণ বিরত হইলেন। সেবাধর্মে অভিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে প্রভুর সম্মুখে সংক্ষিপ্ত ও সময়োপযোগী বাক্য ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।"

['বিচিত্র বাক্‌চাতুর্যের সহিত এইপ্রকার মনোজ্ঞ কথা'— এই ধরণের পদ যে-কোন সাধারণ পুরুষ রচনা করিতে পারে; অতএব এই দুই কবিতায় সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা দোষের নহে।]

যে স্থলে সাদৃশ্য থাকিলে দোষের ব্যাপার, সেই প্রতিভাঘটিত রচনাহরণের উদাহরণ—

"জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনরূপ বিষ এবং পরামুক্তিরূপ অমৃত দান করিতে সমর্থ সেই সপ্তভুবনতুল্য তরঙ্গভঙ্গের আধার শঙ্কররূপী ক্ষীরসমুদ্রকে নমস্কার করি।"

[এই কবিতায় 'শঙ্করক্ষীরসিন্ধু'-পদটী সাধারণ মানুষের বুদ্ধিরচিত নহে— ইহাতে প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় আছে। ক্ষীরসমুদ্র হইতে বিষ ও অমৃত—দুইটীরই উৎপত্তি;

শঙ্করও সংসার বন্ধনের বিষ এবং মুক্তির অমৃত বিতরণ করিয়া থাকেন। এই প্রতিভার পরিচায়ক পদটী উদ্ধৃত করিয়া আবার কোনও কবি লিখিলেন—]

"যেখানে জলকণা ও তরঙ্গগর্জন সতত বিরাজিত, বিশুদ্ধ জলরাশি যাহার স্বরূপ এবং যেখানে অনন্তনাগ অবস্থান করিতেছে, সেই ক্ষীরসমুদ্রকে নমস্কার। (যাহাতে জলবিন্দু ও গঙ্গাতরঙ্গধ্বনি বর্তমান, বিশুদ্ধজ্ঞান-চক্ষুই যাঁহার কলেবর, যিনি পার্বতীকে প্রকাশ করেন, সেই শঙ্করকে নমস্কার)

আচার্যগণ বলেন, "যে স্থলে কবিতার একটী চরণ বিপরীত রচনার কারণ স্বরূপ, সে স্থলে কোনও প্রকার কাব্যহরণ ঘটে না ; তাহা উদ্ধৃতি মাত্র।"

যেমন, "যাঁহারা দানব্রতে গরীয়ান্ তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন ; আর যাঁহারা দানে বিমুখ, তাঁহারা নরকে গমন করেন। দাতা ও ত্যাগীদিগের নিকট কিছুই দুর্লভ নহে ; দান ও ত্যাগ সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটায়।"

[এই কবিতার শেষ চরণ অবলম্বন করিয়া অন্য তিন চরণ অন্যপ্রকারে রচনা করিয়া আর একটি কবিতা কোনও কবি লিখিলেন। ইহা দোষের নহে—এইপ্রকার গ্রহণ অন্যায় নহে।]

যেমন—"দান ও ত্যাগ সকল দুঃখের অবসান ঘটায়—এই বিশ্বাস এই জগতে মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইল ; কারণ সেই সুলোচনা সুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া আমি সকল দুঃখে দুঃখী হইলাম।"

যাযাবরীয় রাজশেখর কিন্তু বলেন, "গ্রহণের নামে ইহা কবিতাহরণই বটে।"

সেইপ্রকার একটি কবিতার অর্ধপ্রয়োগেও—

"মহারাজ, আপনার এক চরণ দক্ষিণ সমুদ্রে, অন্য চরণ হেমকূটপর্বতসংলগ্ন হিমাচলে বর্তমান ; আপনি এইরূপে স্বীয় মহিমায় ভুবনমণ্ডল অধিকার করিলে রাজন্যবর্গ আপনাকে প্রণাম-করা ভিন্ন কি করিতে পারে ?"

এই কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের অন্যপ্রকারের প্রয়োগ—

"মহারাজ, এই প্রকারে বিভিন্ন স্থানে আপনার চরণযুগল স্থাপন করিলেও, আপনার সেবা-প্রাপ্তির (পদসেবার) কোনও হানি ঘটে নাই ; ইহাই আশ্চর্য।"

এই প্রকারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ পরিবর্তিত করিয়া প্রয়োগ—

যেমন, "যতক্ষণ না সূর্যমণ্ডল উদিত হয়, ততক্ষণই চন্দ্রের জ্যোতি সার্থক বা প্রয়োজনীয় ; সকল তেজের উৎস সূর্য উদিত হইলে চন্দ্রমণ্ডল এবং শ্বেতবর্ণ অভ্রখণ্ডের মধ্যে পরস্পর কি পার্থক্য থাকে ?" [এই কবিতার পরিবর্তিত রূপ] যেমন,

"যতক্ষণ না অতিশয় গৌরবর্ণা নারীবৃন্দ হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ করে, ততক্ষণই

মাত্র চন্দ্রকিরণের মহিমা স্পন্দিত হয় ; যখন তাহারা তাঁহাদিগের মুখপদ্ম হাস্যচ্ছটায় বিকশিত করিয়া তোলেন, তখন ঐ চন্দ্রমণ্ডল ও শ্বেতবর্ণ অভ্রখণ্ডের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না অর্থাৎ উভয়েই মলিন হইয়া যায়।"

যেখানে একটিমাত্র চরণ পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উদ্ধৃতি থাকিলেও তাহা একচরণ-ভিন্ন হরণের তুল্য। যেমন,—

"অরণ্যে, নির্জন স্থানে, রাত্রিতে, গৃহমধ্যে, সাহসিক ব্যাপারে (দস্যুতা প্রভৃতিতে), গচ্ছিত অর্থের অস্বীকারে দিব্যকর্ম (শপথ, প্রতিজ্ঞা, অলৌকিক অনুষ্ঠানপ্রভৃতি) অনুষ্ঠিত হয়। (কারণ এইসব ক্ষেত্রে সাক্ষীর অভাব)"

—নারদস্মৃতি ২. ৩০

[এই কবিতার তৃতীয়চরণ মাত্র পরিবর্তিত করিয়া লিখিত—] যেমন,

"—যদি সুন্দরী রমণীর সাক্ষাৎ ঘটে, তবে স্বর্গীয় আনন্দময় কামক্রিয়া ঘটিতে পারে।" অথবা যেমন,

"যে ভগবান্ বিষ্ণুর কেশরাশিতে মেঘমালা, যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সন্ধিতে সন্ধিতে নদীপ্রবাহ, কুক্ষিদেশে চতুঃসমুদ্র বিরাজমান, সেই জলশরীর শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার।"

[এই কবিতার চতুর্থ চরণ পরিবর্তিত করিয়া কোনও কবি লিখিলেন] যেমন,

"—কুক্ষিদেশে যাহার চতুঃসমুদ্র বিরাজমান, সে-ই কামাগ্নি সহ্য করিতে পারে (অপরে নহে)।"

বিভিন্নার্থক কবিতার বিভিন্ন চরণের সহিত স্বরচিত এক চরণের সুষ্ঠু সঙ্গতিরক্ষা কবিত্বেরই পরিচায়ক। যেমন—

"হে বিহঙ্গগণ! এই পৃথিবীতে এমন কোনও স্থান দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ যে, সেখানে সূর্য কখনও অস্ত যায় না? রাত্রিসমাগমে আসন্ন বিরহের ভয়ে ভীত হতভাগ্য চক্রবাক অপর পক্ষিগুলিকে এইভাবে বিদায়বাণী বলিতে বলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।"

আরও যেমন, "শ্বেতবর্ণ লম্বিত সর্প তাঁহার দেহে উপবীতের মত শোভা পাইতেছে; তাঁহার ঘন কপিশবর্ণের জটাজালের মধ্যে গঙ্গা স্রোতের আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে; তিনি এক অজ্ঞাত মৃগচিহ্নে চিহ্নিত চন্দ্রকলা ধারণ করেন; ইহা ছাড়াও, তীব্র বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ সাজিয়াছেন যে পিণাকধারী শিব, তিনি উৎকর্ষ লাভ করুন।"

আরও যেমন, "সূর্য উদিত হইতেছে, চন্দ্র অস্ত যাইতেছে; তাই কুমুদবন মলিন হইতেছে, আর পদ্মবন উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিতেছে; পেচক বিষণ্ন হইতেছে,

চক্রবাক আনন্দিত হইয়া উঠিতেছে ; হায়! দারুণ বিধাতার কর্মপদ্ধতির কি নিষ্ঠুর পরিণতি!" (মাঘ ১১. ৬৪)

[এই তিন কবিতার তিন চরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া স্বরচিত এক চরণ দিয়া কোনও কবি একটি পূর্ণ কবিতা রচনা করিলেন—] যেমন,

"এই পৃথিবীতে তোমরা এমন কোনও স্থান দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, যেখানে ঘন কপিশ বর্ণের জটাজালের মধ্যে আবর্ত-সৃষ্টিকারী গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়া পিণাকধারী শিব বসবাস করেন? তাহা হইলে আমি সেখানে যাইব। হায়! দারুণ বিধাতার কর্মপদ্ধতির কি নিষ্ঠুর পরিণতি!"

স্বরচিত একপাদের মত কয়েকটিমাত্র পদ নিজে রচনা করিয়া অপরের সমগ্র কবিতা হরণের উদাহরণ ; যেমন,

—"কবিগণের যে নব নব দৃষ্টি বিভিন্ন রসের পরিবেশনে নিরন্তর নিযুক্ত রহিয়াছে এবং জ্ঞানিগণের যে দৃষ্টি বিষয়সমূহের সত্যনিরূপণে অভ্যস্ত—সেই দুইটি দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া নিরন্তর বিচার করিতে করিতে আমরা শ্রান্ত হইলাম। কিন্তু হে সাগরশায়ী নারায়ণ, তোমার ভক্তিরসের তুল্য সুখ অন্য কোথাও পাইলাম না।"

[এই কবিতার তিন চরণ হরণ করিয়া চতুর্থ চরণে স্বীয় রচনা যুক্ত করিয়া কবি লিখিলেন]—

"—শ্রান্ত হইলাম ; কিন্তু কুমুদলোচনা সুন্দরীর প্রেমের তুল্য সুখ কোথাও পাইলাম না।"

একটী চরণের একটী অংশ গ্রহণও একটী পদের যে-কোন অংশ বুঝাইয়া থাকে—

যেমন—"কুন্তলদেশের[১] রাজা তোমার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া প্রিয়া বান্ধবীদিগের মুখসুধা পান করিতেছেন, সে মুখে স্মিতহাস্যহেতু লাবণ্যের মার্জনা, আর অর্ধনিমীলিতলোচনহেতু কর্ণে স্থিত উৎপলযুগলের পরিস্ফুট দৃশ্য রহিয়াছে ; আর ইহারই সহিত সুমিষ্ট গন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে সেই মুখমণ্ডলে।"

১ এই কবিতাটীর অন্তরালে একটী চমৎকার ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, কবি কালিদাস 'বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দূতের কার্য করিয়াছিলেন ; দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কালিদাসকে কুন্তলরাজের সভায় দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন—কুন্তলরাজের সভা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কালিদাস দৌত্যকার্যসম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করিয়া একখানি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের নাম 'কুন্তলেশ্বরদৌত্য'। এই গ্রন্থের মাত্র তিনটী কবিতা পাওয়া যায়। 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' ও 'ঔচিত্যবিচারচর্চা'য় উদ্ধৃত এই কবিতাগুলিই অধুনালুপ্ত 'কুন্তলেশ্বরদৌত্য' গ্রন্থের একমাত্র পরিচয়।

[এই কবিতার শেষার্ধে দুইটীমাত্র পদের পরিবর্তন ঘটাইয়া কোনও কবি লিখিলেন]

যেমন,—"কুন্তলদেশের রাজা আমার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া প্রিয়া বান্ধবীদিগের মুখসুধা পান করুন ; সুমিষ্ট মধুগন্ধভরা সেই মুখ।"

বাক্যের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও উদ্ধৃতি নহে, একপ্রকার হরণই। যেমন—

"হে সুন্দরী, তুমি আমার প্রতি কুপিতা হইয়াছ ; তাই আমি আহার পরিত্যাগ করিয়াছি ; নারীজাতির কথা বর্জন করিয়াছি ; সুগন্ধি-দ্রব্য, ধূপ-দীপ ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতি বহুদূরে ফেলিয়া দিয়াছি ; ওগো অনুরাগিণি! তোমার ক্রোধ পরিত্যাগ কর ; তোমার নিকট নতজানু আমার প্রতি একবার চাহিয়া দেখ ও প্রসন্ন হও। হে প্রিয়তমে, তোমার বিরহে আমার সকল দিক্ অন্ধকার হইয়া যায়।"

কুপিতা প্রিয়তমার মানভঞ্জনমূলক এই কবিতাটীকে ক্রোধ-দৃষ্টির দিক্ হইতে ব্যাখ্যা করিলে উদ্ধৃতি হয় না, হরণই হয়। আবার এই যে পরের রচনাকে উল্লিখিত যে-কোনও একটী উপায় অবলম্বনে অনর্থক নিজের রচনা বলা, তাহা কেবলমাত্র চুরি নহে, তাহা নিজের চরিত্রেরই কলঙ্কসূচক। এই জাতীয় ঘটনা মুক্তক-কাব্য ও প্রবন্ধ-সাহিত্যসম্পর্কেই ঘটে।

অন্যের রচিত কাব্য মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া নিজের নামে প্রচার করাটাও চুরি। কলঙ্ক অর্জন করা অপেক্ষা সুযশ ও সুনাম লাভ না করাও ভাল।

সভাপতি দুইশ্রেণীর—(১) যাঁহাকে অন্য লেখকগণ আশ্রয় করিয়া থাকেন (২) যিনি অন্য লেখকদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এ স্থলে আশ্রয়-আশ্রিত ভাবমাত্রেই কোনও দোষ হয় না। কারণ, সকলেই তো অপরের নিকট ব্যুৎপত্তি লাভ করে। তবে, এ স্থলে একেবারে যাবতীয় রচনাই যদি পরের নিকট ধার করা হয়, তবে তাহা গুরুতর দোষ।

আচার্যগণ বলেন,

"অপরের কাব্য মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া চুরি করার মত পরের উক্তি চুরি করাও চরিত্রেরই কলঙ্কসূচক।"—

যেমন, "উরুযুগল সরসকদলীর মূলস্তম্ভতুল্য (কলাগাছের সরস গুঁড়ির মত)।"

আর যেমন,—"হরিণনয়না নায়িকার উরুযুগল কদলীবৃক্ষের কাণ্ডের সগোত্র (তুল্য), শ্রোণিদেশের গঠনটী প্রস্তরফলকতুল্য, স্তনযুগল কলসীকে হার মানাইয়া দেয়, আর মুখখানি চন্দ্রের সহপাঠী অর্থাৎ চন্দ্রের মত সুন্দর।"

[পূর্ব কবিতায় উরুযুগলের যে তুলনা দেওয়া হইয়াছে, এখানেও তাহাই]

"শব্দগুলি বা উক্তিগুলি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইলে, আর চেনা যায় না যে এইগুলি সেই শব্দ ; কিন্তু তাহা অজ্ঞাতসারে সরস হইয়া উঠে। অপহৃত উক্তি বা শব্দসমূহের অর্থগুলি কিন্তু চুরির উপর চুরি"—ইহাই যাযাবরীর রাজশেখরের অভিমত।

"এমন কবি নাই, যিনি চুরি করেন না ; এমন বণিক্ নাই যিনি চোর নহেন। কিন্তু যিনি গোপন করিতে বা লুকাইতে পারেন, তিনি নিন্দার মুখে ছাই দিয়া আনন্দে দিন কাটান।"

"কোনও কবি স্বীয় প্রতিভাদ্বারা শব্দার্থ চয়ন করিয়া কাব্য সৃষ্টি করেন ; কোনও কবি আবার নিজস্ব উক্তির সহিত অপরের উক্তির বিনিময় করিয়া কাব্য রচনা করেন ; অপর এক শ্রেণীর কবি অন্যের উক্তি বেশ সাবধানে লুকাইয়া ব্যবহার করেন ; আর চতুর্থ শ্রেণীর যে কবি, তিনি দিনে দুপুরে ডাকাতি করেন অর্থাৎ অন্যকবির সমগ্র কাব্যখানি নিজের বলিয়া প্রচার করেন।"

"শব্দজগৎ ও অর্থজগৎ অর্থাৎ বাঙ্ময় জগতে যিনি নূতন কিছু দেখিতে পান ও সর্বপ্রথম অনির্বচনীয় কোনও কিছু প্রতিভাবলে উদ্ভাবন করিয়া রচনা করিতে পারেন, তিনি মহাকবি নামের যোগ্য।"

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে
শব্দহরণশীর্ষক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

শব্দহরণ ও অর্থহরণের ভিত্তিতে কবিদিগের শ্রেণীবিভাগ
(প্রতিবিম্বকল্প ও বিকল্প রচনার আলোচনা)

আচার্যগণ[১] বলেন, "প্রাচীন কবিগণ যে পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন সে পথে এমন অনেক কিছু আছে, যাহা জড়বুদ্ধি লোকের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নহে ও যাহা সম্পৎশালী হইলেও প্রাচীনগণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে—সেই বিষয়সমূহ উদ্ধার করিবার জন্য পরবর্তী কবিগণের যত্নশীল হওয়া উচিত।"

কিন্তু বাক্‌পতিরাজ বলেন, "ইহা উচিত নহে।"

"সৃষ্টির আদিযুগ হইতে শ্রেষ্ঠ কবিগণ প্রতিদিন এই বাণীর ধারা হইতে মণিমুক্তা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন, তবুও সেই বাঙ্ময়ের অবিরাম ধারাকে কেহ শেষচিহ্নে চিহ্নিত করিতে পারেন নাই।" (বাক্‌পতিরাজঃ গৌড়বহো ৮৭ শ্লোক)

সেই দুর্লভ ও অনাচরিত রত্নের প্রকাশের জন্য অপর কবির রচিত কাব্য-প্রবন্ধের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

একশ্রেণীর আচার্যগণ বলেন, "প্রাচীন কবিগণের বাণীর ধারায় স্নান করিলে সেই মৌলিক ভাবগুলির পরস্পরের পার্থক্যটী জানিতে পারা যায়।"

অপর আচার্যগণ বলেন, "প্রাচীন কবিদিগের কাব্যের ভাবগুলির ছায়া-অবলম্বনে পরিবর্তিতরূপ নিজের কাব্যখানি ভাবসমৃদ্ধ করা অপরের কাব্য-আলোচনার ফল।"

"মহাকবি বা মনীষিদিগের চিন্তা ও বুদ্ধি তুল্যরূপ অর্থাৎ সমপর্যায়ের হইয়া থাকে ; প্রায়ই কোনও বিষয়সম্পর্কে প্রকাশ বা রূপ দিতে গিয়া তাঁহারা একপর্যায়ের হইয়া পড়েন ; এই এক-ছাঁচে ঢালা বিষয় বা 'একঘেয়েমি' এড়াইবার জন্যও প্রাচীন কাব্য বা সাহিত্যের সহিত পরিচয় আবশ্যক।"

এই অভিমত কোনও কোনও আচার্য[২] পোষণ করিয়া থাকেন।

রাজশেখর বলেন, "এই অভিমতগুলি যুক্তিযুক্ত নহে।" কবির প্রতিভা বাক্য ও

১ এস্থলে উল্লিখিত আচার্যগণ ও বাক্‌পতিরাজের অভিমতসমূহ বাক্‌পতিরাজকৃত 'গৌড়বহো' গ্রন্থে পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য গৌড়বহো, শ্লোক ৮৪ ৮৭)

২ 'প্রাচীন কাব্যগ্রন্থগুলি সযত্নে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন'—কোনও কোনও আচার্যের এই অভিমত উল্লিখিত বাক্‌পতিরাজের মত বলিয়া গণ্য হইবে না।

মনের অতীত শক্তিসহযোগে দেখা বা আদেখা বিষয়গুলি নিজেই ভাগ করিয়া লইতে পারে— এমন কি বিষয়গুলি কাব্যরচনার উপযোগী বা অনুপযোগী, তাহাও বিচার করিতে পারে।

তাই কথিত আছে—

"বাগ্‌দেবী স্বরস্বতী মহাকবির নিকট স্বপ্নাবস্থায়ও কাব্যরচনার উপযোগী শব্দ ও অর্থ প্রতিভাত করেন— অকবির নিকট জাগরণের মুহূর্তেও সেই শব্দ ও অর্থ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। অন্য কবির ব্যবহৃত শব্দে বা অর্থে বা বিষয়সমূহে মহাকবি-গণ জন্মান্ধ এবং উহা ব্যতীত অন্য বিষয়ে তাঁহাদিগের যেন দিব্যদৃষ্টি বর্তমান। এই পার্থিব দৃষ্টি লইয়া কবিগণ যাহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ত্রিলোচন মহাদেব বা সহস্রলোচন ইন্দ্রেরও দর্শনশক্তির বাহিরে। কবিগণের মতিদর্পণ বা মনোমুকুরে নিখিল বিশ্ব প্রতিফলিত হয়। 'আমরা কি করিয়া কবিমনের দৃষ্টি-পথের পথিক হইব'—এই বাসনায় প্রতিযোগিতার ভাব লইয়াই যেন শব্দ, অর্থ ও ভাবরাশি মহাকবিদিগের নিকট ছুটিয়া আসে। স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ যোগিগণ সমাধিতে যাহা প্রত্যক্ষ করেন, কবিগণ বাণীর শক্তিতে সেখানে বিহার করিয়া থাকেন।"—এইরূপ অশেষ জনশ্রুতি মহাকবিগণ-সম্পর্কে প্রচলিত আছে।

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন, "সবই ঠিক; কিন্তু প্রাচীনকালে পড়িয়াছি যে, অর্থ বা কাব্যের বিষয় তিনশ্রেণীর— যেমন, অযোনি, নিহ্নুতযোনি ও অন্যযোনি।"

ইহার মধ্যে অন্যযোনি দুই-প্রকার—প্রতিবিম্বকল্প(অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-সদৃশ) ও আলেখ্যপ্রখ্য (চিত্র-তুল্য)।

নিহ্নুতযোনি(গুপ্তমূল)ও আবার দুই-প্রকার— তুল্যদেহিতুল্য ও পরপুরপ্রবেশ তুল্য।

অযোনি-বিষয় আবার মাত্র একরূপ।

ইহার মধ্যে প্রতিবিম্বকল্প[৩] বিষয়ের লক্ষণ—

"যে কাব্যের বিষয়বস্তু অন্য কবির কাব্যের সঙ্গে হুবহু এক, কেবল অন্যপ্রকার বাক্য বা শব্দরচনা থাকে, তাহাই প্রতিবিম্বকল্পকাব্য— প্রকৃতপক্ষে এখানে ভাবের বা বিষয়ের পার্থক্য নাই।"

৩ আনন্দবর্ধন 'প্রতিবিম্বকল্প'-বিষয়ের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন 'অনন্যাত্ম' ও ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন 'তাত্ত্বিকশরীরশূন্যম্'। রাজশেখরও এই একই সংজ্ঞা দিয়াছেন, 'অপরমার্থবিভেদম্', অর্থাৎ এখানে ভাবের বা বিষয়ের প্রকৃতপক্ষে পার্থক্য নাই।

ভগবান্ মহাদেবের কণ্ঠদেশে সংলগ্ন ভ্রমরের ন্যায় নীলাভ উজ্জ্বল সর্পগুলি তোমাদিগকে রক্ষা করুক। চন্দ্রকলার অমৃতজলবিন্দু সেচনের ফলে অঙ্কুরিত ঐ সর্পস্বরূপ অঙ্কুরসমূহের দ্বারা যেন কালকূট-বিষের শোভা বাড়িয়া গিয়াছে।"

"নিরন্তর বিগলিত গঙ্গাজলের সেচনে অঙ্কুরিত কালকূট বিষের অঙ্কুরতুল্য বিষধর শ্যামবর্ণ মহাসর্পগুলি নীলকণ্ঠ মহাদেবের কণ্ঠলগ্ন হইয়া জয়যুক্ত হউক"

যে কাব্যে অল্পকিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ফলে বিষয়বস্তুটী ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, কাব্যবিচারে সুচতুর ব্যক্তিরা সেই কাব্যকে[৪] আলেখ্যপ্রখ্য অর্থাৎ চিত্রতুল্য কাব্য বলিয়া থাকেন।

যেমন, উল্লিখিত কবিতাটীরই 'আলেখ্যপ্রখ্য'-অনুকরণ—

"নিরন্তরবিগলিত গঙ্গাজলে সিক্ত চন্দ্রকলার অঙ্কুরতুল্য মহাদেবের জটালগ্ন শ্বেতবর্ণ সর্পগুলি জয়যুক্ত হউক।"

[দুই কবিতায় বিষয়বস্তু একই ; তবুও পার্থক্যটুকু এই—পূর্ব কবিতায় 'চন্দ্রের অমৃতজলবিন্দুর সেচন,' এই কবিতায় 'গঙ্গাজলসেচন' ; পূর্ব কবিতায় 'সেচনের ফলে অঙ্কুরিত কালকূটের অঙ্কুর' এই কবিতায় 'চন্দ্রকলার অঙ্কুর' ; পূর্ব কবিতায় 'কণ্ঠলগ্ন শ্যামবর্ণ সর্প' এই কবিতায় 'জটালগ্ন শ্বেতবর্ণ সর্প'।]

বিষয়বস্তু ভিন্ন হইলেও নিতান্ত সাদৃশ্যহেতু যে কাব্যে অভিন্ন বা এক বলিয়াই মনে হয়, সেই কাব্য 'তুল্যদেহিতুল্য'[৫] নামে পরিচিত। সুধীবৃন্দও এইপ্রকার কাব্যরচনা করিয়া থাকেন। যেমন,

"যে অশ্ব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মেষগুলিকে অগ্রে রাখিয়া (রক্ষা করিয়া, উপকার করিয়া) বিচরণ করে, সেই অশ্ব পরমসুখে জীবন ধারণ করে ; সে পশু হইয়াও ধন্য। (পরের উপকার করিয়া যে জীবন ধারণ করে, সে ধন্য ;) কিন্তু এই হতভাগ্য হস্তীগুলির জন্মের কথা কি বলিব, অর্থাৎ ইহাদিগের জন্ম বৃথা (ইহারা কখনও সর্বসাধারণের উপকারে আসে না) ; ইহাদিগের বিচরণস্থল হয় গহন বন অথবা রাজভবন।"

---

৪ আনন্দবর্ধন এই শ্রেণীকে বলিয়াছেন 'তুচ্ছাত্ম' ও কবিদিগকে এইরূপ রচনাশৈলীর অনুসরণে নিষেধ করিয়াছেন। রাজশেখর কিন্তু এই অভিমত গ্রহণ করেন নাই ও এইশ্রেণীর বিষয়বস্তুর একটি কবিজনসুলভ সুরুচিসম্পন্ন কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'কাব্য-বিচারে সুচতুর ব্যক্তিরা'—সংজ্ঞাশ্রিত এই অংশ-ই রাজশেখরের দৃঢ়মতের পরিচায়ক।

৫ এই তৃতীয়শ্রেণীটি আনন্দবর্ধনকর্তৃক অনুমোদিত, তাঁহার পারিভাষিক নাম 'প্রসিদ্ধাত্ম'। (ধ্বন্যালোক ৪. ১৪)

এই একই বিষয় লইয়া রচিত পরবর্তী কবিতা—

"সকল গৃহেই প্রস্তরখণ্ডের একই প্রকার ব্যবহার; নানা কর্মের উপকরণ হিসাবে ইহার মূল্যও আছে, আদরও আছে। কিন্তু হতভাগ্য মণিমুক্তার সেই আভার কি শোচনীয় অবস্থা; হয় রাজপ্রাসাদে, নয় আপনার উৎপত্তিস্থল খনিগর্ভেই তাহার বসতি (অর্থাৎ তাহার আভার প্রকাশ কোথায়!)।"

[উল্লিখিত দুইটি কবিতায় অশ্ব-হস্তী ও মণি প্রস্তর বিষয়বস্তু; ইহারা পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু সকলের উপভোগযোগ্যতা ও উপভোগ-অযোগ্যতা এই দুই কবিতার তাৎপর্য। তাই নিতান্ত সাদৃশ্যটা সহৃদয় পাঠকের কাছে সহজে ধরা পড়ে।]

যখন দুইটি কবিতায় বিষয়বস্তুর মূলগত ঐক্য থাকে, কিন্তু শব্দবিন্যাস ও রচনার দিক্ দিয়া পার্থক্য থাকে অনেক; তখন পরবর্তী কবিতাটিকে পূর্ববর্তী কবিতার তুলনায় বলে 'পরপুরপ্রবেশতুল্য'[৬] কাব্য; এইশ্রেণীর কাব্য সুকবিগণই রচনা করিয়া থাকেন।

"বর্ষাকালে চারিদিকে সমুদ্রগর্জনধ্বনিকেও হার মানাইয়া দেয়, এমন বজ্র-নির্ঘোষযুক্ত মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া এই রাজার শত্রুনারীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে নিজ নিজ স্বামীদিগের বিজয়-অভিযানের ভয় পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা পুলক-অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে কটাক্ষ হানিয়া বারে বারে কদম্বের গন্ধ-ভরা বাতাসের ঘ্রাণ লইতেছে।"

এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে পরবর্তী কবির রচনা—

"এই রাজার শত্রুনারীগণ যুদ্ধযাত্রার মূর্ত বিঘ্নকারী বর্ষাকালের সার্থক চিহ্ন নূতন কদম্বপুষ্প প্রিয়জনের হাত দিয়া আহরণ করিয়া প্রিয়-মিলনের আনন্দে সেই পুষ্পটীকে সাদরে চুম্বন করিল, নয়ন-কোণে তাহার মৃদুস্পর্শ অনুভব করিল, বক্ষোদেশে তাহাকে চাপিয়া ধরিল, সীমন্তে ধারণ করিল ও সর্বশেষে কষ্ট স্বীকার করিয়াও সেই কদম্বপুষ্পের কুণ্ডল রচনা করিয়া কর্ণে পরিধান করিল।"

[এই দুইটি কবিতার বিষয়বস্তু মূলতঃ এক; কিন্তু রচনার ক্রম ও ভঙ্গী অত্যন্ত ভিন্ন]

৬ এই চতুর্থশ্রেণীর উল্লেখ কোনও প্রাচীন গ্রন্থে নাই। নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি কবিতার বিষয় এই যে, বর্ষাকালের প্রতীক কদম্বের উদ্গম রাজমহিষীগণের নিকট আনন্দের উৎসব বহিয়া আনে—কারণ, রাজগণ তখন যুদ্ধযাত্রা হইতে বিরত থাকেন ও রাজপুরীতেই বিরাজ করেন। এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে দুইজন কবি দুইটি পৃথক্ কবিতা রচনা করিয়াছেন—রচনাগুণে দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা অধিক মনোজ্ঞ হইয়াছে।

এই চারিপ্রকার বিষয়বস্তুহেতু কবিদিগের কাব্যহরণের উপায়-সংখ্যা দাঁড়ায় বত্রিশ।

অয়স্কান্তমণির লৌহের উপর প্রতিক্রিয়ার ক্রম অনুযায়ী যেমন অয়স্কান্ত চারিপ্রকার, সেইরূপ উল্লিখিত পরোক্তি-হরণসংক্রান্ত চারিপ্রকার বিষয়বস্তুর ভেদ অনুযায়ী কবিও চারিপ্রকার। আর ইহা ব্যতীত পঞ্চম শ্রেণীর যে কবি, তিনি 'অদৃষ্টচর-অর্থদর্শী'কবি অর্থাৎ সেই উক্তি অন্য কোনও পরবর্তী কবি ব্যবহার করেন নাই বা তাহা কখনও দেখা যায় নাই। তাই কথা প্রচলিত আছে—

"ভ্রামক, চুম্বক, কর্ষক ও দ্রাবক—এই চারি শ্রেণীর কবি 'লৌকিক', আর পঞ্চম শ্রেণী অর্থাৎ চিন্তামণি-কবি 'অলৌকিক' বলিয়া পরিচিত।"

(১) অপ্রসিদ্ধিপ্রভৃতি নানা কৌশল প্রয়োগ করিয়া যে কবি পুরাতন বিষয়ে একটা অভূতপূর্ব নূতনত্বের আভাস দিয়া পাঠকদিগকে বিভ্রান্ত করেন, তিনি ভ্রামক-কবি।

(২) আপনার মনোরম বাক্যের সাহায্যে যে কবি অপরের রচিত বিষয়বস্তুতে অল্পকিছু নূতন সৌন্দর্যের ছায়াপাত করিয়া থাকেন, তিনি চুম্বক-কবি।

(৩) আপনার অনির্বচনীয় প্রতিভাবলে অন্য কবির রচিত বাক্য ও বিষয় আহরণ করিয়া যে কবি নিজের রচনায় ব্যবহার করেন, তিনি কর্ষক-কবি।

(৪) যে কবি প্রাচীন কবিতার বিষয়বস্তুর সারাংশ সাহিত্যিক নিপুণতার সহিত আপনার রচনার মধ্যে এমনভাবে মিশাইয়া দেন যে, তাহা সাধারণতঃ প্রাচীন বলিয়া চিনিতেই পারা যায় না, সেই কবি দ্রাবক-কবি।

(৫) কল্পনামাত্রেই যে কবির অলংকারশোভিত ভাবরাশি রসের স্রোত বহাইয়া দেয়, প্রাচীন সুনিপুণ কবিগণও যে কবির ভাবসম্পদ্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—সেই কবিকে বলা হয় চিন্তামণি-কবি।

কাব্যজগতে এমন কবির প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলেই চলে।

এই 'চিন্তামণি'-কবির কাব্যের বিষয় সম্পূর্ণ নূতন। এই কবির তিন শ্রেণী—(ক) লৌকিক (খ) অলৌকিক (গ) লৌকিক-অলৌকিক (মিশ্র)

ইহার মধ্যে 'লৌকিক'-কবির উদাহরণ—

"ওগো কোশকারলতিকা! তোমার রূপ-রঙ্গের অহংকার করিও না; ওগো চণিকা! তোমার পুষ্পের আড়ম্বরে আর কি প্রয়োজন; তোমাদিগের মধ্যে এই পুণ্ড্রদেশের ইক্ষুদণ্ডটাই একাকী জয়ী হউক; কারণ, যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াও এই ইক্ষু রস ক্ষরণ করে।"

[এই কবিতায় কবি স্বীয় কল্পনায় এই মর্ত্যলোকের লতা-বনৌষধির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ণনা করিয়াছেন]

অলৌকিক কবির উদাহরণ—

"'দেবী(পার্বতী) পুত্র প্রসব করিয়াছেন ; হে ভূতগণ, নৃত্য কর ; স্থির হইয়া আছ কেন ?' আনন্দিত চিত্তে এই কথা বলিয়া দেবী চামুণ্ডা উর্ধ্ববাহু তথা নৃত্য করিতে উদ্যত ভৃঙ্গিরিটীকে আলিঙ্গন করিলে তাঁহাদিগের পরস্পরের অবয়বসমূহের অতিজর্জর স্থূল অস্থিঘর্ষণের ফলে দেবদুন্দুভির গম্ভীরধ্বনি-অতিক্রমকারী যে ধ্বনি উত্থিত হইল, তাহা যেন তোমাদিগকে রক্ষা করে।"

মিশ্র (লৌকিক ও অলৌকিক)কবির উদাহরণ—

"মুরবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ যখন মাতৃগর্ভে বিরাজিত, তখন মাতৃদেবী দেবকীর নিঃশ্বাস-বায়ু শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্মের সুগন্ধি পরাগসমূহ বিকীর্ণ করিয়া সুবাসিত হইত এবং হলধর বলদেব অঞ্জলি ভরিয়া তাহা সানন্দে পান করিতেন—এই প্রকার নিঃশ্বাসবায়ু প্রতিদিন তোমার পাপরাশি দূর করুক।"

এই যে চারিপ্রকার অর্থহরণ, সে সম্পর্কে আরও বলি—

কবিগণের কাব্যহরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া এই চারি-প্রকার বিষয়বস্তুর কথা আমি নিজেই বলিয়াছি ; তাহার প্রত্যেকটীর আট রকমের বিভাগ-হেতু বিষয়বস্তু সর্বসমেত বত্রিশটী বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত।

ইহার মধ্যে 'প্রতিবিম্বকল্প'নামক বিষয়বস্তুর বিভিন্ন প্রকার বা ভেদ বলা যাইতেছে।

দুইটী কবিতায় একই বিষয়বস্তু রহিয়াছে, কিন্তু বিষয়ের পৌর্বাপর্য বা ক্রম উল্টাইয়া গিয়াছে মাত্র ; সেই কাব্যের নাম 'ব্যত্যস্তক' যেমন,—

"গজরাজ অন্য একটী মদমত্ত হস্তী দেখিয়া রজ্জুবন্ধন ছিন্ন করিল ; নিয়ন্তার (মাহুতের) নিষেধ তৃণের মত উপেক্ষা করিয়া মদমত্ত হস্তীর বিরুদ্ধে গমনে উদ্যত হইলে হস্তিনী-কর্তৃক সে নিবারিত হইল। এই জগতে প্রাণিমাত্রেরই প্রেমের তুল্য অপর কোন বন্ধন নাই।"

এই একই বিষয়ে অন্য আর একটী কবিতা—

"যে জন্তুর বিচার বুদ্ধি নাই, তাহার নিকটেও প্রেমবন্ধন শৃঙ্খলশূন্য রজ্জুবন্ধন-তুল্য(বন্ধনহীন গ্রন্থির মত)। তাই গজরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর দিকে গমনে উদ্যত হইলেও হস্তিনী তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিল।"

[দুইটী কবিতারই বর্ণনার বিষয় হস্তী ; পূর্ব কবিতায় প্রথমার্ধে হস্তী বর্ণিত

হইয়াছে, সেই হস্তীই পরবর্তী কবিতায় দ্বিতীয়ার্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে ক্রম বিপরীত হইয়া গেল। তাই ইহার নাম ~~ব্যস্তক~~] ব্যত্যস্তক]

একটী বিস্তৃত বর্ণনীয় বিষয়ের প্রায় অর্ধেক গ্রহণ করিয়া রচিত কাব্যের নাম খণ্ড ; যেমন—

"প্রথমতঃ বদরীফল পাণ্ডু[৭]প্রায় থাকে, তাহার পর তাহা কপিশ[৮] বর্ণ ধারণ করে, তাহার পর পাক ধরিলে অরুণ[৯]বর্ণ আসিয়া উহার শরীরটী দখল করিয়া বসে ; ইহার পরে শুষ্ক হইতে থাকিলে ক্রমে উহার নিটোল দেহে উচ্চ-নীচ ভাবের আবির্ভাব ঘটে ও উহা নীরস, কৃশ, ও সৌরভহীন হইয়া যায়।"

এই বর্ণনার কিছুটা লইয়া রচিত কবিতা—

"পক্ক হইবার পূর্বে বদরী ফলের সুপুষ্ট দেহটীতে অরুণ বর্ণের আবির্ভাব ঘটে, তাহার পর অতিরিক্ত শুষ্কতাহেতু উহার গাত্র উচ্চ-নীচ হইয়া থাকে। বনের মধ্যে এই বদরী ফল দিনে দিনে নীরস হইয়া পড়ে।"

একটী কবিতায় সংক্ষেপে বর্ণিত বিষয়ের অন্য কবিতায় বিস্তৃতবর্ণনার নাম তৈলবিন্দু ; যেমন—

"এই রাজার সৈন্যদলের পদভরে কম্পিত ও পাতালগামী পৃথিবী আবার সেই (শ্রীবিষ্ণুর তৃতীয় অবতার) বরাহের দন্তের কথা স্মরণ করিল।"

এই সংক্ষিপ্ত বিষয় লইয়া বিস্তৃত কবিতা রচনার উদাহরণ—

"সেই রাজার সৈন্যদলের পদভরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মণিশিলা ডুবিবার উপক্রম হইল ; এই শিলাশল্যের আঘাতে নাগরাজ বাসুকীর ফণাপ্রান্ত ব্যথিত হইল ; বাসুকী পরিশ্রান্ত হইলে পর্বতগুলিও রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তখন চঞ্চল পর্বতরূপ বিরাট্ স্তম্ভধারণে ব্যাকুল পৃথিবী আবার সেই দৈত্য হিরণ্যাক্ষের বক্ষঃ-স্থলের স্থূল অস্থিরূপ শাণ যন্ত্রের ঘর্ষণে দিগন্তপ্লাবী জ্যোৎস্নার ন্যায় উজ্জ্বল অথচ ভয়ানক বরাহদংষ্ট্রার কথা স্মরণ করিল।"

এক ভাষায় রচিত কবিতা অন্য ভাষায় রচিত হইলে 'নটনেপথ্য' (ভাবানুবাদ) বলে ; যেমন,

"(কাকের মুখে প্রবাসী প্রিয়ের বার্তা শ্রবণে ইচ্ছুক) বিরহিণী পথিকদয়িতা

৭ পাণ্ডুপ্রায়—হলুদ রঙ ও শাদা রঙের মিশ্রণ।

৮ কপিশবর্ণ—কালো রঙ ও হলুদ রঙের মিশ্রণ।

৯ অরুণ বর্ণ—কালো রঙ ও লাল রঙের মিশ্রণ।

খাদ্যপিণ্ড দান করিল; তাহার বিরহকৃশ বাহুলতা হইতে বিচ্যুত বলয়মধ্যে অবস্থিত পিণ্ড-আহারে কাকের ইচ্ছা হইল না; কাক বলয়টীকে জাল বলিয়া আশঙ্কা করিল।" (প্রাকৃতভাষায় রচিত)

এই প্রাকৃতকবিতাটীকে সংস্কৃতে ভাবানুবাদ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় রচিত কবিতা; যেমন,

"দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া বিরহিণী দয়িতার নয়নযুগলে বিরহের অশ্রুধারা বহিতেছিল, তথাপি প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের আশায় (কাকের মুখে বার্তা-শ্রবণে ইচ্ছুক) সে বহুকষ্টে দ্বারপ্রান্তে কাককে খাদ্যপিণ্ড দান করিল; কিন্তু ধূর্ত কাক দূর হইতে গ্রীবাদেশ বাঁকাইয়া মস্তক নত করিয়া পিণ্ডটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ও (নায়িকার বিরহকৃশ বাহুলতা হইতে বিচ্যুত) বলয়মধ্যে স্থিত পিণ্ডটীকে জালের আশঙ্কা করিয়া ভক্ষণ করিল না।"

বিষয়বস্তু একই; প্রাচীন কবিতার ছন্দ পরিবর্তন করিয়া নূতন কবিতা রচনার নাম 'ছন্দোবিনিময়'। যেমন—

"হে সখি, এইটুকু মাত্র জানি যে, প্রাণবল্লভ শয্যায় শয়ন করিতেই আমার বস্ত্রগ্রন্থি আপনা হইতেই খুলিয়া গেল, নীবীবস্ত্র শিথিল কটীমেখলাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অল্প পরিমাণে নিতম্বে থাকিয়া গেল। তাহার পর প্রিয়ের দেহস্পর্শ লাভ করিলে, 'কে আমার সঙ্গ লাভ করিতেছে,' 'আমিই বা কে' 'সুরতলীলা কি সুখের না দুঃখের' 'উহার পদ্ধতিই বা কি'—ইহার কোনটীর অল্পমাত্রও আমার মনে নাই।"

ছন্দ পরিবর্তন করিয়া এই একই বিষয় লইয়া রচিত কবিতা—

"সখিগণ, তোমরাই ধন্য; প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন-মুহূর্তে সুরতকালের যাবতীয় বিশ্রব্ধ শত শত গোপন চাটুকথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেছ। সখি, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, প্রিয় আমার নীবীবন্ধের দিকে হস্তখানি প্রসারিত করিবার উপক্রম করিতেই আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইল; আমার কিছুই মনে নাই।"

পুরাতন কবিতার বিষয়টিতে যে কারণের উল্লেখ আছে, নূতন কবিতায় সেই কারণের পরিবর্তে অন্য কারণের উল্লেখ ঘটিলে 'হেতু-ব্যত্যয়' কাব্য হয়; যেমন,—

"তাহার পর অরুণোদয়ের আভাসমাত্রেই চন্দ্রকিরণ মলিন হইয়া গেল এবং কামার্তা নারীর কামদাহে দগ্ধ ও মলিনকান্তি গণ্ডতলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল।"

এই বিষয়ে রচিত—

"গর্ভিণী নারীর গণ্ডতলের মত পাণ্ডুবর্ণ চন্দ্র ফুলধনু কামদেবের সঙ্গে একই সময়ে উদয়াচল-শিখরদেশে গিয়া উপস্থিত হইল।" (মহাভারত, দ্রোণপর্ব)

[পূর্ব কবিতায় নারীর কামমলিন গণ্ডদেশের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে; পরবর্তী কবিতায় গর্ভিণী নারীর গণ্ডদেশের সঙ্গে উপমা; একস্থলে চন্দ্রের অস্ত গমন, অন্যত্র চন্দ্রের উদয়]

একস্থলে দেখা বিষয়ের অন্যস্থলে সংক্রমণ ঘটিলে 'সংক্রান্তক' কাব্য হয়—

"স্নানের পরেই জলসিক্ত কবরীর বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে ও চঞ্চল কেশদামের অগ্রভাগ শ্রোণিদেশ স্পর্শ করিয়াছে; এই কেশদাম হইতে পংক্তিক্রমে জলবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে ও কমললোচনা নারীগণের ক্রীড়াহংসগুলি উর্দ্ধদিকে গ্রীবা প্রসারিত করিয়া ঐ বারিবিন্দু পান করিতেছে।"

এই বিষয় অবলম্বনে রচিত কবিতার অনুরূপ—

"সদ্যঃস্নাত জপনিরত তপস্বীর জটাপ্রান্ত হইতে নিঃসৃত জলবিন্দুগুলি ঐ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যাকুল হরিণশিশু উন্মুখ হইয়া পান করিতেছে; আর পক্ষপুটের দ্বারা ছায়া বিস্তার করিয়া ব্যাকুল পক্ষীটি প্রেমভরে শ্রান্ত ও গ্রীষ্মতাপে শুষ্কমুখী আপন প্রিয়তমা বিহঙ্গিনীকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া রক্ষা করিতেছে।"

[পূর্ব কবিতায় বর্ণিত হংসের ব্যবহারটী পরবর্তী কবিতায় হরিণশিশুর ব্যবহার-রূপে বর্ণিত হইয়াছে]

যে স্থলে দুইটি কবিতার বিষয়বস্তুকে একটি কবিতায় বর্ণনা করা হয়, তাহাকে বলে 'সম্পুট'—

"ওগো সুলোচনা, এই সেই বিন্ধ্যপর্বতের অধিত্যকা-উৎপন্ন নর্মদানদী—ইহাকেই লোকে বলে পশ্চিমসমুদ্রের প্রধানা মহিষী; এই নর্মদার জলমধ্যে চঞ্চল শফর-মৎস্য দেখিয়া তুমি ভয়ে ব্যাকুল ও কাতরনেত্র হইলে, আমি বহু কষ্টে তোমাকে নদীগর্ভ হইতে তীরে উত্তোলন করিয়াছিলাম।"

"লাটবাসিনী নারীগণ যখন অপরাহ্নবেলায় রেবানদীতে স্নান করেন, তখন তাঁহাদিগের গভীর নাভিবিবরে চঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি প্রবেশ করিয়া একটি মধুর ধ্বনি সৃষ্টি করে—সেই ধ্বনি শুনিয়া জলকুক্কুটগুলিও সুমধুর স্বরে ডাকিয়া উঠে; আর রেবানদীর জলরাশি অবিরলভাবে আবিল হইয়া উঠে।"

এই দুই কবিতার বিষয় অবলম্বনে রচিত অন্য কবিতা—

"হে মহারাজ, আপনার দিগ্বিজয়ের আরম্ভেই ভয়াতুর শত্রুনারীগণ দিকে দিকে নদীজলে প্রবেশ করিল; সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শকুল-মৎস্যের আস্ফালনে ভয়বিহ্বল সেই নারীগণের উরুদেশ বল হারাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহাদিগের গভীর নাভিবিবরে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ ও বহির্গমনহেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চঞ্চল তরঙ্গ একটি

মধুরধ্বনি সৃষ্টি করিল ; তাহাতে চকিত-চঞ্চল জলকুক্কুটগুলিও সুমধুর স্বরে ডাকিয়া উঠিল।"

এই প্রকারে অপর কবির কাব্যহরণ কবিকে অকবি করিয়া তোলে ; এইজন্য ইহা সর্বপ্রকারে ত্যাগ করা উচিত।

কারণ, "এক কবিতার অনুকরণে অন্য কবিতায় গৃহীত বিষয়বস্তু ভিন্নভাবে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না ; দর্পণে প্রতিফলিত নিজের শরীর কখনও পৃথক্ হয় না।"

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে শব্দার্থহরণবিভাগে কবির শ্রেণীবিভাগ ও প্রতিবিম্বকল্পনামক কাব্যহরণের আলোচনামূলক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।



ত্রয়োদশ অধ্যায়

আলেখ্যপ্রখ্যপ্রভৃতি অর্থহরণের অবান্তর ভেদ ও শ্রেণীবিভাগ

আলেখ্যপ্রখ্যের ভেদগণনা—

তুল্য বা একই বিষয়ের এক কবিতা হইতে অন্য কবিতায় ব্যবহারের নাম 'সমক্রম'-কাব্যহরণ ; যেমন—

"সৌন্দর্যের আকর অস্তগামী সূর্যবিম্ব অস্তগিরিগৃহে আরামে তির্যগ্‌ভাবে উপবিষ্ট বরুণপ্রিয়া পশ্চিমদিগ্বধূর কুঙ্কুমতিলকে সজ্জিত গণ্ডতলের ন্যায় বিশিষ্ট শোভা ধারণ করিল।"

আরও যেমন, "হে সুন্দরি, ঐ দেখ, তুষারকিরণ চন্দ্র উদয়রাগে রক্তিম হইয়া প্রতিক্ষণ ক্রীড়াশীল পূর্বদিগ্বধূর কুঙ্কুমরাগরঞ্জিত গণ্ডতলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।"

[এই দুই কবিতায় ক্রমের তুল্যতা বা সমতা রহিয়াছে ; পূর্ব কবিতায় অস্তগামী সূর্যের পশ্চিম দিগ্বধূর গণ্ডদেশের সঙ্গে তুলনা—আর পরবর্তী কবিতায় উদীয়মান চন্দ্রের পূর্বদিগ্বধূর গণ্ডদেশের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে]

অলংকারযুক্ত বিষয়ের অলংকারহীন রচনায় যে হরণ, তাহার নাম 'বিভূষণমোষ'—

যেমন, "মূলদেশ নীলপদ্মের মত নীলবর্ণ, তাহার উপরের ভাগ উদীয়মান চন্দ্রের মত রক্তাভ, তাহার উপরের ভাগ সুপক্ক আম্রের মত পীতবর্ণ, তাহারও উপরের ভাগ তরুণ সূর্যের কিরণের মত উজ্জ্বলবর্ণ এবং শিখাদেশ ধূম্রের মত ধূম্রবর্ণ ;—দীপশিখায় এইপ্রকার নানা বর্ণের সমবায় ঘটিয়াছে।"

এই বিষয় লইয়া রচিত অন্য কবিতা—

"মূলদেশে কিঞ্চিৎ নীল, তাহার পর মধ্যস্থলে কপিশবর্ণ, তাহার পর অল্প পীতবর্ণ, তাহার পর অরুণবর্ণ, তাহার পর শিখাদেশে ধূম্রবর্ণ—এইপ্রকার নানাবর্ণের পরিপাটীযুক্ত দীপশিখা ক্ষণকালের মধ্যে ঘন অন্ধকারও ভেদ করিয়া থাকে।"

একটী কবিতায় যে ক্রমে বিষয়ের বর্ণনা থাকে, চুরির বেলায় সেই ক্রম বিপরীত করিয়া দিলে 'ব্যুৎক্রম' নামক কাব্য হয়—

"এই দীপশিখার অগ্রভাগ শ্যামবর্ণ, তাহার নীচের অংশ সামান্য রক্তবর্ণ, তাহারও নীচের অংশ অল্প পীতঘনবর্ণ, তাহারও নীচের অংশ কপিশ বা শ্বেতবর্ণ ; তাহার পরের অংশটী নীলবর্ণ—এমন দীপশিখা গাঢ় অন্ধকার দূর করিয়া দেয়।"

কোনও কবিতায় সাধারণতঃ বর্ণিত বিষয়কে চুরির বেলায় বিশেষভাবে বর্ণনা করিলে বিশেষোক্তি কাব্য হয়, যেমন—

"এইভাবে আকাশে চাঁদ উঠিল; মনচোর প্রাণবল্লভের দূতীর আলাপে (বিরহ-আগুন আমাকে পোড়াইয়া মারিতেছে, তুমি আসিয়া এই আগুন নিভাইয়া আমাকে বাঁচাও) নায়িকার নয়ন ও মন (দুইই) চঞ্চল হইয়া উঠিল : সে এমন সাজ-সজ্জা করিল যে তাহার বিপরীত বা উল্টা-পাল্টা বেশ-ভূষা দেখিয়া সখীরা সব হাসিতে থাকিল।"

এই একই বিষয়ে রচিত আর একটী কবিতা—

"কোনও নারী প্রিয়তমের কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া শ্বেতচন্দনে লিপ্ত স্তনতটে কাঞ্চীদাম পরিধান করিল, আর নিতম্বদেশে বক্ষোহার পরিয়া বসিল।"

[পূর্ব কবিতায় ছিল সাধারণতঃ বিপরীত বেশভূষার কথা, এখানে বিশেষ বিশেষ অলংকারের বিপরীত বিন্যাসের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।]

পূর্ব কবিতায় যাহা অপ্রধানভাবে বর্ণিত, তাহাই যদি পরবর্তী কবিতায় প্রাধান্য লাভ করে তবে সেই কাব্য-চুরির নাম 'উত্তংস'।—

"তাহার পরে কিরণমালায় আকাশতল উদ্ভাসিত করিয়া কুঙ্কমরঞ্জিত স্তনতটের মত গৌরকান্তি চন্দ্র পূর্বসমুদ্র হইতে সুবর্ণকলসের ন্যায় ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল।" (কিরাতাজুর্নীয় ৯. ২৩)

এই কবিতার বিষয়বস্তু অপহরণ করিয়া রচিত কাব্য—

"রাত্রি হইলে অন্ধকাররূপ কৃষ্ণবর্ণ স্তনাবরণ অপসারিত করিয়া নিশা-তরুণীর মর্দনাবশিষ্ট কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত বক্ষোদেশের ন্যায় মনোরম চন্দ্রকলা আকাশতলে অতি অল্পমাত্র দৃষ্ট হইল।"

[পূর্ব কবিতায় 'স্তনতটের মত গৌরকান্তি' অপ্রধান; এই উপমাটীই দ্বিতীয় কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে]

যে স্থলে একটী কবিতার বিষয়বস্তু বচনবিন্যাসের ভঙ্গীমাত্রের দ্বারা দ্বিতীয় কবিতায় ভিন্নভাবে রচনা করা হয়, সেস্থলে নটনেপথ্যশ্রেণীর আলেখ্যপ্রখ্য কাব্য বলা হয়; যেমন—

"নায়িকা তাহার গণ্ডদেশে মুখচন্দ্রের শশচিহ্নের মত যে তিলকটী সযত্নে প্রেমভরে রচনা করিয়াছিল, তাহা প্রেমাস্পদের কাল-বিলম্বের ফলে (আগমনকাল সম্পর্কে প্রতিজ্ঞাভঙ্গহেতু) সেই চঞ্চললোচনার আপন নয়নজলে ধৌত হইয়া গেল।"

এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে আর একটী কবিতা—

"(আজ এই সময় আমাদিগের মিলন হইবে—এই কথা বলিয়া নায়ক না আসিলে

নায়কের প্রতিজ্ঞাভঙ্গহেতু বিপ্রলব্ধা) নায়িকার গণ্ডতলে রচিত চন্দনকুঙ্কুমের পত্রলতা প্রিয়তমের কালবিলম্বহেতু শোকের অশ্রুজলে ধুইয়া মুছিয়া গেল।”

[দুইটি কবিতার বিষয়বস্তু এক—পূর্ব কবিতায় চক্ষুজলে তিলক ধৌত হইল ; পরবর্তী কবিতায় শোকাশ্রুতে পত্রলতা ধুইয়া মুছিয়া গেল—উক্তির ভেদ মাত্র]

যে স্থলে অলংকারের সাম্য আছে অথচ অলংকার্য ভিন্ন, সে স্থলে একই অলংকারের দ্বারা অলংকৃত হয় বলিয়া কবিতার নাম ‘একপরিকার্য’—

যেমন, “সেই গজানন গণপতি এই ত্রিভুবন রক্ষা করুন ; আকাশের দিকে উত্থিত গণপতির বিরাট্ শুণ্ডটি সূর্যবিম্বরূপ পদ্মের নালের মত মনে হইল—আর শুণ্ডের নালদেশে লগ্ন শ্বেতবর্ণ দণ্ডটি সেই পদ্মনালের মূলের মত দেখাইল।”

একই বিষয়ে রচিত কাব্য—

“ব্যাপনশীল গণপতির সরল শুণ্ডরূপ নালের অগ্রভাগটি পদ্মের মত উৎকর্ষ লাভ করে—গণপতির শুভ্র দন্তটি সেই পদ্মনালের মূলদেশস্থিত শুভ্র নালের মত দেখাইতেছে।”

[উভয় কবিতায়ই গণেশের শুণ্ডটিকে পদ্মনালের সহিত তুলনা করা হইয়াছে—তবে প্রথম কবিতায় সূর্যবিম্বকে পদ্ম মনে করা হইয়াছে, দ্বিতীয় কবিতায় শুণ্ডের অগ্রভাগটিকে পদ্ম বলা হইয়াছে]

বিকৃত অবস্থার বস্তুকে প্রকৃত অবস্থায় বর্ণনার নাম ‘প্রত্যাপত্তি’—

যেমন, “(হেমন্তের নিষ্প্রভ) চন্দ্রমা তুষারাবৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার জ্যোতি বা তেজ সূর্যমণ্ডলে ফিরিয়া গিয়াছে ; তাই বিলুপ্তজ্যোতি চন্দ্র নিঃশ্বাসমলিন দর্পণের মত প্রকাশহীন।”

—রামায়ণ : হেমন্তবর্ণনা

একই বিষয় লইয়া রচিত কবিতা—

“যেমন অশ্রুজল ও দীর্ঘনিঃশ্বাস দূর হইয়া গেলে দর্পণ আপন স্বচ্ছতা ফিরিয়া পায়, তেমনি বিপক্ষের কার্যবশে সঞ্চারিত বিষাদের মলিনতা হইতে ঐ তরুণীর মুখখানি সদ্য মুক্তিলাভ করিয়া যেন হাসিতে ভরিয়া উঠিল।”

—রঘুবংশ : সপ্তম সর্গ

এই গেল আলেখ্যপ্রখ্যনামক কাব্যহরণের নানা ভেদ। এই পদ্ধতিটী ন্যায়-বিরুদ্ধ নহে বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে।

তাই আচার্যগণ বলেন—

“নানাপ্রকার বেশভূষাসংযোগে অভিনেতা যেমন সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করে,

তেমনি কাব্যজগতের যাবতীয় পদার্থ উক্তি বা বর্ণনার বৈচিত্র্যহেতু নব নব রূপ লাভ করে।"

তুল্যদেহিতুল্য

ইহার পর 'তুল্যদেহিতুল্য'নামক কাব্যহরণের বিভিন্ন শ্রেণী দেখাইতেছি।

একবার বর্ণিত বিষয়ের অন্য বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটিলে রূপের পরিবর্তন ঘটে; ইহার নাম রূপ-পরিবর্ত বা বিষয়-পরিবর্ত—

"ভগবান্ শিবের দক্ষিণনাসিকারন্ধ্র হইতে বহির্গত নিঃশ্বাসবায়ু তোমাদিগকে রক্ষা করুক; এই নিঃশ্বাসবায়ু ভগবান্ শিবের দেহাস্থিত ভস্মকণাগুলি উড়াইয়া জটার মধ্যে ফেলিতেছে; ইহা কুম্ভকনামক প্রাণায়ামের বিরোধী; কর্ণাশ্রিত সর্প এই নিঃশ্বাসবায়ু পান করিতেছে; ইহা শিবের মস্তকস্থ চন্দ্রের শীতলতা সহ্য করিতে পারে না; কুপিতা পার্বতীর কোপ-বায়ুতে এই নিঃশ্বাসবায়ু খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়—এই নিঃশ্বাসবায়ু দীর্ঘ হইলে ভগবান্ শিবের চিত্তপীড়ার সাক্ষীও হইয়া থাকে।"
—বালভারত ১.২

এই একই নিঃশ্বাসবায়ু অবলম্বনে রচিত আর একটী কবিতা—

"শ্রীহরির গভীর মনোব্যথায় ব্যথিত ও তাপদগ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস তোমাদিগকে রক্ষা করুক; এই নিঃশ্বাস শ্রীহরির নাভিপদ্মের মধু মথিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে; বক্ষোদেশের মাল্যটীকে ইহা ম্লান করিয়া দিতেছে; শয্যারূপী সর্প গ্রীষ্মের প্রখরতায় চঞ্চল হইয়া এই নিঃশ্বাসটীকে পান করিয়া আবার ছাড়িয়া দিতেছে; রাধারাণীর স্মৃতিকথার সাক্ষী এই নিঃশ্বাসের শব্দটি লক্ষ্মীদেবী ঈর্ষ্যার সহিত শ্রবণ করিতেছেন।"

যে স্থলে কোনও বস্তুর দুইটী রূপের মধ্যে যে-কোন একটী রূপের বর্ণনা হরণ করিয়া কাব্য রচিত হয়, সেইস্থলে 'দ্বন্দ্ববিচ্ছিত্তি'নামক কবিতা রচিত হয়—

যেমন—"মদনভস্মকারী ভগবান্ শিবের সেই সুপরিচিত জটামণ্ডল তোমাদিগের সকল দুঃখের আকর পাপরাশিকে বিনষ্ট করুক। এই জটামণ্ডলমধ্যে গঙ্গাজল-তরঙ্গে চঞ্চল চন্দ্রকে দেখিয়া কার্ত্তিকেয় ও গণেশের বালসুলভ বুদ্ধিহেতু নিম্নরূপ অবস্থা হইল—চঞ্চল শফরী-মৎস্যের ক্রীড়াদর্শন করিয়া কার্ত্তিকেয় বিমুগ্ধদৃষ্টি হইলেন; আর গণেশ তাঁহার শুণ্ডদণ্ডের দ্বারা সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পদ্মটী ধরিবার আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিলেন।"

এই কবিতার অনুকরণে রচিত অন্য কবিতা; যেমন—

"ধূর্জটীর জটামণ্ডলে অবস্থিত নদীজলের আবর্তহেতু চন্দ্রকলা কখনও দৃশ্য, কখনও

বা অদৃশ্য হইতেছে; তাই অল্পমাত্র জ্যোৎস্নায় ঐ চন্দ্রকলা বেশ সুখভোগ্য হইয়াছে। (শিবজটাস্থিত) সর্প চঞ্চল শফরীভ্রমে তাহার ফণাগুলি কলিকার মত একত্র (সংহত) করিয়া তন্ময়চিত্তে কুঞ্চিত মস্তকে আপন লক্ষ্য চঞ্চল চন্দ্রকলাটীকে ধরিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে।"
—(সরস্বতীকণ্ঠাভরণে ধৃত বচন)

[পূর্ব কবিতার দুইটী উপমার একটি এই কবিতায় চুরি করা হইয়াছে]

যে স্থলে পূর্বতন কোনও কবির উক্তি বা সার্থক অলংকারের অনুকরণে একই বিষয়ের নানাভাবে বর্ণনা থাকে, সেই স্থলে 'রত্নমালা'নামক কাব্যহরণের দৃষ্টান্ত ঘটে—

যেমন,—"বিড়াল খর্পরে (মৃৎপাত্রে) পতিত চন্দ্রকিরণসমূহকে দুগ্ধ মনে করিয়া লেহন করিতেছে (দুগ্ধের স্বাদ না পাওয়া সত্ত্বেও ভ্রমের বশে লেহন করিতেছে); হস্তী বৃক্ষপল্লবের মধ্য দিয়া ভূপতিত চন্দ্রকিরণসমূহকে মৃণালভ্রমে শুণ্ডদ্বারা সংগ্রহ করিতেছে; কামমত্তা নারী সুরত-শেষে শয্যাপতিত চন্দ্রকিরণসমূহকে (সুরতকালে বিচ্যুত) শুভ্র সূক্ষ্মবস্ত্রভ্রমে তুলিয়া লইতেছে; আশ্চর্য এই যে, জ্যোৎস্না-মাতাল চন্দ্র এই জগৎটিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে।"
—(শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ভাসরচিত বলিয়া গৃহীত)

এই চন্দ্রকিরণের বিভ্রান্তি লইয়া রচিত অন্য একটি কবিতা—

যেমন—"রাজহংসগুলি দুগ্ধ মনে করিয়া বারে বারে পাত্রপতিত চন্দ্রকিরণ পান করিতেছে; সুন্দরী রমণীগণ কর্পূরধূলিলেপনের আনন্দ-আতিশয্যে আপন স্কন্ধে চন্দ্র-কিরণ লেপন করিতেছে; গোপন মিলনকালে পুরুষেরা সূক্ষ্ম বস্ত্র মনে করিয়া প্রিয়তমা নারীগণের স্তনপ্রান্ত হইতে চন্দ্রকিরণ দূরে সরাইয়া দিতেছে; নবপ্রস্ফুটিত-পুষ্পলোভী ভ্রমরগুলি সিন্ধুবার পুষ্পে পতিত চন্দ্রকিরণসমূহকে মধু মনে করিয়া শীঘ্র শীঘ্র লেহন করিতেছে।"

যে স্থলে প্রথম কবিতায় উল্লিখিত সংখ্যা দ্বিতীয় বা পরবর্তী কবিতায় অন্যভাবে উল্লিখিত হয়, সেই স্থলে 'সংখ্যোল্লেখ'নামক কাব্যহরণ ঘটে। যেমন,—

"হে রুদ্র, তোমার চরণদ্বয়ে প্রণত নারায়ণের কান্তিশোভায় শোভিত তোমার পাদনখসমূহ রুদ্ররূপী দশটি চন্দ্রের মত দেখাইতেছে ও তোমার মস্তকস্থ চন্দ্রকে তাহারা একাদশ রুদ্ররূপে সেবা করিতেছে।"

এই বিষয়বস্তু লইয়া রচিত আর একটি কবিতা—

"সেই নীলকণ্ঠ শিব তোমাদিগের প্রিয় বা কল্যাণ বিধান করুন। (ভগবতী ভবানীর ক্রোধ দূর করিবার জন্য) অপরাধী নীলকণ্ঠ যখন ভবানীর উজ্জ্বল নখসমূহে আপন মস্তক নত করিলেন, তখন দেবী ভবানীর চরণকমলে এক চন্দ্র ছয় চন্দ্রে পরিণত হইল।"

[পূর্ব কবিতার দশটি চন্দ্রের স্থলে এই কবিতায় ছয়টি চন্দ্রের উল্লেখ হইল]

যে ক্ষেত্রে তুল্য বিষয় বলিয়া পরে তাহা অপেক্ষা বিশিষ্টতর বিষয়ের উল্লেখ করা হয়, সে ক্ষেত্রে 'চূলিকা'নামক কাব্যহরণ ঘটিয়া থাকে।

এই চুলিকা দুই প্রকারের—(১) সদৃশ (২) বি-সদৃশ।

এই দুইটার মধ্যে 'সদৃশ'শ্রেণীর চুলিকার কথা বলিতেছি। যেমন,—

"চন্দ্রকিরণে অঙ্গনতল লেপিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে নিদ্রিত রাজহংস চন্দ্রকিরণ-মালার সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে। তাই রাজহংসী হংসটাকে দেখিতে না পাইয়া কাতর হইয়া অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠিল।"

—কুমারদাসের জানকীহরণ ৮. ৩৫

এই বিষয় অবলম্বনে রচিত অপর একটী কবিতা—

"সুধাধবলিত প্রাসাদশিখর চন্দ্রকিরণে ধৌত হইয়া গিয়াছে ; সেই প্রাসাদশিখরে রাজহংসীর শ্বেতবর্ণ পক্ষপুট আর দেখা যাইতেছে না। যদিও সম্মুখেই হংসীটী ডাকিয়া ফিরিতেছিল, তবুও গৃহসুন্দরীর নূপুরের শব্দে বধিরপ্রায় রাজহংস আপন প্রিয়াকে চিনিতে পারিল না।"

[এই দুই কবিতার বিষয়বস্তু একই ; প্রিয়জনকে সম্মুখে পাইয়াও চিনিতে পারিল না]

এই একই বিষয় অবলম্বনে রচিত আর একটী কবিতা—

"জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সৌধতলে রাজহংসী বিশুদ্ধমুক্তাফলের মত গৌরবর্ণ প্রিয় হংসটিকে কোনও প্রকারে চপল নূপুরধ্বনিদ্বারা চিনিতে পারিল।"

[এই কবিতার বিষয়বস্তু পূর্ব কবিতা হইতে একটু বিসদৃশ ; এক্ষেত্রে যে-কোনো উপায়ে প্রিয়জনকে চিনিতে পারিল]

যে ক্ষেত্রে নিষেধ বিধিরূপে নিবদ্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে কাব্যহরণের নাম 'বিধানাপহার'।

যেমন, "হে কুরবক, আমাদিগের স্তনের আঘাতে প্রমোদলীলার যে আনন্দ তুমি উপভোগ করিতে, তাহা হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে ; হে বকুলবৃক্ষ, আমাদিগের মুখমদিরাসিঞ্চনের কথা তোমার মনে পড়িবে, হে অশোকবৃক্ষ, তুমি আমাদিগের পদাঘাত না পাইয়া শোকাতুর হইয়া উঠিবে—যে রাজার শত্রু-নারীগণ নিজ নিজ গৃহত্যাগকালে এইরূপ বিলাপ করিয়াছিল (সে রাজা সত্যই দিগ্বিজয়ী)"

—সুভাষিতাবলী ২৫৬৪.

[এস্থলে ভাব-মুখে বা অস্তি-মুখে নাস্তি বা অভাবের কথা বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ নিষেধের ব্যঞ্জনাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

এই বিষয় অবলম্বনে রচিত কবিতা—

দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হইলে সেই রাজার পুরনারীগণ সমুদ্রতটের প্রমোদবনে বকুল, রক্তাশোক ও তিলকবৃক্ষে মুখমদিরা, পদাঘাত ও বিলাসদৃষ্টিদ্বারা অতি-অল্প সময়ের মধ্যে পুষ্প-উদ্গমের মহোৎসব আনিয়া ফেলিল।"

যে স্থলে একই কবিতায় বহু কবিতার বিষয়বস্তু অপহরণ করিয়া রচনা করা হয়, তাহার নাম 'মাণিক্যপুঞ্জ'—

যেমন, "সুন্দরী পৃথিবী শৈলচূড়া-রূপ সুদীর্ঘ বাহু তুলিয়া তাহার প্রিয়সখী রাত্রির মুখমণ্ডলে চন্দ্রের তিলকটি পরাইয়া দিতেছেন।"

আরও যেমন, "বিকশিত বাসন্তীলতার পুষ্পস্তবকের মত মনোরম তথা উজ্জ্বল কিরণমালারূপ কেশরযুক্ত চন্দ্ররূপী সিংহকে উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিত দেখিয়া অন্ধকাররূপ দুর্বার হস্তিসমূহ চারিদিক প্রবল বিক্রমে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।"

আরও যেমন, "প্রিয়তমা কান্তার মত রাত্রি কামদেবের (ভুবনবিজয়ের) মঙ্গল-অভিষেক সম্পাদনের জন্য চঞ্চলকিরণমালারূপ জলের ভাণ্ডার উৎপলশোভিত রৌপ্য-নির্মিত কুম্ভের মত চন্দ্রকে উদয়শিখরে আনয়ন করিল।"

—কিরাতার্জুনীয় ৯. ৩২

আরও যেমন, "ওগো সুন্দরী, দেখ, দেখ, ঐ পূর্বগগনে উদয়গিরিশিখরে রত্নরূপ রোহিণীপ্রিয় চন্দ্র উদিত হইতেছে; চন্দ্রের কিরণসমূহ ছিন্নবল্কলের দুগ্ধতুল্য রসের মত শুভ্র দেখাইতেছে॥"

আরও যেমন, "উদয়গিরির সানুদেশ স্বচ্ছহাস্যে উদ্ভাসিত করিয়া রজনীর মুখ-দর্পণতুল্য ও নবনীতের মত শুভ্রকান্তি চন্দ্র কিরণস্পর্শে কুমুদসমূহ প্রস্ফুটিত করিয়া উদিত হইতেছে।"

আরও যেমন, "চন্দ্ররূপ সেই রাজহংসও চলিয়া গিয়াছে; তারকারূপ কুমুদগুলি সহাস্য আননে জাগিয়া রহিয়াছে; এই-প্রকার আকাশ-সরোবরে মদন অন্ধকাররূপ সলিলে অবগাহন স্নান করিল।"

উল্লিখিত কবিতাগুলির বিষয়বস্তু অপহরণ করিয়া একই কবিতায় সংহত করিয়া ব্যবহারের উদাহরণ—

যেমন, "দেখ, দেখ; আকাশ-সরোবরে হংসের বিলাসী ভাবকে যেন উপহাস করিয়া চন্দ্র উদিত হইতেছে; চন্দ্রটি পুরন্ধ্রী রাত্রির মুখমণ্ডলে লোধ্ররচিত তিলকের মত, অন্ধকাররূপ হস্তিসমূহে সিংহের মত, কাম-মহারাজের রৌপ্যনির্মিত অভিষেক কলসের মত, উদয়গিরিশিখরে একটিমাত্র মণির মত এবং দিগ্বধূদিগের অভিনব দর্পণ-খানির মত শোভা পাইতেছে।"

—বামনালংকার ৪. ৩. ৩২

যে ক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুসমূহ অপহরণ করিয়া বিস্তৃতভাবে পরবর্তী কবিতায় বর্ণনা করা হয়, সে ক্ষেত্রে 'কন্দ'নামক কাব্যহরণের উদাহরণ বলা যায়—

যেমন, "চন্দ্ররূপ কুম্ভ হইতে বিনিঃসৃত (নিস্যন্দিত) জ্যোৎস্না রাজপথের আরম্ভ-স্থলে অস্পষ্ট, সৌধচূড়ায় পুঞ্জিত ও কুমুদবনে হাস্যচঞ্চল অবস্থায় পতিত হইয়াছে।"

এই বিষয় অবলম্বনে রচিত অন্য কবিতা—

"চন্দ্রকিরণ আকাশতলে যেন দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে ; কুমুদবনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে ; নারীগণের জরাজীর্ণ শরপর্বতুল্য পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডতলে ঐ চন্দ্রিকা যেন দ্বিগুণিত হইয়া প্রতিফলিত হইয়াছে ; জলে চন্দ্রকিরণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সুধাধবলিত গৃহগুলিতে উজ্জ্বল শোভা বিস্তার করিয়াছে, বায়ু-ভরে চঞ্চল পতাকা-গুলিতে যেন খেলিয়া বেড়াইতেছে। সেই শারদপূর্ণিমায় চন্দ্র একটি স্ফটিক মণি-ঘটের মত দেখাইতেছে ; তাহার কলঙ্কচিহ্ন দেখিয়া মনে হয় যেন আবরণহীন কলসীমুখ ; সেই ঘট হইতে জ্যোৎস্না কর্পূরের ধূলির মত সারা রাত্রি ঝরিয়া পড়িতেছে।"

হরিণরূপ আবরণযুক্ত শ্বেতবর্ণ মণিনির্মিত কলসীরূপ চন্দ্র হইতে বিগলিত জ্যোৎস্না-ধারায় ক্রীতদাসী রাত্রি আকাশপ্রাঙ্গণ ধৌত করিয়া দেয়।

প্রিয়তমা কান্তার মত রাত্রি কামদেবের (ভুবন-বিজয়ের) মঙ্গল-অভিষেক সম্পন্ন করিবার জন্য উৎপলশোভিত রৌপ্যনির্মিত কুম্ভের ন্যায় চঞ্চলকিরণমালারূপ জলের ভাণ্ডার চন্দ্রকে উদয়শিখরে আনয়ন করিল।"

এই পর্যন্ত গেল 'তুল্যদেহিতুল্য'নামক কাব্যহরণের উদাহরণ।

সুরানন্দ[১] বলেন,—"প্রতিভাবশে উদ্‌ভাবিত এই কাব্যহরণ-পদ্ধতিটী অনুশীলনের যোগ্য।"

১ এই বিষয়ে কবি সুরানন্দ পূর্বে উল্লিখিত আনন্দবর্ধনের অভিমত অনুসরণ করিয়াছেন। সুরানন্দ রাজশেখরের সগোত্র—যাযাবরবংশোৎপন্ন। বালরামায়ণের নিম্নোদ্ধৃত কবিতা এই বিষয়ে প্রমাণ—

'স মূর্তো যত্রাসীদ্ গুণগণ ইবাকালজলদঃ সুরানন্দঃ
সোঽপি শ্রবণপুটপেয়েন বচসা।
ন চান্যে গণ্যন্তে তরলকবিরাজপ্রভৃতয়ঃ
মহাভাগস্তস্মিন্নয়মজনি যাযাবরকুলে। ১. ১৩.

তিনি চেদিরাজসভার সভাকবি ছিলেন ও সম্ভবতঃ চেদিরাজ রণবিগ্রহের সমসাময়িক ছিলেন। (দ্রষ্টব্য ভাণ্ডারকার রিপোর্ট, ষষ্ঠখণ্ড. পৃঃ ১৯)। সূক্তিমুক্তাবলী-গ্রন্থে রাজশেখর-লিখিত কবিতায় পাওয়া যায়—
"নদীনাং মেকলসুতা নৃপাণাং রণবিগ্রহঃ। কবীনাং চ সুরানন্দশ্চেদিমণ্ডলমণ্ডনম্।"

—গাইকোয়াড় সংস্করণ পৃঃ ৪৭

"তাই লোকমুখে শোনা যায়—

"কবিদিগের কল্যাণবিধায়ক যিনি সামান্য তুচ্ছ পদার্থকেও নিজের প্রতিভাবলে অমূল্য সম্পদে সম্পন্ন করিয়া তোলেন, সেই বেদ-পুরাণপ্রসিদ্ধ দেবী সরস্বতী উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকুন।" (প্রতিভার এমনই প্রভাব!)

পরপুরপ্রবেশসদৃশ

ইহার পর 'পরপুরপ্রবেশসদৃশ'নামক কাব্যহরণের প্রভেদ বলিতেছি।

একপ্রকারে রচিত বিষয়বস্তুর যুক্তি-সহকারে পরিবর্তন করিয়া দেওয়ার নাম 'হুড়যুদ্ধ', যেমন—

"কদলীদলের মত কোমল নারীদিগের (অঙ্গে ও মনে) প্রহার করিতে গিয়া যাহার দয়া-মায়া নাই, সেই বিচারবুদ্ধিশূন্য দুর্জন মদন কেন অনঙ্গ (দেহ-বিহীন) হইবে না? (এমন নিষ্ঠুর ব্যক্তির দেহের বিনাশ হওয়াই উচিত)"

এই বিষয়ে রচিত আর একটী কবিতা—

"ধীর-স্থির বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মীনকেতন মদন কেন নমস্য হইবেন না? তিনি নারীদিগের কদলীদলের মত সুকোমল দেহে কুসুমনিমিত শরের দ্বারাই আঘাত করিয়া থাকেন।"

[পূর্ব কবিতায় যাহা ছিল নিন্দা, এই কবিতায় যুক্তিযোগে তাহা প্রশংসায় পরিবর্তিত হইয়াছে]

বিশেষভাবে তুল্য বস্তুর অন্যপ্রকারে রচনার নাম 'প্রতিকঞ্চুক'। যেমন,—

"প্রেমমত্ত চকোরপক্ষীর চক্ষুর মত উজ্জ্বল মধুধারা ঊর্ধ্ব হইতে পতিত হইতেছিল। চন্দ্রকান্তমণিনির্মিত পাত্রটী ঐ মধুধারা ধারণ করিয়া চঞ্চুপুটের দ্বারা কুমুদনালদংশন-রত মনোরম হংসীটীর মত শোভা পাইতেছিল।"—

এই বিষয়ে রচিত অন্য একটী কবিতা—

"প্রবালের নালযুক্ত ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত পাত্র হইতে মদ্যদানে নিরত কোনও যুবতী চঞ্চুপুটের দ্বারা শুষ্কমাংস-লতা ধারণরত অঞ্জলিস্থিত লীলাশুকের মত শোভা পাইতেছিল।"

[দুই কবিতাতেই বিষয়বস্তু মদ্যপাত্র; কিন্তু এক স্থলে চন্দ্রকান্তমণিনির্মিত ও অপর স্থলে নীলকান্তমণিনির্মিত হওয়ায় হংসী ও শুকের সহিত সাদৃশ্য ঘটিয়াছে]

যে স্থলে উপমেয় একই থাকে, অথচ উপমানের পরিবর্তন ঘটাইয়া বর্ণনা করা হয়, সে স্থলে 'বস্তুসঞ্চার' নামক কাব্যহরণ হইয়া থাকে। যেমন—

"(বন্ধু, প্রিয়া যখন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল) তখন আমি যেন পদ্মের রজ্জুতে বাঁধা পড়িলাম, যেন অজস্র দুগ্ধধারায় স্নান করিলাম, যেন বিস্ফারিত নেত্রে কেহ আমাকে গ্রাস করিল, যেন সুধাভরা মেঘ আসিয়া আমাকে সিক্ত করিয়া দিল।"

—মালতীমাধব : তৃতীয় অঙ্ক

এই বিষয়ে রচিত অন্য একটী কবিতা—

"লীলাভরে চঞ্চল নয়নযুগল দীর্ঘ অপাঙ্গ-নদী অতিক্রম করিয়া সহসা ক্ষণকালের মধ্যে আমাকে সিক্ত করিয়া দিল ; হরিণনয়না প্রিয়তমার সেই প্রেমরসপূর্ণ নয়নযুগল যেন মুক্তার রজ্জু, যেন শীতলকিরণ চন্দ্রকলার মালা, যেন দুগ্ধসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, যেন ক্লান্তিহরা সুধাধারা।"

[দুইটী কবিতায় উপমার বিষয় প্রিয়তমার দৃষ্টি ; কিন্তু পূর্ব কবিতায় উপমান হইল পদ্মপ্রভৃতি, আর দ্বিতীয় কবিতায় উপমান মুক্তামণিপ্রভৃতি]

যে স্থলে অর্থালংকারের দ্বারা প্রাচীন কবিতার শব্দালংকারের বৈপরীত্য ঘটান হয়, সে স্থলে 'ধাতুবাদ'নামক কাব্যহরণ হয়। যেমন—

"বাণাসুরের মস্তকে ধৃত, দশানন রাবণের মুকুটমণিসমূহে মিলিত, দেবরাজ ও দৈত্যরাজের শিরোদেশে অবস্থিত, ঐ ভববন্ধন ছেদনকারী ত্রিলোচন শিবের চরণধূলি উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে।"

—কাদম্বরী : শ্লোক ২

"ত্রিপুর-দহনকারী ভগবান্ শিবের চরণধূলি উৎকর্ষলাভ করিয়া থাকে। এই ধূলি সৎপথপ্রদর্শনের নিপুণতায় ভবের জীবদিগকে রজো(গুণ)মুক্ত করিয়া থাকে ; রচনা ও বিনাশের অপূর্ব ক্ষমতা আছে এই ধূলিরাশির।"

[পূর্ব কবিতায় 'বৃত্ত্যনুপ্রাস' শব্দালংকার ; দ্বিতীয় কবিতায় 'বিরোধাভাস' অর্থালংকার]

যে স্থলে উৎকৃষ্ট-রূপের মধ্যে বস্তুবর্ণনার পরিবর্তন ঘটে, সেস্থলে 'সৎকার'নামক কাব্যচুরি ঘটে। যেমন—

"স্নানের পরেই জলসিক্ত কবরীর বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে ও চঞ্চল কেশদামের অগ্রভাগ শ্রোণিদেশ স্পর্শ করিয়াছে ; এই কেশদাম হইতে পংক্তিক্রমে জলবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে ও কমললোচনা নারীগণের ক্রীড়াহংসগুলি উর্ধ্বদিকে গ্রীবা প্রসারিত করিয়া ঐ বারিবিন্দু পান করিতেছে।"

এই বিষয়ে রচিত অপর একটী কবিতা—

"ক্ষীরসমুদ্র হইতে আর্বিভূতা দেবী লক্ষ্মীর কেশপাশের অগ্রভাগ হইতে পতিত

জলবিন্দুগুলি বিনা সূত্রেই সুন্দরভাবে মুক্তামালার মত শোভা পাইতেছে। শ্রীবিষ্ণু অতি উৎসুকনেত্রে ইহাই অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছেন, আর জলবিহারিণী হংসীগুলি লীলাভরে গ্রীবা প্রসারিত করিয়া সুধামধুর ঐ জলবিন্দুগুলির স্বাদ গ্রহণ করিতেছে। এই জলবিন্দুগুলি তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"

[পূর্ব কবিতার সামান্য বিষয়টী এই কবিতায় লক্ষ্মী-নারায়ণের বর্ণনামাধুর্যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে]

যে স্থলে পূর্ব কবিতার তুল্য বিষয়টীকে পরের কবিতায় ভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হয়, সে স্থলে 'জীবঞ্জীবক' নামক কাব্যহরণ ঘটে। যেমন—

"চক্ষুমধ্যে, গণ্ডতলে, উজ্জ্বলরত্নদলশোভিত অলংকারসমূহে অর্থাৎ প্রতি অঙ্গে চন্দ্রবিম্ব প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সুন্দরী যেন শত শত চন্দ্রের অলংকার পরিধান করিল।"

এই বিষয়ে রচিত অপর একটী কবিতা ; যেমন—

"উজ্জ্বল গণ্ডতলে শোভমান কুণ্ডলে ও মেখলাস্থিত যথাযোগ্য মণিসমূহে চন্দ্রবিম্ব প্রতিবিম্বিত হইল ; কিন্তু মনোরম মুখমণ্ডলের শোভার নিকট চন্দ্রের শোভা পরাস্ত হইল। মনে হইল যেন চন্দ্র রমণীকে সেবা করিতেছে।"

প্রাচীন অর্থাৎ পূর্বতন কবিকর্তৃক রচিত কাব্যের ভাব বা তাৎপর্য অবলম্বনে যে রচনা, তাহার নাম 'ভাবমুদ্রা'নামক কাব্যহরণ। যেমন—

"যেখানে তাম্বূললতা পূগবৃক্ষকে (সুপারি গাছকে) বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—এবং এলালতা চন্দনবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে—তমালপত্রের আস্তরণযুক্ত সেই মলয়স্থলীতে নিরন্তর বিহার করিবার জন্য প্রসন্ন অর্থাৎ উৎফুল্ল হও।"

—রঘুবংশ ৬. ৬৪

এই একই বিষয়ে রচিত কাব্য ; যেমন—

"অচেতন স্থাবর পদার্থেরও মিলন ঘটাইতে পারদর্শী যে মদন, নিশ্চয়ই সেই মদন এই বসন্তকালে উপস্থিত হইয়াছে ; কারণ, এলালতা চন্দনবৃক্ষকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়াছে, আর নাগলতা অর্থাৎ তাম্বূললতা পূগবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়াছে।"

পূর্বতন কবি যে বিষয় বলিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধ রচনার নাম 'তদ্বিরোধী', যেমন,—

"তোমার বক্ষোদেশে শুভ্র মুক্তামালা, কর্ণযুগলে দন্তপত্রতুল্য ধবল পদ্মদল (পাঁপড়ি), মস্তকে শুভ্র পুষ্পমালা, দেহলতাখানিতে শ্বেত ক্ষৌমবস্ত্র, স্তনযুগলে শ্বেত কর্পূর, মুখমণ্ডলে চন্দনবিন্দু, ভুজদ্বয়ে চন্দ্রের মত শুভ্র তরুণ মৃণাল শোভা পাইতেছে। ওগো

সুন্দরী, তুমি কি শরৎকালের চন্দ্রের নিকট তোমার এই শুভ্র বেশভূষা শিক্ষা করিয়াছ?”

এই ‘বেশভূষা’লইয়াই রচিত আর একটী কবিতা ; যেমন,—

“তোমার দেহখানি নীল ক্ষৌমবসনে আবৃত, অঙ্গে অঙ্গে নীলকস্তুরী-দ্বারা পত্রাবলী রচনা করিয়াছ, তোমার বাহুলতা নীলমণিখচিত কঙ্কণে শোভিত, কণ্ঠে ইন্দ্রনীল-মণিমালা, ললাটে প্রলম্বিত চূর্ণকুন্তল খেলিয়া ফিরিতেছে ; ওগো মৃগলোচনা সুন্দরী, প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে অভিসার-উৎসবে অন্ধকার তোমাকে সত্যই বেশরচনার কৌশল শিক্ষা দিয়াছে।”

[পূর্ব কবিতায় বর্ণনার বিষয় ‘শুভ্রবেশ’, এই কবিতার বিষয় তাহার বিরুদ্ধ বস্তু অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ বেশভূষা।]

এইভাবে বিষয়বস্তু হরণ করিয়া কাব্যরচনার বত্রিশ-প্রকার উপায় দেখান হইল। আমার মতে এই বত্রিশ প্রকারের মধ্যে গ্রহণবর্জন-নীতির (এইটী গ্রহণ করা উচিত—এইটী বর্জন করা উচিত) প্রয়োগে বিশিষ্ট জ্ঞান থাকিলেই কাব্যরচনা সার্থক হইতে পারে।

উপরন্তু, এই কাব্যহরণের উপায়গুলি বিপরীত ক্রমেও সম্ভব হইতে পারে। বিষয়-বস্তুর বিপরীত ভাব ঘটিলে বিপরীত ক্রম হইয়া থাকে।

আরও বলি, “শব্দ ও অর্থপ্রয়োগের ব্যাপারে নিপুণ ব্যক্তিরা অর্থাৎ শাব্দিক (বৈয়াকরণ) ও নৈয়ায়িকগণ যে একেবারেই কাব্য রচনা করেন না, তাহা নহে ; কারণ অধ্যয়নশীল যাঁহারা, তাঁহাদিগের নিকট শাস্ত্র বা বাঙ্‌ময় চক্ষুরূপে শোভা পায় ; কিন্তু যে কবির রচনায় নব নব সদুক্তিপূর্ণ বস্তু থাকে, তিনি কবিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ; তাঁহার উক্তিগুলিও পবিত্র।”

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে শব্দার্থহরণবিভাগে আলেখ্যপ্রখ্যপ্রভৃতি কাব্যহরণবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

চতুর্দশ অধ্যায়

কবিসময় বা কবিপ্রসিদ্ধি

জাতি-দ্রব্য-ক্রিয়াবিষয়ক প্রসিদ্ধির আলোচনা

শাস্ত্রে উল্লেখ নাই বা লোকব্যবহারেও দেখা যায় না—এমন কতকগুলি বিষয় পরম্পরাক্রমে কবিগণ তাঁহাদিগের কাব্যে প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন ; এই প্রয়োগগুলি কবিসময় বা কবিপ্রসিদ্ধি নামে প্রচলিত।

ভামহ, দণ্ডী, বামনপ্রভৃতি আচার্যগণ বলেন,

"এই-প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকব্যবহারবিরুদ্ধ প্রয়োগ দোষাবহ ; তাহা আবার সাহিত্যে স্থানলাভ করিবে কি করিয়া অর্থাৎ স্থানলাভের অযোগ্য।"

ইহার উত্তরে যাযাবরবংশীয় রাজশেখর বলেন,

"এই ধরণের রচনা কবিগণ সম্প্রদায়ক্রমে নিজ নিজ রীতির অনুকূল বলিয়াই মনে করিয়াছেন ; ইহা সত্ত্বেও এইপ্রকার রচনা দোষের হয় কি করিয়া ?"

"আচার্যদিগের প্রত্যুত্তরে বলা যায়—"তাহা হইলে কারণ বলিতে হইবে" (দোষও সাহিত্যে স্থান পায় কেন ?)।

যাযাবরীয় বলিতেছেন, "কারণ বলিতেছি,—প্রাচীন পণ্ডিতগণ সহস্রশাখাযুক্ত বেদরাশি শিক্ষা-কল্পপ্রভৃতি ছয়টী অঙ্গের সহিত গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, শাস্ত্রসমূহ বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশ-বিদেশ ও নানা দ্বীপে ভ্রমণ করিয়া যে যে বিষয় উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের রচনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, স্থান ও কালের পরিবর্তনের ফলে সেই বিষয়গুলি অন্যরূপ হইয়া গেলেও পরবর্তী কবিগণ যদি সেই পুরাতন-রূপেই সেগুলি লিপিবদ্ধ করেন, তবে সেই রচনা কবিপ্রসিদ্ধির অন্তর্গত হইয়া থাকে। মূলগত অর্থ না জানিয়া কেবল প্রয়োগ দেখিয়া অনেকে এই 'কবিসময়' শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন ; পরে ইহা 'রূঢ় বা 'প্রয়োগসিদ্ধ' হইয়া গিয়াছে।"

ইহার মধ্যে কতকগুলি বিষয় প্রাচীন কবিগণ 'কবিপ্রসিদ্ধি'হিসাবে তাঁহাদিগের প্রয়োগের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন ; আবার কতকগুলি পরম্পরের খ্যাতি-প্রচারের আশায় স্বীয় প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ধূর্তগণ প্রবর্তিত করিয়াছে।

যাহাই হউক, এই কবিসময় তিন-শ্রেণীর—(১) স্বর্গসম্বন্ধীয় (২) পৃথিবীসম্বন্ধীয় (৩) পাতালসম্বন্ধীয়।

স্বর্গ ও পাতাল অপেক্ষা ভূমিসম্বন্ধী কবিসময় প্রধান ; কারণ, অপরগুলি অপেক্ষা ইহার বিষয়ের গণ্ডী বেশ বিস্তৃত।

এই ভৌম কবিসময় আবার জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়ারূপ বিষয়ভেদে চারিপ্রকার।

এই জাতিপ্রভৃতির আবার তিনটি উপবিভাগ (১) শাস্ত্রে বা লোকব্যবহারে যাহা নাই তাহার উল্লেখ (২) শাস্ত্রীয় বা লৌকিক বিষয়ের উল্লেখ না-করা (৩) অনিয়ন্ত্রিত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ।

প্রথমতঃ, সাধারণভাবে যাহা নাই তাহার বর্ণনা ; যেমন, নদীতে পদ্ম ও কুমুদের কথা ; জলাশয়মাত্রেই হংসের কথা, পর্বতে পর্বতে স্বর্ণ-রত্নপ্রভৃতির কথা।

যেমন নদীজলে পদ্মের বর্ণনা—

"সেই উজ্জয়িনীতে সারসপক্ষীর সুস্পষ্ট সুমধুর ও চিত্তবিভ্রমকারী নিনাদকে আরও দীর্ঘ করিতে করিতে শিপ্রাজলে সুশীতল মৃদুসমীর প্রতিদিন ঊষাকালে (নদীজলে) প্রস্ফুটিত কমলগন্ধে সুবাসিত হইয়া উঠে ; অঙ্গে অঙ্গে আরামের স্পর্শ বুলাইয়া ঐ সমীর মধুর অনুনয় ও চাটুবাক্যপটু প্রিয়তমের মত নায়িকাদিগের শৃঙ্গার-ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে।" —মেঘদূত, ১ ৩০.

নদীজলে নীলকুমুদের বর্ণনা ; যেমন—

"তিনি দেখিলেন যে, গঙ্গানদী মৃদুমন্দসমীরযোগে আকাশচারীদিগের আকাশ-গমনকালে সঞ্চিত ঘর্মবিন্দুসমূহ দূর করিতেছে ; আর তাঁহার মনে হইল, সূর্যকন্যা কালিন্দী যেন নীলকুমুদশোভিত গঙ্গাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে।"

এইরূপ যে-কোনও নদীজলে কুমুদপ্রভৃতির বর্ণনা (বিরল নহে)।

জল মাত্রেই অর্থাৎ জলাশয় মাত্রেই হংস বর্ণনা ; যেমন,

"লীলাচঞ্চল হংস ও সারসপক্ষীর ক্রেংকাবধ্বনি-মুখরিত জলরাশি যেরূপ শব্দ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, নূতন বর্ষার জলে পূর্ণ নদী যেন ঘোষণা করিতেছে যে, 'শ্রীযুক্তকুড়ুঙ্গদেশের অধিপতিকে আবার শ্রীকৃষ্ণতুল্য মনে করিবেন, এমনতর ধনী, ধন্য ও ধার্মিক লোক এই জগতে জন্মগ্রহণ করিবেন ; এমন লোক এখনও বর্তমান আছেন এবং অতীতেও ছিলেন'।"

পর্বতমাত্রেই স্বর্ণের বর্ণনা ; যেমন—

"সর্পের আবাসভূমি বিচিত্র ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জন্তুশোভিত এই মেঘমণ্ডিত সুপরিচিত পর্বত স্বর্ণস্তূপের দ্বারা দিগন্ত আবৃত করিয়া সাদৃশ্যহেতু যেন সমুদ্রের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে।"

[জলহস্তীর আবাসস্থল, বিচিত্র নৌকাশোভিত সমুদ্রও মেঘের পুষ্টিসাধন করে, এবং বিস্তীর্ণ জলরাশিদ্বারা দিগন্ত আবৃত করিয়া থাকে]

রত্নের বর্ণনা ; যেমন—

"নীলগিরি-পর্বতের স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী শুণ্ডদ্বারা যে জলবিন্দু বিকীর্ণ করিতেছে, তাহার সহিত ইন্দ্রনীলমণির রশ্মিসমূহ মিশিয়া গিয়াছে। ময়ূরী-গুলি এই দৃশ্যটিকে মেঘ মনে করিয়া গ্রীবাদেশ প্রসারিত করিয়া আনন্দের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছে।"

এই প্রকারে অন্য দৃষ্টান্তও দেওয়া চলে। যে স্থানের বা যে কালের যে বস্তু, সেই কালে বা সেই স্থানে সেই বস্তুর উল্লেখ না-করাও একটী রীতি ; যেমন—বসন্তকালে মালতীফুল, চন্দনবৃক্ষে ফুল ও ফল, অশোকবৃক্ষে ফলের বর্ণনা কবিগণ প্রায়ই করেন না।

ইহার মধ্যে প্রথমটীর উদাহরণ ; যেমন,—

"রাশি-রাশি পুষ্পের সৌন্দর্য ফুটাইয়া তোলাই যাহার স্বভাব, সেই চৈত্রমাস মালতীপুষ্পের প্রতি বিমুখ হইয়াছে—ইহাই আশ্চর্য ; যাহার জাতি নাই, তাহার নিকট কি করিয়া দেবতা প্রিয় হইতে পারেন (জাতি অর্থাৎ মালতীহীন চৈত্রের আবার কি করিয়া পুষ্পপ্রীতি থাকিতে পারে ?"

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ—

"যদিও বিধাতা চন্দনবৃক্ষকে ফল-ফুলশূন্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি সে আপন শরীর দিয়াও পরের সন্তাপ দূর করে।" (শার্ঙ্গধরপদ্ধতি)

তৃতীয়টীর উদাহরণ—

"ফলভোগ বা ফলধারণ দৈবের অধীন ; ইহাতে কিছুই করিবার নাই। কিন্তু এ কথা বলিতে পারি যে, অশোকতরুর পল্লবের মত পল্লব অন্য কোনও বৃক্ষে নাই।"

যাহা বহুস্থলেই দেখা যায়, তাহার কোনও বিশেষ স্থলমাত্রে বর্ণনার নাম নিয়ম-কবিপ্রসিদ্ধি। যেমন, কেবল সমুদ্রেই কুম্ভীর বা কেবল তাম্রপর্ণীনদীতেই মুক্তার বর্ণনা।

এই দুইটীর মধ্যে প্রথমটীর উদাহরণ—

"সাধারণভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়া নিজ-নিজ কৃতিত্ব ঘোষণাকারী জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সমুদ্রবাসী এই মকরের দন্তবিকশিত হাস্য সত্যই প্রশংসনীয়।"

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ—

"এই পৃথিবীতে সুবিখ্যাত বহু নদী থাকুক না কেন, তাহার জল সুমিষ্ট হউক না কেন, তাহাতে বহু শুক্তি থাকুক না কেন ; তবুও, হে সুন্দরী, এই তাম্রপর্ণী নদী ভিন্ন অন্য কোথাও মুক্তাপূর্ণ কামধেনুতুল্য শুক্তি জন্মে না।"

যাহা নাই বা সম্ভবে না, তাহারও বর্ণনা পাওয়া যায়; যেমন—মুষ্টিমধ্যে ধরা যায় বা সূচীদ্বারা ভেদ করা যায়, এমনতর অন্ধকারের বর্ণনা; কলসীর মধ্যে চন্দ্রকিরণ-ধারণের বর্ণনা।

প্রথমটীর উদাহরণ—

"মুষ্টিমধ্যে ধারণযোগ্য (অর্থাৎ গভীর) অন্ধকারে সমস্ত দিক্‌গুলি যেন শরীর স্পর্শ করে; সমস্ত পৃথিবী যেন একটী পদক্ষেপেই ফুরাইয়া যায়; আর বিরাট্ আকাশ যেন কপালমাত্রে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়।" —বিদ্ধশালভঞ্জিকা. ৩. ৬.

আরও যেমন—

"কারাগারের দ্বার রুদ্ধ, সূচীভেদ্য অন্ধকারে চারিদিক্ আবৃত, আমার চক্ষু দুইটীও মুদ্রিত—তথাপি প্রিয়ার মুখখানি আমার নিকট সুস্পষ্টভাবে শোভা পাইতেছে।"

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ—

"যে চন্দ্রকিরণ প্রথমতঃ যন্ত্রদলিত কেতকীপুষ্পের অভ্যন্তর হইতে ক্ষরিত রসধারার তুল্য ক্ষীণ ছিল এবং মুক্তার মালারচনার উপযোগী ছিল, আজ পূর্ণিমার রাত্রিতে সেই চন্দ্রকিরণকে যেন কলসীর মধ্যে ভরিয়া রাখা যায়, অঞ্জলিমধ্যে ধরিয়া রাখা যায় ও মৃণালদণ্ডের দ্বারা পানও করা যায়।" —বিদ্ধশালভঞ্জিকা ৩. ১৪.

কোনও বস্তু থাকা সত্ত্বেও বর্ণনা-না-করা এক-শ্রেণীর কবিপ্রসিদ্ধি; যেমন, কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের আলো ও শুক্লপক্ষে অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও কবিগণ তাহা বর্ণনা করেন না।

ইহার মধ্যে প্রথমটীর উদাহরণ—

"যাত্রাকালে জনসমূহ কৌতূহলের সহিত বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের মত দেখিতে লাগিলেন।"

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ—

"মাসে মাসে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষে একই চাঁদের আলো বর্তমান থাকে; কিন্তু দুইটীর মধ্যে মাত্র একটী শুক্লবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হয় পুণ্য বা অদৃষ্টবশেই যশোলাভ ঘটে।"

অনেক স্থলে পাওয়া গেলেও কোনও বস্তু সম্পর্কে একটী বিশেষ স্থানের উল্লেখ কবিপ্রসিদ্ধিরই অন্তর্গত; যেমন, একমাত্র মলয়পর্বতই চন্দনের উৎপত্তিস্থল, একমাত্র হিমালয়পর্বতই ভূর্জপত্রের উৎপত্তিস্থল।

প্রথমটীর উদাহরণ—

"দেবতাদিগের প্রিয়, সর্পের আবাসভূমি ও তাপহরণে পটু চন্দনবৃক্ষ মলয়পর্বত ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।"

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ—

"সেই হিমালয় পর্বতে হস্তীগুলির মস্তকে অবস্থিত লোহিতবিন্দুর মত লোহিতবর্ণ ভূর্জপত্রগুলিতে বিদ্যাধরীরা গৈরিকপ্রভৃতি বিচিত্র ধাতুরসের দ্বারা অক্ষর লিখিয়া যান ; এইভাবে ভূর্জপত্রগুলি বিদ্যাধরীদিগের প্রেমপত্র-রচনার উপাদানে পরিণত হয়।"

—কুমারসম্ভব : ১. ১৬.

বিবিধ দ্রব্যসম্বন্ধে কবিপ্রসিদ্ধি ; যেমন দুগ্ধসমুদ্র ও লবণসমুদ্রের মধ্যে বহু প্রভেদ থাকিলেও ঐক্যবর্ণনা ; সাগর ও মহাসাগরের বেলাও এইপ্রকার ; যেমন—

ইহার মধ্যে প্রথমটীর উদাহরণ—

"এই সমুদ্রে লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি, ইহা অশেষ রত্নের আকর ও ইহার মধ্যে শ্রীহরি নারায়ণ শয়ন করেন ; ইহার কোনও বিষয়ে আমাদিগের মতভেদ নাই। কিন্তু হায়! অত্যন্ত নীরস ও লবণাক্ত জলের ভাণ্ডার এই সমুদ্র তৃষিত প্রাণীর নিকট কূপজলযুক্ত মরুভূমি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট নহে কি?"

[এই কবিতাটীর পূর্বাংশ দুগ্ধসমুদ্রের বর্ণনা, উত্তরাংশ লবণসমুদ্রের বর্ণনা ; অথচ দুইটীর মধ্যে কোনও প্রভেদ রক্ষিত হয় নাই]

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ—

"রাজা দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখেই সপ্তসমুদ্রের প্রিয়তমা গঙ্গানদী ; তিনি ভাবিলেন, চঞ্চলতরঙ্গমালারূপ ভ্রূকুটীযোগে গঙ্গা বুঝি অন্য সমস্ত নদীগুলিকে তিরস্কার করিতেছে (তোমরা আমার তুল্য হইবে কি করিয়া ?)।"

[লবণাদিক্রমে সপ্তসমুদ্র ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু এই কবিতায় একটী সমুদ্রের সহিত মিলিত গঙ্গাকে সপ্তসমুদ্রের প্রিয়তমা বলিয়া বর্ণনা করিয়া সপ্তসমুদ্রের ভিন্নতা রক্ষা করা হয় নাই]

যে ব্যাপার বা ঘটনা কখনও ঘটে নাই, তাহার বর্ণনাও একপ্রকার কবিপ্রসিদ্ধি ; যেমন, রাত্রিকালে চক্রবাকদম্পতীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান, চকোরপক্ষীর জ্যোৎস্না-ধারা পানপ্রভৃতি ;

প্রথমটীর উদাহরণ—

"গ্রীষ্মকালে রাত্রির দীর্ঘতা হ্রাস পায় ও নদীসমূহের জলরাশি ক্ষীণ হইয়া যায় ; গ্রীষ্মকাল চক্রবাকদম্পতীর কি না উপকার করিয়াছে! (অর্থাৎ বেশিক্ষণ বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করিতে হয় না, বিচ্ছেদের মুহূর্তেও বেশি দূরে থাকিতে হয় না।)"

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ—

"ওগো সুলোচনা, এই সেই মলয়পর্বতসন্নিহিত নদীতীর ; এই স্থানটী ধন্বন্তরিবিদ্যা

অভ্যাসের পক্ষে অনুকূল, তাই ভগবান্ কামদেবের নিকট ইহা বড়ই প্রিয়; এই তটভূমিতে চকোর-বিহঙ্গিনীরা গ্রীবা প্রসারিত করিয়া ঊর্ধ্বদিকে চঞ্চু বিস্তৃত করিয়া কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার দূরকারী মুক্তার ন্যায় শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা পান করিয়া থাকে।"

যে ব্যাপার স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে, তাহার বর্ণনা-না-করা ও আবার এক প্রকার কবিপ্রসিদ্ধি; যেমন, দিনের বেলা নীলকুমুদ ফুটিয়া থাকিলেও, তাহার বর্ণনা-না-করা; রাত্রিকালে শেফালিকা ঝরিয়া পড়িলেও, তাহার বর্ণনা-না-করা।

ইহার মধ্যে প্রথমটীর উদাহরণ;—

"প্রিয়সখীর মুখখানি মুহূর্তকালের জন্য চন্দ্রবিম্বের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে সখী তাহাতে কালাগুরু দিয়া সুন্দর পত্রাবলী রচনা করিয়া দিল ও 'নীলকুমুদেরও ফুটিবার সময় আসিয়াছে'—এই কথা বলিয়া প্রিয়সখীর কর্ণযুগলে নীলকুমুদ আঁকিয়া দিল।"

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ—

"'হে চন্দ্রদেব, তোমার বিরহকালে সূর্যের সেই প্রচণ্ড তাপে আমি সারাটা দিন একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছি'—চন্দ্রের নিকট যেন এই দুঃখের কথা বলিতে বলিতে শেফালিকা পুষ্পচ্ছলে অশ্রুবিসর্জন করিয়া কাঁদিতে লাগিল।"

কোনও ব্যাপার বিশেষ কালে নির্দিষ্ট করিয়া বর্ণনা করাও কবিপ্রসিদ্ধি; যেমন, গ্রীষ্ম-বর্ষা প্রভৃতি ঋতুতে কোকিলের কুহুধ্বনি শোনা গেলেও একমাত্র বসন্ত কালেই তাহার বর্ণনা; অন্য সময়ে ময়ূরের নৃত্য ও কেকাধ্বনি থাকিলেও একমাত্র বর্ষাকালেই তাহার বর্ণনা করা হয়।

ইহার মধ্যে প্রথমটীর উদাহরণ—

"কোকিল এতদিন শীতের ভয়ে ভীত হইয়া ছিল; আজ বসন্তকালে বনস্থলীতে কোকিলের কুহুরব শুনিবার আগ্রহেই বুঝি পদ্মগুলি জলমধ্য হইতে বহির্গত হইল।"

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ—

"বর্ষাকালে আকাশ যখন মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন, তখন ময়ূরগুলি পুচ্ছ বিস্তার করিয়া সুমধুর কেকাধ্বনি-সহযোগে নৃত্য করিয়া থাকে।"

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে
কবিপ্রসিদ্ধিবিভাগে জাতি-দ্রব্য-ক্রিয়াসম্বন্ধী আলোচনামূলক
চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

গুণসম্বন্ধী কবিপ্রসিদ্ধি

যে গুণ বর্তমান নাই, তাহার উল্লেখ; যেমন, যশ ও হাস্যবর্ণনায় শ্বেতবর্ণ; অখ্যাতি ও পাপপ্রভৃতির বর্ণনায় রক্তবর্ণের উল্লেখ।

ইহার মধ্যে যশোবর্ণনায় শ্বেতবর্ণের উদাহরণ—

"শরীরে বিন্দুমাত্রও আর্দ্রতা নাই, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রহিয়াছে, দৃষ্টিশক্তিও পূর্ববৎ আছে; অথচ আমরা সত্যই দুগ্ধসমুদ্রের মধ্যে মগ্ন হইয়াছি,—এ কি অবস্থা? তোমার বিপুল যশোরাশি দিগন্তপ্রাচীরে অবরুদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া অল্পপরিসর অবস্থানক্ষেত্রে অতিশয় কষ্ট পাইতেছে; সেই যশোরাশিতে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ধবল হইয়া উঠিতেছে। তাই মৃগলোচনা সুন্দরী যুবতীগণ বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে।"

হাস্যবর্ণনায় শ্বেতবর্ণের উদাহরণ—

"যাহার (শিবের) মুখগহ্বর হইতে প্রলয়কালে পান-করা ফেনরাশিহেতু শুভ্রবর্ণ ক্ষীরসমুদ্রসমূহ অট্টহাস্যের ছলে ক্ষরিত হইতেছে।"

কুকীর্তিবর্ণনায় কৃষ্ণবর্ণের উদাহরণ—

"নীল-উৎপলের দলমিশ্রিত মালতীমালার মত (শুভ্র) তোমার সুকীর্তিরাশি এবং শত্রুদিগের কুকীর্তিসমূহ একই সময়ে চারিদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতেছে।"

পাপবর্ণনায় কৃষ্ণবর্ণের উদাহরণ—

"প্রচণ্ড-ক্রোধহেতু শ্রীকৃষ্ণের বংশ বিনাশের জন্য সংকল্প গ্রহণ করিবামাত্র যে পাপের উৎপত্তি হইল, তাহার মালিন্যহেতুই যেন কোষমুক্ত অতি-উজ্জ্বল তরবারি ধারায় হয়গ্রীবের দেহখানি শ্যামায়িত হইয়া উঠিল অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল।"

ক্রোধবর্ণনায় রক্তবর্ণের উল্লেখ—

"প্রচণ্ড-ক্রোধহেতু নরকাসুরের সমগ্র মূর্তিখানি রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; গৃহমধ্যস্থিত কুট্টিমতলে (মেঝেতে) সেই রক্তবর্ণের প্রতিচ্ছায়া পড়িল; রসাতলে প্রবিষ্ট কম্পিতকলেবর নরকাসুরকে পুনরায় গর্ভে ধারণ করিয়া পৃথিবী যেন রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া উঠিল।"

অনুরাগবর্ণনায় রক্তবর্ণের উল্লেখ—

"গুণের প্রতি অনুরাগমিশ্রিত তোমার প্রসারশীল যশোরাশি দিগ্বধূদিগের মুখে অর্ধ-কুঙ্কুমলেপ রচনা করিল। [অর্ধেক শ্বেতবর্ণ (গুণহেতু), অর্ধেক রক্তবর্ণ (অনুরাগহেতু)]"

কোনও গুণ বা বর্ণ বর্তমান থাকিলেও, তাহার উল্লেখ-না-করা একপ্রকার কবিপ্রসিদ্ধি; যেমন, কুন্দকলিকা ও কামিদন্তের রক্তবর্ণ, পদ্মকলিকার হরিদ্বর্ণ ও প্রিয়ঙ্গুপুষ্পের পীতবর্ণ থাকা সত্বেও তাহা অন্যরূপে বর্ণনা করা হয়।

যেমন, কুন্দকলিকার রক্তবর্ণের বর্ণনা-না-করা—

"শ্রীকৃষ্ণের দন্তগুলি ছিল কুন্দকলিকার অগ্রভাগের মত শুভ্র; তাই তাহার স্মিতহাস্যে সভাগৃহের অভ্যন্তর আলোকিত হইয়া উঠিল ও তাঁহার বিশুদ্ধবর্ণ বাণী (শুভ্রবর্ণা স্বরস্বতী) যেন স্নাতশুভ্র হইয়া উঠিল॥"

—মাঘ. ২. ৭

পদ্মমুকুলের বর্ণনায় হরিদ্‌বর্ণের উল্লেখ-না করা—

"ঊর্ধ্বদিকে বিস্তৃত নাভিপদ্মের মুকুলের সহিত সহজেই যাহার ভ্রম জন্মে এমন দংষ্ট্রাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ লবণসমুদ্রের জলে নিমগ্ন পৃথিবী উদ্ধার করিতে উদ্যত হইলে, ব্যাকুলচিত্ত দেবতা ও দানবসমূহ তুমুল কোলাহল করিয়া উঠিল। (পৃথিবী-উত্তোলনরত) শ্রীকৃষ্ণের আদিবরাহলীলাযুক্ত ঘনশ্যাম দেহখানি যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন।"

প্রিয়ঙ্গুপুষ্পের বর্ণনায় পীতবর্ণের উল্লেখ-না-করা—

"অন্ধ্রদেশবাসিনী নারীগণের প্রিয়ঙ্গুপুষ্পতুল্য শ্যামল স্তনযুগল অলংকৃত করিবার জন্যই বুঝি সমুদ্র স্বচ্ছ মুক্তামণি উৎপাদন করিয়া থাকে।"

বিশেষ স্থলে বিশেষ গুণেরই বর্ণনা; যেমন—কাব্যে বর্ণনা দিতে গিয়া সাধারণতঃ মাণিক্যের রক্তবর্ণ, পুষ্পের শ্বেতবর্ণ ও মেঘের কৃষ্ণবর্ণ।

প্রথমটীর উদাহরণ—

"ওগো আয়তলোচনা সুন্দরী, সমুদ্রপথে ব্যবসায়ী বণিগ্‌গণ এই-যে রত্নসমূহ তোমাকে অবিরত উপহার দিতেছে, তাহা তীরসংলগ্ন কৃষ্ণবর্ণ বনানী রেখায় স্তূপাকারে সঞ্চিত হইয়া মেঘমধ্য হইতে উদিত তরুণ সূর্যবিম্বের মত রক্তকান্তি ধারণ করিতেছে।"

পুষ্পের শ্বেতবর্ণ—

"যদি নূতন পল্লবের উপর শ্বেতবর্ণ পুষ্প স্থাপন করা যায়, অথবা যদি স্বচ্ছ

প্রবালের উপর মুক্তাফল স্থাপন করা যায়, তবে তাঁহার রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ের উপর বিরাজিত শুভ্র মধুরহাস্যের কিছুটা তুলনা বা সাদৃশ্য ঘটিতে পারে।"

—কুমারসম্ভব ১. ৪৪

মেঘের কৃষ্ণবর্ণ—

"মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পকবিমানে উপবেশন করিয়া বেদিতল পবিত্র করিয়া তুলিলেন; ইহাতে বিমানখানি কেন্দ্রস্থলে ইন্দ্রনীলমণিখচিত রত্নস্তূপের মত শোভা পাইতে লাগিল।"

কৃষ্ণ ও নীল, কৃষ্ণ ও হরিৎ, কৃষ্ণ ও শ্যাম, পীত ও রক্ত, শ্বেত ও গৌরবর্ণকে সমান বলিয়া বর্ণনা করা এক-প্রকার কবিপ্রসিদ্ধি। সে আবার কেমন?

যেমন, কৃষ্ণ ও নীলবর্ণের সাম্যবর্ণনা—

"মহারাজ কর্ণও অতিশীঘ্র বর্ণানদী পার হইয়া গেলেন। দাক্ষিণাত্যবাসিনী নারীগণ সেই বর্ণানদীর পুলিনদেশ পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বর্ণাও যেন দুই তীরে চঞ্চল বানীরহার পরিধান করিলেন। সহ্যপর্বতের সানুদেশে ঐ বর্ণার সুনীল জলপ্রবাহ প্রিয়তমের সুপুষ্ট স্কন্ধদেশে সুবেশা নায়িকার আলুলায়িত ঘন কেশপাশের মত শোভা পাইতে লাগিল।"

কৃষ্ণবর্ণ ও হরিদ্বর্ণের সাম্য-বর্ণনা—

"যমুনার জল মরকততুল্য অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ; আর গঙ্গার জল স্ফটিকপ্রস্তরতুল্য শ্বেতবর্ণ; হরিহরমূর্তির মত মিলিত এই জলধারা-দুইটি তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"

[মরকতমণি হরিদ্বর্ণ, যমুনার জল কৃষ্ণবর্ণ—অথচ কবিপ্রসিদ্ধির ফলে এই দুইবর্ণ সমান হইয়া গিয়াছে।]

কৃষ্ণবর্ণ ও শ্যামবর্ণের ঐক্যের উদাহরণ—

"ওগো সুন্দরি! এই সেই নন্দন-কানন; এখানে চন্দ্রকান্তমণির বিগলিতধারায় তরুমূলের আলবাল পূর্ণ হয়; মন্দাকিনীর স্রোতোধারায় বিধৌত মুক্তাশিলাপূর্ণ মেরুপর্বতের প্রান্তদেশে এই নন্দনকাননের অবস্থান। এই কাননে কৃষ্ণপক্ষের শ্যামনিশাগুলিতে যৌবনমদমত্ত দেবনারীগণের কামলীলা লক্ষ্য করিয়া প্রদোষের ধীর-সমীরণে কল্পতরু সুশীতল জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়া থাকে।"

[কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে শ্যামনিশা বলা হইয়াছে]

পীতবর্ণ ও রক্তবর্ণের ঐক্যের উদাহরণ—

"চন্দ্র স্বচ্ছ প্রবালচ্ছটাতুল্য জ্যোৎস্নাধারায় অন্ধকার দূর করিয়া দিল; মনে হইল

যেন বরাহ-অবতারে বিষ্ণু সুবর্ণখণ্ডের মত পীতবর্ণ দন্তের সাহায্যে ভূমণ্ডল উত্তোলন করিয়া অন্যত্র স্থাপন করিলেন।"

—কিরাত ৯. ২২

শুক্লবর্ণ ও গৌরবর্ণের ঐক্যের উদাহরণ—

"আমার নাম কুম্ভোদর, আমি নিকুম্ভের মিত্র এবং ভগবান্ অষ্টমূর্তি মহাদেবের কিঙ্কর; তিনি আমার পৃষ্ঠে পদার্পণ করিয়া কৈলাসপর্বতের মত গৌরবর্ণ বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া থাকেন।"—

—রঘুবংশ ২. ৩৫

এইভাবে অন্যান্য বর্ণেও ঐক্য দেখান হয়। চক্ষুপ্রভৃতির বর্ণনায় নানাবর্ণের বর্ণনাও একপ্রকার কবিপ্রসিদ্ধি।

যেমন, চক্ষুবর্ণনায় শুক্ল বা শ্বেতবর্ণের উল্লেখ—

"সন্ধ্যাবেলা সুলোচনা প্রিয়তমা জনবহুল গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিল; আমি তখন দূরাগত পথিকের ন্যায় অলসগতিতে প্রিয়তমার গৃহের দিকে নম্র-মধুর দৃষ্টিপাত করিলাম মাত্র; তখন চলার পথের বিদায়বেলায় লজ্জানত মুখে কোমল-চঞ্চল দীর্ঘ-শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়তমা যে প্রেম-মধুর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, তাহার ছটা চন্দ্রকলার শুভ্রতাকেও হার মানাইয়া দিল।"

চক্ষুবর্ণনায় শ্যামবর্ণের উল্লেখ—

"তারপর শিবতুল্য নরপতি দশরথ পথিমধ্যে রমণীয় পটমণ্ডপে কতিপয় নিশা অতিবাহিত করিয়া সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশজাত পুত্রচতুষ্টয় ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী পুত্রবধূগণের সঙ্গে শুভক্ষণে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন; সেই পুরীতে মৈথিলী সীতার দর্শনলাভে উৎসুক পুরনারীগণের নেত্রপাতে গবাক্ষদেশে যেন শত শত পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল।"

—রঘুবংশ ১১. ৯৩

চক্ষুবর্ণনায় কৃষ্ণবর্ণের উল্লেখ—

"প্রতি পদক্ষেপে যাঁহাদিগের কাঞ্চীদাম শ্রুতিমধুর শব্দ করিতে থাকে, কঙ্কণমণিখচিত-দণ্ডযুক্ত বাল-চামর লীলাবিলাসে আন্দোলন করিয়াও যাঁহাদিগের করকমল ব্যথিত হয়, এমন নৃত্যকুশলা বারবিলাসিনীরা তোমার নিকট হইতে পাদনখসুখকর প্রথম বর্ষাজলবিন্দু লাভ করিয়া তোমার প্রতি মধুকরপংক্তির ন্যায় বিশাল কটাক্ষ বিস্তার করিতে থাকিবে।"

মেঘদূত. ১. ৩৬

চক্ষুবর্ণনায় নানাবর্ণনার উল্লেখ—

"তারপর তুমি চর্মণ্বতী-নদী উত্তীর্ণ হইয়া রন্তিদেবের দশপুরনামক নগরে উপস্থিত হইবে ; দশপুরবাসিনী কামিনীগণ কৌতূহলবশে তোমাকে দেখিতে থাকিবে। তাহাদিগের চিরপরিচিত ভ্রূলতাবিভ্রম প্রকটিত হইবে এবং নয়ন-রোমরাজি উর্দ্ধে ক্ষিপ্ত হওয়ায় মৃগ-লোচনের শোভা ধারণ করিবে ; তখন মনে হইবে যেন ভ্রমরপংক্তি উর্দ্ধ-ক্ষিপ্ত কুন্দকুসুমের অনুগামী হইতেছে।"—

মেঘদূত ১. ৪০

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে গুণসম্বন্ধী আলোচনাশীর্ষক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়

স্বর্গ ও পাতালবিষয়ক কবিপ্রসিদ্ধি

পৃথিবীবিষয়ক কবিপ্রসিদ্ধির মত স্বর্গবিষয়ক কবিসময়ও সাধারণতঃ হইতে পারে ; তবে কয়েকটী বৈশিষ্ট্য আছে।

যেমন, চন্দ্রবর্ণনায় শশক ও হরিণের ঐক্য—

"হে শশাঙ্ক, তুমি ভয় করিও না ; আমার সম্মুখে যে পানীয় মদ্য রহিয়াছে, তাহাতে রাহুর প্রতিবিম্ব নাই ; (আর রোহিণীবিরহে চঞ্চল হইবারও কারণ নাই) ; কারণ, রোহিণী তো ঐ আকাশেই রহিয়াছে ; তবে কেন ভয়ব্যাকুল হইয়া পড়িলে ? বিদগ্ধ প্রিয়তমার সহিত নূতন মিলনবেলায় পুরুষের মন প্রায়ই চঞ্চল হইয়া উঠে— এই বিষয়ে আশ্চর্যের কিছুই নাই।"

আরও যেমন,—

"চন্দ্র মৃগকে ক্রোড়দেশে ধারণ করিয়াও জগতে 'মৃগ-লাঞ্ছন'-নামে পরিচিত (মৃগকে লাঞ্ছনা দেন) ; আর যে সিংহ মৃগগুলিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া থাকে, তাহার নাম মৃগেন্দ্র বা মৃগরাজ।" (লোকে শক্তের ভক্ত)

মাঘ. ২. ৫৩

[এই দুই কবিতায় যথাক্রমে চন্দ্রকে শশাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক বলা হইয়াছে ; অতএব শশক ও হরিণের সাম্য ঘটিল।]

কামদেবের পতাকাবর্ণনায় মকর ও মৎস্যের সাম্য ; যেমন—

"হে কামদেব, তুমি কামদেব (অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে শক্তিমান্) হইয়াও আত্মশক্তি গোপন করিতেছ কেন ? তোমার পুষ্পধনু ধারণ কর, মকরচিহ্নযুক্ত পতাকা উড্ডীন কর ; কামিনীগণের চিত্তভেদী পঞ্চবাণ আবার তোমার হস্তে শোভা বিস্তার করুক ; তোমার কোনও একটী প্রতিমূর্তি দগ্ধ হইয়াছে মাত্র ; অতএব হে মদন, তোমার নিজস্ব মূর্তিটী প্রকাশ কর। এখানে শঙ্করের ভয় নাই ; আমরা সকলেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত।"

আরও যেমন,—

"ওগো কামকেলিনিপুণ নটবর, তোমার পতাকায় মৎস্যচিহ্ন অঙ্কিত নাই অথবা তোমার পুষ্প-নির্মিত ধনুও নাই ; তথাপি তোমার আপন সৌন্দর্যে তুমি চিত্ত

মথিত করিয়া ফেল। তাই হে মহারাজ, বহুদিন আমি তোমার বিরহে কামিনীগণের বিচ্ছেদ-বিলাপ শুনিতে পাইয়াছি।"

অথবা যেমন—

"আমার নির্দেশক্রমে আক্রমণকারী ভীমসেন জয়দ্রথকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পর হুঙ্কারধ্বনিতে ভীত, পরাঙ্মুখ ও মৎস্যচিহ্নাঙ্কিত পতাকা-(প্রদ্যুম্ন-পতাকা)বাহী এই বিশাল যাদবসৈন্যরূপ সমুদ্রতট অতিক্রম করিয়া আমি পবননন্দন হনুমানকর্তৃক গন্ধমাদন-পর্বত উৎপাটনের মত এই দ্রোণাচার্যকে এখনই উৎপাটিত করিব।"

[এই উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে মদনের পতাকায় মকর ও মৎস্যচিহ্নের সাম্য দেখান হইয়াছে]

মহর্ষি অত্রির নয়ন হইতে উৎপন্ন ও সমুদ্রমন্থনের পরে উত্থিত চন্দ্রের ঐক্য স্থাপন; যেমন—

"বিশ্বের সৃষ্টিপ্রবর্তক যুগপ্রবাহের আদিগুরু জগদ্-বন্দনীয় ব্রহ্মার সাতটী মানস-পুত্র; তাঁহাদিগের মধ্যে অত্রি তাঁহার নয়ন হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃপুঞ্জ আকাশে স্থাপন করিয়াছিলেন; সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ চন্দ্রে পরিণত হইল। এই চন্দ্রের একটী কলা মহাদেবের চূড়ামণিরূপে অবস্থিত; অবশিষ্ট কলাগুলি হইতে যজ্ঞের আহুতিভোজী দেবগণ ও শ্রাদ্ধের কব্যভোজী পিতৃগণ অমৃত পান করিয়া থাকেন।"

আরও যেমন,—

"এই যে জলনিধি সমুদ্র চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধির অনুসরণ করিয়া ক্ষীণ বা স্ফীত হইয়া থাকে, সেখানে জাতক (পুত্র-কন্যা) কর্তৃক জনক বা জননীর স্বভাবের অনুকরণ-করা রূপ প্রকৃতিরই জয়লাভ ঘটে নাই—এ কথা সত্য; কিন্তু কুমুদ যখন চন্দ্রের অনুকরণ করে, তখন উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকে? সম্বন্ধ না থাকিলেও, এইটুকু নিশ্চিত যে, পবিত্রচেতা সজ্জনগণ বিনা অভিসন্ধিতে অনুরূপ পবিত্রমনা সজ্জনগণের অনুরক্ত হইয়া থাকেন।"[১]

১ হেমচন্দ্রকৃত কাব্যানুশাসনবিবেকেও এই সমগ্র অধ্যায়টী উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে এই কবিতাটী 'মুরারি-রচিত অনর্ঘরাঘব'গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, অনর্ঘরাঘব-রচয়িতা মুরারি রাজশেখরের পূর্বগামী ছিলেন। অনেকে রত্নাকরকৃত 'হরবিজয়' গ্রন্থের একটী বিতর্কমূলক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মনে করেন যে মুরারি ৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী।

শিবের কপালে বিরাজিত চন্দ্র বহুদিন হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি তাহার বর্ণনায় নবীনত্বের উল্লেখ ; যেমন,—

"মাল্যরূপ আকাশগঙ্গায় বিরাজিত হংসতুল্য চন্দ্র ভগবান্ শিবের বিজয়-লতার পুষ্পরূপে বিরাজিত বা শোভিত, ভগবতীর কামলীলার ভাবসৌন্দর্য-দর্শনের দর্পণতুল্য শোভামণ্ডিত ঐ নবীন চন্দ্রকলা আপনাদিগকে রক্ষা করুক।"

দেহহীন কামদেবের দেহ-কল্পনা ; যেমন,—

"যাহার ইন্দ্রিয়-সংযম ত্রিভুবনে বিখ্যাত, সেই মদনবিজয়ী শঙ্কর আজ বিরহ-বেদনায় কাতর হইয়া আসন্ন বিরহের আশঙ্কায় আপন প্রিয়তমাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 'ওগো প্রিয়তমা, এই শঙ্কর কামলীলায় আমাদিগকে হার মানাইলেন' —এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে আপন হস্তে প্রিয়ার হস্ত মর্দন করিয়া মদন অপরূপ শোভা ধারণ করিল।"

আরও যেমন,—

"পুষ্পমাল্য হইল অনঙ্গদেবের ধনু, গুঞ্জনরত মধুকর তাঁহার জ্যা, অবলা-জন তাঁহার লক্ষ্যস্থল, মন তাঁহার বাণের লক্ষ্যস্থল, শব্দ-স্পর্শপ্রভৃতি পঞ্চ বিষয় তাঁহার পঞ্চ বাণ—ত্রিলোক জয় করিবার জন্য যে অনঙ্গদেবের এই পরিমাণ বিরাট আয়োজন, দয়িতার নয়নকোণের অধিবাসী সেই অনঙ্গদেব তোমাদিগের নিভৃত মনের কামনা পূর্ণ করুন।"

দ্বাদশসূর্যের অভিন্নতা-কল্পনা ; যেমন—

"ঊর্ধ্বে ও নিম্নে সীমাবিহীন এই নিখিল বিশ্বকে অশ্বসাহায্যে সবেগে পরিক্রমা করিতে করিতে প্রচণ্ড তেজের উৎস যে সূর্যমণ্ডল আবর্তিত স্ফুলিঙ্গরাশি বিকীর্ণ করিয়া থাকে, সেই সূর্য উত্তপ্ত সুবর্ণের মত স্বচ্ছ শরকেও হার মানাইয়া দেওয়া প্রচণ্ডকিরণ-মালায় যাবতীয় অন্ধকার বিলীন করিয়া দিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

নারায়ণ ও মাধবের ঐক্য-কল্পনা ; যেমন—

"দেহহীন জন্মহীন হইয়াও যিনি শকটাসুরকে পদদলিত করিয়াছিলেন, বামন-মূর্তি ধারণ করিয়া যিনি বলিরাজকে জয় করিয়াছিলেন, সমুদ্রমন্থনকালে যিনি মোহিনী নারীবেশ ধারণ করিয়া রাহুর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি পদমূলে গঙ্গা ধারণ করিয়াছিলেন, সেই যদুবংশধ্বংসকারী ময়ূরপুচ্ছচূড়াধারী সর্পবিনাশকারী গরুড়বিহারী সর্বাঙ্গপূর্ণকারী দেবগণেরও স্তবযোগ্য লক্ষ্মীপতি নারায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।" [মদনভস্মকারী যিনি ত্রিপুরদহনকালে বলিদৈত্যবিজয়ী নারায়ণের দেহকে অস্ত্ররূপে

ব্যবহার করিয়াছিলেন, যিনি অন্ধকাসুর বধ করিয়াছিলেন, দেবগণের স্তবযোগ্য সর্বভয়হরণকারী বাসুকিবলয়-পরিহিত চন্দ্রশেখর বিল্বপত্রপ্রিয় সেই গঙ্গাধর উমাপতি শিব আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা করুন]

এই প্রকারে নারায়ণপ্রসঙ্গে শেষনাগ ও কূর্মের, লক্ষ্মী ও পার্থিবসম্পদের অভিন্নত্ব কল্পনা করা হয়। যেমন—

"বাহুযুগলের সাহায্যে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত মন্দরপর্বতের ঘূর্ণন হইতে যিনি উত্থিত হইলেন, পিতামহ ব্রহ্মাকর্তৃক স্থাপিত যাঁহাকে কূর্মরূপী নারায়ণ উদ্ধার করিলেন, সেই লক্ষ্মী ও পৃথিবীকে নারায়ণ লীলাভরে চঞ্চলভ্রূভঙ্গিমাতে প্রার্থী এবং প্রণয়িজনের গৃহে বাহুবেষ্টনে স্থাপন করিলেন।"

স্বর্গীয় ও পার্থিব বিষয়ের মত পাতালসম্বন্ধী বিষয়েও কবিপ্রসিদ্ধি আছে।

যেমন, নাগ ও সর্পের অভিন্নত্বকল্পনা—

"হে নাগরাজ বাসুকি, তোমার ফণা ও দেহের দ্বারা এই মন্দরপর্বতের মধ্যদেশের অধিকাংশ নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ফেল; বৃষবাহন শিবের যোগলীলায় দুঃসহ পালঙ্ক-আসনবন্ধে সহকারী তোমার পক্ষে কী-ই বা অতিভার অর্থাৎ এই পর্বতবেষ্টন তোমার নিকট তুচ্ছ ব্যাপার।"

দৈত্য, দানব ও অসুরদিগের অভিন্নত্বকল্পনা—যেমন, হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ-বিরোচন-বলি-বাণপ্রভৃতি দৈত্য; বিপ্রচিত্তি-শম্বর-নমুচি-পুলোমপ্রভৃতি দানব; বল-বৃত্র-বিক্ষুর-হয়গ্রীব-বৃষপর্বপ্রভৃতি অসুর।

ইহাদিগের অভিন্নত্ব কল্পনা; যেমন—

"অসুররাজ বাণ যে ধূলি সাদরে মুকুটে ধারণ করিতেন, রাক্ষসরাজ দশাননের চূড়ামণিতে যে ধূলি শোভা পাইত, দেবরাজ ও দৈত্যরাজের শিরোদেশে যে ধূলি বিরাজিত, ভববন্ধন-ছেদনকারী ভগবান্ ত্রিলোচন শিবের সেই চরণধূলি উৎকর্ষ লাভ করুক।"

—কাদম্বরী

আরও যেমন—

"শম্বরাসুরের বাণাগ্রে স্থিত বজ্রনির্মিত-শল্যের মত শক্তি ধারণ করেন কামদেব, তাঁহার বাহুদণ্ড কেয়ূরের রত্নকিরণে লোহিতবর্ণ; দয়িতার স্তনতটে রচিত পত্রাবলীর সুস্পষ্ট চিহ্ন লগ্ন রহিয়াছে তাঁহার মাংসল স্কন্ধদেশে; এমন শক্তিমান্ ত্রিভুবনবিজয়ী মীনকেতন কামদেবকে কে জয় করিতে পারে?"

আরও যেমন,—

"হয়গ্রাব নামে এক দৈত্য আছে। তাহার বন্ধুদিগের গৃহে স্থিত শ্বেতচ্ছত্রতুল্য ছটাযুক্ত ধনসম্পদই তাহার বাহুবল সূচনা করিয়া থাকে।

আরও যেমন, হয়গ্রীবের প্রতি উক্তি—

"হে দানবরাজ, তোমার বাহু আবার যমের সেই ধ্বংসের অভিপ্রায়সিদ্ধিতে সাহায্য করে না কেন?"

আরও যেমন, "এই বিরাট অসুরসমাজে এমন একটীও অসুর নাই, যাহার বক্ষঃস্থল বজ্রঘর্ষণে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধ ও ক্ষত-বিক্ষত না হইয়াছে।"

[এই তিন স্থলে দৈত্য, দানব ও অসুরের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করা হয় নাই]

এই প্রকার অন্যান্য ভেদও দেখান যায়—

আলোচ্য কবিপ্রসিদ্ধিগুলি কবিগণের রচনায় যেন নিদ্রিত অবস্থায় ছিল; সম্প্রতি এই অধ্যায়ে আমি আমার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী সেই কবিপ্রসিদ্ধিগুলিকে প্রবুদ্ধ করিলাম।

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে
স্বর্গ ও পাতালসম্বন্ধী কবিপ্রসিদ্ধির আলোচনাশীর্ষক
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়

দেশ ও কালের-বিভাগ[১]

দেশ ও কালের বিভাগ করিতে গিয়া কবি দেশ ও কালভেদে প্রাপ্ত বিষয়সমূহের বর্ণনায় দরিদ্র নহেন অর্থাৎ তাঁহার সাধারণ বুদ্ধি ম্লান হইয়া যায় না। সমগ্র জগৎ বা জগতের এক-একটী অংশকেও দেশ বলা হয়। কেহ কেহ বলেন, স্বর্গ ও পৃথিবী মিলিয়া একটি জগৎ।

তাঁহারা বলিয়াছেন,

"বলদেবের লাঙ্গল আছে, গরু নাই ; শিবের একটি ষাঁড় আছে, লাঙ্গল নাই ; বিষ্ণুর ত্রিপাদপরিমিত ভূমি আছে, কিন্তু গরুও নাই, লাঙ্গলও নাই ; দ্বিতীয় গরুর অভাবে আজও ইঁহাদিগের কৃষিকর্ম করা হইল না—এই সমগ্র জগতে এরূপ দরিদ্র পরিবার আর দেখা যায় নাই।"

কেহ কেহ বলেন, "স্বর্গ ও পৃথিবী দুইটি পৃথক্ জগৎ।"

তাঁহারা বলিয়াছেন,

"যতদিন এই কবির অক্ষয় কীর্তি স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া থাকিবে, ততদিন এই ভাগ্যবান্ কবি দেবলোকে অর্থাৎ স্বর্গে বাস করিবেন।"

আবার কেহ কেহ বলেন, "স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতালভেদে জগৎ তিনটি"।

ইঁহারা বলেন, "হে নারায়ণ, তুমিই পাতাল, তুমিই দিগন্তনিয়ামক পৃথিবী, তুমি দেবতা ও ঊনপঞ্চাশ পবনের আবাসস্থল স্বর্গ ; তুমি একাই ত্রিভুবনস্বরূপ।"

আবার কেহ কেহ বলেন, "এই তিনটি জগৎ-ই 'ভূঃ ভুবঃ স্বর্'-নামে অভিহিত।"

তাই তাঁহারা বলিয়াছেন—

"সুবিস্তীর্ণ ত্রিভুবনের ভারবহনে ক্লান্ত হইয়াই যেন শ্রীহরি নাগরাজ বাসুকির দেহ-পালঙ্কে শয়ন করিয়াছেন ; এই শৃঙ্গনির্মিত-ধনুকধারী শ্রীহরিকে প্রণাম করি।"

আবার কেহ কেহ বলেন, "মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকের সহিত মিলিয়া উল্লিখিত ত্রিলোক সপ্তলোকে পরিণত হইবে।"

১ দেশ ও কালবিভাগ-সম্পর্কিত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় হেমচন্দ্রের 'কাব্যানুশাসনবিবেক'গ্রন্থে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজশেখরের এই দেশবিভাগের আলোচনা বায়ুপুরাণ হইতে সংগৃহীত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

তাই তাঁহারা বলিয়াছেন,—

"যাঁহার সুমহৎ কীর্তিকাহিনী সপ্তভুবনে প্রসার লাভ করিয়াছে, সেই মহারাজ হর্ষের সৌধপ্রাসাদ অদূরে শোভা পাইতেছে; প্রাসাদ-চূড়া উর্ধ্বে বিরাজিত; প্রাসাদের বিশাল মধ্যভাগ যেন পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং চঞ্চল পতাকার ইঙ্গিতে যেন মেঘসমূহের পথ নির্দেশ করিতেছে।"

কাহারও মতে আবার "এই সপ্তভুবন সাতটী বায়ুস্তরের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দশ ভুবনে পরিণত হইয়াছে।"

তাই তাঁহারা বলিয়াছেন—

"আপনার কূর্ম-অবতারের অবস্থাটী ছিল কালের সীমার অতীত, স্থানের সীমার উর্ধ্বে ও বিচিত্র বিস্ময়ের সমাবেশে পরিপূর্ণ। চতুর্দশভুবন-লতিকার মূলরূপী আদিকূর্মমূর্তিধারী আপনি এই জগতে উৎকর্ষ লাভ করুন।"

আবার কেহ কেহ বলেন, "এই চতুর্দশভুবন সাতটী পাতালের সহিত মিলিয়া একুশটী ভুবনে পরিণত হইয়াছে।"

তাই বলা হইয়াছে—

"শিবের অট্টহাস্য, শিবের বাসস্থান কৈলাসপর্বত ও শিবের কণ্ঠহার নাগরাজের তুল্য দীপ্তিযুক্ত তোমার যশোরাশি একবিংশতি ভুবনকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলুক।"

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন, "জগতের সংখ্যা সম্বন্ধে উল্লিখিত সকল অভিমতই যুক্তিযুক্ত।"

সামান্যভাবে বলিতে গেলে যাহা মাত্র একটী, বিশেষভাবে বলিতে গেলে তাহাই অনেক হইয়া থাকে। এই ভুবনসমূহের মধ্যে 'ভূঃ' বলিতে বুঝায় পৃথিবীকে। পৃথিবীতে সাতটী মহাদ্বীপ আছে।

জম্বুদ্বীপ[২] কেন্দ্রস্থলে, তাহার পরে প্লক্ষ, তাহার পরে শাল্মল, তাহার পরে কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর; এই দ্বীপগুলির অবস্থান ক্রমশঃ বৃত্তাকারে বাহিরের দিকে। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল—এই সপ্তসমুদ্র ঐ সাতটী দ্বীপ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।"

২ জম্বুদ্বীপ সপ্তদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত; ইহার উভয়দিকে তিনটী করিয়া দ্বীপ আছে। এই কবিতায় সপ্তদ্বীপের নাম পৌর্বাপর্যক্রম অনুযায়ী বলা হইয়াছে। সপ্তদ্বীপ সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত। জম্বুদ্বীপের বিস্তৃত বিবরণের জন্য বায়ুপুরাণ অধ্যায় ৩৪ দ্রষ্টব্য।

কোনও কোনও আচার্য বলেন, "পৃথিবীতে সমুদ্র মাত্র একটী, তাহার নাম লবণ-সমুদ্র।"

তাই বলা হইয়াছে—

"এই পৃথিবীতে আঠারটী দ্বীপ; ইলাবৃতবর্ষপ্রভৃতি নয়টী খণ্ডে এই পৃথিবী বিস্তৃত; একই সমুদ্র দিগ্‌দিগন্তে জল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; এই রাজাটী ভাল ও ইহার সম্পদ্‌ও প্রচুর; যুদ্ধ-বিগ্রহে বীরত্বের দ্বারা উপার্জিত ও বীরভোগ্য এই পৃথিবী আমাকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নহে; তাই সেই রাজা বিধাতার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিল।"

অন্য আচার্যগণ বলেন, "সমুদ্র-সংখ্যা তিন।"

তাই বলা হইয়াছে—

"সেই মহারাজ ও অন্যান্য রাজাদিগকে কম্পিত করিয়া হেলায় তিনটী সমুদ্র জয় করিলেন। শত্রুদিগের গর্ব খর্ব করিয়া ছিন্নভিন্নকারী সেই রাজবীর্য প্রলয়কালের বিক্ষুব্ধ পবনের অনুকরণ করিল।"

অথবা যেমন,—"আপনার শত্রুদিগের ইচ্ছামাত্র কাম্যবস্তু লাভ হইত; তাহারা সমুদ্রত্রয়ের তটবলয়ে অবস্থিত ফলরাশি ভোগ করিত। হস্তীর অভাবে মদধারালিপ্ত তথা মলিনবদন দিগ্‌গজসমূহ তাহাদিগের হস্তীর কাজ করিত; মণিমালা বিনষ্ট হইয়া গেলে দিকে দিকে চিন্তামণির স্তূপ শোভা পাইত; উদ্যানমধ্যস্থিত বৃক্ষগুলি ভাঙ্গিয়া গেলেও ইচ্ছাবলে আবার নূতন বৃক্ষের সৃষ্টি হইত।"

অন্যেরা বলেন, "সমুদ্র-সংখ্যা চার।"

তাই বলা হইয়াছে—"সেই রাজার যশোরাশি চতুঃসমুদ্রের তটভূমিতে তরঙ্গ-মালার দ্বারা পৃথিবীর কণ্ঠহার রচনা করিয়া পরিশেষে মেরুপর্বত লঙ্ঘন করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন, "ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় অনুযায়ী উল্লিখিত সমস্ত অভিমতই যুক্তিযুক্ত।"

আবার যাঁহারা সপ্তসমুদ্রবাদী, তাঁহারাও শাস্ত্র-বিরোধী নহেন বা শাস্ত্র হইতে বিচ্যুত নহেন।

তাই বলা হইয়াছে,—"অগস্ত্যমুনি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিবার পর উচ্ছিষ্ট-হিসাবে সপ্তসমুদ্রের যে (অপবিত্র ?) জল ছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণের পার হইবার সময় ক্ষণেকের মধ্যে পবিত্র হইয়া উঠিল।

[তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণেকের মধ্যে প্রস্তরে পরিণত হইলেন।]

"কবিপ্রসিদ্ধিদ্বারা প্রকৃত অর্থ লুপ্ত বা বিকৃত হওয়ায় উল্লিখিত অভিমতগুলি যুক্তিযুক্ত।"

জম্বুদ্বীপমধ্যে পর্বতশ্রেষ্ঠ গিরিরাজ কাঞ্চনপর্বত অবস্থিত; তাঁহার নাম মেরুপর্বত। এই মেরুপর্বত স্বর্গীয় ওষধিগুলির উৎপত্তিস্থল ও সকল দেবতার বাসভূমি। এই মেরুপর্বতকে সীমা ধরিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা উর্দ্ধ, নিম্ন ও তির্যক্-দিকে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এই সুপ্রসিদ্ধ মেরুপর্বত সর্বপ্রথম বর্ষপর্বত। ইহার চারিদিকে ইলাবৃত বর্ষ। তাহার উত্তরদিকে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ নামে তিনটী বর্ষপর্বত। রম্যক, হিরণ্ময় ও উত্তরকুরু নামে যথাক্রমে ঐ তিনটী পর্বতের তিনটী বর্ষ। দক্ষিণদিকেও নিষধ, হেমকূট ও হিমবান্ নামে তিনটী বর্ষপর্বত; হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, ভারতবর্ষ নামে উহাদিগের যথাক্রমে তিনটী বর্ষ। তাহার মধ্যে আমাদিগের বাসভূমি ভারতবর্ষ।

এই ভারতবর্ষের নয়টী অংশ—ইন্দ্রানদী সমীপবর্তী ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু-ক্ষত্রিয়ের বাসভূমি কসেরুমান্, তাম্রপর্ণী-নদীযুক্ত তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব, বরুণ ও কুমারদ্বীপ।

পাঁচ-শতভাগ জল ও পাঁচভাগ স্থল—এই বিভাগ অনুযায়ী প্রতিটীর পরিমাণ সহস্র যোজন; দক্ষিণসমুদ্র হইতে গিরিরাজ হিমালয়পর্যন্ত বিস্তৃত—ইহারা পরস্পরের অগম্য। এইগুলিকে যিনি জয় করেন, তাঁহাকে বলা হয় সম্রাট্।

কুমারীপুর হইতে বিন্দুসরোবর পর্যন্ত সহস্রযোজন-বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম চক্রবর্তিক্ষেত্র। এই ভূখণ্ডকে জয় করিলে রাজা চক্রবর্তী উপাধি প্রাপ্ত হন।

চক্রবর্তীর চিহ্নগুলি এইরূপ—"চক্র, রথ, মণি, অভিষেককালে সহধর্মিণী ভার্যা, অগাধ ধনভাণ্ডার, অশ্ব, হস্তী,—এই সাতটীকে বলা হইয়াছে রাজচক্রবর্তীর সাতটী রত্ন।"

এই কুমারদ্বীপে আবার—"বিন্ধ্য, পারিযাত্র, শুক্তিমান্, ঋক্ষপর্বত, মহেন্দ্র, সহ্য ও মলয়—এই সাতটী হইল কুলপর্বত অর্থাৎ প্রধান গিরিশ্রেণী।" ইহাদিগের মধ্যে বিন্ধ্য-প্রভৃতি ছয়টী পর্বত সুপরিচিত; কিন্তু মলয়পর্বতের চারিটী ভাগ।"

তাহার মধ্যে প্রথমটী—"ইহার পাদদেশে কক্কোল, এলা, মরিচ ও জাতী-বৃক্ষ জন্মে; আর জনগণের আনন্দদায়ক সর্পবেষ্টিত চন্দনেরও ইহা জন্মভূমি।"

দ্বিতীয়টী—"মুক্তামণির কামধেনু অর্থাৎ অফুরন্তভাণ্ডার তাম্রপর্ণী নদী এই মলয়পর্বতের শ্রেষ্ঠ উপত্যকার বন্দনা করে অর্থাৎ উপত্যকার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে। এই মলয়পর্বত রত্নের রাজা; অগস্ত্যমুনি রত্নের আকর এই মলয়

পর্বতকে পবিত্র করিয়া তুলিতেছেন। সেখানে বিক্রম-নামক বৃক্ষ জন্মে ও বাঁশের ভিতরে মুক্তাফল ফলে ; আর মদগর্বিত সিংহের গর্জনে কর্পূরবৃক্ষে ফুল ফুটিয়া উঠে।"

তৃতীয়টী—"আশ্চর্য এই মলয়পর্বতের তৃতীয় ভাগ ; ইহা একাধারে দেবগণের লীলাভূমি, মনুষ্যদিগের বাসভূমি, মুনিবর অগস্ত্যের বিহারভূমি দক্ষিণদিক্ , ফল, পুষ্প, লতা ও প্রবাল এই মলয়পর্বতে নিত্য বিরাজিত।"

চতুর্থটী—"এই চতুর্থ মলয়পর্বতে রাবণের রাজধানী লঙ্কা অবস্থিত, স্বর্ণ ও মহামূল্যরত্নখচিত প্রাসাদশ্রেণীর চূড়াগুলি (লঙ্কার ঐশ্বর্যের পরিচয় দান করে) ; আর দ্বারদেশের অর্গলে দেবগণের যে-সকল প্রতিমা রহিয়াছে (তাহা লঙ্কার গৌরব বর্ধন করে) ; এই লঙ্কাপুরীতে কোকিলধ্বনিমুখর পঞ্চমস্বরের জন্মদাতা পুষ্পের ভাণ্ডার চিরবসন্ত বিরাজ করে ও বসন্তসখা মলয়-সমীর সেখানে উত্তরমুখে প্রবাহিত হয়।"

পূর্বসমুদ্র ও পশ্চিমসমুদ্র, আর হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী যে ভূমিভাগ, তাহার নাম আর্যাবর্ত। এই আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়প্রভৃতি চারি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্যপ্রভৃতি চারিটী আশ্রম প্রচলিত। এই বর্ণ ও আশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে সদাচার। সাধারণতঃ কবিদিগের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার এই আর্যাবর্ত হইতে গৃহীত।

এই আর্যাবর্তে কাশীর পূর্বদিকে পূর্বদেশ অবস্থিত। এই পূর্বদেশে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কোশল, তোশল, উৎকল, মগধ, মুদ্গর, বিদেহ, নেপাল, পুণ্ড্র, প্রাগ্জ্যোতিষ, তাম্রলিপ্তক, মলদ, মল্ল, বর্তক, সুহ্ম, ব্রহ্মোত্তরপ্রভৃতি জনপদ আছে। এই পূর্বদেশে বৃহদ্গৃহ, লোহিতগিরি, চকোর, দর্দুর, নেপাল, কামরূপপ্রভৃতি পর্বত আছে। শোণ ও লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নামক দুইটী নদ এবং গঙ্গা, করতোয়া, কপিশাপ্রভৃতি এই দেশের নদী। এই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য হইতেছে লবলী, গ্রন্থিপর্ণক, অগুরু, দ্রাক্ষা, কস্তূরীপ্রভৃতি।

মাহিষ্মতী নগরীর পরে দক্ষিণাপথ। এই দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্র, মাহিষক, অশ্মক, বিদর্ভ, কুন্তল, ক্রথকৈশিক, সূর্পারক, কাঞ্চী, কেরল, কাবের, মূরল, বানবাসক, সিংহল, চোল, দণ্ডক, পাণ্ড্য, পল্লব, গাঙ্গ, নাসিক্য, কৌঙ্কণ, কোল্লগিরি, বল্লার প্রভৃতি জনপদ আছে। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ অংশ, মহেন্দ্র, মেকল, পালমঞ্জর, সহ্য, শ্রীশৈলপ্রভৃতি এই দেশের পর্বত। এই দেশের নদী হইতেছে নর্মদা, তাপ্তী, পয়োষ্ণী, গোদাবরী, কাবেরী, ভৈমরথী, বেণা, কৃষ্ণবেণী, বঞ্জুরা, তুঙ্গভদ্রা, তাম্রপর্ণী উৎপলাবতী, রাবণগঙ্গাপ্রভৃতি। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য মলয়পর্বতের উৎপত্তিবর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

দেবসভার পরে পশ্চিম দেশ। এই পশ্চিমদেশে দেবসভ, সুরাষ্ট্র, দশেরক, ত্রবণ, ভৃগুকচ্ছ, কচ্ছীয়, আনর্ত, অর্বুদ, ব্রাহ্মণবাহ, যবনপ্রভৃতি জনপদ আছে। গোবর্দ্ধন-গিরি, নগর, দেবসভ, মাল্যশিখর, অর্বুদপ্রভৃতি এই দেশের পর্বত। এই দেশের নদী হইতেছে সরস্বতী, শ্বভ্রবতী, বার্তঘ্নী, মহী, হিড়িম্বাপ্রভৃতি। এই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য হইতেছে করীর, পীলু, গুগ্গলু, খেজুর, করভপ্রভৃতি।

পৃথূদক-তীর্থের পরে উত্তরাপথ। এই উত্তরাপথে শক, কেকয়, বোক্কাণ, হূণ, বাণায়ুজ, কাম্বোজ, বাহ্লীক, বহ্লব, লিম্পাক, কুলূত, কীর, তঙ্গণ, তুষার, তুরুষ্ক, বর্বর, হরহূরব, হুহুক, সহুড়, হংসমার্গ, রমঠ, করকণ্ঠপ্রভৃতি জনপদ আছে। হিমালয়, কলিন্দ, ইন্দ্রকীল, চন্দ্রাচলপ্রভৃতি এই দেশের পর্বত। এই দেশের নদী গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, কুহু, দেবিকাপ্রভৃতি। এই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য হইতেছে সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা, কুঙ্কুম, চমর, মৃগচর্ম, সৌবীর, স্রোতোঽঞ্জন, সৈন্ধবলবণ, বৈদূর্য, অশ্বপ্রভৃতি।

এই পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদেশের মধ্যস্থলে 'মধ্যদেশ' অবস্থিত বলিয়া কবিদিগের বিশ্বাস। কবিদিগের এই প্রয়োগ বা বিশ্বাস যে শাস্ত্রনির্দেশের অনুগামী নহে, তাহা নহে।

কারণ, মনু বলিয়াছেন,—"যে দেশ হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যস্থলে, বিনশনের (যে স্থলে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে) পূর্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে অবস্থিত, সেই দেশ মধ্যদেশ নামে কীর্তিত।"

এই মধ্যদেশের যে সকল জনপদ, পর্বত, নদী ও উৎপন্ন দ্রব্য আছে, তাহা সুপ্রসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিলাম না।

জম্বুদ্বীপ ভিন্ন অন্যান্য দ্বীপগুলির জনপদ, পর্বত ও নদীগুলি কবিগণ বেশি প্রয়োগ করেন না বলিয়া বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইল না।

আচার্যগণ বলেন, "যে স্থলে সরস্বতীনদী অদৃশ্য হইয়াছে, সেই স্থল এবং প্রয়াগের তথা গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্তী স্থানের নাম অন্তর্বেদী। এই অন্তর্বেদীকে কেন্দ্র ধরিয়া দিগ্‌বিভাগ করা উচিত।"

যাযাবরীয় এই উক্তি মানিয়া লইয়া আরও বলেন, "অন্তর্বেদীর মধ্যে মহোদয় অর্থাৎ কান্যকুব্জকে প্রধান সীমা ধরিয়া (দিগ্‌বিভাগ করা উচিত)।"

কেহ কেহ বলেন, "দিক্ অনিশ্চিত অর্থাৎ স্থির নহে, দিগ্‌বিভাগও তাই স্থির নহে।" কারণ, যাহা বামনস্বামীর[3] পূর্বদিকে, তাহাই ব্রহ্মশিলার[4] পশ্চিম দিকে; যাহা গাধিপুরের[5] দক্ষিণদিকে, তাহাই কালপ্রিয়ের[6] উত্তরদিকে।

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন, "উল্লিখিত যাবতীয় দেশবিভাগে ও দিঙ্‌নির্ণয়ে একটা সীমা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে—অন্যান্য ক্ষেত্রে দিক্ নিশ্চয়ই অনিশ্চিত।"

কেহ কেহ বলেন, "পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর—এই চারি দিক্"।

তাই বলা হইয়াছে—

"বিচিত্রকর্মবীর তিনি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ অর্থাৎ চতুর্দিকেই শত্রুদিগকে লক্ষ্য করিয়া এমন কর্ম করিলেন, যাহা অ-পূর্ব (পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই), অ-দক্ষিণ (যাহা অপেক্ষা নিপুণ কিছুই নাই), অ-পশ্চিম (যাহা জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না) এবং অ-উত্তর (যাহার প্রতি-উত্তর মেলে না)।"

আবার কেহ কেহ বলেন, "দিক্‌সংখ্যা আট; যেমন, পূর্ব, অগ্নিকোণ, দক্ষিণ, নৈঋতকোণ, পশ্চিম, বায়ুকোণ, উত্তর ও ঈশানকোণ।"

তাই বলা হইয়াছে—"সূর্যের যে কিরণমালাকে স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহার চারিমুখে একটি

৩ বামনস্বামী বিষ্ণুর একজন অবতার; পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড ৩৮ ও উত্তরখণ্ড ৫৩) বলেন, অযোধ্যারাজ রামচন্দ্র মহোদয় বা কান্যকুব্জনগরীতে বামনস্বামীর মন্দির নির্মাণ করেন। রাজশেখর এই বামন-মন্দিরের কথাই সম্ভবতঃ বলিয়াছেন, তাঁহার মতে ইহা কনৌজের পশ্চিমদিকে অবস্থিত।

৪ বামনস্বামী, গাধিপুর ও কালপ্রিয়নামক তিনটি স্থানের অবস্থানক্রমে ইহাই মনে হয় যে, ব্রহ্মশিলা কনৌজনগরীর পূর্বদিকে। সম্ভবতঃ কনৌজরাজ মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় রাজশেখর কনৌজের ভৌগোলিক অবস্থানসম্বন্ধে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাই দিঙ্-নির্ণয়ের আপেক্ষিকতা প্রমাণের জন্য কনৌজের চারিদিক্ উল্লেখ করিয়াছেন।

৫ বালরামায়ণে রাজশেখর গাধিপুর বলিতে কনৌজ বুঝাইয়াছেন। এখানে তিনি আরও বলিলেন যে, গাধিপুর কালপ্রিয়ের উত্তরদিকে অবস্থিত। সম্ভবতঃ, গাধিপুর কনৌজনগরীর উত্তরদিকের একটা অংশ; আর কালপ্রিয় কনৌজের দক্ষিণাংশে অবস্থিত।

৬ কালপ্রিয়নাথের মন্দির নিশ্চয়ই কনৌজের এক অংশে অবস্থিত; ভবভূতি তাঁহার তিনখানি নাটকেই বলিয়াছেন যে, শ্রীকালপ্রিয়নাথের যাত্রা উপলক্ষ্যে যে শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল, তাঁহাদিগের সম্মুখে তাঁহার তিনখানি নাটক অভিনীত হয়। ভবভূতি ছিলেন অষ্টম শতাব্দীর কনৌজরাজ যশোবর্মনের সমসাময়িক। তাই তাঁহার পৃষ্ঠপোষক যশোবর্মনের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকালপ্রিয়নাথের স্তুতিগান ভবভূতির পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। রাজশেখরের মন্তব্য হইতে ইহাও সুস্পষ্ট হয় যে, কান্যকুব্জের উপনগরী গাধিপুরের দক্ষিণাংশে কালপ্রিয়ের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল।

জ্যোতির আধার, চন্দ্র-সূর্যরূপ দুইটি চক্ষু ও ভূতসমূহের মধ্যে পঞ্চম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, হেমন্তপ্রভৃতি ছয় ঋতুতে যে কিরণমালাকে সপ্তর্ষি ও দেবর্ষিগণ বিচিত্র রূপে স্তুতি করিয়া থাকেন, প্রতি প্রভাতে যে কিরণসমূহ নূতনভাবে তরুণ হইয়া উঠে, সেই অষ্টদিগ্ব্যাপী সহস্রকিরণমালা তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।"

সূর্যশতক ১৩

অন্য পণ্ডিতগণ বলেন, "ব্রহ্ম-দিক্ অর্থাৎ উর্ধ্ব ও নাগ-দিক্ অর্থাৎ অধঃ; এই দুইটী সহ দশ দিক্।"

তাই বলা হইয়াছে—

"বিপুলদানকর্মে অভ্যস্ত পুরুষপ্রবরের নিকট দশদিকে প্রসারিত স্থানই অতি ক্ষুদ্র; তাঁহার পক্ষে অতি ক্ষুদ্রাকার ব্রহ্মাণ্ডগ্রামে বসবাস তো অতি কঠিন ব্যাপার।"

সকল অভিমতই ঠিক; দিক্‌পরিমাণ বক্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইহার মধ্যে চিত্রা ও স্বাতীনক্ষত্রের মধ্যে পূর্বদিক্, সেই ক্রমে পশ্চিমদিক্; ধ্রুবনক্ষত্রের দিক উত্তরদিক্, সেই ক্রমে দক্ষিণদিক্; দুই দিকের মধ্যস্থলে কোণ বা বিদিক্; উপরের দিক্ ব্রহ্মার দিক্; নীচের দিক্ নাগ-দিক্। কবিদিগের ব্যবহার বা প্রয়োগ দুই প্রকার; পূর্বসিদ্ধ ও বিশিষ্ট স্থানকে সীমা ধরিয়া নির্ধারণযোগ্য দিক্।

ইহার মধ্যে পূর্বসিদ্ধ প্রয়োগে পূর্বদিক্; যেমন—

"আকাশে দুইটী বা তিনটী তারকা রহিয়াছে, সেই তারকাগুলি পুরাতন মুক্তা-মণির মত নিষ্প্রভপ্রায়; সারা রাত্রি জ্যোৎস্না পান করিয়া অলসদেহে চকোরীরা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত; বিগতমধু ছত্রপুষ্পের ন্যায় বিবর্ণ চন্দ্র অস্তাচলের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছে; পূর্বদিক্ বিড়ালশিশুর চক্ষুর ন্যায় ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।"

বিদ্ধশালভঞ্জিকা ১. ১১

দক্ষিণদিক্—"দক্ষিণদিক্ বিজয়ে ইচ্ছুক সেই সুনিপুণ মহারাজ দক্ষিণদিক্ পরিত্যাগে ইচ্ছুক উত্তরায়ণগামী সূর্যের ন্যায় অধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন।"

পশ্চিমদিক্—"ওগো মিতভাষিণী বধূ! দেখ, পশ্চিমদিগন্তে অস্তগামী সূর্য জলাশয়ের জলে সুদীর্ঘ কিরণমালা দ্বারা যেন স্বর্ণের সেতু বন্ধন করিয়াছে।"

কুমার ৮. ৩২

উত্তরদিক্—"উত্তরদিকে দেবতাদিগের বাসভূমি হিমালয়নামক গিরিরাজ আছে; এই হিমালয় পূর্বসমুদ্র ও পশ্চিমসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া যেন পৃথিবীর মানদণ্ড-রূপে শোভা পাইতেছে।"

কুমার ১. ১

বিশিষ্ট স্থানকে সীমা ধরিয়া দিগ্‌বিভাগে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রয়োগ ; যেমন,—

"ওরে জলজন্তুগুলি, তোরা চন্দনপর্বতের পূর্ব বা পশ্চিমদিকে ইচ্ছামত আত্মীয়-স্বজনের সহিত মেলা-মেশা করিয়া ঘুরিয়া বেড়া ; নচেৎ একাদিক্রমে স্থাপিত পর্বত-মালার সেতুহেতু তোদের বিচ্ছেদব্যথা এই কল্পের অন্তকালেও শেষ হইবে না।"

বালরামায়ণ ৭. ৪৫

দক্ষিণ ও উত্তরদিকের ব্যবহার ; যেমন—

"কাঞ্চীনগরীর দক্ষিণদিকে ও সমুদ্রের উত্তরদিকের দেশে অনঙ্গদেব তাঁহার পুষ্পধনুখানি কর্ণমূল পর্যন্ত চক্রাকারে আকর্ষণ করিয়া রতিসঙ্গে প্রেমরঙ্গে বাস করিয়া থাকেন।"

উত্তরদিক্ বলিতে উত্তরদিকের উল্লেখ দেখা যায়, আবার উত্তরভিন্ন দিকেও উত্তরদিকের উল্লেখ দেখা যায় ;

ইহার মধ্যে প্রথমটীর উদাহরণ ; যেমন—

"সেখানে কুবেরের প্রাসাদের উত্তরদিকে আমাদিগের গৃহ ; রামধনুর মত মনোহর তোরণের দ্বারা এই গৃহ দূর হইতে লক্ষ্য হয় ; এই গৃহের উদ্যানে একটী তরুণ মন্দারবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষটীকে আমার প্রিয়তমা পোষ্যপুত্ররূপে পালন করিয়াছেন, উহা ফুলভারে নত হইয়া পড়িয়াছে ও ফুলগুলি হাত দিয়াই পাওয়া যায়।"

মেঘদূত ২. ১২

দ্বিতীয়টী—"সহ্যপর্বতের উত্তরদিকে যে প্রদেশে গোদাবরীনদী প্রবাহিত, সেই প্রদেশ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মনোরম।"

দিগন্তরগুলির বেলায়ও এইরূপ। তবে দেশ, পর্বত, নদীপ্রভৃতির ও দিক্‌সমূহের যে ক্রম, তাহা সেই ক্রমঅনুযায়ীই রচনায় উল্লেখ করা উচিত। দেশ, পর্বতপ্রভৃতির দিগ্‌বর্ণনায় সাধারণ্যে প্রচলিত ও লোকপ্রসিদ্ধ ক্রমই অনুসরণ করা হয়।

দেশ, পর্বতপ্রভৃতির ক্রমের মত গৌরবর্ণ-শ্যামবর্ণপ্রভৃতির ক্রমনিয়ম আছে। তাহার মধ্যে পূর্বদেশবাসিগণের শ্যামবর্ণ, দক্ষিণদেশবাসিগণের কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চিমদেশ-বাসিগণের পাণ্ডুবর্ণ, উত্তরদেশবাসিগণের গৌরবর্ণ, মধ্যদেশবাসিগণের কৃষ্ণ, শ্যাম ও গৌরবর্ণ।

পূর্বদেশবাসিগণের শ্যামবর্ণের উদাহরণ,—

"গৌড়দেশবাসিনীগণের সূত্রহারশোভিত শ্যামবর্ণ সুন্দর অঙ্গে অনঙ্গদেব পুষ্প-ধনুখানি চক্রাকারে আকর্ষণ করিয়া সৌন্দর্য লাভ করিল।"

দক্ষিণদেশবাসিগণের কৃষ্ণবর্ণ—

"তেজের অধিপতি সূর্যের কোমল কিরণমালা গলিত স্বর্ণপিণ্ডের ধারার মত ধীরে ধীরে আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আর এই মুরলদেশবাসিনীদিগের গণ্ডদেশের মত কৃষ্ণবর্ণ পুরাতন ঘন অন্ধকাররাশি বৃক্ষচ্ছায়ার মত ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে লাগিল।

পশ্চিমদেশবাসিগণের পাণ্ডুবর্ণ—

"শাখায় শাখায় বিকশিত বকুলমুকুলগুলি মধুপানক্রীড়ায় চঞ্চললোচন ভ্রমরবধূদিগের কেশদামের মত শোভা পায়; আর তরুণী যবনীদিগের দেহের পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডদেশ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডুকান্তি তাম্বূলপত্রে অল্প অল্প স্থান লাভ করিয়া থাকে (অর্থাৎ তাম্বূল কিছুটা পাকিয়া উঠে)।"

উত্তরদেশবাসিগণের গৌরবর্ণ—

"আজ বসন্তের দিনে কাঞ্চনার-বৃক্ষগুলি অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পশোভায় শোভিত, অশোকতরু বাহ্লীক-রমণীদিগের প্রিয়তমের দন্তক্ষত গণ্ডের মত গাঢ় রক্তবর্ণ পত্রপল্লবে সুসজ্জিত; চম্পকপুষ্প আজ উত্তরদেশবাসিনী নারীগণের লাবণ্যটুকু হরণ করিবার জন্য সমুদ্যত। পাটলতরুতে যেন মঞ্জিষ্ঠাবর্ণতুল্য মুকুলমালাহেতু অন্য একটী রূপ দেখা দিয়াছে।"

অথবা, যেমন—

"কাশ্মীরবাসিনীদিগের লাবণ্যের চঞ্চলতায় তরঙ্গায়িত দেহখানিতে যেন নিখাদ সোনা গলাইয়া নিঃশেষে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

মধ্যদেশবাসিগণের কৃষ্ণবর্ণের উদাহরণ; যেমন—

"কুরুবংশরূপ বেণুবনের দহনকারী যুধিষ্ঠিরের ক্রোধাগ্নির কৃষ্ণবর্ণ ধূমশিখারূপ পঞ্চাল-নন্দিনী দ্রৌপদীকে সকলে দেখিতে পাইলেন।"

এইরূপ মধ্যদেশবাসিগণের শ্যামবর্ণের উল্লেখ আছে। কবিদিগের ব্যবহারে শ্যামবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ অথবা পাণ্ডুবর্ণ ও গৌরবর্ণে তেমন কিছু তারতম্য নাই। এই বিষয় কবিপ্রসিদ্ধির আলোচনার সময় বলিয়াছি।

মধ্যদেশবাসিগণের গৌরবর্ণের উদাহরণ—

"ওগো শশাঙ্কচন্দ্র! উত্তরকোশলের রাজকন্যার নবীন নবনীতুল্য গৌরবর্ণ ললাটে তোমার বিম্ব যে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা কস্তুরীরচিত পত্রলেখারূপ কলঙ্কচিহ্নের দ্বারাই জানা গেল।"

পূর্বদেশে এইটুকু পার্থক্য যে, সেখানে রাজকন্যাদিগের দেহবর্ণ গৌর অথবা পাণ্ডু বলিয়া বর্ণনা করা হয়। দক্ষিণদেশেও এই রকম।

প্রথমটী—"কামোদ্রেকহেতু অতিশয় পুলকিত ও হস্তিশিশুর দন্তের শুভ্রতাকেও হার-মানানো যে গণ্ডদেশ—জানকীর তেমন গণ্ডদেশে প্রতিফলিত আপন মুখপদ্ম বারে বারে দেখিতে দেখিতে ও অন্যদিকে রাক্ষসসৈন্যদিগের কোলাহল শুনিতে শুনিতে রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র জটাবন্ধন শক্ত করিয়া তুলিলেন অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন"[৭]।

হনুমন্নাটক ৩. ৫০

দ্বিতীয়টী—"শ্রীকৃষ্ণের সেই চন্দ্রকিরণতুল্য ষোড়শসহস্র সুন্দরী পত্নীগণের মধ্যে রুক্মিণী অষ্টাদশ-বিদ্যামধ্যে শব্দবিদ্যার (ব্যাকরণশাস্ত্রের) ন্যায় উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইলেন[৮]।"

এইপ্রকারে অন্যগুলিও যথাসম্ভব বুঝিয়া লইতে হইবে।

আমরা যেরূপ দেশবিভাগ বলিলাম, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যদি তাহার বিপরীত বা লোকবিরুদ্ধ কিছু বলেন, তাহা সযত্নে পরিত্যাগ করা উচিত ; বিরুদ্ধ উদাহরণগুলি দোষের পর্যায়ে পড়ে।

এইভাবে সুধীদিগের জন্য সূত্রাকারে দেশবিভাগের কথা বলিলাম। যিনি বিস্তৃতভাবে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আমার রচিত 'ভুবনকোশ' পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে দেশবিভাগশীর্ষক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

৭ ভারতবর্ষের পূর্বভাগের দেশ-তালিকায় বিদেহদেশের উল্লেখ আছে—অতএব বিদেহ-রাজকুমারী জানকীর দেহবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি রাজবংশজাতা, তাই তাঁহার দেহের বর্ণ বলা হইয়াছে গৌরবর্ণ।

৮ বিদর্ভরাজকুমারী রুক্মিণীর দেহবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হওয়া যুক্তিযুক্ত—কারণ বিদর্ভদেশ দক্ষিণভারতের অন্তর্গত। তথাপি তাঁহার দেহবর্ণ গৌরবর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ বলা হইয়াছে, কারণ, তিনি ছিলেন রাজবংশজাতা।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কালবিভাগ

কাষ্ঠাপ্রভৃতি ভেদক্রমে সময়বিভাগ করা হয়।

তাই বলা হয়—(ক্ষণদ্বয়ে এক লব, দুই লবদ্বয়ে নিমেষ) পনর নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠাকে বলে এক কলা। ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত হয়, আর ত্রিশ মুহূর্তে এক দিন ও এক রাত্রি হয়।

এই দিন ও রাত্রি চৈত্র হইতে ছয় মাস ও আশ্বিন হইতে ছয় মাস ভিন্ন ক্রমে থাকে। চৈত্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়া তিন মাস পর্যন্ত দিনমান এক মুহূর্ত করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও রাত্রিমান এক মুহূর্ত করিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আবার তাহার পরে অর্থাৎ আষাঢ় মাস হইতে রাত্রির এক মুহূর্ত করিয়া বৃদ্ধি ও দিনের এক মুহূর্ত করিয়া হ্রাস ঘটে। আশ্বিন মাস হইতে এই ক্রমের বিপরীত হইয়া থাকে।

সূর্যের এক রাশি হইতে অন্যরাশিতে গমনকাল সৌর মাস।

বর্ষা ঋতু হইতে দক্ষিণায়ন ও শীতঋতু হইতে উত্তরায়ণের আরম্ভ। এক বৎসরে দুইটা অয়ন—এই হইল সৌর মান।

পনরটী দিন-রাত্রি মিলিয়া এক পক্ষ। চন্দ্রকলা বৃদ্ধি পায় যে পক্ষে, তাহা শুক্লপক্ষ; আর চন্দ্রকলা ক্রমশঃ ক্ষীণ ও কৃষ্ণবর্ণ হয় যে পক্ষে, তাহা কৃষ্ণপক্ষ। এই দুই পক্ষ মিলিয়া পিতৃগণের এক মাস। এই পিতৃমাসের গণনাদ্বারা বেদোক্ত যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

এই পিতৃমাসেরই[১] পক্ষ বিপরীত হইলে চান্দ্রমাস হয়। আর্যাবর্তবাসিগণ ও ও বিদ্বানেরা এই চান্দ্রমাস অনুযায়ী যাবতীয় সংস্কার সম্পন্ন করেন।

এই প্রকারে দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু। ষড়্ঋতুর আবর্তনে এক বৎসর।

গণকেরা বলেন, বৎসরের আরম্ভ চৈত্রমাস হইতে, লৌকিক পদ্ধতিতে অভিজ্ঞগণ বলেন, শ্রাবণমাস হইতে বৎসরের আরম্ভ। শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস বর্ষা ঋতু,

১ কৃষ্ণা প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমান্ত যে মাস, তাহাকে বলে পিতৃমাস, আর শুক্লা প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যাপর্যন্ত যে মাস, তাহাকে বলে চান্দ্র মাস।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত, মাঘ ও ফাল্গুন শীত, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্মঋতু।

কবিগণ বলেন, "বর্ষা-ঋতুতে বায়ু পূর্বদিক্ হইতে বহিয়া থাকে।"

আচার্যগণ বলেন, "বর্ষায় বায়ু পশ্চিমদিক্ হইতে বহিয়া থাকে, পূর্বদিকের বায়ু তো বর্ষাকে নষ্ট করে।"

তাই কথিত হয়—"পূর্বদিকের বায়ু বহে যে বর্ষায়, সে হতভাগ্য ; আবার পশ্চিম-বায়ু বহে যে শরতে, সেও হতভাগ্য।"

আরও দেখা যায়,—"বর্ষায় আকাশ জলভরা মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়, আর কদম্বপুষ্পের গন্ধমাখা পশ্চিমবায়ু বহিতে থাকে।"

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন,—"বস্তুর স্বভাবের স্থিরতা নাই ; কবিদিগের প্রসিদ্ধি ও ব্যবহারই এই বিষয়ে প্রমাণ।"

তাই কবিগণ বলিয়াছেন,—

"বর্ষাঋতুর (অগ্রদূত) পূর্ববায়ুর মত, অগ্নির ধূমের মত, বিশ্বের প্রথম সৃষ্টির মত, বেদবাক্যের অতিপবিত্র প্রণবের মত, সন্ধ্যাকালে নৃত্য করিতে উদ্যত কামরিপু-শিবের নন্দীর বন্দনাগীতির মত বিনতাপুত্র যে অরুণ সূর্যদেবের রথের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট, তিনি তোমাদিগকে কল্যাণ বিতরণ করুন।"

শরৎকালের বায়ুপ্রবাহের দিকের স্থিরতা নাই ; যেমন,—

"শরতের সোনালি ঊষায় শীতল নীহারকণা বহন করিয়া শেফালিকলিকা-কোষের সৌরভে সুরভিত বায়ু বহিতে থাকিল।"

কেহ কেহ বলেন, "হেমন্তে পশ্চিমদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়।"

আবার অন্যেরা বলেন, "উত্তরদিক্ হইতে"

যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন, "দুই দিক্ হইতেই"।

ইহার মধ্যে পশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ুর উদাহরণ—

"পশ্চিমদিক্ হইতে সবেগে বায়ু বহিতেছে ; এই বায়ু হিমালয়ের তটদেশে উৎপন্ন কঠিনবল্কলযুক্ত ভূর্জবৃক্ষশ্রেণীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, রেবানদীতে উত্তাল তরঙ্গমালা সৃষ্টি করিয়া চাতকপক্ষীগুলিকে আশ্চর্যভাবে চঞ্চল ও কম্পিত করিয়া তুলিতেছে, গলিত তুষারশিলার বিন্দুগুলিকে ধারাবর্ষণের মত বর্ষণ করিতেছে, আর হস্তী-গুলিকর্তৃক ভগ্ন সরলকাষ্ঠসমূহের ঘন রসপ্রবাহের সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে।"

উত্তরবায়ুর উদাহরণ—

"উত্তরদিক্ হইতে প্রবল বায়ু বহিতেছে ; এই বায়ু লিম্পাকদেশবাসিনীদিগের কেশরচনা আলুলায়িত করিয়া মস্তক কম্পিত করিয়া তুলিতেছে, চন্দ্রভাগার জলরাশিকে নিবিড়ভাবে চুম্বন করিয়া ভূর্জবৃক্ষের কাণ্ডগুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে। এই উত্তরবায়ু কস্তুরীমৃগসঙ্গ লাভ করিয়া সুগন্ধ হওয়ায় বাহ্লবদেশবাসিনীদিগের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিতেছে, আর কুলূতদেশবাসিনীদিগের প্রণয়কেলির প্রেরণা জাগাইয়া হেমন্তের পরিচয় দান করিতেছে।"

শীতকালেও হেমন্তের মত উত্তর বা পশ্চিমদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। বসন্তে দক্ষিণদিক্ হইতে বায়ু বহে।

তাই বলা হইয়াছে—

মীনকেতু-মদনের সারথি বসন্তসখা দক্ষিণ সমীরণ অবাধে উদ্দামগতিতে বহিতে আরম্ভ করিল ; লঙ্কার বনরাজি কম্পিত করিয়া বারে বারে কেরল-কামিনীগণের চূর্ণকুন্তলরাশিকে চঞ্চল করিয়া তুলিল ; অন্ধ্রদেশবাসিনীদিগের কেশবিন্যাস শিথিল করিয়া দিল ; আর ঐ সঙ্গে তাম্বূললতাগুলিকে কম্পিত করিল ; হরিচন্দন বৃক্ষকে চঞ্চল করিয়া বেশভূষায় সজ্জিত বিপ্রলব্ধা অভিমানিনী নায়িকার মান ভঞ্জন করিয়া বসন্তের বাতাস আসিয়া পড়িল।"

কেহ কেহ বলেন,

"গ্রীষ্মকালে বায়ুপ্রবাহের দিক্‌স্থিরতা নাই।"

অন্যেরা বলেন, "নৈঋতকোণ হইতে বায়ু বহে।"

যাযাবরীয় বলেন, "দুই দিক্ হইতেই"।

ইহার প্রথমটীর উদাহরণ—

"ঘূর্ণিবাত্যায় উত্থিত হইয়াছে যে বিপুল ধূলিরাশি তাহা আকাশতল স্পর্শ করিয়াছে ; সেই ধূলিরাশিকে ভাবী মেঘমালার স্তম্ভ বলিয়া সন্দেহ হইতেছে ; আর গ্রীষ্মের দিনে জলহীন নদীগুলির প্রকাণ্ড গর্তসমূহ মরীচিকা-জলের সৃষ্টি করিয়া ভাবী সম্পদের সূচনা করিতেছে (অর্থাৎ বৃষ্টি আসন্ন প্রায়)।"

দ্বিতীয়টীর উদাহরণ—

"সূর্য যেন অগ্নিকিরণে তাপ দিতেছে ; এই সমগ্র পৃথিবী যেন জ্বলন্ত অঙ্গারে ভরা ; নৈঋতবায়ু যেন তুষের আগুন বর্ষণ করিতেছে ; আর কামদেব যেন অগ্নিবাণের দ্বারা আঘাত করিতেছে।"

আরও বলা যায়—

"বর্ষার মেঘমালা বলাকার[২] গর্ভসঞ্চার করাইয়া থাকে, মৃদু-মধুর গর্জনে বংশের (বাঁশের) অঙ্কুর সৃষ্টি করিয়া থাকে, আর জলধারায় ধূলিরাশি দূর করিয়া রাজগণের দিগ্বিজয়যাত্রা বন্ধ করিয়া ফেলে।

এই মেঘের ঘটা সাল, সল্লকী, যূথী, লঙ্গলী (নারিকেল), শিলীন্ধ্রের ফুল ফুটাইয়া থাকে ; আর দগ্ধ তথা উর্বর ভূমির সুন্দর গন্ধের সঙ্গে ঐ বর্ষা নামিয়া আসে। বর্ষাকালে বনভূমি মধুপর্ণিকাপুষ্পে বিচিত্র হইয়া উঠে, পর্বতশ্রেণী ধারাজলে ধৌত তথা সুন্দর হইয়া উঠে, প্লাবনের জলোচ্ছ্বাসে নদী কূল ছাপাইয়া উঠে আর তৃণরাজি-শোভিত ভূমিতলে ইন্দ্রগোপ-কীটের প্রাচুর্য দেখা দেয়।

এই বর্ষাকালে চকোরপক্ষীর আনন্দ বৃদ্ধি পায় ; সাধু-সন্ন্যাসীর ভ্রমণ বন্ধ থাকে ; বিরহিণী নারীরা প্রিয়তমের পথের পানে চাহিয়া থাকে ; প্রবাসী পথিকের দল আপন গৃহের দিকে ধাবিত হয় ; এই বর্ষা মেঘমালায় সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলে।

বর্ষায় এই যে হস্তিনীদিগের কেলি করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা, এই যে তুঙ্গ প্রাসাদ চূড়ায় বিলাসীদিগের বিলাসশয্যার আয়োজন ও মৃগনাভি-কস্তুরীমিশ্রিত চন্দন-উশীর লেপন— এই সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন বর্ষা ঋতুর প্রথম অভিনন্দন বা অতিথি-সৎকার।

বর্ষাকালে চঞ্চল চাতক চারিদিকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, কুরঙ্গমৃগ প্রেমরঙ্গে মাতিয়া উঠে, ভেকের রবে চারিদিক মুখরিত হইয়া থাকে, সর্পগুলি মত্ততাবশে প্রগল্ভ হইয়া ফণা বিস্তার করে, ময়ূরের উদ্দাম নৃত্যে মদ্গু ও কঙ্কজাতীয় পক্ষীগুলি আনন্দিত হয় ; কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন বর্ষাকাল বিরহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কামবিষরূপ জল বর্ষণ করে।

২ বর্ষার আকাশে মেঘসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বলাকার গর্ভসঞ্চার ও বংশদণ্ডের অঙ্কুর-উদ্গম হয়—এই বিশ্বাস পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে ও প্রাচীন কবিগণও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ; যেমন,—

'মেঘাভিকামা পরিসংপতন্তী সংমোদিতা ভাতি বলাকাপংক্তিঃ।'

—রামায়ণ

গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্ নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ।

—মেঘদূত

গর্ভং বলাকা দধতেঽভ্রযোগান্নাকে নিবদ্ধা বলয়ঃ সমস্তাৎ।

—কর্ণোদয়

বর্ষায় কুটজপুষ্পের কলিকা দল মেলিয়া দেয়, কদম্বপুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত হয়, অর্জুন-বৃক্ষে মঞ্জরীর ঐশ্বর্য দেখা দেয়, ধবপুষ্প যেন বন্ধুসঙ্গ লাভ করে, কদম্বরেণুতে আকাশ মলিন হইয়া যায়, কেতকীর কলিকা সতেজ হইয়া উঠে, বেতসবনে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে—গ্রীষ্মের অবসানে এমনতর বর্ষা সত্যই মনকে হরণ করে।"

—বর্ষাবর্ণনা সমাপ্ত

"মত্ততাশূন্য ময়ূরগুলিকে কেকাধ্বনিতে ত্বরান্বিত করিয়া, কুরর ও ভ্রমরগুলিকে চঞ্চল ও মুখর করিয়া, কুমুদ ও উৎপলের পাঁপড়িগুলি খুলিয়া ও পদ্মকলি প্রস্ফুটিত করিয়া শরৎ আসিয়া পড়িল।"

বন্ধূক (দুপুরে ফুল), বাণ (ঝিণ্টি), অসন (বিজয়সার), কেশর, শেফালিকা, সপ্ত-পলাশ, কাশ, ভাণ্ডীর, কহ্লার, ও মালতীলতায় ফুল ফুটাইয়া শরৎ শোভা পাইতেছে।

খঞ্জন, কলহংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস, ক্রৌঞ্চপ্রভৃতি যাহাকে অনুসরণ করে, সেই স্বচ্ছজলপূর্ণ শরৎকাল কাহার না মন আকর্ষণ করে?

শরৎ বহুবৈচিত্র্য লইয়া শোভা পায়—মানসসরোবর হইতে হংসগুলিকে ফিরাইয়া আনে, অগস্ত্য-উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জলরাশিকে পরিষ্কার করিয়া তুলে, আর মুক্তামণির উৎপত্তিস্থল শুক্তি(ঝিনুক)মধ্যে শুভ্র মুক্তার গর্ভ সঞ্চার করে।

বৃষগুলি খুরের অগ্রভাগ দিয়া ভূমি খনন করিয়া, হস্তীগুলি দন্তের দ্বারা তটদশ বিদীর্ণ করিয়া ও রুরু-মৃগগুলি পুরাতন জীর্ণ শৃঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জনগণকে দর্শনোৎসুক করিয়া তুলিতেছে।

শরৎকালে জ্যোৎস্না ও জল শুচিশুভ্র; চারিদিকে আকাশ নির্মল ও নীলাভ; দেবহস্তীগুলি মেঘমুক্ত আকাশে বিচরণ করিয়া বেড়ায়; আর জীর্ণ মেঘখণ্ডগুলি ক্রমশঃ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে।

এই শরৎকালে দিগ্বিজয়যাত্রায় উদ্যত রাজাদিগের বিজয়াদশমীর পূর্বদিনে মহা-নবমীতে যাবতীয় অস্ত্রের পূজা, অশ্ব-হস্তী-যোদ্ধাদিগের আরতি ও দীপালি-উৎসবে নানাপ্রকার খেলাধূলার অনুষ্ঠান করা উচিত।

শরৎকালে আকাশে অতিনির্মল তারকাসমূহ ফুটিয়া থাকে, ভূমি রথ চলিবার যোগ্য হয়, সূর্য প্রচণ্ড কিরণ দেয়, আর দেবগণের সহিত স্বয়ং নারায়ণও জাগিয়া উঠেন।

কলমধান্য ক্ষেত্রেই পাকিয়া নত হইয়া পড়ে, পুরাতন আমলকী পাকিয়া নীলবর্ণ

ধারণ করে ও মূল্যবান্ হইয়া উঠে, কর্কটী অতিবিকশিত হইয়া শাঁসের গন্ধ বিতরণ করে ও পুরাতন ত্রপুসীফল অম্ল হইয়া পড়ে।

কৃষকদিগের গৃহপ্রাঙ্গণ নূতন শালিধান্যের কণাপতনের ফলে গন্ধমধুর ও সুন্দর হইয়া উঠে, আর সেখানে তরুণী বধূদিগের মুষল উত্তোলনকালে কম্পিত হস্তযুগল হইতে কঙ্কণ স্খলিত হইলেও আপন প্রিয়জনকে আনন্দ দান করে।

(সূর্য শরৎকালে) নীচমনোবৃত্তিসম্পন্ন অল্পদিনের ধনী ব্যক্তির মত প্রচণ্ড তাপ দেয়; রুরুমৃগ শৃঙ্গগুলিকে অকৃতজ্ঞ মিত্রের মত ত্যাগ করে; মুনিজনের ধর্মচিন্তা মগ্ন মনের মত জল ক্রমশঃ স্বচ্ছ হইতে থাকে; দরিদ্র কামুকের কামলিপ্সার মত কর্দম শুষ্ক হইতে থাকে।

এই শরৎকালে নদী বহিয়া চলিয়াছে; জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়াছে ও তাহার মধ্যে পলায়ন করিতে উদ্যত মৎস্যগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বক বেশ জোরে ছোঁ মারিতেছে; আর সদ্য-উত্থিত নদীতীরে ঝিনুকের সারির আঁকাবাঁকা যাতায়াতের চিহ্ন পড়িয়াছে ও তটপ্রান্তে কচ্ছপ আরামে ঘুমাইয়া আছে।

শরৎকালের নদীতীরে জল-কাদা নাই; নদীতে মাছের জোর লাফানিতে জল থাকিয়া থাকিয়া ঝকমক করিয়া উঠিতেছে, কুরর-পাখীর ছোঁ-মারার ভয়ে ভীত মাছের পোনাগুলি এদিকে ওদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; তীরে কচ্ছপগুলি গড়াইতেছে; উড়ন্ত বকের ঝাঁকে নদী কলমুখর হইয়া উঠিতেছে; আর ক্রমশঃ নদীর জল কমিয়া আসিতেছে।"

—শরদ্বর্ণনা সমাপ্ত হইল।

হেমন্ত-বর্ণনা

মাত্র দুইটী বা তিনটী মুচুকুন্দফুলের কলি দেখা দিয়াছে; লবলী-লতায় তিনটী কি চারিটী মুকুল ধরিয়াছে; প্রিয়ঙ্গু-লতায় পাঁচটি কি ছয়টী ফুল ফুটিয়াছে—নবাগত হেমন্তের জয় জয়।

নাগকেশর ও লোধ্রপুষ্পের অলঙ্কারে অলংকৃত এবং কাঁচুলির চাপে কুঞ্চিতদেহ তরুণীরা কুঙ্কুমমধুচিহ্নিত সুগন্ধতৈল-মাখা কবরীবন্ধন রচনা করিয়াছে (এই হেমন্তে)।

শিশিরবিন্দু-ছড়ানো হিমশীতল বাতাস লইয়া শীঙ্গুও যেমন তীব্র হইয়া উঠিতেছে, তেমনি ভরাযৌবনের যুবতীদিগের স্তনমুকুলও ঈষৎ-উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে।

হেমন্তে শূকরমাংস, নূতন শালিধান্যের ভাত, বেশ জমাটবাঁধা সরওয়ালা দৈ, আর বেশ নরম সরিষা-মূল (মূলা ?) খাইয়া লোকে আয়ুর্বেদের নিন্দা করে (অর্থাৎ এতগুলি গুরুপাক খাদ্য খাইয়াও নির্বিবাদে হজম করিয়া ফেলে।)

এই হেমন্তে কিঞ্চিৎ-উষ্ণ জলে স্নান, অল্পপরিমাণে অন্ন-ভোজন ও তরলপদার্থ পান বেশ ভাল লাগে ; আর লোকে সুন্দরী বা অসুন্দরী তরুণীকে গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া শয়ন করে—এমন যে হেমন্ত-ঋতু, তাহার চিরকল্যাণ হউক।

ময়ূরগুলির পেখম নাই, মত্ততাও নাই ; গ্রামান্তে যব ও গমের গাছ জন্মিয়াছে ; বাঘিনীগুলি সদ্য প্রসব করিয়াছে ; জলের উপর ধূম দেখা দিয়াছে—হেমন্তের এই চিহ্নগুলির জয় জয়কার।

হেমন্তের শস্যক্ষেত্রগুলি পক্ক শমীধান্যে সুশোভিত হয় ; রাত্রি ত্রিশঙ্কু-নক্ষত্রের[৩] আলোকে আলোকিত হয় ; আর লবণাক্ত দ্রব্য আহার করিয়া লোকের পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

হেমন্তে কুঞ্জমধ্যে কোকিলের কূজন স্তব্ধ, ভ্রমরবধূর মুখে ভাষা নাই, পক্ষীদিগের আকাশপথে আর তেমন সঞ্চরণ নাই, সর্পগুলির দর্প চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কর্কন্ধূ (বদরী ?) ও নাগরঙ্গী-ফল (নারেঙ্গা) পাকিয়া উঠে এবং তাহাতে মিছরির মত মধুরতা দেখা দেয় ; আর কৃষ্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ ইক্ষুমধ্যে (কৃষ্ণবর্ণ ইক্ষু ও পুণ্ড্রক মধ্যে) কী এক অপূর্ব মাধুর্য-শ্রী জন্মিয়া থাকে।

যাঁহাদিগের গৃহমধ্যে সুসজ্জিত শয্যা, শয়নকালে পার্শ্বে যৌবনবিলাসিনী সুলোচনা যুবতী পত্নী, আর উদ্দামতারূপধূমহীন লীলা-অগ্নি আছে, তাঁহারা হেমন্তকালকেও গ্রীষ্মের কাল বলিয়া অনুভব করেন।

—হেমন্ত-বর্ণনা সমাপ্ত হইল।

শীত ও হেমন্তের প্রকৃতি এক, তবে এই বিশেষ—

"শীতকালের রাত্রি বিচিত্র সুরতলীলার উপযোগী দীর্ঘপ্রহরযুক্ত হইয়া থাকে ; প্রচণ্ড রুক্ষ বায়ু বহিয়া থাকে ও তাহা একমাত্র কুঙ্কুম (প্রলেপ) দিয়াই প্রশমিত হয় ; দ্বিগুণিত তূলাবস্ত্রের শয্যায় শয়ন—আর কি বলিব ! অগুরু ও ধূপের ধোঁয়াও তখন মূল্যবান্ মনে হয় অর্থাৎ আরামপ্রদ হয়।"

অতিপ্রফুল্ল, আনন্দিত তথা যৌবনমত্ত যুবকেরা প্রচণ্ড সুরতক্রীড়ায় ক্লান্ত হইয়া শীতল পানীয় পান করিয়া প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করে ও উরুদ্বয়ের মধ্যে বারে বারে তূলাবস্ত্র (লেপ) চাপিয়া, জড়াইয়া ও পায়ের অগ্রভাগ ঢাকিয়া তাহারা আরামে ঘুমাইয়া থাকে।

৩ ত্রিশঙ্কু একটী নক্ষত্র ; বিশ্বাস এই যে, অযোধ্যার রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের তপোবলে স্বর্গে আরোহণ করেন ও তিনিই এই ঋতুতে এই নক্ষত্ররূপে আকাশে দেখা দেন।

শীতকালে বিস্বাদ ও সুস্বাদ জলপানে, তুষার ও অগ্নির স্পর্শব্যাপারে, সুন্দরী ও অসুন্দরী নারীর আলিঙ্গনে আর চন্দ্র ও সূর্যের কিরণসেবনে কোনও ইতরবিশেষ বা তারতম্য অনুভব করা যায় না।

শীতকালে মরুবকবৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়; জলকেলি ভাল লাগে না; অসংখ্য প্রকারের পুষ্পের মধ্যে কুন্দ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে; চন্দ্রমণ্ডল অপেক্ষা সূর্যমণ্ডল বেশি আদর পায়; আর শীতল চন্দন তো শরীরকে দগ্ধ করে অর্থাৎ অসহ্য বোধ হয়।

দুইটী বা তিনটীমাত্র ফুল অবশিষ্ট রহিয়াছে— এমন শ্বেতসর্ষপকাণ্ডে পাক ধরিয়া উৎপত্তির ক্রম অনুযায়ী কপিশবর্ণ দেখা দিল।

এখন লীলাসরোবরগুলির দিকে আর তাকাইতে ইচ্ছা করে না; উত্তরদিকের প্রচণ্ড বায়ুর আঘাতে কমলিনীর আজ নালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; আর মৎস্যগুলি জলের গভীর তলদেশে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

সেই নিদারুণ শীতকাল আসিয়াছে; এই শীতে—হস্তীগুলি আনন্দিত হয়, মৃগগুলি সন্তুষ্ট হয়, শূকরগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়, মহিষগুলি হয় ধীর-স্থির; দরিদ্ররা নিন্দা করেন আর যাঁহারা ধনী তাঁহারা জয়গান করেন এই শীতের।

শীতকালে গোময়-অগ্নি (ঘুঁটের আগুন) নববধূর ক্রোধের মত মধুর, আর এই প্রচণ্ড শীতল বায়ু কুটীল ব্যক্তির আলিঙ্গনের মত কঠোর। সূর্যকিরণ নির্ধনজনের আদেশের মত কোমল অর্থাৎ তুচ্ছ মনে হয়। চন্দ্র বিরহিণী নায়িকার মুখমণ্ডলের মত পাণ্ডুবর্ণ দেখায়।

এই শীতকালে নবযৌবনা তরুণীগণ স্বভাবতঃ উষ্ণদেহা হইয়া থাকেন; তাঁহারা তাহাদিগের কুঙ্কমচূর্ণলিপ্ত নিতম্ব, স্তনযুগল, বাহুদ্বয় ও উরুমূলের রাত্রিব্যাপী আলিঙ্গনের দ্বারা শীতের প্রকোপে কামলীলায় বিরত পুরুষের গভীর অশান্তিও দূর করিয়া থাকেন।"

—শীতবর্ণনা সমাপ্ত হইল।

"চৈত্রমাসে শুক-সারী হারীত-ডাহুক-মধুকরপ্রভৃতির মত্ততা বৃদ্ধি পায়; আম্র-বৃক্ষের বন্ধু চৈত্রমাস পুরুষ-কোকিলেরই বিশেষ মত্ততার সময়।

বসন্তকালে সুন্দরী তরুণীদিগের মন অধিকমাত্রায় বিলাসলাস্য, চঞ্চলদোলার দোলন, গৌরীতপস্যামূলক গান ও কামদেবের পূজা-অর্চনায় ব্যস্ত থাকে।

এই বসন্তে পুরুষ-কোকিল পঞ্চমস্বরে ডাকে, যুবতী নারীর দেহে ও মনে হঠাৎ বিলাস জাগে, আর কামদেব নূতন ফুলে ফুলে তাঁহার ধনুখানি রচনা করিয়া তোলেন।

এই বসন্তকালে প্রিয় বল্লভ কামার্ত হইলে কুসুম্ভরঙ্গের অংশুকবস্ত্রপরিহিত সীমন্তে সিন্দূরশোভিত আদরিণী প্রিয়তমা বধূগণের বিশেষ বেশভূষা বড়ই মনোজ্ঞ।

এই তো বসন্তকাল; কর্ণিকার আজ উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে পুষ্প-ঐশ্বর্যে, কাঞ্চনের অর্ঘ্য রচনা করিতেছে তাহার পুষ্পসমূহ; কোবিদার পুষ্প-রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে, সিন্দুবারেরও পুষ্প-বিকাশের সময় আসিয়া পড়িল।

বসন্তকালে রোহীতক, আম্রাতক, কিঙ্কিরাত, মধুক, মাধবীলতা, শোভাঞ্জন, আম্র, নাগকেশরপ্রভৃতি বৃক্ষসমূহ পুষ্পসম্ভারে শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে।

এই যে মাধবীলতার মুকুল দেখিয়া বেণীবন্ধন (কেশ-বিন্যাস), কথায় আলাপে কোকিল-কূজনের অনুকরণ, দমনক-পুষ্পে কামদেবের পূজা-অর্চনা—ইহার সকল ক্ষেত্রেই সেই ভগবান্ বসন্ত তরুণীদিগের উপদেষ্টা বা মন্ত্রণাদাতা।

কুরুবককে কেহ আলিঙ্গন করে নাই, তিলকের দিকে কেহ তাকায় নাই, অশোকের দেহে কোনও সুন্দরী পদাঘাত করে নাই, বকুলে কোনও নারী মুখমদিরা সিঞ্চন করে নাই; তবুও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চৈত্রমাসে উহারা সকলেই ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে।

চৈত্রদিনে রক্ত-অশোক, নীল-অশোক বিচিত্র শোভা ধরিয়াছে; আর হরিদ্রা-বর্ণের স্বর্ণ-অশোকও ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিভুবনেও এই তিনটী অশোক অন্যান্য পুষ্প অপেক্ষা কামদেবের বিজয়া ঔষধ।

আজ বসন্ত আসিয়াছে; বসন্ত ফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছে তাল-হিন্তাল, সুপারী, নারিকেল, পাটলী, পলাশ ও খেজুরগাছের মাথায় মাথায়।"

বসন্ত-বর্ণনা সমাপ্ত হইল।

আজ গ্রীষ্ম-ঋতু নবমল্লিকা ফুল ফুটাইয়াছে; শিরীষের ফোটা-ফুলের মেলা ইহাকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে; কাঞ্চন ও কেতকীর ডাল ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, ধাতকী ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে। কামার্ত প্রেমিক প্রেমিকাযুগল আম জাম পিয়াল খেজুর কাঁঠাল পূগফল ও নারিকেল-বনে নানা খেলায় ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া অন্যক্রীড়া ছাড়িয়া এই গ্রীষ্মকালে সুরতক্রীড়ারই আয়োজন করিয়া থাকে।

যে সময়ে ছাতু (সক্তু) পান অতি উপাদেয়, সেই গ্রীষ্মকালে নদীগুলির জল শুকাইয়া যায় ও একমাত্র কূপেই জল পাওয়া যায়; তখন মধ্যাহ্নকালে পানীয়শালাগুলি পথিকজনে পূর্ণ থাকে, আর পথিকেরা পথ চলে সকাল ও সন্ধ্যায়।

পর্ণকুটীরে দিনের বেলায় নিদ্রা, দিনের শেষে স্নানলীলা ও জলকেলি, রাত্রির শেষভাগে সুরতলীলা—এই মুষ্টিযোগ প্রচণ্ডগ্রীষ্মের তাপ দূর করে।

চন্দনপঙ্কের মত স্নিগ্ধ ও মনোরম এই চন্দ্রকিরণ, বাতায়নপথে সমাগত এই বায়ুতরঙ্গ, তালবৃন্তের জলকণামিশ্রিত মৃদুসমীর—ইহারা সকলেই আষাঢ়ের শেষ কামনা করে বা গ্রীষ্মের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে।

কর্পূরের সুবাস, ভগ্ন আম্রমুকুলের সুগন্ধ, সিক্তসুপারী-রচিত তাম্বূল, মৃণালহার, অগণিত নক্ষত্র, সূক্ষ্ম বস্ত্র—এইগুলি গ্রীষ্মকালে শীতল ও মনোজ্ঞ পরিবেশ রচনার মহারহস্য।

মুক্তালতা, চন্দনপঙ্কলিপ্ত মৃণালসূত্রের জলসিক্ত হার, শ্বেতচম্পকের শিরোমাল্য—এই সকল মিলিয়া গ্রীষ্মেও শীতের অবতারণা হয়।

এই গ্রীষ্মে—প্রাণিসকল যেন সিদ্ধ হইয়া যায়, ধূলিরাশি যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠে, জলরাশি যেন ক্বাথ হইয়া যায়, আর পর্বতগুলি যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে।

মরুস্থলীতে মরীচিকা হরিণগুলিকে দূরে আকর্ষণ করে; নদীগুলি ক্ষীণ হইয়া মধ্যে মধ্যে জলের বেণী রচনা করে; জল শুকাইয়া যাওয়ায় সরোবরে মৎস্যগুলি যেন কাঁদিয়া ফিরে; আর কূপগুলিতে জল-তোলা অরঘট্টযন্ত্রের মণ্ডল বাঁধা হয় (এই গ্রীষ্মে)।

করভ, শরভ ও গর্দভগুলি এই গ্রীষ্মে যৌবনমদে উচ্ছল হইয়া ফিরিতে থাকে। করীর ও করবীরফুলের গাছগুলিও মাটীতে বেশ সতেজভাবে অঙ্কুরিত হয়।

আম্ররসমিশ্রিত রসালা, পান্তা ভাত, আম্রপ্রভৃতি ফলের পানীয়, সরবত, হরিণ ও লাবপক্ষীর মাংসের ঝোল, ঘন জ্বালের দুগ্ধ—এইগুলি গ্রীষ্মকালে কাম-উদ্দীপনের মহৌষধ।

স্নানের পরে জলসিক্তদেহে চন্দনপঙ্ক লেপন করিয়া সুন্দরী তরুণীগণ নির্মল মুক্তার মালা পরিয়া কদলীদলে শয্যা রচনা করিয়া থাকে ও কামদেবকে ডাকিয়া পার্শ্বে আদরের সহিত উপবেশন করায়।

গ্রীষ্মে বনপ্রান্ত হয় ঝিল্লীকণ্ঠমুখরিত; হস্তী, শূকর, মহিষসমূহ পঙ্কলিপ্ত হইয়া থাকে; সর্প ও হরিণ জলতৃষ্ণায় বারে বারে জিহ্বা বাহির করে; আর পক্ষিগুলির গ্রীবাদেশ মস্তক হইতে নত হইয়া পড়ে।

জ্যোৎস্নাবিধৌত রমণীয় প্রাসাদ, প্রিয়ার উচ্ছিষ্ট জলমিশ্রিত মদ্য, কণ্ঠদেশে মল্লিকার পাটলবর্ণ মাল্য—এই সকল মিলিয়া গ্রীষ্মকালকে যেন হেমন্তকালে পরিণত করিয়া ফেলে।

গ্রীষ্ম-বর্ণনা সমাপ্ত হইল।

ঋতুরূপের বর্ণনায় চারিটি অবস্থার উল্লেখ করা উচিত ; যেমন, সন্ধি, শৈশব, প্রৌঢ়ি ও অনুবৃত্তি। দুইটী ঋতুর মধ্যবর্তীকাল হইল ঋতুসন্ধি।

শীত ও বসন্তকালের সন্ধিবর্ণনা ; যেমন,—

"কুন্দগাছের ফুলগুলি ঝরিয়া গিয়াছে ; গাছে গাছে ফুল ফুটাইবার তেমন তাড়া নাই ; কোকিল আপনার মনে কেবল ধ্বনি সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু ধ্বনিটী প্রকাশ করিতেছে না ; সূর্যকিরণ শীতের তীব্রতা কমাইয়া আনিতেছে, তবে এখনও ক্লান্তিদায়ক প্রখরতা অবলম্বন করে নাই।"

বসন্তঋতুর শৈশব অর্থাৎ আরম্ভের আদিপর্ব-বর্ণনা—

"লতাগুলির গর্ভগ্রন্থিতে ফুল ফুটিয়াছে ; অঙ্কুরমধ্যে পল্লব দেখা দিয়াছে ; কোকিলের কণ্ঠমধ্যে নিজের ইচ্ছাক্রমে ধ্বনি পঞ্চমস্বরের রূপ ধরিয়াছে। ভগবান্ কামদেবের তুই-তিন-জগৎ জয়ে ইচ্ছুক বহুদিনের পরিত্যক্ত ধনু আজ বুঝি অভ্যাসবশে সচল হইতে চলিয়াছে।

পরিপূর্ণ বসন্তের বর্ণনা—

"সম্প্রতি বিচকিল-পুষ্প যান্মাসিক মুক্তাফলের তুল্য শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে ; কাঞ্চনার-পুষ্প মঞ্জিষ্ঠারাগে রক্তবর্ণ বস্ত্রের শোভা ধারণ করিয়াছে। মধুক-মুকুল (মহুয়া) যেন হুণ-নারীগণের দেহলাবণ্য হরণ করিয়াছে ; লাটদেশীয় নারীগণের নাভিতুল্য কাশ্মীরী কেশরপুষ্প বৃন্তচ্যুত হইয়া বেশ শোভা পাইতেছে।"

ঋতু অতিবাহিত হইয়া গেলে পুষ্পপ্রভৃতি যে ঋতুচিহ্ন কিছু কিছু থাকিয়া যায়, আচার্যগণ তাহাকে বলেন লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্নের অনুবৃত্তি। এই লিঙ্গানুবৃত্তি কাব্যের বর্ণনা ও লৌকিকক্ষেত্র হইতে জানিতে হইবে।

বর্ষাকালে গ্রীষ্মের চিহ্ন পদ্মফুল-ফোটা কিছু কিছু থাকিয়া যায়—

"চটকের (চড়ুই-পাখী) কণ্ঠের মত কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আবরণে আকাশতল আবৃত হইয়া যায় ; মদমত্ত ভেকের কোলাহল যেন অধ্যয়ন-ধ্বনিটিকে পরাস্ত করিয়া দেয় ; গ্রীষ্মের দাবানলে দগ্ধ বনস্থলী বৃষ্টিজলে সিক্ত লাজতুল্য গন্ধ বিকীর্ণ করে ; মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও পদ্ম-বিকাশের দ্বারা সূর্যের অস্তিত্ব সূচিত হয়।"—

এইভাবে অন্যান্য অনুবৃত্তিও ঘটে।

গ্রীষ্মকালে যে কদম্ব ফোটে, তাহাকে বলে ধূলি-কদম্ব ; সেই কদম্বই বর্ষাকাল আসিলে ধারা-কদম্ব নামে পরিচিত হয়। যেমন ;—

"বর্ষার আগমনে দিগ্‌বধূর মুখখানি ধূলি-কদম্বের রেণুতে ধূসর হইয়া উঠে ; বিচিত্রবর্ণ রামধনু আকাশে অলংকারের মত শোভা পায় ; মেঘেরা দীপ্ত বজ্রের অস্ত্র

হানিতে থাকে ; হে নীলকণ্ঠ ময়ূর, তুমি এমন বর্ষাকালের আগমনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছ না কেন ?"

[ধূলিজালে দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে ; রক্তের ধারায় অসুরের ধনুখানি প্লাবিত হইয়াছে ; যোদ্ধারা দীপ্ত বজ্র-অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে ; হে নীলকণ্ঠ শিব, তোমার কি এই যুদ্ধের জন্য উৎকণ্ঠা নাই ?]

বর্ষাকালে যে জাতি-ফুল ফোটে, তাহাকে কার্দমী (পঙ্কিলা) বলে ; সেই জাতি-ফুলের শরৎকালে শোভা-সৌন্দর্য বেশ বাড়িয়া যায় ও তাহার মধুর গন্ধে ভ্রমর তাহাতে সর্বদা বসিয়া থাকে। যেমন—

"জাতিপুষ্পের বৃহৎ কোরকগুলি স্থূল শিশিরবিন্দুসমূহের উজ্জ্বলতার নিকট হার মানিয়া গেল ; তাহার ঘন মধুর গন্ধে ভরপুর লতাগুলি বেশ মনোজ্ঞভাবে শোভা পাইতে থাকিল ; আর তৎক্ষণাৎ চন্দ্র পশ্চিমসমুদ্রের হংসমালাশোভিত সর্পফণামণ্ডিত জলের দিকে অগ্রসর হইল— মনে হইল যেন, জ্যোৎস্নাধবল উপাধান (বালিশ)-শোভিত শয্যার দিকেই বা চন্দ্র অগ্রসর হইল।"

কোনও কোনও আচার্য কেতকীপুষ্পের অনুবৃত্তির বর্ণনাও কাব্যে থাকা উচিত মনে করেন ; যেমন—

"(চরণচিহ্নের দ্বারা নবাগত পুরুষের পরিচয়ের মত) কেতকীরেণুতে ধূসর ও পদ্মপুষ্পে রক্তবর্ণ দিনগুলির দ্বারা নবাগত শরতের পরিচয় পাওয়া গেল।"

"যদিও হেমন্তকালের আরম্ভে বাণ-আসন-কুরুণ্টকপ্রভৃতি শরৎকালের পুষ্পের অনুবৃত্তি দেখা যায়, তথাপি কবিগণ তাঁহাদিগের রচনায় তাহার উল্লেখ করেন না।"

হেমন্ত ও শীতকালে বিশেষ পার্থক্য না থাকায় সকল চিহ্নেরই অনুবৃত্তি ঘটে। তাই বলা হইয়াছে—

"বৎসরে বার মাস ; হেমন্ত ও শীতকালকে এক ধরিয়া বৎসরে পাঁচটি ঋতু।"

মরুবক, দমনক ও নাগকেশরপুষ্পে চিহ্নের অনুবৃত্তি এবং কুন্দপুষ্পের অল্প পরিমাণ অনুবৃত্তিদ্বারা বিচিত্রশোভাযুক্ত ও সুগন্ধ-মধুর করিয়া রচনা করা উচিত।

"বাহীকদেশের যুবকদিগের গৃহে তরুণীরা দমনকমঞ্জরীর কুণ্ডল রচনা করে ; মরুবকের গন্ধভরা বাতাস বহিলে পামরীদিগের মত্ততা দেখা দেয় ; বৃন্তভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ আম্রকেশর ও পল্লবশিরায় জলবিন্দুর মত রস জমিয়া উঠে এবং তাহা জলপূর্ণ শরাবে (পাত্রবিশেষ) পতিত হইয়া চন্দ্রাকার বৃত্তের সৃষ্টি করে।"

অথবা যেমন,—

"বিরহী পথিক কুন্দফুল দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল (এখনও গৃহে ফিরি নাই !),

তমাল ফুটিতে দেখিয়া বিহ্বলনেত্রে তাকাইয়া রহিল, কিঙ্কিরাতে চক্ষু পড়িতেই কাতর হইয়া পড়িল, রক্তাশোক দেখিয়া বিরহশোকে আর্ত হইয়া পড়িল, পূর্ণ প্রস্ফুটিত চম্পকের দিকে ব্যথিত বঙ্কিম দৃষ্টি হানিল। পথশ্রমে শ্রান্ত হইয়াও পথিক নূতন মধুচক্ররচনায় ব্যস্ত ও শ্রুতিকটুগুঞ্জনরত মধুমক্ষিকাগুলিকে বস্ত্র দিয়া দূর করিয়া দিল এবং ব্যাকুলচিত্তে প্রিয়তমার গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।"

অথবা যেমন,—

"মলয়বায়ু কাবেরীর তটদেশে চন্দনবৃক্ষগুলিকে কম্পিত করিয়া কুন্দবনে মধুসিক্ত কেশরগুলি বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে ; প্রিয়জনের লীলাচ্ছলে কেশ-আকর্ষণহেতু লাটদেশ-বাসিনীদিগের অলকের কুসুম ঝরিয়া পড়িতেছে ; আর সুগন্ধ-শীতল ধীর সমীরণ তাহাদিগের আলুলায়িত সরল কেশদাম ও ললাটের চূর্ণকুন্তল চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে।"

এইপ্রকারে অন্যান্য চিহ্নেরও অনুবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। (বসন্তের) বিচকিল, নাগকেশর, পাটলি ও চম্পকপুষ্পের অনুবৃত্তি গ্রীষ্মকালেও ঘটে। আবার কোনও কোনও আচার্য গ্রীষ্মকালে শীতকালের মরুবকপুষ্পের অনুবৃত্তি বর্ণনার পক্ষপাতী। যেমন,—

"কর্ণে তাহাদিগের ঈষৎ বিকশিত শিরীষপুষ্প, মস্তকে পাটলবর্ণের বিচকিলপুষ্প-রচিত মাল্যদাম, গলদেশে মৃণালহার, বাহুদ্বয়ে নীলপদ্ম-নালের বলয়, স্তনতটে সুগন্ধি চন্দনপঙ্ক, কটাক্ষে মঞ্জিষ্ঠাতুল্য রক্তবর্ণ জড়িমা, আর দেহখানি সদ্যঃস্নানজলে সিক্ত—মৃগলোচনা বিলাসিনী নায়িকাগণের গ্রীষ্মকালের এই মনোজ্ঞ বেশভূষার জয় হউক।"

আরও যেমন—

"সদ্যঃ-অঙ্কুরিত সূচীতীক্ষ্ণ কুশাগ্রকেও হার মানাইয়া দেয় যে শিরীষ, সেই শিরীষপুষ্প রহিয়াছে তাহাদিগেব কর্ণে ; আর কণ্ঠে তাহাদিগের মরুবকমিশ্রিত পাটলপুষ্পের মাল্য শোভা বিস্তার করিয়াছে। সুন্দরী বিলাসিনীদিগের দিনশেষে রচিত সুগন্ধজলসিক্ত এই অপরূপ বেশভূষা কী এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে!"

এই প্রকারে অন্যান্য ঋতুরও অনুবৃত্তির উদাহরণ বুঝিয়া লইতে হইবে।

হে সুধী সজ্জনমণ্ডলী, বিভিন্ন ঋতুর পুষ্পপ্রভৃতির বৃত্তি ও অনুবৃত্তির এখানে দিগ্-দর্শনমাত্র করাইলাম ; অবশিষ্ট অংশ আপনারা নিজের বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিবেন —প্রত্যেকটীর নাম ধরিয়া আর কত বলিব।

দেশে দেশে বস্তুর আকার ও লক্ষণের ভিন্নতা বা পরিবর্তন দেখা যায় ; নূতন

কবি সেই পরিবর্তিত রূপ অবলম্বনে কাব্যে বস্তু বর্ণনা করিবেন না ; কারণ, এই সম্পর্কে প্রাচীন কবিদিগের বর্ণিত আকার ও লক্ষণই প্রমাণহিসাবে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়।

শোভাবর্ধন, ভোজ্য-উপাদান, গন্ধবিতরণ, রসাস্বাদন, ফলে পরিণতি ও দেবার্চনা— কবিগণ উল্লিখিত ছয় প্রকারে পুষ্পের উপযোগিতা বর্ণনা করিতে পারেন। ইহা ভিন্ন সপ্তম প্রকার উপযোগিতা-বর্ণনা কাব্যে দেখা যায় না।

যেমন—

পূর্বমাসে যে ফুলের বর্ণনা করা হইয়াছে, পরবর্তীমাসে তাহার কচি ফলের বর্ণনা, তাহার পরবর্তীমাসে তাহার প্রৌঢ়তা ও তাহারও পরের মাসে তাহার ফল-পাকার বর্ণনা করা উচিত

[যাবতীয় ফুল ও ফলের সম্বন্ধে কি এই একই রীতি ? তাই বলিতেছেন]

বৃক্ষে উৎপন্ন পুষ্প ও ফলের সম্বন্ধে উল্লিখিত বিধান বলা হইল ; কিন্তু লতাজাত ফল পাকিতে এত সময় লাগে না ; ইহাদিগের ফল-পাকার দীর্ঘতম সময় দুইমাস বর্ণনা করা উচিত। এই ভাবে ফুল ও ফুলের ফলে পরিণতি এবং পাকবিষয়ে সময় নির্ধারিত করা হইল।

কোনও ফলের ভিতরের অংশ ফেলিয়া দিতে হয়, কোনও ফলের বাহিরের অংশ, কোনটীর ভিতর-বাহির দুই অংশ, কোনটীর প্রায় সকল অংশ, কোনটীর অনেক অংশ ফেলিয়া দিতে হয় ; আবার কোনও ফলের কিছুই ফেলিতে হয় না।

লকুচপ্রভৃতি ফলের ভিতরের কিছুটা ফেলিয়া দিতে হয় ; কদলীপ্রভৃতির বাহিরের অংশ, আম্রপ্রভৃতির ভিতর ও বাহির দুই অংশ, আর অর্জুনপ্রভৃতি ফলের প্রায় সকল অংশই ফেলিয়া দিতে হয়। কাঁঠালপ্রভৃতি ফলের অনেক অংশ ফেলিতে হয় ; কিন্তু নীলকপিত্থপ্রভৃতি ফলের কিছুই ফেলিতে হয় না। এই প্রকারে সকল ফলের ছয়টি শ্রেণী— কবিগণের ইহা জানা উচিত।

এই প্রকারে একটী, দুইটি, তিনটি বা সকল ঋতু পৃথক্‌ভাবে বা সমগ্রভাবে স্বাভাবিক ক্রম বা বিপরীত ক্রম অনুযায়ী রচনায় বর্ণনা করা উচিত।

কাব্যবর্ণিত বিষয়ের স্বাভাবিক পথে চলেন যে কবি, তাঁহার কাব্যে বিপরীতক্রমে ঋতুবর্ণনা দোষের নহে ; কারণ এমন কথাবস্তুও থাকিতে পারে, যেখানে বিপরীত ক্রমই ভূষণ হইয়া পড়ে।

যে কবি বর্ণনীয় বিষয়ের পৌর্বাপর্য আলোচনা করেন না, তাঁহার কাব্যে যাহা

ভূষণ, তাহাও দূষণ হইয়া উঠে ; আর যে কবি সর্বত্র জাগরূক, তাঁহার কাব্যের দোষবহুল বর্ণনাও ভূষণে পরিণত হয়।[৪]

এইপ্রকারে কালবিভাগের পদ্ধতি দেখাইলাম। কালবিভাগ-সম্পর্কে কবিজনের বিষম বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়া থাকে—এই কালবিভাগে যে কবি নৈপুণ্য অর্জন করেন, তিনি মহাকবি-পদবী লাভ করিতে পারেন।

শ্রীরাজশেখরপ্রণীত কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণে
কালবিভাগশীর্ষক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে কবিরহস্যনামক প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥

এস্থলে শক্তি বা প্রতিভা লক্ষ্য করিয়াই মন্তব্য করা হইয়া

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

ক. কাব্যমীমাংসায় উল্লিখিত গ্রন্থকার ও অন্যান্য ব্যক্তির নামসূচী

খ. কাব্যমীমাংসায় উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের নামসূচী

গ. কাব্যমীমাংসায় ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের সূচী

পরিশিষ্ট ২

ক. কাব্যমীমাংসায় উল্লিখিত তরুলতা এবং ফলপুষ্পের নামসূচী

খ. কাব্যমীমাংসায় উল্লিখিত পশুপক্ষিপ্রভৃতি জীবজন্তুর নামসূচী

পরিশিষ্ট ৩

‘রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা’-গ্রন্থের রচনা এবং পাদটীকাপ্রণয়নে ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের বিবরণী

[রাজশেখর সম্বন্ধে সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, জার্মান, ফরাসীপ্রভৃতি নানা ভাষায় যে আলোচনা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার একটি বিস্তৃত পরিচয় বর্তমান গ্রন্থের ‘রাজশেখর’-অংশে তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই পরিচয়ের অঙ্গীভূত **বাইশখানি গ্রন্থ ছাড়াও** অন্যান্য যে যে গ্রন্থের সাহায্যে এই ‘রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা’-গ্রন্থ রচিত তথা সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

* * * *

১. সায়ণভাষ্যসহ ঋগ্বেদসংহিতা

২. ভট্টভাস্করভাষ্যসহ যজুর্বেদ-কাঠক

৩. তৈত্তিরীয়সংহিতা

৪. ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ

৫. শতপথ-ব্রাহ্মণ

৬. শাঙ্করভাষ্যসহ শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্

৭. মনুসংহিতা

৮. ঋজুমিতাক্ষরাসহ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
৯ নীলকণ্ঠটীকাসহ মহাভারত
১০. বাল্মীকি-রামায়ণ
১১. মার্কণ্ডেয়পুরাণ
১২. শ্রীধরস্বামীরটীকাসহ শ্রীমদ্ভাগবত
১৩. অগ্নিপুরাণ
১৪. বায়ুপুরাণ
১৫. বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ
১৬. ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ
১৭. কূর্মপুরাণ
১৮. স্কন্দপুরাণ
১৯. পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড)
২০. নীলমতপুরাণ
২১. রুদ্রদত্ত-বৃত্তিসহ আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র
২২. ভবদাস-বৃত্তি এবং শাবরভাষ্যসহ মীমাংসাসূত্র
২৩. শাঙ্করভাষ্যসহ ব্রহ্মসূত্র
২৪. পাতঞ্জল যোগসূত্র
২৫. ন্যায়বার্ত্তিক ও ন্যায়মঞ্জরীসহ গোতমন্যায়সূত্র
২৬. প্রশস্তপাদভাষ্যসহ কণাদসূত্র
২৭. জয়মঙ্গলাব্যাখ্যাসহ বাৎস্যায়নকামসূত্র
২৮. কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্র
২৯. পাতঞ্জলমহাভাষ্য পস্পশা-আহ্নিক
৩০. বৃহৎসংহিতা
৩১. কর্কভাষ্যসহ কাত্যায়ন-শুল্বসূত্র
৩২. অষ্টাঙ্গহৃদয়
৩৩. বর্ধমানবৃত্তিসহ উদয়নাচার্যের কুসুমাঞ্জলি
৩৪. কুমারিলভট্টকৃত শ্লোকবার্ত্তিক
৩৫. প্রভাকরভট্টকৃত বৃহতী
৩৬. ক্ষীরস্বামীর টীকাসহ অমরকোষ
৩৭. ত্রিকাণ্ডশেষ-অভিধান

৩৮. শব্দকল্পদ্রুম
৩৯. জ্ঞানেন্দ্রমোহনদাসপ্রণীত বাংলাভাষার অভিধান
৪০. ভর্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয়
৪১. নাগেশভট্টকৃত লঘুমঞ্জুষা
৪২. তত্ত্বসংগ্রহ (স্যাদ্‌বাদপরীক্ষা)
৪৩. অভিনবভারতীসহ নাট্যশাস্ত্র
৪৪. দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শ
৪৫. ভামহকৃত কাব্যালংকার
৪৬. কামধেনুসহ বামনকৃত কাব্যলংকারসূত্রবৃত্তি
৪৭. রুদ্রটকৃত কাব্যালংকার
৪৮. লোচনসহ ধ্বন্যালোক
৪৯. কুন্তককৃত বক্রোক্তিজীবিত
৫০. শারদাতনয়কৃত ভাবপ্রকাশন
৫১. মহেশ্বরন্যায়ালংকারকৃতটীকাসহ মম্মটপ্রণীত কাব্যপ্রকাশ
৫২. ভোজদেবকৃত শৃঙ্গারপ্রকাশ
৫৩. ভোজদেবকৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ
৫৪. ক্ষেমেন্দ্রকৃত ঔচিত্যবিচারচর্চা
৫৫. ক্ষেমেন্দ্রকৃত কবিকণ্ঠাভরণ
৫৬. বিশ্বনাথকৃত সাহিত্যদর্পণ
৫৭. জগন্নাথকৃত রসগঙ্গাধর
৫৮. বাগ্‌ভটকৃত কাব্যানুশাসন
৫৯. হেমচন্দ্রকৃত কাব্যানুশাসনবিবেক
৬০. বিনয়চন্দ্রকৃত কাব্যশিক্ষা
৬১. জিনসেনকৃত অলংকারচিন্তামণি
৬২. অমরকৃত কাব্যকল্পলতাবৃত্তি
৬৩. দেবেশ্বরকৃত কবিকল্পলতা
৬৪. গুণচন্দ্রকৃত নাট্যদর্পণ
৬৫. অলংকারশেখর
৬৬. ভামহবিবরণলেখক উদ্ভট
৬৭ অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিত

৬৮. কালিদাসীয় মেঘদূত
৬৯. কালিদাসীয় রঘুবংশ
৭০. কালিদাসীয় অভিজ্ঞানশকুন্তল
৭১. কালিদাসীয় মালবিকাগ্নিমিত্র
৭২. কালিদাসীয় ঋতুসংহার
৭৩. বাক্‌পতিরাজকৃত গৌড়বহো
৭৪. বাণভট্টকৃত হর্ষচরিত
৭৫. ধনপালকৃত তিলকমঞ্জরী
৭৬. সোড্‌ঢলকৃত উদয়সুন্দরী
৭৭. ক্ষেমেন্দ্রকৃত বৃহৎকথামঞ্জরী
৭৮. মঙ্‌খরচিত শ্রীকণ্ঠচরিত
৭৯. বাণভট্টকৃত কাদম্বরী
৮০. বিশাখদত্তকৃত দেবীচন্দ্রগুপ্ত
৮১. দণ্ডিকৃত দশকুমারচরিত
৮২. মাঘকৃত শিশুপালবধকাব্য
৮৩. নয়চন্দ্রকৃত রম্ভামঞ্জরী
৮৪. আর্যক্ষেমীশ্বরকৃত চণ্ডকৌশিক-নাটক
৮৫. রবীন্দ্রনাথঠাকুরকৃত 'ভারততীর্থ'-কবিতা
৮৬. শূদ্রককৃত মৃচ্ছকটিক
৮৭. হালকৃত গাথাসপ্তশতী
৮৮. ভট্টনারায়ণকৃত বেণীসংহার
৮৯. শ্রীহর্ষকৃত নাগানন্দ
৯০. সূক্তিমুক্তাবলী
৯১. সদুক্তিকর্ণামৃত
৯২. শ্যামিলককৃত পাদতাড়িতকভাণ
৯৩. সঙ্গীতরত্নাকর
৯৪. অভিধানচিন্তামণিটীকা
৯৫. জীমূতবাহনকৃত ব্যবহারমাতৃকা
৯৬. অভয়চন্দ্রকৃত প্রক্রিয়াসংগ্রহ

৯৭. বাদীভসিংহকৃত পার্শ্বনাথচরিত্র
৯৮. গৌতমসংহিতা
৯৯. বাৎস্যায়নভাষ্যসহ ন্যায়সূত্র
১০০. ফণিভূষণতর্কবাগীশকৃত ন্যায়দর্শন
১০১. সুখময়ভট্টাচার্যকৃত ন্যায়দর্শন
১০২. Cunningham's The Ancient Geography of India.
১০৩. Nandalal Dey's The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India.
১০৪. Palas of Bengal by R. D. Benerjee.
১০৫. Journal of Bihar Orissa Research Society Vols. XIV, XVI and XVIII.
১০৬. Journal of Oriental Research, Madras, Vol VI.
১০৭. The Early History of Deccan by Dr. Bhandarkar.
১০৮. Indian Antiquary 1932 and Vol. XXV.
১০৯. Epigraphia Indica : Vols. VII, XIII and XVIII.
১১০. Proceedings of the Oriental Conference, 1933.
১১১. Indian Historical Quarterly, 1931.
১১২. Sanskrit Drama by A. B. Keith.
১১৩. Bhandarkar Report VI.

काव्यमीमांसा

मूलम्

प्रथमोऽध्यायः

शास्त्रसंग्रहः

अथातः काव्यं मीमांसिष्यामहे यथोपदिदेश श्रीकण्ठः परमेष्ठिवैकुण्ठादिभ्यश्चतुःषष्टये शिष्येभ्यः, सोऽपि भगवान् स्वयम्भूरिच्छाजन्मभ्यः स्वान्तेवासिभ्यः। तेषु सारस्वतेयो वृन्दीयसामपि वन्द्यः काव्यपुरुष आसीत्। तं च सर्वसमयविदं दिव्येन चक्षुषा भविष्यदर्थदर्शिनं भूर्भुवःस्वस्त्रितयवर्त्तिनीषु प्रजासु हितकाम्यया प्रजापतिः काव्यविद्याप्रवर्त्तनायै प्रायुङ्क्त। सोऽष्टादशाधिकरणीं दिव्येभ्यः काव्यविद्यास्नातकेभ्यः सप्रपञ्चं प्रोवाच।

तत्र कविरहस्यं सहस्राक्षः समाम्नासीत्, औक्तिकमुक्तिगर्भः, रीतिनिर्णयं सुवर्णनाभः, आनुप्रासिकं प्रचेतायनः, यमकानि चित्रं चित्राङ्गदः, शब्दश्लेषं शेषः, वास्तवं पुलस्त्यः, औपम्यमौपकायनः, अतिशयं पाराशरः, अर्थश्लेषमुतथ्यः, उभयालंकारिकं कुबेरः, वैनोदिकं कामदेवः, रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः, दोषाधिकरणं धिषणः, गुणौपादानिकमुपमन्युः, औपनिषदिकं कुचमारः इति। ततस्ते पृथक् पृथक् स्वशास्त्राणि विरचयाञ्चक्रुः। इत्थङ्कारञ्च प्रकीर्णत्वात् सा किंचिदुच्चिच्छेद इति इयं प्रयोजनाङ्गवती सङ्क्षिप्य सर्वमर्थमल्पग्रन्थेनाष्टादशाधिकरणी प्रणीता। तस्या अयं प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः :—

शास्त्रसंग्रहः, शास्त्रनिर्देशः, काव्यपुरुषोत्पत्तिः, पदवाक्यविवेकः, पाठप्रतिष्ठा, अर्थानुशासनं, वाक्यविधयः, कविविशेषः, कविचर्या, राजचर्या, काकुप्रकाराः, शब्दार्थहरणोपायाः, कविसमयः, देशकालविभागः, भुवनकोश इति कविरहस्यं प्रथममधिकरणमित्यादि।

इति सूत्राण्यथैतेषां व्याख्या भाष्यं भविष्यति।
समासव्यासविन्यासः सैष शिष्यहिताय नः॥

चित्रोदाहरणैर्गुर्वी ग्रन्थेन तु लघीयसी।
इयं नः काव्यमीमांसा काव्यव्युत्पत्तिकारणम्॥

इयं सा काव्यमीमांसा मीमांसा यत्र वाग्लवः।
वाग्लवं न स जानाति न विजानाति यस्त्विमाम्॥

यायावरीयः संक्षिप्य मुनीनां मतविस्तरम्।
व्याकरोत् काव्यमीमांसां कविभ्यो राजशेखरः॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
प्रथमोऽध्यायः शास्त्रसंग्रहः॥

द्वितीयोऽध्यायः

शास्त्रनिर्देशः

इह हि वाङ्मयमुभयथा :—शास्त्रं काव्यं च। शास्त्रपूर्वकत्वात् काव्यानां पूर्वं शास्त्रेष्वभिनिविशेत। नह्यप्रवर्त्तितप्रदीपास्तमसि तत्त्वार्थसार्थमध्यक्षयन्ति।

तच्च द्विधा :—अपौरुषेयं पौरुषेयं च। अपौरुषेयं श्रुतिः। सा च मन्त्रब्राह्मणे। विवृतक्रियातन्त्रा मन्त्राः। मन्त्राणां स्तुतिनिन्दाव्याख्यानविनियोगग्रन्थो ब्राह्मणम्। ऋग्यजुःसामवेदास्त्रयी। अथर्वणश्च तुरीयः। तत्रार्थव्यवस्थितपादा ऋचः। ताः सगीतयः सामानि। अच्छन्दांस्यगीतानि यजूंषि। ऋचो यजूंषि सामानि चाथर्वणं त इमे चत्वारो वेदाः। इतिहासवेदधनुर्वेदौ गान्धर्वायुर्वेदावपि चोपवेदाः।

"वेदोपवेदात्मा सार्ववर्णिकः पञ्चमो गेयवेदः" इति द्रौहिणिः।

"शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दोविचितिः, ज्योतिषं च षडङ्गानि" इति आचार्याः।

"उपकारकत्वादलंकारः सप्तममङ्गम्" इति यायावरीयः। ऋते च तत्स्वरूप-परिज्ञानाद्वेदार्थानवगतेः। यथा—

"द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति॥"

सेयं शास्त्रोक्तिः। प्रत्यधिकरणं च ऋचं यजुः सामाथर्वणं ब्राह्मणं चोदाहृत्य भाषामुदाहरिष्यामः।

तत्र वर्णानां स्थानकरणप्रयत्नादिभिः निष्पत्तिनिर्णयिनी शिक्षा आपिशलीयादिका। नानाशाखाधीतानां मन्त्राणां विनियोजकं सूत्रं कल्पः। सा च यजुर्विद्या। शब्दानामन्वा-ख्यानं व्याकरणम्। निर्वचनं निरुक्तम्। छन्दसां प्रतिपादयित्री छन्दोविचितिः। ग्रहगणितं ज्योतिषम्। अलंकारव्याख्यानं तु पुरस्तात्।

पौरुषेयं तु पुराणम्, आन्वीक्षिकी, मीमांसा, स्मृतितन्त्रमिति चत्वारि शास्त्राणि। तत्र वेदाख्यानोपनिबन्धनप्रायं पुराणमष्टादशधा। यदाहुः—

"सर्गः प्रतिसंहारः कल्पो मन्वन्तराणि वंशविधिः।
जगतो यत्र निबद्धं तद्विज्ञेयं पुराणमिति॥"

"पुराणप्रविभेद एवेतिहासः" इत्येके। स च द्विधा परि(र)क्रियापुराकल्पाभ्याम्; यदाहुः—

"परि(र)क्रिया पुराकल्प इतिहासगतिर्द्विधा।
स्यादेकनायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका॥"

तत्र रामायणं भारतं चोदाहरणे। आन्वीक्षिकीं तु विद्यावसरे वक्ष्यामः। निगम-वाक्यानां न्यायैः सहस्रेण विवेक्त्री मीमांसा। सा च द्विविधा, विधिविवेचनी ब्रह्मनिदर्शनी च। अष्टादशैव श्रुत्यर्थस्मरणात् स्मृतयः।

"तानीमानि चतुर्दश विद्यास्थानानि, यदुत वेदाश्चत्वारः, षडङ्गानि, चत्वारि शास्त्राणि" इत्याचार्याः। तान्येतानि कृत्स्नामपि भूर्भुवःस्वस्त्रयीं व्यासज्य वर्त्तन्ते। तदाहुः—

"विद्यास्थानानां गन्तुमन्तं न शक्तो
जीवेद् वर्षाणां योऽपि साग्रं सहस्रम्।
तस्मात् संक्षेपादर्थसन्दोह उक्तो
व्यासः संत्यक्तो ग्रन्थभीरुप्रियार्थम्॥"

"सकलविद्यास्थानैकायतनं पञ्चदशं काव्यं विद्यास्थानम्" इति यायावरीयः। गद्यपद्य-मयत्वात् कविधर्मत्वात् हितोपदेशकत्वाच्च तद्धि शास्त्राण्यनुधावति।

"वार्ता कामसूत्रं शिल्पिशास्त्रं दण्डनीतिरिति पूर्वैः सहाष्टादश विद्यास्थानानि" इत्यपरे। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः। "दण्डनीतिरेवैका विद्या" इत्यौशनसाः। दण्डभयाद्धि कृत्स्नो लोकः स्वेषु स्वेषु कर्मस्ववतिष्ठते। "वार्ता दण्डनीतिर्द्वे विद्ये" इति बार्हस्पत्याः। वृत्तिर्विनयग्रहणं च स्थितिहेतुर्लोकयात्रायाः। "त्रयीवार्त्तादण्डनीतयस्तिस्रो विद्याः" इति मानवाः। त्रयी हि वार्त्तादण्डनीत्योरुपदेष्ट्री। "आन्वीक्षिकीत्रयीवार्त्तादण्ड-नीतयश्चतस्रो विद्या" इति कौटिल्यः। आन्वीक्षिक्या हि विवेचिता त्रयी वार्त्तादण्डनीत्योः प्रभवति।

"पञ्चमी साहित्यविद्या" इति यायावरीयः। सा हि चतसृणामपि विद्यानां निष्यन्दः। आभिर्धर्मार्थौ यद्विद्यात् तद्विद्यानां विद्यात्वम्। तत्र त्रयी व्याख्याता।

द्विधा आन्वीक्षिकी पूर्वोत्तरपक्षाभ्याम्। अर्हद्भदन्तदर्शने लोकायतं च पूर्वः पक्षः। साङ्ख्यं न्यायवैशेषिकौ चोत्तरः। त इमे षट् तर्काः।

तत्र च तिस्रः कथा भवन्ति वादो, जल्पो, वितण्डा च। मध्यस्थयोस्तत्त्वावबोधाय वस्तुतत्त्वपरामर्शो वादः। विजिगीषोः स्वपक्षसिद्धये छलजातिनिग्रहादिपरिग्रहो जल्पः। स्वपक्षस्यापरिग्रहित्री परपक्षस्य दूषयित्री वितण्डा।

कृषिपाशुपाल्ये वणिज्या च वार्त्ता। आन्वीक्षिकीत्रयीवार्त्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डस्तस्य नीतिर्दण्डनीतिः। तस्यामायत्ता लोकयात्रा। इति शास्त्राणि। सामान्यलक्षणं चैषाम्-

"सरितामिव प्रवाहास्तुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः।
ये शास्त्रसमारम्भा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः॥"

सूत्रादिभिश्चैषां प्रणयनम्। तत्र सूत्रणात् सूत्रम्। यदाहुः—

"अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्।
अस्तोभमनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रकृतो विदुः॥"

सूत्राणां सकलसारविवरणं वृत्तिः। सूत्रवृत्तिविवेचनं पद्धतिः। आक्षिप्य भाषणाद् भाष्यम्। अन्तर्भाष्यं समीक्षा; अवान्तरार्थविच्छेदश्च सा। यथासम्भवमर्थस्य टीकनं टीका। विषमपदभञ्जिका पञ्जिका। अर्थप्रदर्शनकारिका कारिका। उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ता वार्त्तिकम्— इति शास्त्रभेदाः।

"भवति प्रथयन्नर्थं लीनं समभिप्लुतं स्फुटीकुर्वन्।
अल्पमनल्पं रचयन्ननल्पमल्पं च शास्त्रकविः॥"

शास्त्रैकदेशस्य प्रक्रिया प्रकरणम्। अध्यायादयस्त्ववान्तरविच्छेदाः कृतिभिः स्वतन्त्रतया प्रणीता इत्यपरिसङ्ख्येया अनाख्येयाश्च। शब्दार्थयोर्यथावत् सहभावेन विद्या साहित्यविद्या। उपविद्यास्तु चतुःषष्टिः। ताश्च कला इति विदग्धवादः। स आजीवः काव्यस्य। तमौपनिषदिके वक्ष्यामः।

इत्यनन्तोऽभियुक्तानामत्र संरम्भविस्तरः।
त्यक्तो निपुणधीगम्यो ग्रन्थगौरवकारणात्॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
द्वितीयोऽध्यायः शास्त्रनिर्देशः॥

तृतीयोऽध्यायः

काव्यपुरुषोत्पत्तिः

एवं गुरुभ्यो गिरः पुण्याः पुराणीः शृणुमः स्म—यत् किल धिषणं शिष्याः कथाप्रसङ्गे पप्रच्छुः, कीदृशः पुनरसौ सारस्वतेयः काव्यपुरुषो यो गुरुः इति। स तान् बृहताम्पतिरूचे :—

पुरा पुत्रीयन्ती सरस्वती तुषारगिरौ तपस्यामास। प्रीतेन मनसा तां विरिञ्चः प्रोवाच 'पुत्रं ते सृजामि' इति। अथैषा काव्यपुरुषं सुषुवे। सोऽभ्युत्थाय सपादोपग्रहं छन्दस्वतीं वाचमुदचीचरत्।

"यदेतद् वाङ्मयं विश्वमर्थमूर्त्या विवर्त्तते।
सोऽस्मि काव्यपुमानम्ब पादौ वन्देय तावकौ॥

तामाम्नायदृष्टचरीमुपलभ्य भाषाविषये छन्दोमुद्रां देवी ससम्मदमङ्कपर्यङ्केनादाय तमुदलापयत् :—
"वत्स सच्छन्दस्काया गिरः प्रणेतर्वाङ्मयमातरमपि मातरं मां विजयसे। प्रशस्यतमं चेदमुदाहरन्ति यदुत 'पुत्रात् पराजयो द्वितीयं पुत्रजन्म' इति। त्वत्तो हि पूर्वं विद्वांसो गद्यं ददृशुर्न पद्यम्। त्वदुपज्ञमथातः छन्दस्वद्वचः प्रवर्त्स्यति। अहो श्लाघनीयोऽसि। शब्दार्थौ ते शरीरं, संस्कृतं मुखं, प्राकृतं बाहुः, जघनमपभ्रंशः, पैशाचं पादौ, उरो मिश्रम्। समः प्रसन्नो मधुर उदार ओजस्वी चासि। उक्तिचणं च ते वचः, रस आत्मा, रोमाणि छन्दांसि, प्रश्नोत्तरप्रवह्लिकादिकं च वाक्केलिः, अनुप्रासोपमादयश्च त्वामलंकुर्वन्ति। भविष्यतोऽर्थस्याभिधात्री श्रुतिरपि भवन्तमभिष्टौति॥

"चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यमाविवेश॥" इति

तथापि संवृणु प्रगल्भस्य पुंसः कर्म। बालोचितं चेष्टस्व"—इति निगद्य निवेश्य चैनमनोकहाश्रयिणि गण्डशैलतलतल्पे स्नातुमभ्रगङ्गां जगाम। तावच्च कुशान् समिधश्च समाहर्तुं निःसृतो महामुनिरुशना परिवृत्ते पूषण्युष्मोपप्लुतं तमद्राक्षीत्। कस्यायमनाथो बाल इति चिन्तयन्स्वमाश्रमपदमनैषीत्। क्षणादाश्वस्तश्च स सारस्वतेयस्तस्मै छन्दस्वतीं वाचं समुच्चारयत्। अकस्माद्विस्मापयन्स चाभ्युवाच।

"या दुग्धाऽपि न दुग्धेव कविदोग्धृभिरन्वहम्।
हृदि नः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती॥" इति

तत्पूर्वकमध्येतॄणां च सुमेधस्त्वमादिदेश। ततः प्रभृति तमुशनसं सन्तः कविरित्याचक्षते।

तदुपचाराच्च कवयः कवय इति लोकयात्रा। कविशब्दश्च कवृ वर्ण इत्यस्य धातोः काव्यकर्मणो रूपम्। काव्यैकरूपत्वाच्च सारस्वतेयेऽपि काव्यपुरुष इति भक्त्या प्रयुञ्जते।

ततश्च विनिवृत्ता वाग्देवी तत्र पुत्रमपश्यन्ती मध्येहृदयं चक्रन्द। प्रसङ्गागतश्च वाल्मीकिमुनिर्न्नृषा सप्रश्रयं तमुदन्तमुदाहृत्य भगवत्यै भृगुसूतेराश्रमपदमदर्शयत्। सापि प्रस्नुतपयोधरा पुत्रायाङ्कपालीं ददाना शिरसि च चुम्बन्ती स्वस्तिमता चेतसा प्राचेतसाय अपि महर्षये निभृतं सच्छन्दांसि वचांसि प्रायच्छत्। अनुप्रेषितश्च स तया निषादनिहतसहचरीकं क्रौञ्चयुवानं करुणक्रेङ्कारया गिरा क्रन्दन्तमुदीक्ष्य शोकवान् श्लोकमुज्जगाद।

"मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।
यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥"

ततो दिव्यदृष्टिर्देवी तस्मा अपि श्लोकाय वरमदात्, यदुतान्यदनधीयानो यः प्रथममेन-मध्येष्यते स सारस्वतः कविः सम्पत्स्यते इति। स तु महामुनिः प्रवृत्तवचनो रामायणमितिहासं समदृभत्। द्वैपायनस्तु श्लोकप्रथमाध्यायी तत्प्रभावेन शतसाहस्रीं संहितां भारतम्।

एकदा तु ब्रह्मर्षिवृन्दारकयोः श्रुतिविवादे दाक्षिण्यवान् देवः स्वयम्भूस्तामिमां निर्णेत्री-मुद्दिदेश। उपश्रुतवृत्तान्तश्च मातरं व्रजन्तीं सोऽनुवव्राज। 'वत्स परमेष्ठिनाऽननुमतस्य ते न ब्रह्मलोकयात्रा निःश्रेयसाय' इत्यभिदधाना न्यवर्तयदेनमात्मना तु प्रववृते। ततः स काव्यपुरुषो रुषा निश्चक्राम। प्रियं मित्रमस्य च कुमारः साक्रन्दं रुदन्नभ्यधीयत गौर्या—'तात तूष्णीमास्स्व, साऽहमेषा निषेधामि' इति निगदन्ती समचिन्तयत्—

प्रायः प्राणभृतां प्रेमाणमन्तरेण नान्यद्बन्धनमस्ति, तदेतस्य वशीकरणं कामपि स्त्रियं सृजामीति विचिन्तयन्ती साहित्यविद्यावधूमुदपादयत्। आदिशच्चैनाम्:—

एष ते रुषा धर्मपतिः पुरः प्रतिष्ठते। तदनुवर्त्तस्वैनं निवर्त्तय च। भवन्तोऽपि हन्त मुनयः काव्यविद्यास्नातकाश्चरितमेतयोः स्तुध्वमेतद्धि वः काव्यसर्वस्वं भविष्यतीत्यभिधाय भगवती भवानी जोषमासिष्ट। तेऽपि तथा कर्त्तुमवतस्थिरे।

अथ सर्वे प्रथमं प्राचीं दिशं शिश्रियुर्यत्राङ्गवङ्गसुह्मब्रह्मपुण्ड्राद्या जनपदाः। तत्रा-भियुञ्जाना तमौमेयी यं वेषं यथेष्टमसेविष्ट स तत्रत्याभिः स्त्रीभिरन्वक्रियत। सा प्रवृत्तिरौड्रमा-गधी। तां ते मुनयोऽभितुष्टुवुः—

"आर्द्रार्द्रचन्दनकुचार्पितसूत्रहारः सीमन्तचुम्बिसिचयः स्फुटबाहुमूलः।
दूर्वाप्रकाण्डरुचिरास्वगुरूपभोगाद्गौडाङ्गनासु चिरमेष चकास्तु वेषः॥"

यदृच्छयापि यादृङ्नेपथ्यः स सारस्वतेय आसीत् तद्वेषाश्च पुरुषा बभूवुः। साऽपि सैव प्रवृत्तिः। यदपरं नृत्यवाद्यादिकमेषा चक्रे सा भारती वृत्तिः। तां ते मुनय इति समानं पूर्वेण। तथाविधाकल्पयापि तया यद्वशंवदीकृतः समासवदनुप्रासवद्योगवृत्तिपरम्परागर्भं जगाद सा गौडीया रीतिः। तां ते मुनय इति समानं पूर्वेण। वृत्तिरीतिस्वरूपं यथावसरं वक्ष्यामः।

ततश्च स पञ्चालान् प्रत्युच्चचाल यत्र पाञ्चालशूरसेनहस्तिनापुरकाश्मीरवाहीकबाह्लीक-बाह्लवेयादयो जनपदाः। तत्राभियुञ्जाना तमौमेयीति समानं पूर्वेण। सा पाञ्चालमध्यमा प्रवृत्तिः। तां ते मुनयोऽभितुष्टुवुः—

"ताटङ्कवल्गनतरङ्गितगण्डलेखमानाभिलम्बिदरदोलिततारहारम्।
आश्रोणिगुल्फपरिमण्डलितोत्तरीयं वेषं नमस्यत महोदयसुन्दरीणाम्॥"

किञ्चिदार्द्रितमना यन्नेपथ्यः स सारस्वतेय आसीदिति समानं पूर्वेण। साऽपि यदीषन्नृत्यगीतवाद्यविलासादिकं दर्शयाम्बभूव सा सात्त्वती वृत्तिः। आविद्धगतिमत्त्वात् सा चाऽरभटी। तां ते मुनय इति समानं पूर्वेण। तथाविधाकल्पयापि तया यदीषद्वशंवदीकृत ईषदसमासमीषदनुप्रासमुपचारगर्भं च जगाद सा पाञ्चाली रीतिः। तां ते मुनय इति समानं पूर्वेण।

ततः सोऽवन्तीन् प्रति उच्चचाल यत्रावन्तीवैदिशसुराष्ट्रमालवार्बुदभृगुकच्छादयो जनपदाः। तत्राभियुञ्जाना तमौमेयीति समानं पूर्वेण। सा प्रवृत्तिरावन्ती। पाञ्चाल-मध्यमादाक्षिणात्ययोरन्तरचारिणी हि सा। अत एव सात्त्वतीकैशिक्यौ तत्र वृत्ती। तां ते मुनयोऽभितुष्टुवुः—

"पाञ्चालनेपथ्यविधिर्नराणां स्त्रीणां पुनर्नन्दतु दाक्षिणात्यः।
यज्जल्पितं यच्चचरितादिकं तद् अन्योन्यसंभिन्नमवन्तिदेशे॥"

ततश्च स दक्षिणां दिशमाससाद यत्र मलयमेकलकुन्तलकेरलपालमञ्जरमहाराष्ट्रगङ्गकलिङ्गादयो जनपदाः। तत्राभियुञ्जाना तमौमेयीति समानं पूर्वेण। सा दाक्षिणात्या प्रवृत्तिः। तां ते मुनयोऽभितुष्टुवुः—

"आमूलतो वलितकुन्तलचारुचूडश्चूर्णालकप्रचयलाञ्छितभालभागः।
कक्षानिवेशनिबिडीकृतनीविरेष वेषश्चिरं जयति केरलकामिनीनाम्॥"

तामनुरक्तमनाः स यन्नेपथ्यः सारस्वतेय आसीत् इति समानं पूर्वेण। साऽपि यद् विचित्रनृत्यगीतवाद्यविलासादिकमाविर्भावयामास सा कैशिकी वृत्तिः। तां ते मुनय इति समानं पूर्वेण। यदल्पार्थं च स तया वशंवदीकृतः स्थानानुप्रासवदसमासं योगवृत्तिगर्भं च जगाद सा वैदर्भी रीतिः। तां ते मुनय इति समानं पूर्वेण।

तत्र वेषविन्यासक्रमः प्रवृत्तिः, विलासविन्यासक्रमो वृत्तिः, वचनविन्यासक्रमो रीतिः। "चतुष्टयी गतिर्वृत्तीनां प्रवृत्तीनां च, देशानां पुनरानन्त्यं तत् कथमिव कार्त्स्न्येन परिग्रहः" इत्याचार्याः।

"अनन्तानपि हि देशांश्चतुर्धैवाकलय्य कल्पयन्ति चक्रवर्तिक्षेत्रं सामान्येन, तदवान्तरविशेषैः पुनरनन्ता एव" इति यायावरीयः।

दक्षिणात् समुद्रादुदीचीं दिशं प्रति योजनसहस्रं चक्रवर्तिक्षेत्रं, तत्रैष नेपथ्यविधिः। ततः परं दिव्याद्या अपि यं देशमधिवसेयुस्तद्देश्यं वेषमाश्रयन्तो निबन्धनीयाः। स्वभूमौ तु कामचारः। द्वीपान्तरभवानां तदनुसारेण वृत्तिप्रवृत्ती। रीतयस्तु तिस्रस्तास्तु पुरस्तात्।

तत्रास्ति मनोजन्मनो देवस्य क्रीडावासो विदर्भेषु वत्सगुल्मं नाम नगरम्। तत्र सारस्वतेयस्तामौमेयीं गन्धर्ववत् परिणिनाय। ततस्तद्वधूवरं विनिवृत्य तेषु प्रदेशेषु विहरमाणं तुषारगिरिमेवाजगाम यत्र गौरी सरस्वती च मिथः सम्बन्धिन्यौ तस्थतुः। तौ च कृतवन्दनौ दम्पती दत्त्वाऽशिषं प्रभावमयेन चक्षुषा कविमानसनिवासिनौ चक्रतुः। तयोश्च कविलोकस्वर्गसर्गं तमकल्पयेतां, यत्र काव्यमयेन शरीरेण मर्त्यमधिवसन्तो दिव्येन देहेन कवय आकल्पं मोदन्ते।

इत्येष काव्यपुरुषः पुरा सृष्टः स्वयम्भुवा।
एवं विभज्य जानानः प्रेत्य चेह च नन्दति॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
तृतीयोऽध्यायः काव्यपुरुषोत्पत्तिः॥

चतुर्थोऽध्यायः

पदवाक्यविवेकः

द्विविधं शिष्यमाचक्षते, यदुत बुद्धिमानाहार्यबुद्धिश्च । यस्य निसर्गतः शास्त्रमनुधावति बुद्धिः स बुद्धिमान्, यस्य च शास्त्राभ्यासः संस्कुरुते बुद्धिमसावाहार्यबुद्धिः ।

त्रिधा च सा—स्मृतिर्मतिः प्रज्ञेति । अतिक्रान्तस्यार्थस्य स्मर्त्री स्मृतिः, वर्त्तमानस्य मन्त्री मतिः, अनागतस्य प्रज्ञात्री प्रज्ञेति ।

सा त्रिप्रकाराऽपि कवीनामुपकर्त्री । तयोर्बुद्धिमान् शुश्रूषते शृणोति गृह्णीते धारयति विजानात्यूहतेऽपोहति तत्त्वं चाऽभिनिविशते । आहार्यबुद्धेरप्येत एव गुणाः किन्तु प्रशास्तारमपेक्षन्ते ।

अहरहः सुगुरूपासना तयोः प्रकृष्टो गुणः । सा हि बुद्धिविकाशकामधेनुः । तदाहुः—

"प्रथयति पुरः प्रज्ञाज्योतिर्यथार्थपरिग्रहे, तदनु जनयत्यूहापोहक्रियाविशदं मनः ।
अभिनिविशते तस्मात्तत्त्वं तदेकमुखोदयं, सहपरिचयो विद्यावृद्धैः क्रमादमृतायते ॥"

ताभ्यामन्यथावृत्तिर्दुर्बुद्धिः । तत्र बुद्धिमतः प्रतिपत्तिः । स खलु सकृदभिधानप्रतिपन्नार्थः कविमार्गं मृगयितुं गुरुकुलमुपासीत ।

आहार्यबुद्धेस्तु द्वयमप्रतिपत्तिः सन्देहश्च । स खल्वप्रतिपन्नमर्थं प्रतिपत्तुं सन्देहं च निराकर्त्तुमाचार्यानुपतिष्ठेत । दुर्बुद्धेस्तु सर्वत्र मतिविपर्यास एव । स हि नीलीमेचकितसिचयकल्पः अनाधेयगुणान्तरत्वात् । तं यदि सारस्वतोऽनुभावः प्रसादयति, तदौपनिषदिके वक्ष्यामः ।

"काव्यकर्मणि कवेः समाधिः परं व्याप्रियते" इति श्यामदेवः । मनस एकाग्रता समाधिः । समाहितं चित्तमर्थान् पश्यति । उक्तञ्च—

"सारस्वतं किमपि तत् सुमहारहस्यं, यद् गोचरे च विदुषां निपुणैकसेव्यम् ।
तत्सिद्धये परमयं परमोऽभ्युपायो, यच्चेतसो विदितवेद्यविधेः समाधिः ॥"

"अभ्यासः" इति मङ्गलः । अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः । स हि सर्वगामी सर्वत्र निरतिशयं कौशलमाधत्ते ।

"समाधिरान्तरः प्रयत्नो बाह्यस्त्वभ्यासः । तावुभावपि शक्तिमुद्भासयतः । सा केवलं काव्ये हेतुः" इति यायावरीयः । विप्रसृतिश्च सा प्रतिभाव्युत्पत्तिभ्याम् । शक्तिकर्तृके हि प्रतिभाव्युत्पत्तिकर्मणी । शक्तस्य प्रतिभाति, शक्तश्च व्युत्पद्यते ।

या शब्दग्राममर्थसार्थमलङ्कारतन्त्रसूक्तिमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा। अप्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्ष इव। प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव। यतो मेधाविरुद्र-कुमारदासादयो जात्यन्धाः कवयः श्रूयन्ते। किञ्च न महाकवयोऽपि देश-द्वीपान्तरकथापुरुषादिदर्शनेन तत्रत्यां व्यवहृतिं निबध्नन्ति स्म?

तत्र देशान्तरव्यवहारः—

"प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने
तोये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे पुण्याभिषेकक्रिया।
ध्यानं रत्नशिलागृहेषु विबुधस्त्रीसन्निधौ संयमो
यत् काङ्क्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिंस्तपस्यन्त्यमी॥"

द्वीपान्तरव्यवहारः— "अनेन सार्धं विहराम्बुराशेस्तीरेषु तालीवनमर्मरेषु।
द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुष्पैरपाकृतस्वेदलवा मरुद्भिः॥

कथापुरुषव्यवहारः-

"हरोऽपि तावत्परिवृत्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः।
उमामुखे बिम्बफलाधरौष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि॥"

आदिग्रहणात्-

तथागतायां परिहासपूर्वं सख्यां सखी वेत्रभृदाबभाषे।
बाले व्रजामोऽन्यत इत्यथैनां वधूरसूयाकुटिलं ददर्श॥

सा च द्विधा, कारयित्री भावयित्री च। कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री। साऽपि त्रिविधा—सहजाऽऽहार्यौपदेशिकी च। जन्मान्तरसंस्कारापेक्षिणी सहजा। जन्मसंस्कार-योनिराहार्या। मन्त्रतन्त्राद्युपदेशप्रभवा औपदेशिकी। ऐहिकेन कियताऽपि संस्कारेण प्रथमा; तां सहजेति व्यपदिशन्ति। महती पुनराहार्या। औपदेशिक्याः पुनरैहिक एव उपदेशकालः, ऐहिक एव संस्कारकालः।

त इमे त्रयोऽपि कवयः—सारस्वतः, आभ्यासिक, औपदेशिकश्च। जन्मान्तरसंस्कार-प्रवृत्तसरस्वतीको बुद्धिमान् सारस्वतः। इह जन्माभ्यासोद्भासितभारतीक आहार्यबुद्धि-राभ्यासिकः। उपदेशदर्शितवाग्विभवो दुर्बुद्धिरौपदेशिकः।

"तस्मान्नेतरौ तन्त्रशेषमनुतिष्ठताम् । नहि प्रकृतिमधुरा द्राक्षा फाणितसंस्कारमपेक्षते" इत्याचार्याः । "न" इति यायावरीयः । एकार्थं हि क्रियाद्वयं द्वैगुण्याय सम्पद्यते ।

"तेषां पूर्वः पूर्वः श्रेयान्" इति श्यामदेवः । यतः—

"सारस्वतः स्वतन्त्रः स्याद् भवेदाभ्यासिको मितः ।
उपदेशकविस्त्वत्र वल्गु फल्गु च जल्पति ॥"

"उत्कर्षः श्रेयान्" इति यायावरीयः । स चाऽनेकगुणसन्निपाते भवति । किञ्च—

"बुद्धिमत्त्वं च काव्याङ्गविद्यास्वभ्यासकर्म च ।
कवेश्चोपनिषच्छक्तित्रयमेकत्र दुर्लभम् ॥
काव्यकाव्याङ्गविद्यासु कृताभ्यासस्य धीमतः ।
मन्त्रानुष्ठाननिष्ठस्य नेदिष्ठा कविराजता ॥"

कवीनां तारतम्यतश्चैषः प्रायोवादः—

"एकस्य तिष्ठति कवेर्गृह एव काव्यमन्यस्य गच्छति सुहृद्भवनानि यावत् ।
न्यस्याविदग्धवदनेषु पदानि शश्वत्कस्यापि सञ्चरति विश्वकुतूहलीव ॥"

सेयं कारयित्री । भावकस्योपकुर्वाणा भावयित्री । सा हि कवेः श्रममभिप्रायं च भावयति तया खलु फलितः कवेर्व्यापारतरुः । अन्यथा सोऽवकेशी स्यात् ।

"कः पुनरनयोर्भेदो यत् कविर्भावयति भावकश्च कविः" इत्याचार्याः । तदाहुः—

"प्रतिभातारतम्येन प्रतिष्ठा भुवि भूरिधा ।
भावकस्तु कविः प्रायो न भजत्यधमां दशाम् ॥"

"न" इति कालिदासः । पृथगेव हि कवित्वाद् भावकत्वं, भावकत्वाच्च कवित्वं स्वरूपभेदा विषयभेदाच्च । यदाहुः—

"कश्चिद् वाचं रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्तां, कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति ।
नह्येकस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो गुणानाम् , एकः सूते कनकमुपलस्तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः ॥

"ते च द्विधा । अरोचकिनः, सतृणाभ्यवहारिणश्च" इति मङ्गलः । "कवयोऽपि भवन्ति इति वामनीयाः ।

"चतुर्धा" इति यायावरीयः "मत्सरिणस्तत्त्वाभिनिवेशिनश्च" । "तत्र विवेकिनः पू तद्विपरीतास्तु ततोऽनन्तराः" इति वामनीयाः ।

"अरोचकिनां हि तेषां नैसर्गिको ज्ञानयोनिर्वा। नैसर्गिकी हि संस्कारशतेनाऽपि वज्रमिव कालिकां ते न जहति। ज्ञानयोनौ तु तस्यां विशिष्टज्ञेयवति वचसि रोचकितावृत्तिरेव" इति यायावरीयः।

किञ्च सतृणाभ्यवहारिता सर्वसाधारणी। तथाहि व्युत्पित्सोः कौतुकिनः सर्वस्य सर्वत्र प्रथमं सा। प्रतिभाविवेकविकलता हि न गुणागुणयोर्विभागसूत्रं पातयति। ततो बहु त्यजति बहु च गृह्णाति। विवेकानुसारेण हि बुद्धयो मधु निष्यन्दन्ते। परिणामे तु यथार्थदर्शी स्यात्। विभ्रमभ्रंशश्च निःश्रेयसं सन्निधत्ते। मत्सरिणस्तु प्रतिभातमपि न प्रतिभातं, परगुणेषु वाचंयमत्वात्। स पुनरमत्सरी ज्ञाता च विरलः। तदुक्तम्—

"कस्त्वं भोः, कविरस्मि, काप्यभिनवा सूक्तिः सखे पठ्यताम्,
त्यक्ता काव्यकथैव सम्प्रति मया, कस्मादिदं, श्रूयताम्।
यः सम्यग् विविनक्ति दोषगुणयोः सारं स्वयं सत्कविः
सोऽस्मिन् भावक एव नास्त्यथ भवेद्दैवान्न निर्मत्सरः॥"

तत्त्वाभिनिवेशी तु मध्येसहस्रं यद्येकः। तदुक्तम्—

"शब्दानां विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिभिः
सान्द्रं लेढि रसामृतं विचिनुते तात्पर्यमुद्रां च यः।
पुण्यैः सङ्घटते विवेक्तृविरहादन्तर्मुखं ताम्यतां
केषामेव कदाचिदेष सुधियां काव्यश्रमज्ञो जनः॥

स्वामी मित्रं च मन्त्री च शिष्यश्चाचार्य एव च।
कवेर्भवति ही चित्रं किं हि तद् यन्न भावकः॥

काव्येन किं कवेस्तस्य तन्मनोमात्रवृत्तिना।
नीयन्ते भावकैर्यस्य न निबन्धा दिशो दश॥

सन्ति पुस्तकविन्यस्ताः काव्यबन्धा गृहे गृहे।
द्वित्रास्तु भावकमनःशिलापट्टनिकुट्टिताः॥

सत्काव्ये विक्रियाः काश्चिद् भावकस्योल्लसन्ति ताः।
सर्वाभिनयनिर्णीतौ दृष्टा नाट्यसृजा न याः॥

वाग्भावको भवेत् कश्चित्कश्चिद्धृदयभावकः ।
सात्त्विकैराङ्गिकैः कश्चिदनुभावैश्च भावकः ॥

गुणादानपरः कश्चिद्दोषहानपरोऽपरः ।
गुणदोषाहृतित्यागपरः कश्चन भावकः ॥

अभियोगे समानेऽपि विचित्रो बद्यं क्रमः ।
तेन विघ्नः प्रसादोऽत्र नृणां हेतुरमानुषः ॥

न निसर्गकविः शास्त्रे न क्षुण्णः कवते च यः ।
विडम्बयति सात्मानमाग्रहग्रहिलः किल ॥

कवित्वं न स्थितं यस्य काव्ये च कृतकौतुकः ।
तस्य सिद्धिः सरस्वत्यास्तन्त्रमन्त्रप्रयोगतः ॥

पदाऽन्तरं सुधीर्वेत्ति स्ववाक्यपरवाक्ययोः ।
तदा स सिद्धो मन्तव्यः कुकविः कविरेव वा ॥"

कारयित्री-भावयित्र्याविती मे प्रतिभाभिदे ।
अथातः कथयिष्यामो व्युत्पत्तिं काव्यमातरम् ॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे चतुर्थोऽध्यायः पदवाक्यविवेकः ।
काव्यविशेषेषु कारयित्रीभावयित्री नाम समीक्षा ॥

पञ्चमोऽध्यायः

काव्यपाककल्पः

"बहुज्ञता व्युत्पत्तिः" इत्याचार्याः । सर्वतोदिक्का हि कविवाचः । तदुक्तम्—

"प्रसरति किमपि कथञ्चन नाभ्यस्ते गोचरे वचः कस्य ।
इदमेव तत्कवित्वं यद् वाचः सर्वतोदिक्काः ॥"

"उचितानुचितविवेको व्युत्पत्तिः" इति यायावरीयः । "प्रतिभाव्युत्पत्त्योः प्रतिभा श्रेयसी" इत्यानन्दः । सा हि कवेरव्युत्पत्तिकृतं दोषमाच्छादयति । तदाह—

"अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः ।
यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य झगित्येवावभासते ॥"

शक्तिशब्दश्चायमुपचरितः प्रतिभाने वर्त्तते ।

"एतत् किं शिरसि स्थितं मम पितुः, खण्डं सुधाजन्मनो,
लालाटं किमिदं, विलोचनमिदं, हस्तेऽस्य किं, पन्नगाः ।
इत्थं क्रौञ्चरिपोः क्रमादुपगते दिग्वाससः शूलिनः
प्रश्ने वामकरोपरोधसुभगं देव्याः स्मितं पातु वः ॥"

"व्युत्पत्तिः श्रेयसी" इति मङ्गलः । सा हि कवेरशक्तिकृतं दोषमशेषमाच्छादयति । तथा हि—

"कवेः संव्रियतेऽशक्तिर्व्युत्पत्त्या काव्यवर्त्मनि ।
वैदग्धीचित्रचित्रानां हेया शब्दार्थगुम्फना ॥"

व्युत्पत्तिर्यथा—"कृतः कण्ठे निष्को नहि किमुत तन्वी मणिलता
कृशं लीलापत्रं श्रवसि निहितं कुण्डलमुचि ।
न कौषेयं चित्रं वसनमवदातं तु वसितं
समासन्नीभूते निधुवनविलासे वनितया ॥"

"प्रतिभाव्युत्पत्ती मिथः समवेते श्रेयस्यौ" इति यायावरीयः । न खलु लावण्यलाभादृते रूपसम्पत्; ऋते रूपसम्पदो वा लावण्यलब्धिर्महते सौन्दर्याय ।

उभययोगो यथा—"जङ्घाकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः
प्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्जुमञ्जीरभृङ्गः ।
भर्तुर्नृत्तानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवापी-
सम्भूताम्भोजशोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः ॥"

प्रतिभाव्युत्पत्तिमांश्च कविः कविरित्युच्यते । स च त्रिधा—शास्त्रकविः काव्यकविरुभयकविश्च ।

"तेषामुत्तरोत्तरो गरीयान्" इति श्यामदेवः । "न" इति यायावरीयः । यथा स्वविषये सर्वो गरीयान् । नहि राजहंसश्चन्द्रिकापानाय प्रभवति, नापि चकोरोऽद्भ्यः क्षीरोद्धरणाय । यच्छास्त्रकविः काव्ये रससम्पदं विच्छिनत्ति । यत्काव्यकविः शास्त्रे तर्ककर्कशमप्यर्थमुक्तिवैचित्र्येण श्लथयति । उभयकविस्तूभयोरपि वरीयान्, यद्युभयत्र परं प्रवीणः स्यात् । तस्मात्तुल्यप्रभावावेव शास्त्रकाव्यकवी ।

उपकार्योपकारकभावं तु मिथः शास्त्रकाव्यकव्योरनुमन्यामहे । यच्छास्त्रसंस्कारः काव्यमनुगृह्णाति शास्त्रैकप्रवणता तु निगृह्णाति । काव्यसंस्कारोऽपि शास्त्रवाक्यपाकमनुरुणद्धि काव्यैकप्रवणता तु विरुणद्धि ।

तत्र त्रिधा शास्त्रकविः—यः शास्त्रं विधत्ते, यश्च शास्त्रे काव्यं संविधत्ते, योऽपि काव्ये शास्त्रार्थं निधत्ते ।

काव्यकविः पुनरष्टधा । तद् यथा—रचनाकविः, शब्दकविः, अर्थकविः, अलङ्कारकविः, उक्तिकविः, रसकविः, मार्गकविः, शास्त्रार्थकविरिति ।

त्रिधा च शब्दकविर्नामाख्यातार्थभेदेन ।

तत्र नामकविर्यथा—"विद्येव पुंसो महिमेव राज्ञः प्रज्ञेव वैद्यस्य दयेव साधोः ।
लज्जेव शूरस्य मृजेव यूनो विभूषणं तस्य नृपस्य सैव ॥"

आख्यातकविर्यथा— "उच्चैस्तरां जहसुराजहृषुर्जगर्जुराजघ्निरे भुजतटीनिकरैः स्फुरद्भिः ।
सन्तुष्टुवुर्मुमुदिरे बहु मेनिरे च वाचं गुरोरमृतसम्भवलाभगर्भाम् ॥"

नामाख्यातकविः— "हततित्विषोऽन्धाः शिथिलांसबाहवः स्त्रियो विषादेन विचेतना इव ।
न चक्रशानों कुरुत्नं सस्वजने चेलरासलिखिता इव क्षणम ॥"

अर्थकविः— "देवी पुत्रमसूत नृत्यत गणाः किं तिष्ठतेत्युद्भुजे
हर्षाद् भृङ्गिरिटावुदाहृतगिरा चामुण्डयाऽऽलिङ्गिते ।
पायाद् वो जितदेवदुन्दुभिघनध्वानप्रवृत्तिस्तयो-
रन्योन्याङ्गनिपातजर्जरजरत्स्थूलास्थिजन्मा रवः ॥"

द्विधाऽलङ्कारकविः शब्दार्थभेदेन । तयोः शब्दालङ्कारः—

"न प्राप्तं विषमरणं प्राप्तमपापेन कर्मणा विषमरणम् ।
न मृतो भागीरथ्यां मृतोऽहमुपगूह्य मन्दभागी रथ्याम् ॥"

अर्थालंकारः— भ्रान्तजिह्वापताकस्य फणच्छत्रस्य
दंष्ट्राशलाकावारिद्यं कर्तुं योग्योऽस्ति मे भुजः ॥"

उक्तिकविः— "उदरमिदमनिन्द्यं मानिनीश्वासलाव्यं, स्तनतटपरिणाहो दोर्लतालेह्यसीमा ।
स्फुरति च वदनेन्दुर्दृक्प्रणालीनिपेयस्तदिह सुदृशि कल्या केलयो यौवनस्य ॥"

यथा वा— "प्रतीच्छत्याशोकीं किसलयपरावृत्तिमधरः, कपोलः पाण्डुत्वादवतरति ताडीपरिणतिम् ।
परिम्लानप्रायामनुवदति दृष्टिः कमलिनीमितीयं माधुर्यं स्पृशति च तनुत्वं च भजते ॥"

रसकविः— "एतां विलोकय तनूदरि ताम्रपर्णीमम्भोनिधौ विवृतशुक्तिपुटोद्धृतानि ।
यस्याः पयांसि परिणाहिषु हारमूर्त्या, वामभ्रुवां परिणमन्ति पयोधरेषु ॥"

मार्गकविः— "मूलं बालकवीरुधां सुरभयो जातीतरूणां त्वचः
सारश्चन्दनशाखिनां किसलयान्यार्द्राण्यशोकस्य च ।
शैरीषी कुसुमोद्गतिः परिणमन्मोचं च सोऽयं गणः
ग्रीष्मेणोष्महरः पुरा किल ददे दग्धाय पञ्चेषवे ॥"

शास्त्रार्थकविः— "आत्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ
ज्ञानोद्रेकाद्विघटिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः ।
यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्
तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्ति देवं पुराणम् ॥"

एषां द्वित्रैर्गुणैः कनीयान्, पञ्चकैर्मध्यमः, सर्वगुणयोगी महाकविः । दश च कवेरवस्था भवन्ति ।
तत्र च बुद्धिमदाहार्यबुद्ध्योः सप्त, तिस्रश्चौपदेशिकस्य । तद् यथा—

काव्यविद्यास्नातकः, हृदयकविः, अन्यापदेशी, सेविता, घटमानः, महाकविः, कविराजः, आवेशिकः, अविच्छेदी, संक्रामयिता च ।

यः कवित्वकामः काव्यविद्योपविद्याग्रहणाय गुरुकुलान्युपास्ते स काव्यविद्यास्नातकः ।

यो हृदये एव कवते निह्नुते च स हृदयकविः ।

यः स्वमपि काव्यं दोषभयादन्यस्येत्यपदिश्य पठति सोऽन्यापदेशी ।

यः प्रवृत्तवचनः पौरस्त्यानामन्यतमच्छायामभ्यस्यति स सेविता ।

योऽनवद्यं कवते न तु प्रबध्नाति स घटमानः ।

योऽन्यतरप्रबन्धे प्रवीणः स महाकविः ।

यस्तु तत्र तत्र भाषाविशेषे तेषु तेषु प्रबन्धेषु तस्मिंस्तस्मिंश्च रसे स्वतन्त्रः स कविराजः । ते यदि जगत्यपि कतिपये ।

यो मन्त्राद्युपदेशवशाल्लब्धसिद्धिरावेशसमकालं कवते स आवेशिकः ।

यो यदैवाविच्छिन्नवचनः सोऽविच्छेदी ।

यः कन्याकुमारादिषु सिद्धमन्त्रः सरस्वतीं संक्रामयति स संक्रामयिता ।

सततमभ्यासवशतः सुकवेः वाक्यं पाकमायाति । "कः पुनरयं पाकः" इत्याचार्याः । "परिणामः" इति मङ्गलः । "कः पुनरयं परिणामः ?" इत्याचार्याः । "सुपां तिङां च श्रवः सैषा व्युत्पत्तिः" इति मङ्गलः । "सौशब्द्यमेतत् पदनिवेशनिष्कम्पता पाकः" इत्याचार्याः । तदाहुः—

"आवापोद्धरणे तावद् यावद् दोलायते मनः ।
पदानां स्थापिते स्थैर्ये हन्त सिद्धा सरस्वती ॥"

"आग्रहपरिग्रहादपि पदस्थैर्यपर्यवसायस्तस्मात् पदानां परिवृत्तिवैमुख्यं पाकः" इति वामनीयाः । तदाहुः—

"यत्पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिष्णुताम् ।
तं शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाकं प्रचक्षते ॥"

"इयमशक्तिर्न पुनः पाकः" इति अवन्तिसुन्दरी । यदेकस्मिन् वस्तुनि महाकवीनामनेकोऽपि पाठः परिपाकवान् भवति । तस्माद्रसोचितशब्दार्थसूक्तिनिबन्धनं पाकः ।

यदाह— "गुणालंकाररीत्युक्तिशब्दार्थग्रथनक्रमः ।
स्वदते सुधियां येन वाक्यपाकः स मां प्रति ॥"

तदुक्तम्— "सति वक्तरि सत्यर्थे शब्दे सति रसे सति।
अस्ति तन्न विना येन परिस्रवति वाङ्मधु ॥"

स च कविग्रामस्य काव्यमभ्यस्यतो नवधा भवति। तत्राऽद्यन्तयोरस्वादु पिचुमन्दपाकम्, आदावस्वादु परिणामे मध्यमं बदरपाकम्, आदावस्वादु परिणामे स्वादु मृद्वीकापाकम्, आदौ मध्यममन्ते चास्वादु वार्ताकपाकम्, आद्यन्तयोर्मध्यमं तिन्तीडीकपाकम्, आदौ मध्यममन्ते स्वादु सहकारपाकम्, आदावुत्तममन्ते चास्वादु क्रमुकपाकम्, आदावुत्तममन्ते मध्यमं त्रपुसपाकम्, आद्यन्तयोः स्वादु नालिकेरपाकम् इति। तेषां त्रिष्वपि त्रिकेषु पाकाः प्रथमे त्याज्याः।

वरमकविर्न पुनः कुकविः स्यात्। कुकविता हि सोच्छ्वासं मरणम्। मध्यमाः संस्कार्याः। संस्कारो सर्वस्य गुणमुत्कर्षति। द्वादशवर्णमपि सुवर्णं पावकपाकेन हेमीभवति। शेषाः ग्राह्याः। स्वभावशुद्धं हि संस्कारं नापेक्षते। न मुक्तामणेः शाणस्तारतायै प्रभवति। अनवस्थितपाकं पुनः कपित्थपाकम् आमनन्ति। तत्र पलालधूननेन अन्नकणलाभवत् सुभाषितलाभः।

सम्यगभ्यस्यतः काव्यं नवधा परिपच्यते।
हानोपादानसूत्रेण विभजेत्तद्धि बुद्धिमान् ॥

अयमत्रैव शिष्याणां दर्शितस्त्रिविधो विधिः।
किन्तु त्रिविधमप्येतत्त्रिजगत्यस्य वर्त्तते ॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
शिष्यविशेषेषु काव्यपाककल्पः पञ्चमोऽध्यायः ॥

षष्ठोऽध्यायः

पदवाक्यविवेकः

व्याकरणस्मृतिनिर्णीतः शब्दो निरुक्तनिघण्ट्वादिभिर्निर्दिष्टः। तदभिधेयोऽर्थः। तौ पदम्। तस्य पञ्च वृत्तयः—सुब्वृत्तिः, समासवृत्तिः, तद्धितवृत्तिः, कृद्वृत्तिः, तिङ्वृत्तिश्च। गौरश्वः पुरुषो हस्तीति जातिवाचिनः शब्दाः। हरो हरिर्हिरण्यगर्भः काल आकाशं दिगिति द्रव्यवाचिनः। श्वेतः कृष्णो रक्तः पीत इति च गुणवाचिनः। प्रादयश्चादयश्चासत्त्ववचनाः। नगरमुप प्रस्थितः पन्थाः, वृक्षमनु द्योतते विद्युदिति कर्मप्रवचनीयाः।

"सेयं सुब्वृत्तिः पञ्चतय्यपि वाङ्मयस्य माता" इति विद्वांसः।

सुब्वृत्तिरेव समासवृत्तिः। व्याससमासावेवानयोर्भेदहेतू। सा च षोढा द्वन्द्वादिभेदेन। तत्र षट्समासीसमाससूक्तम्—

"द्वन्द्वोऽस्मि द्विगुरस्मि च गृहे च सततमव्ययीभावः।
तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्यां बहुव्रीहिः॥"

तद्धितवृत्तिः पुनरनन्ता। तद्धि शास्त्रप्रायोवादः यदुत तद्धितमूढाः पाणिनीयाः। माञ्जिष्ठं रौचनिकं सौरं सैन्धवं वैयासीयमिति तद्धितान्ताः। प्रातिपदिकविषया चेयम्।

कृद्वृत्तिश्च धातुविषया। कर्ता हर्ता कुम्भकारो नगरकार इति कृदन्ताः।

तिङ्वृत्तिर्दशधा दशलकारीभेदेन। द्विधा च सा धातुसुब्धातुविषयत्वेन। अपाक्षीत् पचति पक्ष्यतीति धातवीयान्याख्यातानि। अपल्लवयत् पल्लवयति पल्लवयिष्यतीति सौब्धातवीयानि।

तदिदमित्थंकारं पञ्चप्रकारमपि पदजातं मिथः समन्वीयमानमानन्त्याय कल्पते। तज्जन्मा चैष विदुषां वादो यत्—

किल दिव्यं समासहस्रं बृहस्पतिर्वक्ता शतक्रतुरध्येता तथापि नान्तः शब्दराशेरासीत्।

तत्र दयितसुब्वृत्तयो विदर्भाः। वल्लभसमासवृत्तयो गौडाः। प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः। कृत्प्रयोगरुचय उदीच्याः। अभीष्टतिङ्वृत्तयः सर्वेऽपि सन्तः। तेषां च विशेषलक्षणानुसन्धानेनाऽवर्द्धताऽख्यातगणः। उक्तञ्च—

"विशेषलक्षणविदां प्रयोगाः प्रतिभान्ति ये।
आख्यातराशिस्तैरेष प्रत्यहं ह्युपचीयते॥"

पदानामभिधित्सितार्थग्रन्थनाकरः सन्दर्भो वाक्यम्। "तस्य च त्रिधाऽभिधाव्यापार" इत्यौद्भटाः। वैभक्तः शाक्तः शक्तिविभक्तिमयश्च।

प्रतिपदं श्रूयमाणासूपपदविभक्तिषु कारकविभक्तिषु वा वैभक्तः। लुप्तास्वपि विभ समाससामर्थ्यात्तदर्थावगतौ शाक्तः। उभयात्मा च शक्तिविभक्तिमयः।

तत्र वैभक्तः— "नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम्।
खुरयोर्मध्यगो यस्य मेरुः खणखणायते॥"

शाक्तः— "वित्रस्तशत्रुः स्पृहयालुलोकः प्रपन्नसामन्त उदग्रसत्त्वः।
आधिष्ठितौदार्यगुणोऽसिपत्रजितावनिर्नास्ति नृपस्त्वदन्यः॥"

यथा वा- "कण्ठदोलायितोद्दामनीलेन्दीवरदामकाः।
हरिभीत्याश्रिताशेषकालियाहिकुला इव॥"

शक्तिविभक्तिमयः— अथागादेकदा स्पष्टचतुराशामुखद्युतिः।
तं ब्रह्मेव शरत्कालः प्रोत्फुल्लकमलासनः॥"

तत्र वाक्यं दशधा—एकाख्यातम्, अनेकाख्यातम्, आवृत्ताख्यातम्, एकाभिधेयाख्यातम्, परिणताख्यातम्, अनुवृत्ताख्यातम्, समुच्चिताख्यातम्, अध्याहृताख्यातम्, कृदभिहिताख्यातम्, अनपेक्षिताख्यातम् इति।

तत्रैकाख्यातम्— "जयत्येकपदाक्रान्तसमस्तभुवनत्रयः।
द्वितीयपदविन्यासव्याकुलाभिनयः शिवः॥"

अनेकाख्यातम्—तच्च द्विधा—सान्तरं निरन्तरम् इति।

तयोः प्रथमम्—"देवासुरास्तमथ मन्थगिरां विरामे, पद्मासनं जय जयेति बभाषिरे च।
द्रागू भेजिरे च परितो बहु मेनिरे च, स्वाग्रेसरं विदधिरे च ववन्दिरे च॥"

द्वितीयम्— "त्वं पासि हंसि तनुषे मनुषे बिभर्षि, विभ्राजसे सृजसि संहरसे विरौषि।
आस्से निरस्यसि सरस्यसि रासि लासि, सङ्क्रीडसे भ्रुकुसि मेथसि मोदसे च॥"

"आख्यातपरतन्त्रा वाक्यवृत्तिरतो यावदाख्यातमिह वाक्यानि" इत्याचार्याः।

"एकाकारतया कारकग्रामस्यैकार्थतया च वचोवृत्तेरेकमेवेदं वाक्य"मिति यायावरीयः।

आवृत्ताख्यातम्—"जयत्यमलकौस्तुभस्तबकितांसपीठो हरिर्जयन्ति च मृगेक्षणाश्चलदपाङ्गदृष्टिक्रमाः।
तदो जयति मल्लिका तदनु सर्वसंवेदनाविनाशकरणक्षमो जयति पञ्चमस्य ध्वनिः॥"

एकाभिधेयाख्यातम्— "हृष्यति चूतेषु चिरं तुष्यति बकुलेषु मोदते मरुति।
इह हि मधौ कलकूजिषु पिकेषु च प्रीयते रागी॥"

परिणताख्यातम्— "सोऽस्मिन् जयति जीवातुः पञ्चेषोः पञ्चमो ध्वनिः।
ते च चैत्रे विचित्रैलाकक्कोलीकेलयोऽनिलाः॥"

अनुवृत्ताख्यातम्— "चरन्ति चतुरम्भोधिवेलोद्यानेषु दन्तिनः।
चक्रवालाद्रिकुञ्जेषु कुन्दभासो गुणाश्च ते॥"

समुच्चिताख्यातम्— परिग्रहभराक्रान्तं दौर्गत्यगतिचोदितम्।
मनो गन्त्रीव कुपथे चीत्करोति च याति च॥

यथा च—स देवः सा दंष्ट्रा कृतकिटिविलासस्मितशिता द्वयं दिश्यात्तुभ्यं मुदमिदमुदारं जयतु च।
उदञ्चद्भिर्भूयस्तरलितनिवेशा वसुमती यदग्रे यच्छ्वासैर्गिरिगुडकलीलामुदवहत्॥"

अध्याहृताख्यातम्—दोर्दण्डताण्डवभ्रष्टमुण्डषण्डं बिभर्ति यः।
व्यस्तपुष्पाञ्जलिपदे चन्द्रचूडः श्रिये स वः॥"

कृदभिहिताख्यातम्—"अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम् हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम्।
विनयबाधितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः॥"

अनपेक्षिताख्यातम्—"कियन्मात्रजलं विप्र, जानुदघ्नं नराधिप।
तथापीयमवस्था ते न सर्वत्र भवादृशाः॥"

गुणवदलंकृतञ्च वाक्यमेव काव्यम्। "असत्यार्थाभिधायित्वान्नोपदेष्टव्यं काव्यम्" इत्येके।

यथा— "स्तेमः स्तोकोऽपि नाङ्गे श्वसितमविकलं चक्षुषां सैव वृत्तिः
मध्येक्षीराब्धि मग्नाः स्फुटमथ च वयं कोऽयमीदृक्प्रकारः।
इत्थं दिग्भित्तिरोधक्षतविसरतया मांसलैस्त्वद्यशोभिः
स्तोकावस्थानदुःस्थैस्त्रिजगति धवले विस्मयन्ते मृगाक्ष्यः॥"

यथा च— "अस्यद्भ्रु भुजगभोगीश्वरफणपवनाध्मातपातालमूलः
त्रुट्यत्सानागिरीन्द्रावलिशिखरखरास्फाललोलाम्बुराशिः ।
उद्यद्धीरन्ध्रधूलीविधुरसुरवधूमुच्यमानोपशल्यः
कल्योद्योगस्य यस्य त्रिभुवनदमनः सैन्यसम्मर्द आसीत् ॥"

आहुश्च— "दृष्टं किञ्चिददृष्टमन्यदपरं वाचालवार्तार्पितं
भूयस्तुङ्गपुराणतः परिणतं किञ्चिच्च शास्त्रश्रुतम् ।
सूक्त्या वस्तु यदत्र चित्ररचनं तत्काव्यमव्याहतम्
रत्नस्येव न तस्य जन्म जलधेर्नो रोहणाद् वा गिरेः ॥"

"न" इति यायावरीयः ।

"नासत्यं नाम किञ्चन काव्ये यस्तु स्तुत्येष्वर्थवादः ।
स न परं कविकर्मणि श्रुतौ च शास्त्रे च लोके च ॥"

तत्र श्रौतः— "पुष्पिण्यौ चरतो जङ्घे भूष्णुरात्मा फलेग्रहिः ।
शेरेऽस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः ॥"

शास्त्रीयः— आपः पवित्रं प्रथमं पृथिव्यामपां पवित्रं परमं च मन्त्राः ।
तेषां च सामर्ग्यजुषां पवित्रं महर्षयो व्याकरणं निराहुः ॥"

किञ्च— "यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान्यथावद्व्यवहारकाले ।
सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चाऽपशब्दैः ॥"

"कः ? वाग्योगविदेव । कुत एतत् ? यो हि शब्दाञ्जानात्यपशब्दानप्यसौ जानाति । यथैव हि शब्दज्ञाने धर्म एवमपशब्दज्ञानेऽप्यधर्मः । अथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति । भूयांसो ह्यपशब्दा अल्पीयांसः शब्दाः । एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशाः । तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येवमादयोऽपभ्रंशाः । अथवा योऽवाग्योगवित् अज्ञानं तस्य शरणम् । नात्यन्तायाज्ञानं शरणं भवितुमर्हति । यो हि अजानन् वै ब्राह्मणं हन्यात्सुरां वा पिबेत् सोऽपि, मन्ये, पतितः स्यात् । एवं तर्हि सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चापशब्दैः । कः ? अवाग्योगविदेव । अथ यो वाग्योगवित् विज्ञानं तस्य शरणम् । क्व पुनरिदं पठितम् ? भ्राजा नाम श्लोकाः । किञ्च भोः श्लोका अपि प्रमाणम् ?

किन्नातः ? यदि प्रमाणमयमपि श्लोकः प्रमाणं भवितुमर्हति :—

"यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत् ।
पीतं न गमयेत् स्वर्गं किं तत् क्रतुगतं नयेत् ॥' इति ।

प्रमत्तगीत एष तत्रभवतो यस्त्वप्रमत्तगीतस्तत्प्रमाणमेव" इति गोनर्दीयः ।

लौकिकः— "गुणानुरागमिश्रेण यशसा तव सर्पता ।
दिग्वधूनां मुखे जातमकस्मादर्द्धकुङ्कुमम् ॥"

"असदुपदेशकत्वात्तर्हि नोपदेष्टव्यं काव्यम्" इत्यपरे । यथा एवम्—

"वयं बाल्ये डिम्भांस्तरुणिमनि यूनः परिणतावपीच्छामो वृद्धान्परिणयविधेस्तु स्थितिरियम् ।
त्वयाऽरब्धं जन्म क्षपयितुममार्गेण किमिदं, न नो गोत्रे पुत्रि क्वचिदपि सतीलाञ्छनमभूत् ॥"

"अस्त्ययमुपदेशः । किन्तु निषेध्यत्वेन न विधेयत्वेन" इति यायावरीयः । य एवंविधा विषयः परस्त्रीषु पुंसां सम्भवन्ति तानवबुध्येतेति कवीनां भावः । किञ्च "कविवचनायत्ता लोकयात्रा । सा च निःश्रेयसमूलम्" इति महर्षयः ।

यदाहुः— "काव्यमय्यो गिरो यावच्चरन्ति विशदा भुवि ।
तावत् सारस्वतं स्थानं कविरासाद्य मोदते ॥"

किञ्च— "श्रीमन्ति राज्ञां चरितानि यानि, प्रभुत्वलीलाश्च सुधाशिनां याः ।
ये च प्रभावास्तपसामृषीणां, ताः सत्कविभ्यः श्रुतयः प्रसूताः ॥"

उक्तञ्च— "ख्याता नराधिपतयः कविसंश्रयेण राजाश्रयेण च गताः कवयः प्रसिद्धिम् ।
राज्ञा समोऽस्ति न कवेः परमोपकारी राज्ञो न चास्ति कविना सदृशः सहायः ॥"
"वल्मीकजन्मा स कविः पुराणः, कवीश्वरः सत्यवतीसुतश्च ।
यस्य प्रणेता तदिहानवद्यं, सारस्वतं वर्त्म न कस्य वन्द्यम् ? ॥"

"असभ्यार्थाभिधायित्वान्नोपदेष्टव्यं काव्यम्" इति च केचित् ।

यथा— "प्रसर्पन्प्रग्रीवैर्भृतभुवनकुक्षिर्झणझणाकरालः प्रागल्भ्यं वदति तरुणीनां प्रणयिषु ।
विलासव्यत्यासाज्जघनफलकास्फालनघनस्फुटच्छेदोद्रिक्तः कलकनककाञ्चीकलकलः ॥"

अपि च— "नित्यं त्वयि प्रचुरचित्रकपत्रभङ्गीताटङ्कताडनविपाण्डुरगण्डलेखाः ।
सिञ्चन्तु रत्नरशनारणनाभिरामकामार्तिनर्तितनितम्बतटास्तरुण्यः ॥"

"प्रक्रमापन्न निबन्धनीय एवायमर्थः" इति यायावरीयः। तदिदं श्रुतौ शास्त्रे चोपलभ्यते

तत्र याजुषः— "योनिरुदूखलं शिश्नं मुसलं मिथुनमेवैतत् प्रजननं क्रियते॥"

आर्च्चः— "उपोप मे परामृश मा मे दभ्राणि मन्यथाः।
सर्वाऽहमस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका॥"

शास्त्रीयः— "यस्याः प्रसन्नधवलं चक्षुः पर्यन्तपक्ष्मलम्।
नवनीतोपमं तस्या भवति स्मरमन्दिरम्॥"

पदवाक्यविवेकोऽयमिति किञ्चित् प्रपञ्चितः।
अथ वाक्यप्रकारांश्च कांश्चिदन्यान् निबोधत॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
षष्ठोऽध्यायः पदवाक्यविवेकः।

सप्तमोऽध्यायः

पाठप्रतिष्ठा

वाक्यं वचनमिति व्यवहरन्ति । तच्च त्रिधा प्रणेतृभेदेन—ब्राह्मं वैष्णवं शैवमिति । तदिदं वायुपुराणादिभ्यः उपलब्धं यदुत ब्राह्मं वचः पञ्चधा— स्वायम्भुवमैश्वरमार्षमार्षीकमार्षिपुत्रकं च इति ।

स्वयम्भूर्ब्रह्मा तस्य स्वायम्भुवम् । तन्मनोजन्मानो भृगुप्रभृतयः पुत्रास्ते ईश्वरास्तेषामैश्वरम् । ईश्वराणां सुता ऋषयस्तेषामार्षम् । ऋषीणामपत्यानि ऋषीकास्तेषामार्षीकम् । ऋषीकाणां सूनवः ऋषिपुत्रकास्तेषामार्षिपुत्रकम् । स्वयम्भुवः प्रथमं वचः श्रुतिः । श्रुतेरन्यच्च स्वायम्भुवम् । तदाहुः—

"सर्वभूतात्मकं भूतं परिवादं च यद्भवेत् ।
कश्चिन्निरुक्तमोक्षार्थं वाक्यं स्वायम्भुवं हि तत् ॥"

तदेव स्तोकरूपान्तरपरिणतमैश्वरं वचः । उक्तञ्च—

"व्यक्तक्रममसंक्षिप्तं दीप्तगम्भीरमर्थवत् ।
प्रत्यक्षं च परोक्षं च लक्ष्यतामैश्वरं वचः ॥"

आर्षम्— "यत्किञ्चिन्मन्त्रसंयुक्तं युक्तं नामविभक्तिभिः ।
प्रत्यक्षाभिहितार्थं च तदृषीणां वचः स्मृतम् ॥

आर्षीकम्— "नैगमैर्विविधैः शब्दैर्निपातबहुलं च यत् ।
न चापि सुमहद्वाक्यमृषीकाणां वचः स्मृतम् ॥"

आर्षिपुत्रकम्— "अविस्पष्टपदप्रायं यच्च स्याद् बहुसंशयम् ।
ऋषिपुत्रवचस्तत्स्यात्ससर्वपरिदेवनम् ॥"

तदुदाहरणानि पुराणेभ्य उपलभ्येरन् ।

सारस्वताः कवयो नः पूर्वं इत्थङ्कारं कथयन्ति । ब्रह्मविष्णुरुद्रगुहबृहस्पतिभार्गवादिशिष्येषु चतुःषष्टावुपदिष्टं वचः पारमेश्वरं क्रमेण च सञ्चरद्देवैर्देवयोनिभिश्च यथामत्युपजीव्यमानं दिव्यमिति व्यपदिश्यते । देवयोनयस्तु—

"विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः ।
सिद्धगुह्यकभूताश्च पिशाचा देवयोनयः ॥"

तत्र पिशाचादयः शिवानुचराः स्वभूमौ संस्कृतवादिनो मर्त्ये तु भूतभाषया व्यवहरन्तो निबन्धनीयाः । अप्सरसस्तु प्राकृतभाषया ।

तद्दिव्यं वचश्चतुर्धा—वैबुधं वैद्याधरं गान्धर्वं योगिनीगतं च इति । शेषाणामेतेष्वेवोपलक्षणं प्रकृतिसादृश्येन । तत्र वैबुधम्—

"समासव्याससंदर्ब्धं शृङ्गाराद्भुतसम्भृतम् ।
सानुप्रासमुदारं च वचः स्यादमृताशिनाम् ॥"

यथा— यच्चन्द्रकोटिकरकोरकभारभाजि बभ्राम बभ्रुणि जटाकुहरे हरस्य ।
तद्वः पुनातु हिमशैलशिलानिकुञ्जझात्कारडम्बरविरावि सुरापगाम्भः ॥"

वैद्याधरम्— "श्लोकानुप्राससच्छायं चतुरोक्ति प्रसादि च ।
द्राघीयसा समासेन विद्धि वैद्याधरं वचः ॥"

यथा— "प्रणतसुरकिरीटप्रांशुरत्नांशुवंशच्छुरितनखशिखाप्रोद्भासमानारुणाङ्घ्रे ।
उदिततरणिचन्द्रोद्दामधामोर्ध्वनेत्रज्वलननिकरदग्धानङ्गमूर्ते नमस्ते ॥"

यथा वा— "भ्रमति भ्रमरकरम्बितनन्दनवनचम्पकस्तबकगौरः ।
वात्याहत इव वियति स्फुटलक्ष्मा रोहिणीरमणः ॥"

गान्धर्वम्— "ह्रस्वैः समासैर्भूयोभिर्विभूषितपदोच्चया ।
तत्त्वार्थप्रथनप्राह्या गन्धर्वाणां सरस्वती ॥"

यथा— "नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे ।
सवृषव्यालशूलाय सकपालाय सेन्दवे ॥"

योगिनीगतम्— "समासरूपकप्रायं गम्भीरार्थपदक्रमम् ।
सिद्धान्तसमयस्थायि योगिनीनामिदं वचः ॥"

यथा— दुःखेन्धनैकदहनामृतवर्षमेघ संसारकूपपतनैककरावलम्ब ।
योगीन्द्रदर्पण जगद्गतकृत्स्नतेजः प्रत्यक्षचौरवर वीरपते नमस्ते ॥"

महाप्रभावत्वाद् भौजङ्गममपि दिव्यमित्युपचर्यते ।

"प्रसन्नमधुरोदात्तसमासव्यासभागवत् ।
अनोजस्विपदप्रायं वचो भवति भोगिनाम् ॥"

यथा— "सुसज्जितां श्रोत्रसुखां सुरूपामनेकरत्नोज्ज्वलचित्रिताङ्गीम् ।
विद्याधरेन्द्रः प्रतिगृह्य वीणां पिनाकिने गायति मङ्गलानि ॥"

"किमर्थं पुनरनुपदेश्ययोर्ब्रह्मपारमेश्वरयोर्वाक्यमार्गयोरुपन्यासः ?" इत्याचार्याः ।

"सोऽपि कवीनामुपदेशपरः" इति यायावरीयः । यतो नाटकादावीश्वरादीनां देवानां च प्रवेशे तच्छायावन्ति वाक्यानि विधेयानि । इति दिव्यम् ।

इह हि प्रायोवादो यदुत मर्त्यावतारव्यवहाररुचेर्भगवतो वासुदेवस्य वचो वैष्णवम् इति । तन्मानुषमिति व्यपदिशन्ति । तच्च त्रिधा रीतित्रयभेदेन । तदाहुः—

"वैदर्भी गौडीया पाञ्चाली चेति रीतयस्तिस्रः ।
आसु च साक्षान्निवसति सरस्वती तेन लक्ष्यन्ते ॥"

रीतिरूपं वाक्यत्रितयम् । काकुः पुनरनेकयति ।

"काकुर्वक्रोक्तिर्नाम शब्दालंकारोऽयम्" इति रुद्रटः । "अभिप्रायवान् पाठधर्मः काकुः । स कथमलंकारो स्यात् ?" इति यायावरीयः । सा च द्विधा—साकाङ्क्षा निराकाङ्क्षा च । वाक्यान्तराकाङ्क्षिणी साकाङ्क्षा । वाक्योत्तरभाविनी निराकाङ्क्षा । तदेव वाक्यं काकुविशेषेण साकाङ्क्षम् । तदेव काक्वन्तरेण निराकाङ्क्षम् ।

आक्षेपगर्भा प्रश्नगर्भा वितर्कगर्भा चेति साकाङ्क्षा । विधिरूपा उत्तररूपा निर्णयरूपेति निराकाङ्क्षा ।

तत्र आक्षेपगर्भा— "यदि मे वल्लभा दूती तदाऽहमपि वल्लभा ।
यदि तस्याः प्रिया वाचः तन्ममापि प्रियप्रियाः ॥"

एवमेव निर्देष्टुर्विधिरूपा ।

प्रश्नगर्भा— "गत स कालो यत्रासीन्मुक्तानां जन्म वल्लिषु ।
वर्त्तन्ते साम्प्रतं तासां हेतवः शुक्तिसम्पुटाः ॥"

इयमेवोपदेष्टुरुत्तररूपा ।

वितर्कगर्भा—"नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न दृप्तनिशाचरः, सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न नाम शरासनम् ।
अयमपि पटुर्धारासारो न बाणपरम्परा, कनकनिकषस्निग्धा विद्युत् प्रिया न ममोर्वशी ॥"

इयमेवोपदेष्टुर्निर्णयरूपा । ता इमास्तिस्रोऽपि नियतनिबन्धाः । तद्विपरीताः पुनरनन्ताः ।

तत्राभ्युपगमानुनयकाकु—"युष्मच्छासनलङ्घनाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थितं
प्राप्ता नाम विगर्हणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि ।
क्रोधोल्लासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कौरवान्
अद्यैकं दिवसं ममासि न गुरुर्नाऽहं विधेयस्तव ॥"

अभ्यनुज्ञोपहासकाकु—"मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः ।
सञ्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू सन्धिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥"

एवं त्रिचतुरकाकुयोगोऽपि ।

तत्र त्रियोगः— "सेयं पश्यति नो कुरङ्गकवधूस्त्रस्तैवमुद्वीक्षते
तस्याः पाणिरयं न मारुतवलत्पत्राङ्गुलिः पल्लवः ।
तारं रोदिति सैव नैष मरुता वेणुः समापूर्यते
सेयं मामभिभाषते प्रियतमा नो कोकिलः कूजति ॥"

चतुर्योगः— "उच्यतां स वचनीयमशेषं नेश्वरे परुषता सखि साध्वी ।
आनयैनमनुनीय कथं वा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥"

"सख्या वा नायिकाया वा सखीनायिकयोरपि ।
सखीनां भूयसीनां वा वाक्ये काकुरिह स्थिता ॥
पदवाक्यविदां मार्गो योऽन्यथैव व्यवस्थितः ।
सत्त्वाङ्गाभिनयद्योत्या तं काकुः कुरुतेऽन्यथा ॥
अयं काकुकृतो लोके व्यवहारो न केवलम् ।
शास्त्रेष्वप्यस्य साम्राज्यं काव्यस्याप्येष जीवितम् ॥
कामं विवृणुते काकुरर्थान्तरमतन्द्रिता ।
स्फुटीकरोति तु सतां भावाभिनयचातुरीम् ॥
इत्थं कविर्निबध्नीयादित्थं च मतिमान् पठेत् ।
यथा निबन्धनिगदच्छायां काञ्चिन्निषिञ्चति ॥
करोति काव्यं प्रायेण संस्कृतात्मा यथा तथा ।
पठितुं वेत्ति स परं यस्य सिद्धा सरस्वती ॥
यथा जन्मान्तराभ्यासात्कण्ठे कस्यापि रक्तता ।
तथैव पाठसौन्दर्यं नैकजन्मविनिर्मितम् ॥

सुसंस्कृतमपभ्रंशं लालित्यालिङ्गितं पठेत् ।
प्राकृतं भूतभाषां च सौष्ठवोत्तरमुद्गिरेत् ॥
प्रसन्ने मन्द्रयेद्वाचं तारयेत्तद्विरोधिनि ।
मन्द्रतारौ च रचयेन्निर्वाहिणि यथोत्तरम् ॥
ललितं काकुसमन्वितमुज्ज्वलमर्थवशकृतपरिच्छेदम् ।
श्रुतिसुखविविक्तवर्णं कवयः पाठं प्रशंसन्ति ॥
अतितूर्णमतिविलम्बितमुल्बणनादं च नादहीनं च ।
अपदच्छिन्नमनावृतमतिमृदु परुषं च निन्दन्ति ॥
गम्भीरत्वमवैस्वर्यं निर्व्यूढिस्तारमन्द्रयोः ।
संयुक्तवर्णलावण्यमिति पाठगुणाः स्मृताः ॥
यथा व्याघ्री हरेत्पुत्रान्दंष्ट्राभिश्च न पीडयेत् ।
भीता पतनभेदाभ्यां तद्वद् वर्णान् प्रयोजयेत् ॥
विभक्तयः स्फुटा यत्र समासश्चाकदर्थितः ।
अम्लानः पदसन्धिश्च तत्र पाठः प्रतिष्ठितः ॥
न व्यस्तपदयोरैक्यं न भिदां तु समस्तयोः ।
न चाऽऽख्यातपदम्लानिं विदधीत सुधीः पठन् ॥
आ-गोपालकम् आ-योषिद् आस्तामेतस्य लेह्यता ।
इत्थं कविः पठन् काव्यं वाग्देव्या अतिवल्लभः ॥
येऽपि शब्दविदो नैव नैव चाऽर्थविचक्षणाः ।
तेषामपि सतां पाठः सुष्ठु कर्णरसायनम् ॥
पठन्ति संस्कृतं सुष्ठु कुण्ठाः प्राकृतवाचि ते ।
वाराणसीतः पूर्वेण ये केचिन्मगधादयः ॥"

आह स्म— "ब्रह्मन् विज्ञापयामि त्वां स्वाधिकारजिहासया ।
गौडस्त्यजतु वा गाथामन्या वाऽस्तु सरस्वती ॥
नातिस्पष्टो न चाऽश्लिष्टो न रूक्षो नातिकोमलः ।
न मन्द्रो नातितारश्च पाठो गौडेषु वाडवः ॥
रसो कोऽप्यस्तु काऽप्यस्तु रीतिः कोऽप्यस्तु वा गुणः ।
सगर्वं सर्वकर्णाटाष्टंकारोत्तरपाठिनः ॥

गद्ये पद्येऽथवा मिश्रे काव्ये काव्यमना अपि ।
गेयगर्भे स्थितः पाठे सर्वोऽपि द्रविडः कविः ॥
पठन्ति लटभं लाटाः प्राकृतं संस्कृतद्विषः ।
जिह्वया ललितोल्लापलब्धसौन्दर्यमुद्रया ॥
सुराष्ट्रत्रवणाद्या ये पठन्त्यर्पितसौष्ठवम् ।
अपभ्रंशावदंशानि ते संस्कृतवचांस्यपि ॥
शारदाया प्रसादेन काश्मीरः सुकविर्जनः ।
कर्णे गुडूचीगण्डूषस्तेषां पाठक्रमः किमु ॥
ततः पुरस्तात् कवयो ये भवन्त्युत्तरापथे ।
ते महत्यपि संस्कारे सानुनासिकपाठिनः ॥
मार्गानुगेन निनदेन निधिर्गुणानां सम्पूर्णवर्णरचनो यतिभिर्विभक्तः ।
पाञ्चालमण्डलभुवां सुभगः कवीनां श्रोत्रे मधु क्षरति किञ्चन काव्यपाठः ॥
ललल्लकारया जिह्वं जर्जरस्फाररेफया ।
गिरा भुजङ्गाः पूज्यन्ते काव्यभव्यधियो न तु ॥
पञ्चस्थानसमुद्भववर्णेषु यथा स्वरूपनिष्पत्तिः ।
अर्थवशेन च विरतिः सर्वस्वमिदं हि पाठस्य ॥"
सकाकुकलना पाठप्रतिष्ठेयं प्रदर्शिता ।
अर्थानुशासनस्याथ प्रकारः परिकीर्त्यते ॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
सप्तमोऽध्यायः वाक्यविशेषाः काकुकलना पाठप्रतिष्ठा च ॥

अष्टमोऽध्यायः

काव्यार्थयोनयः

"श्रुतिः, स्मृतिः, इतिहासः, पुराणं, प्रमाणविद्या, समयविद्या, राजसिद्धान्तत्रयी, लोको, विरचना, प्रकीर्णकं च काव्यार्थानां द्वादश योनयः" इत्याचार्याः। "उचितसंयोगेन, योक्तृ-संयोगेन, उत्पाद्यसंयोगेन, संयोगविकारेण च सह षोडश" इति यायावरीयः।

तत्र श्रौतः— "उर्वशी हाऽप्सराः पुरूरवसमैडं चकमे"।

अत्रार्थे— "चन्द्राद् बुधः समभवद्भगवान्नरेन्द्रमाद्यं पुरूरवसमैडमसावसूत।
तं चाऽप्सराः स्मरवती चकमे किमन्यद्अत्रोर्वशी स्मितवशीकृतशक्रचेताः॥"

यथा वा—"यदेतन्मण्डलं तपति तन्महदुक्थं ता ऋचः स ऋचां लोकोऽथ यदेतदर्चिर्दीप्यते तन्महाव्रतं तानि सामानि स साम्नां लोकोऽथ य एष तस्मिन् मण्डले पुरुषः सोऽग्निस्तानि यजूंषि स यजुषां लोकः सैषा त्रयी एव विद्या तपति।"

अत्रार्थे— "एतद्यन्मण्डलं खे तपति दिनकृतस्ता ऋचोऽर्चींषि यानि
द्योतन्ते तानि सामान्ययमपि पुरुषो मण्डलेऽणुर्यजूंषि।
एवं यं वेद वेदत्रितयमयमयं वेदवेदी समग्रो
वर्गः स्वर्गापवर्गप्रकृतिरविकृतिः सोऽस्तु सूर्यः श्रिये वः॥"

तच्चेदं वेदहरणम्। यदित्थं कथयन्ति—
"नमोऽस्तु तस्यै श्रुतये यां दुहन्ति पदे पदे।
ऋषयः शास्त्रकाराश्च कवयश्च यथामति॥"

स्मार्तः "बह्वर्थेष्वभियुक्तेन सर्वत्र व्यपलापिना।
विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते॥"

अत्रार्थे— "हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हृता
सम्भावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते॥"

ऐतिहासिकः— "न स सङ्कुचितः पन्था येन बाली हतो गतः।
समये तिष्ठ सुग्रीव मा बालिपथमन्वगाः॥"

अत्र— "मदं नवैश्वर्यबलेन लम्भितं विसृज्य पूर्वः समयो विमृश्यताम्।
जगज्जिघत्सातुरकण्ठपद्धतिर्न बालिनैवाहिततृप्तिरन्तकः॥"

पौराणिकः— "हिरण्यकशिपुर्दैत्यो यां यां स्मित्वाऽप्युदैक्षत ।
भयभ्रान्तैः सुरैश्चक्रे तस्यै तस्यै दिशे नमः ॥"

अत्र— "स सञ्चरिष्णुर्भुवनत्रयेऽपि यां यदृच्छयाऽशिश्रियदाश्रयः श्रियः ।
अकारि तस्यै मुकुटोपलस्खलत्करैस्त्रिसन्ध्यं त्रिदशैर्दिशे नमः ॥"

अत्राहुः— "श्रुतीनां साङ्गशाखानामितिहासपुराणयोः ।
अर्थग्रन्थः कथाभ्यासः कवित्वस्यैकमौषधम् ॥
इतिहासपुराणाभ्यां चक्षुर्भ्यामिव सत्कविः ।
विवेकाञ्जनशुद्धाभ्यां सूक्ष्ममप्यर्थमीक्षते ॥
वेदार्थस्य निबन्धेन श्लाघ्यन्ते कवयो यथा ।
स्मृतीनामितिहासस्य पुराणस्य तथा तथा ॥"

द्विविधः प्रामाणिको मैमांसिकस्तार्किकश्च । तत्र प्रथमः : शब्दस्य सामान्यमभिधेयं विशेषश्चार्थः ।

अत्र— "सामान्यवाचि पदमप्यभिधीयमानं मां प्राप्य जातमभिधेयविशेषनिष्ठम्
स्त्री काचिदित्यभिहिते सततं मनो मे तामेव वामनयनां विषयीकरोति ॥"

तर्केषु साङ्ख्यीयः— "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥"

अत्र— "य एते यज्वानः प्रथितमहसो येऽप्यवनिपा मृगाक्ष्यो याश्चैताः कृतमपरसंसारकथया ।
अमी ये दृश्यन्ते फलकुसुमनम्राश्च तरवो जगत्येवंरूपा विलसति मृदेषा भगवती ॥"

न्यायवैशेषिकीयः—स किंसामग्रीक ईश्वरः कर्ता ? इति पूर्वपक्षः । निरतिशयैश्वर्यस्य तस्य कर्तृत्वमिति सिद्धान्तः ।

अत्र— "किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च ।
अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः
कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः ॥"

बौद्धीयः— विवक्षापूर्वा हि शब्दास्तामेव विवक्षां सूचयेयुः ।

अत्र— "भवतु विदितं शब्दा वक्तुर्विवक्षितसूचकाः स्मरवति यतः कान्ते कान्तां बलात्परिचुम्बति ।
न न न म म मा मा मां स्प्राक्षीर्निषेधपरं वचो भवति शिथिले मानग्रन्थौ तदेव विधायकम् ॥"

लौकायतिकः— भूतेभ्यश्चैतन्यं मदशक्तिवत् ।

अत्र— "बहुविधमिह साक्षिचिन्तकाः प्रवदन्त्यन्यमितः कलेवरात् ।
अपि स सुदति ते च चिन्तकाः प्रलयं यान्ति सहैव चिन्तया ॥"

आर्हतः— शरीरपरिमाण आत्मा, अन्यथा शरीराफल्यमात्माफल्यं वा ।

अत्र— "शरीरमात्रमात्मानं ये वदन्ति जयन्ति ते ।
तच्चुम्बनेऽपि यज्जातः सर्वाङ्गपुलकोऽस्य मे ॥"

सर्वपार्षदत्वात् काव्यविद्यायाः तानिमानन्यांश्चार्थान् व्युत्पत्तये प्रत्यवेक्षेत । आहुश्च—

"यांस्तर्ककर्कशानर्थान्सूक्तिष्वाद्रियते कविः ।
सूर्यांशव इवेन्दौ ते काञ्चिदघ्नन्ति कान्तताम् ॥"

समयविद्यासु शैवसिद्धान्तीयः—"घोरघोरतरातीतब्रह्मविद्याकलातिगः ।
परापरपदव्यापी पायाद्वः परमेश्वरः ॥"

पाञ्चरात्रः— नाद्यन्तवन्तः कवयः पुराणाः सूक्ष्मा बृहन्तोऽप्यनुशासितारः ।
सर्वज्वरान्घ्नन्तु ममानिरुद्ध-प्रद्युम्नसङ्कर्षणवासुदेवाः ॥"

बौद्धसिद्धान्तीयः— "कलिकलुषकृतानि यानि लोके मयि निपतन्तु विमुच्यतां स लोकः ।
मम हि सुचरितेन सर्वसत्त्वाः परमसुखेन सुखावनीं प्रयान्तु ॥"

एवं सिद्धान्तान्तरेष्वपि । राजसिद्धान्तत्रय्यामर्थशास्त्रीयः—

"शमव्यायामाभ्यां प्रतिविहिततन्त्रस्य नृपतेः परं प्रत्यावापः फलति कृतसेकस्तरुरपि ।
बहुव्याजं राज्यं न सुकरमराजप्रणिधिभि र्दुराराधा लक्ष्मीरनवहितचित्तं छलयति ॥"

नाट्यशास्त्रीयः— "एवं धारय देवि बाहुलतिकामेवं कुरुष्वाङ्गकं
मात्युच्चैर्नम कुञ्चयाग्रचरणं मां पश्य तावत्स्थितम् ।
देवीं नर्त्तयतः स्ववक्त्रमुरजेनाम्भोधरध्वानिना
शम्भोर्वः परिपान्तु लम्बितलयच्छेदाहतास्तालिकाः ॥"

कामसूत्रीयः— "नाश्चर्यं त्वयि यल्लक्ष्मीः क्षिप्त्वाऽधोक्षजमागता ।
असौ मन्दरतस्त्वं तु प्राप्तः समरतस्तया ॥"

लौकिकस्तु द्विधा प्राकृतो व्युत्पन्नश्च । तयोः प्रथमः—

"स्फुटितपिठरीबन्धश्लाघ्यो विपक्षगृहेऽप्यभूत् प्रियतम ययोः स्नेहग्रन्थिस्तथा प्रथमं स नौ।
जनवदधुना सप्तन्यावां वसाव इहैव तौ धिगपरिचितं प्रेम स्त्रीणां चिराय च जीवितम् ॥"

यथा वा— "इक्षुदण्डस्य मण्डस्य दध्नः पिष्टकृतस्य च ।
वाराहस्य च मांसस्य सैष गच्छति फाल्गुनः ॥',

द्वितीयो द्विधा—समस्तजनजन्यः कतिपयजनजन्यश्च। तयोः प्रथमोऽनेकधा देशानां बहुत्वात्ः—

तत्र दाक्षिणात्यः—"पिबन्त्यास्वाद्य मरिचं ताम्बूलविशदैर्मुखैः ।
प्रियाधरावदंशानि मधूनि द्रविडाङ्गनाः ॥"

यथा वा— "विरम मदन कस्त्वं चैत्र का शक्तिरिन्दोरिह हि कुसुमवाणाः कुण्ठिताग्राः स्खलन्ति ।
हृदयभुव इमास्ताः कुन्तलप्रेयसीनां प्रहतिकिणकठोरग्रन्थयो वज्रसाराः ॥"

उदीच्यः— "नेपाल्यो वल्लभैः सार्द्धमार्द्रैणमदमण्डनाः ।
ग्रन्थिपर्णकपालीषु नयन्ति ग्रीष्मयामिनीः ॥"

द्वितीयः— "मिथ्यामीलदरालपक्ष्मणि वलत्यन्तः कुरङ्गीदृशो
दीर्घापाङ्गसरित्तरङ्गतरले तल्पोन्मुखं चक्षुषि ।
पत्युः केलिमतः कथां विरमयत्यन्योन्यकण्डूयनात्
कोऽयं व्याहरतीत्युदीर्य निरगात्सव्याजमालीजनः ॥"

कविमनीषानिर्मितं कथातन्त्रमर्थमात्रं वा विरचना ।

तत्राद्या— "अस्ति चित्रशिखो नाम खड्गविद्याधराधिपः ।
दक्षिणे मलयोत्सङ्गे रत्नवत्याः पुरः पतिः ॥"
"तस्य रत्नाकरसुता श्रियो देव्याः सहोदरी ।
स्वयंवरविधावासीत्कलत्रं चित्रसुन्दरी ॥"

द्वितीया— "ज्योत्स्नां लिम्पति चन्दनेन स पुमान् सिञ्चत्यसौ मालती-
मालां गन्धजलैर्मधूनि कुरुते स्वादून्यसौ फाणितैः ।
यस्तस्य प्रथितान्गुणान्प्रथयति श्रीवीरचूडामणेः
तारत्वं स च शाणया मृगयते मुक्ताफलानामपि ॥"

अत्राहुः— "नीचैर्नाथ कथासर्गौ यस्य न प्रतिमाश्रयः।
स कविग्रामणीरत्र शेषास्तस्य कुटुम्बिनः॥"

अभिहितेभ्यो यदन्यत्तत् प्रकीर्णकम्।

तत्र हस्तिशिक्षीयः—"मेघानां क्षणहासतामुपगतो हारः प्रकीर्णो दिशा-
माकाशोल्लसितामितामरवधूपीनस्तनास्फालकः।
क्षुण्णश्चन्द्र इवोल्बणो मदवशादैरावणप्रेरितः
पायाद् वः परिपाकपाण्डुलवलीश्रीतस्करः शीकरः॥"

रत्नपरीक्षीयः— "द्वौ वज्रवर्णौ जगतीपतीनां सद्भिः प्रदिष्टौ न तु सार्वजन्यौ।
यः स्याज्जपाविद्रुमभङ्गशोणो यो वा हरिद्रारससंनिकाशः॥"

धनुर्वेदीयः— "स दक्षिणापाङ्गनिविष्टमुष्टिं नतांसमाकुञ्चितसव्यपादम्।
ददर्श चक्रीकृतचारुचापं प्रहर्तुमभ्युद्यतमात्मयोनिम्॥"

योगशास्त्रीयः— "यः सर्वेषां हृदयकमले प्राणिनामेकहंस-
स्त्वं जागर्षि स्वपिषि च मुहुर्बुध्यसे नापि बुद्धः।
तं त्वाराध्य प्रवितत्धियो बन्धभेदं विधाय
ध्वस्तातङ्का विमलमहसस्ते भवन्तो भवन्ति॥"

एवं प्रकीर्णान्तरमपि। उचितसंयोगः—

"पाण्ड्योऽयमंसार्पितलम्बहारः क्लृप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन।
आभाति बालातपरक्तसानुः सनिर्झरोद्गार इवाद्रिराजः॥"

योक्तृसंयोगः— "कुर्वद्भिः सुरदन्तिनो मधुलिहामस्वादु दानोदकं
तन्वानैर्नमुचिद्रुहो भगवतश्चक्षुःसहस्रव्यथाम्।
मज्जन् स्वर्गतरङ्गिणीजलभरे पङ्कीकृते पांसुभि-
र्यद्यात्राव्यसनं निनिन्द विमनाः स्वर्लोकनारीजनः॥"

उत्पाद्यसंयोगः—"उभौ यदि व्योम्नि पृथक्प्रवाहावाकाशगङ्गापयसां पतेताम्।
तेनोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः॥"

संयोगविकारः—"गुणानुरागमिश्रेण यशसा तव सर्पता ।
दिग्वधूनां मुखे जातमकस्मादर्द्धकुङ्कुमम् ॥"

यथा वा— "उन्मायत्यम्बुराशिर्विदलति कुमुदं सङ्कुचन्त्यम्बुजानि
स्यन्दन्ते चन्द्रकान्ताः पतितसुमनसः सन्ति शेफालिकाश्च ।
पीयन्ते चन्द्रिकाऽम्भः क्रमसरलगलं किं च किञ्चिच्चकोरा-
श्चन्द्रे कर्पूरगौरद्युतिमृति नभसो याति चूडामणित्वम् ॥"

इदं कविभ्यः कथितमर्थोत्पत्तिपरायणम् ।
इह प्रगल्भमानस्य न जात्वर्थकदर्थना ॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
अर्थानुशासने षोडश काव्यार्थयोनयः अष्टमोऽध्यायः ॥

नवमोऽध्यायः

अर्थव्याप्तिः

"स त्रिधा" इति द्रौहिणिः ; दिव्यो, दिव्यमानुषो, मानुषश्च ।

"सप्तधा" इति यायावरीयः ; पातालीयो, मर्त्यपातालीयो, दिव्यपातालीयो, दिव्यमर्त्यपातालीयश्च । तत्र दिव्यः—

"स्मृत्वा यन्निजवारवासगतया वीणासमं तुम्बुरोर्
उद्गीतं नलकूबरस्य विरहादुत्कञ्चुलं रम्भया ।
तेनैरावणकर्णचापलमुषा शक्रोऽपि निद्रां जहद्
भूयः कारित एव हासिनि शचीवक्त्रे दृशां सम्भ्रमम् ॥"

दिव्यमानुषस्तु चतुर्द्धा । दिव्यस्य मर्त्यागमने, मर्त्यस्य च स्वर्गगमन इत्येको भेदः। दिव्यस्य मर्त्यभावे, मर्त्यस्य च दिव्यभाव इति द्वितीयः। दिव्येतिवृत्तपरिकल्पनया तृतीयः। प्रभावाविर्भूतदिव्यरूपतया चतुर्थः ।

तत्र दिव्यस्य मर्त्यागमनम्—"श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि ।
वसन् ददर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः ॥"

मर्त्यस्य स्वर्गगमनम्—

"पाण्डोर्नन्दन नन्दनं वनमिदं सङ्कल्पजैः सीधुभिः
क्लृप्तापानककेलि कल्पतरुषु द्वन्द्वैः सुधालेहिनाम् ।
अप्यत्रेन्दुशिलालवालवलयं सन्तानकानां तले
ज्योत्स्नासङ्गलदच्छनिर्झरजलैर्यत्नं विना पूर्यते ॥"

दिव्यस्य मर्त्यभावः—"इति विकसति तस्मिन्नन्ववाये यदूनां समजनि वसुदेवो देवकी यत्कलत्रम्।
किमपरमथ तस्मात्षोडशस्त्रीसहस्रप्रणिहितपरिरम्भः पद्मनाभो बभूव ॥"

मर्त्यस्य दिव्यभावः—"आकाशयानतटकोटिकृतैकपादास्त्वद्धेमदण्डयुगलान्यवलम्ब्य हस्तैः ।
कौतूहलात्तव तरङ्गविघट्टितानि पश्यन्ति देवि मनुजाः स्वकलेवराणि ॥"

दिव्येतिवृत्तपरिकल्पना—"ज्योत्स्नापूरप्रसरविशदे सैकतेऽस्मिन् सरय्वा
वादद्यूतं चिरतरमभूत् सिद्धयूनोः कयोश्चित् ।
एको ब्रूते प्रथमनिहतं कैटभं कंसमन्यः
स त्वं तत्त्वं कथय भवता को हतस्तत्र पूर्वम् ॥"

प्रभावाविर्भूतदिव्यभावः —"मा गाः पातालमुर्वि स्फुरसि किमपरं पाद्यमानः कुदैत्य
त्रैलोक्यं पादपीतप्रथिम नहि बले पूरयस्यूनमङ्के ः ।
इत्युत्स्वप्नायमाने भुवनमृति शिशावङ्कसुप्ते यशोदा
पायाच्चक्राङ्कपादप्रणतिपुलकितस्मेरगण्डस्थला वः ॥"

मर्त्यः— "वधूः श्वश्रूस्थाने व्यवहरति पुत्रः पितृपदे पदे रिक्ते रिक्ते विनिहितपदार्थान्तरमिति ।
नदीस्रोतोन्यायादकलितविवेकक्रमघनं न च प्रत्यावृत्तिः प्रवहति जगत्पूर्णमथ च ॥"

पातालीयः— "कर्कोटः कोटिकृत्वः प्रणमति पुरतस्तक्षके देहि चक्षुः
सज्जः सेवाञ्जलिस्ते कपिलकुलिकयोः स्तौति च स्वस्तिकस्त्वाम् ।
पद्मः सद्मैष भक्तेरवलगति पुरः कम्बलोऽयं बलोऽयं
सोत्सर्पः सर्पराजो व्रजतु निजगृहं प्रेष्यतां शङ्खपालः ॥"

मर्त्यपातालीयः— "आर्द्रावले व्रज न वेत्स्यपकर्ण कर्णं द्विः सन्दधाति न शरं हरशिष्यशिष्यः ।
तत्साम्प्रतं समिति पश्य कुतूहलेन मर्त्यैः शरैरिति किरीटिकिरीटनाथम् ॥"

इहापि पूर्ववत् समस्तमिश्रभेदानुगमः ।

दिव्यपातालीयः—"स पातु वो यस्य शिखाश्मकर्णिकं स्वदेहनालं फणपत्रसञ्चयम् ।
विभाति जिह्वायुगलोलकेसरं पिणाकिनः कर्णभुजङ्गपङ्कजम् ॥"

स्वर्गमर्त्यपातालीय :—"आस्तीकोऽस्ति मुनिः स्म विस्मयकृतः पारीक्षितीयान्मखात्
त्राता तक्षकलक्ष्मणः फणभृतां वंशस्य शक्रस्य च ।
उद्वेल्लन्मलयाद्रिचन्दनलतास्वान्दोलनप्रक्रमे
यस्याद्यापि सविभ्रमं फणिवधूवृन्दैर्यशो गीयते ॥"

सोऽयमित्थङ्कारमुल्लिख्योपजीव्यमानो निःसीमाऽर्थसार्थः सम्पद्यते । "अस्तु नाम निःसीमाऽर्थसार्थः । किन्तु द्विरूप एवासौ विचारितसुस्थोऽविचारितरमणीयश्च इति । तयोः पूर्वमाश्रितानि शास्त्राणि तदुत्तरं काव्यानि" इत्यौद्भटाः ।

यथा— "अपां लङ्घयितुं राशिं रुचा पिञ्जरयन्नभः ।
खमुत्पपात हनुमान्नीलोत्पलदलद्युति ॥"

यथा वा— "त आकाशमसिश्यामम्मुत्पत्य परमर्षयः ।
आसेदुरोषधिप्रस्थं मनसा समरंहसः ॥"

यथा च— "तदेव वारि सिन्धूनां महत्स्थेमार्चिषामिति" इत्यादि ॥

"न स्वरूपनिबन्धनमिदं रूपमाकाशस्य सरित्सलिलादेर्वा किन्तु प्रतिभासनिबन्धनम्। न च प्रतिभासस्तादात्म्येन वस्तुन्यवतिष्ठते। यदि तथा स्यात्सूर्याचन्द्रमसोर्मण्डले दृष्ट्या परिच्छिद्यमानद्वादशाङ्गुलप्रमाणे पुराणाद्यागमनिवेदितधरावलयमात्रे न स्तः" इति यायावरीयः।
एवं नक्षत्रादीनां सरित्सलिलादीनामन्येषां च। यथाप्रतिभासं च वस्तुनः स्वरूपं शास्त्रकाव्ययोर्निबन्धोपयोगि।

शास्त्रे यथा— "प्रशान्तजलभृत्पङ्के विमले वियदम्भसि।
ताराकुमुदसम्बन्धे हंसायत इवोडुराट् ॥"

काव्यानि पुनरेतन्मयान्येव। "अस्तु नाम निःसीमाऽर्थसार्थः। किन्तु रसवत एव निबन्धो युक्तो न नारसस्य" इत्यापराजितिः।

यदाह— "मज्जनपुष्पावचयनसन्ध्याचन्द्रोदयादिवाक्यमिह।
सरसमपि नातिबहुलं प्रकृतरसानन्वितं रचयेत्।
यस्तु सरिदद्रिसागरपुरतुरगरथादिवर्णने यत्नः
कविशक्तिख्यातिफलो विततधियां नो मतः स इह ॥"

'आम्' इति यायावरीयः। अस्ति चानुभूयमानो रसस्यानुगुणो विगुणश्चार्थः, काव्ये तु कविवचनानि रसयन्ति विरसयन्ति च नार्थाः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चेदमुपलभ्यते। तत्र सरिद्वर्णनरसवत्ता—

"एतां विलोकय तनूदरि ताम्रपर्णीमम्भोनिधौ विवृतशुक्तिपुटोद्धृतानि।
यस्याः पयांसि परिणाहिषु हारमूर्त्या वामभ्रुवां परिणमन्ति पयोधरेषु ॥"

अद्रिवर्णनरसवत्ता—

"एतास्ता मलयोपकण्ठसरितामेणाक्षि रोधोभुवश्
चापाभ्यासनिकेतनं भगवतः प्रेयो मनोजन्मनः।
यासु श्यामनिशासु पीततमसो मुक्तामयीश्चन्द्रिकाः
पीयन्ते विवृतोर्ध्वचञ्चु विचलत्कण्ठं चकोराङ्गनाः ॥"

सागरवर्णनरसवत्ता—

"धत्ते यत् किलकिञ्चितैकगुरुतामेणीदृशां वारुणी
वैधुर्यं विदधाति दम्पतिदृशां यच्चन्द्रिकार्द्रं नभः ।
यच्च स्वर्गसदां वयः स्मरसुहृन्नित्यं सदा सम्पदां
यल्लक्ष्मीरधिदैवतं च जलधेस्तत्कान्तमाचेष्टितम् ॥"

एवं पुरतुरगादिरसवत्तापि । विप्रलम्भेऽप्यतिरसवत्ता—

"विधर्माणो भावास्तदुपहितवृत्तेर्न धृतये सरूपत्वादन्ये विहितविफलौत्सुक्यविरसाः ।
ततः स्वेच्छं पूर्वैरवरसमितरेभ्यः प्रतिहतं क्व हीनं प्रेयस्या हृदयमिदमन्यत्र रमताम् ॥"

कुकविर्विप्रलम्भेऽपि रसवत्तां निरस्यति ।
अस्तु वस्तुषु मा वा भूत् कविवाचि रसः स्थितः ॥

"यथा तथा वाऽस्तु वस्तुनो रूपं, वक्तृप्रकृतिविशेषायत्ता तु रसवत्ता । तथा च यमर्थं रक्तः स्तौति तं विरक्तः विनिन्दति । मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते—" इति पाल्यकीर्तिः ।

"येषां वल्लभया समं क्षणमिव स्फारा क्षपा क्षीयते
तेषां शीततरः शशी विरहिणामुल्केव सन्तापकृत् ।
अस्माकं न तु वल्लभा न विरहस्तेनोभयभ्रंशिना-
मिन्दू राजति दर्पणाकृतिरयं नोष्णो न वा शीतलः ॥"

"विदग्धभणितिभङ्गिनिवेद्यं वस्तुनो रूपं न नियतस्वभावम्"—इत्यवन्तिसुन्दरी ।

तदाह— "वस्तुस्वभावोऽत्र कवेरतन्त्रं गुणागुणावुक्तिवशेन काव्ये ।
स्तुवन्निबध्नात्यमृतांशुमिन्दुं निन्दंस्तु दोषाकरमाह धूर्तः ॥"

"उभयमुपपन्नम्"—इति यायावरीयः ।

स पुनर्द्विधा :—मुक्तकप्रबन्धविषयत्वेन । तावपि प्रत्येकं पञ्चधा :—शुद्धः, चित्रः, कथोत्थः, संविधानकभूः, आख्यानकवांश्च इति ।

तत्र मुक्तेतिवृत्तः शुद्धः। स एव सप्रपञ्चश्चित्रः। वृत्तेतिवृत्तः कथोत्थः। सम्भावितेतिवृत्तः संविधानकभूः। परिकल्पितेतिवृत्तः आख्यानकवान्। तत्र—

मुक्तके शुद्धः—"सा पत्युः प्रथमापराधकरणे शिक्षोपदेशं विना
नो जानाति सविभ्रमाङ्गवलनावक्रोक्तिचित्रां गतिम्।
स्वच्छैरच्छकपोलभित्तिगलितैः पर्यस्तनेत्रोत्पला
बाला केवलमेव रोदिति लुठल्लोलोदकैरश्रुभिः॥"

चित्रः— "दूरादुत्सुकमागते विवलितं सम्भाषिणि स्फारितं
संश्लिष्यत्यरुणं गृहीतवसने कोपाञ्चितभ्रूलतम्।
मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे बाष्पाम्बुपूर्णं क्षणा-
च्चक्षुर्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि॥"

कथोत्थः—"दत्त्वा रुद्धगतिः खसाधिपतये देवीं ध्रुवस्वामिनीं
यस्मात्खण्डितसाहसो निववृते श्रीशर्मगुप्तो नृपः।
तस्मिन्नेव हिमालये गुरुगुहाकोणक्वणत्किन्नरे
गीयन्ते तव कार्त्तिकेयनगरस्त्रीणां गणैः कीर्त्तयः॥"

संविधानकभूः— "दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादराद्
एकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः।
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसाम्
अन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति॥"

यथा च— "कुर्वत्या कुङ्कुमाम्भः कपिशितवपुषं यत्तदा राजहंसीं
क्रीडाहंसो मयाऽसावजनि विरहितश्चक्रवाकीभ्रमेण।
तस्यैतत्पाप्मनो मे परिणमति फलं यत्पुरे प्रेमबन्धाद्
एकत्रावां वसावो न च दयित दशाऽप्यस्ति नौ सन्निकर्षः॥"

आख्यानकवान्— "अर्थिजनार्थधृताना वनकरिणां प्रथमकल्पितैर्दशनैः।
चक्र परोपकारी हैहयजन्मा गृहं शम्भोः॥"

निबन्धे शुद्धः—"स्तिमितविकसितानामुल्लसद्भ्रूलतानां मसृणमुकुलितानां प्रान्तविस्तारभाजाम्।
प्रतिनयननिपाते किंचिदाकुञ्चितानां सुचिरमहमभूवं पात्रमालोकितानाम् ॥"

चित्रः—"अलसवलितमुग्धस्निग्धनिष्पन्दमन्दैरधिकविकसदन्तर्विस्मयस्मेरतारैः।
हृदयमशरणं मे पक्ष्मलाक्ष्याः कटाक्षैरपहृतमपविद्धं पीतमुन्मूलितं च ॥"

कथोत्थः—"अभिलाषमुदीरितेन्द्रियः स्वसुतायामकरोत् प्रजापतिः।
अथ तेन निगृह्य विक्रियामभिशप्तः फलमेतदन्वभूत् ॥"

संविधानकभूः—"क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मरुतां चरन्ति।
तावत् स वह्निर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥"

आख्यानकवान्—"पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम्।
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं जघान ॥"

किंच संस्कृतवत् सर्वासु अपि भाषासु यथासामर्थ्यं यथारुचि यथाकौतुकं चावहितः स्यात्। शब्दार्थयोश्चाभिधानाभिधेयव्यापारप्रगुणतामवबुध्यते।

तदुक्तम्—"एकोऽर्थः संस्कृतोक्त्या स सुकविरचनः प्राकृतेनाऽपरोऽस्मि-
न्नन्योऽपभ्रंशगीर्भिः किमपरमपरो भूतभाषाक्रमेण।
द्वित्राभिः कोऽपि वाग्भिर्भवति चतसृभिः किंच कश्चिद्विवेक्तुं
यस्येत्थं धीः प्रगल्भा स्नपयति सुकवेस्तस्य कीर्तिर्जगन्ति ॥"

इत्यक्षारं घनैरर्थैर्व्युत्पन्नमनसः कवेः।
दुर्गमेऽपि भवेन्मार्गे कुण्ठिता न सरस्वती ॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
अर्थानुशासने अर्थव्याप्तिर्नवमोऽध्यायः ॥

दशमोऽध्यायः

कविचर्या राजचर्या च

गृहीतविद्योपविद्यः काव्यक्रियायै प्रयतेत। नामधातुपारायणे, अभिधानकोशः, छन्दोविचितिः, अलंकारतन्त्रं च काव्यविद्याः। कलास्तु चतुःषष्टिरुपविद्याः। सुजनोपजीव्यकविसन्निधिः, देशवार्ता, विदग्धवादो, लोकयात्रा, विद्वद्गोष्ठ्यश्च काव्यमातरः पुरातनकविनिबन्धाश्च। किञ्च—

स्वास्थ्यं प्रतिमाभ्यासो भक्तिर्विद्वत्कथा बहुश्रुतता।
स्मृतिदार्ढ्यमनिर्वेदश्च मातरोऽष्टौ कवित्वस्य॥

अपि च नित्यं शुचिः स्यात्। त्रिधा च शौचं—वाक्शौचं, मनःशौचं, कायशौचं च। प्रथमे शास्त्रजन्मनी। तार्तीयीकं तु सनखच्छेदौ पादौ, सताम्बूलं मुखं, सविलेपनमात्रं वपुः, महार्हमनुल्बणं च वासः, सकुसुमं शिर इति।

शुचि शीलनं हि सरस्वत्याः संवननमामनन्ति। स यत्स्वभावः कविस्तदनुरूपं काव्यम्। यादृशाकारश्चित्रकरस्तादृशाकारमस्य चित्रमिति प्रायोवादः। स्मितपूर्वमभिभाषणं, सर्वत्रोक्तिगर्भमभिधानं, सर्वतो रहस्यान्वेषणं, परकाव्यदूषणवैमुख्यमनभिहितस्य, अभिहितस्य तु यथार्थमभिधानम्।

तस्य भवनं सुसंमृष्टं, ऋतुषट्कोचितविविधस्थानं, अनेकतरुमूलकल्पितापाश्रयवृक्षवाटिकं, सक्रीडापर्वतकं, सदीर्घिकापुष्करिणीकं, ससरित्समुद्रावर्तकं, सकुल्याप्रवाहं, सबर्हिणहरिणहारीतं, ससारसचक्रवाकहंसं, सचकोरक्रौञ्चकुररशुकसारिकं, घर्मक्लान्तिचौरं, सभूमिधारागृहयन्त्रलतामण्डपकं, सदोलाप्रेङ्खं च स्यात्। काव्याभिनिवेशखिन्नस्य मनसस्तद्विनिर्वेदच्छेदायाज्ञामूकपरिजनं विजनं वा तस्य स्थानम्। अपभ्रंशभाषणप्रवणः परिचारकवर्गः, समागधभाषाभिनिवेशिन्यः परिचारिकाः। प्राकृतसंस्कृतभाषाविदः आन्तःपुरिकाः। मित्राणि च अस्य सर्वभाषाविन्दि भवेयुः। सदःसंस्कारविशुद्ध्यर्थं सर्वभाषाकुशलः, शीघ्रवाक्, चार्वक्षरः, इङ्गिताकारवेदी, नानालिपिज्ञः, कविः, लाक्षणिकश्च लेखकः स्यात्। तदसन्निधावतिरात्रादिषु पूर्वोक्तानामन्यतमः।

स्वभवने हि भाषानियमं यथा प्रभुर्विदधाति तथा भवति। श्रूयते हि मगधेषु शिशुनागो नाम राजा; तेन दुरुच्चारानष्टौ वर्णानपास्य स्वान्तःपुर एव प्रवर्तितो नियमः, टकारादयश्चत्वारो मूर्द्धन्यास्तृतीयवर्जमूष्माणस्त्रयः क्षकारश्चेति।

श्रूयते च सूरसेनेषु कुविन्दो नाम राजा ; तेन परुषसंयोगाक्षरवर्जमन्तःपुर एवेति समानं पूर्वेण ।

श्रूयते च कुन्तलेषु सातवाहनो नाम राजा ; तेन प्राकृतभाषात्मकमन्तःपुर एवेति समानं पूर्वेण ।

श्रूयते चोज्जयिन्यां साहसाङ्को नाम राजा ; तेन संस्कृतभाषात्मकमन्तःपुर एवेति समानं पूर्वेण ।

तस्य सम्पुटिका सफलकखटिका, समुद्गकः, सलेखनीकमसीभाजनानि ताडिपत्त्राणि भूर्जत्वचो वा, सलोहकण्टकानि तालदलानि, सुसम्मृष्टा भित्तयः, सततसन्निहिताः स्युः ।

"तद्धि काव्यविद्यायाः परिकरः" इति आचार्याः । "प्रतिभैव परिकरः" इति यायावरीयः ।

"कविः प्रथममात्मानमेव कल्पयेत्, कियान्मे संस्कारः, क्व भाषाविषये शक्तोऽस्मि, किंरुचिर्लोकः परिवृढो वा, कीदृशि गोष्ठ्यां विनीतः, क्वास्य वा चेतः संसजत इति बुद्ध्वा भाषाविशेषमाश्रयेत" इति आचार्याः ।

"एकदेश-कवेरियं नियमतन्त्रणा, स्वतन्त्रस्य पुनरेकभाषावत् सर्वा अपि भाषाः स्युः" इति यायावरीयः । देशविशेषवशेन च भाषाश्रयणं दृश्यते । तदुक्तम्—

"गौडाद्याः संस्कृतस्थाः परिचितरुचयः प्राकृते लाटदेश्याः
सापभ्रंशप्रयोगाः सकलमरुभुवष्टक्कभादानकाश्च ।
आवन्त्याः पारियात्राः सह दशपुरजैर्भूतभाषां भजन्ते
यो मध्येमध्यदेशं निवसति स कविः सर्वभाषानिषण्णः ॥"

जानीयाल्लोकसाम्मत्यं कविः कुत्र ममेति च ।
असम्मतं परिहरेन्मतेऽभिनिविशेत च ॥
जनापवादमात्रेण न जुगुप्सेत चात्मनि ।
जानीयात्स्वयमात्मानं यतो लोको निरंकुशः ॥
गीतसूक्तिरतिक्रान्ते स्तोता देशान्तरस्थिते ।
प्रत्यक्षे तु कवौ लोकः सावज्ञः सुमहत्यपि ॥
प्रत्यक्षकविकाव्यं च रूपं च कुलयोषितः ।
गृहवैद्यस्य विद्या च कस्मैचिद् यदि रोचते ॥

इदं महाहासकरं विचेष्टितं परोक्तिपाठकरतारतोऽपि यत्।
सदुक्तिरत्नाकरतां गतान् कवीन् कवित्वमात्रेण समेन निन्दति ॥

वचः स्वादु सतां लेह्यं लेशस्वाद्वपि कौतुकात्।
बालस्त्रीहीनजातीनां काव्यं याति मुखान्मुखम् ॥
कार्यविसरसज्ञानां परिव्राजां महीभुजाम्।
काव्यं सद्यः कवीनां च भ्रमत्यहा दिशो दश ॥
पितुर्गुरुनरेन्द्रस्य सुतशिष्यपदातयः।
अविविच्यैव काव्यानि स्तुवन्ति च पठन्ति च ॥

किञ्च नार्द्धकृतं पठेदसमाप्तितस्य फलमिति कविरहस्यम्। न नवीनमेकाकिनः पुरतः। स हि स्वीयं ब्रुवाणः कतरेण साक्षिणा जीयेत। न च स्वकृतिं बहु मन्येत। पक्षपातो हि गुणदोषौ विपर्यासयति। न च दृप्येत्। दर्पलवोऽपि सर्वसंस्कारानुच्छिनत्ति। परैश्च परीक्षयेत्। यदुदासीनः पश्यति न तदनुष्ठातेति प्रायोवादः। कविमानिनं तु छन्दोऽनुवर्त्तनेन रञ्जयेत्। कविम्मन्यस्य हि पुरतः सूक्तमरण्यरुदितं स्याद् विप्लवेत च। तदाह—

"इदं हि वैदग्ध्यरहस्यमुत्तमं पठेन्न सूक्तिं कविमानिनः पुरः।
न केवलं तां न विभावयत्यसौ स्वकाव्यबन्धेन विनाशयत्यपि ॥"

अनियतकालाः प्रवृत्तयो विप्लवन्ते तस्माद्दिवसं निशां च यामक्रमेण चतुर्द्धा विभजेत्। स प्रातरुत्थाय कृतसन्ध्यावरिवस्यः सारस्वतं सूक्तमधीयीत। ततो विद्यावसथे यथासुखमासीनः काव्यस्य विद्या उपविद्याश्चानुशीलयेदाप्रहरात्। न ह्येवंविधमन्यत्प्रतिभाहेतुर्यथा प्रत्यग्रसंस्कारः। द्वितीये काव्यक्रियाम्। उपमध्याह्नं स्नायादविरुद्धं भुञ्जीत च। भोजनान्ते काव्यगोष्ठीं प्रवर्त्तयेत्। कदाचिच्च प्रश्नोत्तराणि भिन्दीत। काव्यसमस्याधारणा, मातृकाभ्यासः, चित्रा योगा इति आ-यामत्रयम्। चतुर्थ एकाकिनः परिमितपरिषदो वा पूर्वाह्णभागविहितस्य काव्यस्य परीक्षा। रसावेशतः काव्यं विरचयतो न च विवेक्त्री दृष्टिस्तस्मादनुपरीक्षेत। अधिकस्य त्यागो, न्यूनस्य पूरणम्, अन्यथास्थितस्य परिवर्त्तनं, प्रस्मृतस्यानुसन्धानं च इत्यहीनम्।

सायं सन्ध्यामुपासीत सरस्वतीं च। ततो दिवा विहितपरीक्षितस्याभिलेखनमाप्रदोषात्। यावदार्त्ति स्त्रियमभिमन्येत। द्वितीयतृतीयौ साधु शयीत। सम्यक्स्वापो वपुषः परमारोग्याय। चतुर्थे सप्रयत्नं प्रतिबुध्येत। ब्राह्मे मुहूर्त्ते मनः प्रसीदत्तांस्तानर्थानध्यक्षयति—इत्याहो-रात्रिकम्।

चतुर्विधश्चासौ—असूर्यम्पश्यो, निषण्णो, दत्तावसरः, प्रायोजनिकश्च (इति)। यो गुहागर्भ-भूमिगृहादिप्रवेशान्नैष्ठिकवृत्तिः कवते असावसूर्यम्पश्यः। तस्य सर्वे कालाः। यः काव्यक्रियायामभि-निविष्टः कवते न च नैष्ठिकवृत्तिः स निषण्णः। तस्यापि त एव कालाः।

यः सेवादिकमविरुन्धानः कवते स दत्तावसरः। तस्य कतिपये कालाः। निशायास्तुरीयो यामार्द्धः, स हि सारस्वतो मुहूर्त्तः। भोजनान्तः सौहित्यं हि स्वास्थ्यमुपस्थापयति। व्यवायोपरमः यदार्त्तिविनिवृत्तिरेकमेकाग्रतायतनम्। वाप्ययानयात्रा। विषयान्तरविनिवृत्तं हि चित्तं यत्र यत्र प्रणिधीयते तत्र तत्र गुडूचीलागं लगति। यदा यदा चात्मनः क्षणिकतां मन्यते स स काव्यकरणकालः।

यस्तु प्रस्तुतं किञ्चन संविधानकमुद्दिश्य कवते, स प्रायोजनिकः। तस्य प्रयोजनवशात् कालव्यवस्था। बुद्धिमदाहार्यबुद्ध्योरियं नाममुद्रा। औपदेशिकस्य पुनरिच्छैव। सर्वे कालाः सर्वाश्च नियममुद्राः।

पुरुषवत् योषितोऽपि कवीभवेयुः। संस्कारो ह्यात्मनि समवैति, न स्त्रैणं पौरुषं वा विभागमपेक्षते। श्रूयन्ते दृश्यन्ते च राजपुत्र्यो महामात्रदुहितरो गणिकाः कौतुकिभार्याश्च शास्त्रप्रहतबुद्धयः कवयश्च।

सिद्धं च प्रबन्धमनेकादर्शगतं कुर्यात्। यदित्थं कथयन्ति—

निक्षेपो विक्रयो दानं देशत्यागोऽल्पजविता।
त्रुटिको वह्निरम्भश्च प्रबन्धोच्छेदहेतवः॥
दारिद्र्यं व्यसनासक्तिरवज्ञा मन्दभाग्यता।
दुष्टे द्विष्टे च विश्वासः पञ्च काव्यमहापदः॥ इति।

पुनः समापयिष्यामि, पुनः संस्करिष्यामि, सुहृद्भिः सह विवेचयिष्यामि इति कर्तुराकुलता राष्ट्रोपप्लवश्च प्रबन्धविनाशकारणानि।

अहर्निशाविभागेन य इत्थं कवते कृती।
एकावलीव तत्काव्यं सतां कण्ठेषु लम्बते॥
यथा यथाऽभियोगश्च संस्कारश्च भवेत् कवेः।
तथा तथा निबन्धानां तारतम्येन रम्यता॥
मुक्तके कवयोऽनन्ताः सङ्घाते कवयः शतम्।
महाप्रबन्धे तु कविरेको द्वौ दुर्लभास्त्रयः॥

अत्राह स्म— "बह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णमभिधीयते ।
अनुज्झितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥"
रीतिं विचिन्त्य विगणय्य गुणान् विगाह्य शब्दार्थसार्थमनुसृत्य च सूक्तिमुद्राः ।
कार्यो निबन्धविषये विदुषा प्रयत्नः के पोतयन्त्ररहिता जलधौ प्लवन्ते ॥
लीलाभिधोपनिषदां सविधे बुधानामभ्यस्यतः प्रतिदिनं बहुदृश्वनोऽपि ।
किञ्चित् कदाचन कथञ्चन सूक्तिपाकाद् वाक्तत्त्वमुन्मिषति कस्यचिदेव पुंसः ॥

इत्यनन्यमनोवृत्तेर्निःशेषेऽस्य क्रियाक्रमे ।
एकपत्नीव्रतं धत्ते कवेर्देवी सरस्वती ॥
सिद्धिः सूक्तिषु सा तस्य जायते जगदुत्तरा ।
मूलच्छायां न जानाति यस्याः सोऽपि गिरां गुरुः ॥

राजा कविः कविसमाजं विदधीत । राजनि कवौ सर्वो लोकः कविः स्यात् । स काव्य-परीक्षायै सभां कारयेत् । सा षोडशभिः स्तम्भैश्चतुर्भिर्द्वारैरष्टभिर्मत्तवारणीभिरुपेता स्यात् । तदनुलग्नं राज्ञः केलिगृहम् । मध्येसभं चतुःस्तम्भान्तरा हस्तमात्रोत्सेधा समणिभूमिका वेदिका । तस्यां राजासनम् । तस्य चोत्तरतः संस्कृता कवयो निविशेरन् । बहुभाषाकवित्वे यो यत्राधिकं प्रवीणः स तेन व्यपदिश्यते । यस्त्वनेकत्र प्रवीणः स संक्रम्य तत्र तत्रोपविशेत् । ततः परं वेदविद्याविदः प्रामाणिकाः पौराणिकाः स्मार्ता भिषजो मौहूर्त्तिका अन्येऽपि तथाविधाः । पूर्वेण प्राकृताः कवयः, ततः परं नटनर्त्तकगायनवादनवाग्जीवनकुशीलवतालावचरा अन्येऽपि तथाविधाः । पश्चिमेनापभ्रंशिनः कवयः ; ततः परं चित्रलेप्यकृतो माणिक्यबन्धका वैकटिकाः स्वर्णकारवर्द्धकिलोहकारा अन्येऽपि तथाविधाः । दक्षिणतो भूतभाषाकवयः, ततः परं भुजङ्गा गणिकाः प्लवकशौभिकजम्भकमल्लाः शस्त्रोपजीविनोऽन्येऽपि तथाविधाः ।

तत्र यथासुखमासीनः काव्यगोष्ठीं प्रवर्त्तयेत् भावयेत् परीक्षेत च । वासुदेवसातवाहन-शूद्रकसाहसाङ्कादीन् सकलान् सभापतीन् दानमानाभ्यामनुकुर्यात् । तुष्टपुष्टाश्चास्य सभ्या भवेयुः, स्थाने च पारितोषिकं लभेरन् । लोकोत्तरास्य काव्यस्य च यथार्हा पूजा कवेर्वा । अन्तराऽन्तरा च काव्यगोष्ठीं शास्त्रवादाननुजानीयात् । मध्वपि नाऽनवदंशं स्वदते । काव्यशास्त्रविरतौ विज्ञानिष्वभिरमेत । देशान्तरागतानां च विदुषामन्यद्वारा सङ्गं कारयेत् औचित्याद् यावत् स्थितिपूजां च । वृत्तिकामांश्चोपजपेत् संगृह्णीयाच्च । पुरुषरत्नानामेक एव राजोदन्वान्

भाजनम्। राजचरितं च राजोपजीविनोऽप्यनुकुर्युः। राज्ञ एव ह्यसावुपकारो यद्राजोपजीविनां संस्कारः।

महानगरेषु च काव्यशास्त्रपरीक्षार्थं ब्रह्मसभाः कारयेत्। तत्परीक्षोत्तीर्णानां ब्रह्मरथयानं पट्टबन्धश्च।

श्रूयते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा।

"इह कालिदासमेण्ठावत्राऽमररूपसूरभारवयः।
हरिचन्द्रचन्द्रगुप्तौ परीक्षिताविह विशालायाम्॥"

श्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा—

"अत्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनिपिङ्गलाविह व्याडिः।
वररुचिपतञ्जली इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः॥"

इत्थं सभापतिर्भूत्वा यः काव्यानि परीक्षते।
यशस्तस्य जगद्व्यापि स सुखी तत्र तत्र च॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
कविचर्या राजचर्या च दशमोऽध्यायः॥

एकादशोऽध्यायः

शब्दहरणम्

परप्रयुक्तयोः शब्दार्थयोरुपनिबन्धो हरणम्। तद् द्विधा—परित्याज्यमनुग्राह्यं च। तयोः शब्दहरणमेव तावत् पञ्चधा—पदतः, पादतः, अर्द्धतः, वृत्ततः, प्रबन्धतश्च इति।

"तत्रैकपदहरणं न दोषाय" इत्याचार्याः। "अन्यत्र द्व्यर्थपदात्" इति यायावरीयः।

तत्र श्लिष्टस्य श्लिष्टपदेन हरणम्—"दूराकृष्टशिलीमुखव्यतिकराज्जो किं किरातानिमान्
आराद् व्यावृतपीतलोहितमुखान् किं वा पलाशानपि।
पान्थाः केसरिणं न पश्यत पुरोऽप्येनं वसन्तं वने
मूढा रक्षत जीवितानि शरणं यात प्रियां देवताम्॥"

यथा च— "मा गाः पान्थ प्रियां त्यक्त्वा दूराकृष्टशिलीमुखम्।
स्थितं पन्थानमावृत्य किं किरातं न पश्यसि॥"

श्लिष्टपदैकदेशेन हरणम्— "नाश्चर्यं यदनार्याप्तावस्तप्रीतिरयं मयि।
मांसोपयोगं कुर्वीत कथं क्षुद्रहितो जनः॥"

यथा च— "कोपान्मानिनि किं स्फुरत्यतितरां शोभाधरस्तेऽधरः
किं वा चुम्बनकारणाद् दयित नो वायोर्विकारादयम्।
तस्मात् सुभ्रु सुगन्धिमाहितरसं स्निग्धं भजस्वाऽऽदरान्
मुग्धे मांसरसं ध्रुवमिति तया गाढं समालिङ्गितः॥"

श्लिष्टस्य यमकेन हरणम्— "हलमपारपयोनिधिविस्तृतं प्रहरता हलिना समराङ्गणे।
निजयशश्च शशाङ्ककलामलं निरवधीरितमाकुलमासुरम्॥"

यथा च— "दलयता विशिखैर्बलमुन्मदं निरवधीरितमाकुलमासुरम्।
दशसु दिक्षु च तेन यशः सितं निरवधीरितमाकुलमासुरम्॥"

श्लिष्टस्य प्रश्नोत्तरेण हरणम्— "यस्यां भुजङ्गवर्गः कर्णायतेक्षणं कामिनीवदनं च"

यथा च— "किं करोति कियत्कालं वेश्यावेश्मनि कामुकः।
कीदृशं वदनं वीक्ष्य तस्याः कर्णायतेक्षणम्॥"

यमकस्य यमकेन हरणम्—"वरदाय नमो हरये पतति जनो यं स्मरन्नपि न मोहरये।
बहुशश्चक्रन्द हता मनसि दितिर्येन दैत्यचक्रं दहता॥"

यथा च— "चक्रं दहतारं चक्रन्द हतारम्।
खड्गेन तवाजौ राजन्नरिनारी॥

एवमन्योन्यसमन्वये अन्येऽपि भेदाः।

नन्विदमुपदेश्यमेव न भवति। यदित्थं कथयन्ति—

"पुंसः कालातिपातेन चौर्यमन्यद् विशीर्यति।
अपि पुत्रेषु पौत्रेषु वाक्चौर्यं च न शीर्यति॥"

"अयमप्रसिद्धः प्रसिद्धिमानहम्, अयमप्रतिष्ठः प्रतिष्ठावानहम्, अप्रक्रान्तमिदमस्य संविधानकं प्रक्रान्तं मम, गुडूचीवचनोऽयं मृद्वीकावचनोऽहम्, अनादृतभाषाविशेषोऽयमहमादृतभाषाविशेषः, प्रशान्तज्ञातृकमिदं, देशान्तरितकर्तृकमिदम्, उच्छिन्ननिबन्धनमूलमिदम्, म्लेच्छितकोपनिबन्धनमूलमिदम् इत्येवमादिभिः कारणैः शब्दहरणेऽर्थहरणे वाभिरमेत" इत्यवन्तिसुन्दरी।

"त्रिभ्यः पदेभ्यः प्रभृति त्वश्लिष्टेभ्यो हरणम्" इत्याचार्याः।

यथा— "स पातु वो यस्य जटाकलापे स्थितः शशाङ्कः स्फुटहारगौरः।
नीलोत्पलानामिव नालपुञ्जे निद्रायमाणः शरदीव हंसः॥"

यथा च— "स पातु वो यस्य हुतावशेषास्तत्तुल्यवर्णाञ्जनरञ्जितेषु।
लावण्ययुक्तेष्वपि वित्रसन्ति दैत्याः स्वकान्तानयनोत्पलेषु॥"

"न" इति यायावरीयः। उल्लेखवान् पदसन्दर्भः परिहरणीयः प्रत्यभिज्ञायातः पादोऽपि। तस्यापि साम्येन किञ्चन दुष्टं स्यात्।

यथा— "इत्युक्तवानुक्तिविशेषरम्यं मनः समाधाय जयोपपत्तौ।
उदारचेता गिरमित्युदारां द्वैपायनेनाभिदधे नरेन्द्रः॥"

यथा— "इत्युक्तवानुक्तिविशेषरम्यं रामानुजन्मा विरराम मानी।
सङ्क्षिप्तमाप्तावसरं च वाक्यं सेवाविधिज्ञैः पुरतः प्रभूणाम्"

उल्लेखवान् यथा— "नमः संसारनिर्वाणविधामृतविधायिने ।
सप्तलोकोर्मिभङ्गाय शङ्करक्षीरसिन्धवे ॥"

यथा च— "प्रसरद्बिन्दुनादाय शुद्धामृतमयात्मने ।
नमोऽनन्तप्रकाशाय शङ्करक्षीरसिन्धवे ॥"

"पाद एवाऽन्यथात्वकरणकारणं न हरणम्, अपि तु स्वीकरणम्" इत्याचार्याः ।

यथा— "त्यागाधिकाः स्वर्गमुपाश्रयन्ते त्यागेन हीनाः नरकं व्रजन्ति ।
न त्यागिनां किञ्चिदसाध्यमस्ति त्यागो हि सर्वव्यसनानि हन्ति ॥"

यथा च— "त्यागो हि सर्वव्यसनानि हन्तीत्यलीकमेतद् भुवि सम्प्रतीतम् ।
जातानि सर्वव्यसनानि तस्यास्त्यागेन मे मुग्धविलोचनायाः ॥"

तदिदं स्वीकरणापरनामधेयं हरणमेव । तद्वद् अर्धप्रयोगोऽपि ।

यथा— "पादस्ते नरवर दक्षिणे समुद्रे पादोऽन्यो हिमवति हेमकूटलग्ने ।
आक्रामत्यलघु महीतलं त्वयीत्थं भूपालाः प्रणतिमपास्य किन्नु कुर्युः ॥"

यथा चोत्तरार्द्धे— "इत्थं ते विवृतपदद्वयस्य राजन्नाश्चर्यं कथमिव सीवनी न भिन्ना ॥"

एवं व्यस्तार्द्धप्रयोगेऽपि ।

यथा— "तत्तावदेव शशिनः स्फुरितं महीयो यावन्न तिग्मरुचिमण्डलमभ्युदेति ।
अभ्युन्नते सकलधामनिधौ तु तस्मिन्निन्दोः सिताभ्रशकलस्य च को विशेषः ॥"

पाद एवाऽन्यथात्वकरणं न स्वीकरणं पादोनहरणं वा ।

यथा— "अरण्ये निर्जने रात्रावन्तर्वेश्मनि साहसे ।
न्यासापह्नवने चैव दिव्या सम्भवति क्रिया ॥"

यथा चोत्तरार्द्धे— "तन्वङ्गी यदि लभ्येत दिव्या सम्भवति क्रिया ।"

यथा वा— "यस्य केशेषु जीमूता नद्यः सर्वाङ्गसन्धिषु ।
कुक्षौ समुद्राश्चत्वारस्तस्मै तोयात्मने नमः ॥"

यथा चोत्तरार्द्धे— "कुक्षौ समुद्राश्चत्वारः स सहेत स्मरानलम् ।"

भिन्नार्थानां तु पादानामेकेन पादेनान्वयनं कवित्वमेव ।

यथा— "किमिह किमपि दृष्टं स्थानमस्ति श्रुतं वा व्रजति दिनकरोऽयं यत्र नास्तं कदाचित् ।
भ्रमति विहगसार्थानित्यमापृच्छमानो रजनिविरहभीतश्चक्रवाको वराकः ॥"

यथा च— "जयति सितविलोलव्यालयज्ञोपवीती घनकपिलजटान्तर्भ्रान्तगङ्गाजलौघः ।
अविदितमृगचिह्नामिन्दुलेखां दधानः परिणतशितिकण्ठश्यामकण्ठः पिनाकी ॥"

यथा च— "कुमुदवनमपश्रि श्रीमदम्भोजखण्डं त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांश्चक्रवाकः ।
उदयमहिमरश्मिर्याति शीतांशुरस्तं हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥"

यथा च— "किमिह किमपि दृष्टं स्थानमस्ति श्रुतं वा घनकपिलजटान्तर्भ्रान्तगङ्गाजलौघः ।
निवसति स पिनाकी यत्र यायां तदस्मिन् हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥"

पादोनवत् कतिपयपदप्रयोगोऽपि ।

यथा— "या व्यापारवती रसान् रसयितुं काचित् कवीनां नवा
दृष्टिर्या परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वैपश्चिती ।
ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निर्वर्णयन्तो वयं
श्रान्ता नैव च लब्धमब्धिशयन त्वद्भक्तितुल्यं सुखम् ॥"

यथा च चतुर्थपादे— "श्रान्ता नैव च लब्धमुत्पलदृशां प्रेम्णः समानं सुखम् ."

पादैकदेशग्रहणमपि पदैकदेशोपलक्षणपरम् ।

यथा— "असकलहसितत्वात्क्षालितानीव कान्त्या मुकुलितनयनत्वाद् व्यक्तकर्णोत्पलानि ।
पिबति मधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणां त्वयि विनिहितभारः कुन्तलानामधीशः ॥"

यथा चोत्तरार्धे— "पिबतु मधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणां
मयि विनिहितभारः कुन्तलानामधीशः ॥"

वाक्यस्यान्यथा व्याख्यानमपि न स्वीकरणं हरणं वा । यथा—

"सुभ्रु त्वं कुपितेत्यपास्तमशनं त्यक्ता कथा योषितां
दूरादेव मयोज्झिताः सुरभयः स्रग्गन्धधूपादयः ।
कोपं रागिणि मुञ्च मय्यवनते दृष्टे प्रसीदाधुना
सद्यस्त्वद्विरहाद् भवन्ति दयिते सर्वा ममान्धा दिशः ॥"

एतच्च कान्ताप्रसादनपरं वाक्यं कुपितदृष्टिपरतया व्याख्यातं न स्वीकृतं हृतं वा । यत्तु परकीयं स्वीयमिति प्रोक्तानामन्यतमेन कारणेन विलपन्ति, तन्न केवलं हरणम्, अपि तु

दोषोदाहरणम् । मुक्तकप्रबन्धविषयं तत् । मूल्यकयोऽपि हरणमेव । परमप्राप्तिर्यशसो न पुनर्दुर्यशः ।

समापतिस्तु द्विधा, उपजीव्य, उपजीवकश्च इति । तत्रोपजीवनमात्रेण न कश्चिद् दोषः । यतः सर्वोऽपि परेभ्य एव व्युत्पद्यते । केवलं तत्र समुदायो गुरुः । "तद्वदुक्तिहरणम्" इत्याचार्याः ।

यथा—"ऊरुद्वन्द्वं सरसकदलीकाण्डसब्रह्मचारि ।"

यथा च—"ऊरुद्वयं कदलकन्दलयोः सवंशं श्रोणिः शिलाफलकसोदरसन्निवेशा ।

वक्षः स्तनद्वितयताडितकुम्भशोभं सब्रह्मचारि शशिनश्च मुखं मृगाक्ष्याः ॥"

"उक्तयो ह्यर्थान्तरसंक्रान्ता न प्रत्यभिज्ञायन्ते, स्वदन्ते च ; तदर्थास्तु हरणादपि हरणं स्युः" इति यायावरीयः ।

"नास्त्यचौरः कविजनो नास्त्यचौरो वणिग्जनः ।
स नन्दति विना वाच्यं यो जानाति निगूहितुम् ॥
उत्पादकः कविः कश्चित्कश्चिच्च परिवर्तकः ।
आच्छादकस्तथा चान्यस्तथा संवर्गकोऽपरः ॥
शब्दार्थोक्तिषु यः पश्येदिह किञ्चन नूतनम् ।
उल्लिखेत् किञ्चन प्राच्यं मन्यतां स महाकविः ॥"

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे एकादशोऽध्यायः शब्दहरणानि ॥

द्वादशोऽध्यायः

शब्दार्थहरणेषु कविप्रभेदाः प्रतिबिम्बकल्पविकल्पस्य च समीक्षा

"पुराणकविक्षुण्णे वर्त्मनि दुरापमस्पृष्टं वस्तु, ततस्य तदेव संस्कर्तुं प्रयतेत" इत्याचार्याः ।

"न" इति वाक्पतिराजः ।

"आसंसारमुदारैः कविभिः प्रतिदिनगृहीतसारोऽपि ।
अद्याप्यभिन्नमुद्रो विभाति वाचां परिस्पन्दः ॥"

तत्प्रतिभासाय च परप्रबन्धेष्ववदधीत ।

"तदवगाहने हि तदेकयोनयोऽर्थाः पृथक् पृथक् प्रथन्ते" इत्येके ।

"तत्रत्यानामर्थानां छायया परिवृत्तिः फलम्" इत्यपरे ।

"महात्मनां हि संवादिन्यो बुद्धय एकमेवार्थमुपस्थापयन्ति, तत्परित्यागाय तानाद्रियेत" इति च केचित् ।

"न" इति यायावरीयः । सारस्वतं चक्षुरवाङ्मनसगोचरेण प्रणिधानेन दृष्टमदृष्टं चार्थजातं स्वयं विभजति ।

तदाहुः—सुप्तस्यापि महाकवेः शब्दार्थौ सरस्वती दर्शयति । तदितरस्य तत्र जाग्रतोऽप्यन्धं चक्षुः । अन्यदृष्टचरे ह्यर्थे महाकवयो जात्यन्धाः । तद्विपरीते तु दिव्यदृशः । न तत् त्र्यक्षः सहस्राक्षो वा यच्चर्मचक्षुषोऽपि कवयः पश्यन्ति । मतिदर्पणे कवीनां विश्वं प्रतिफलति । कथं नु वयं दृश्यामह इति महात्मनामहंपूर्विकयैव शब्दार्थाः पुरो धावन्ति । यत् सिद्धप्रणिधाना योगिनः पश्यन्ति, तत्र वाचा विचरन्ति कवयः इत्यनन्ताः महाकविषु सूक्तयः इति ।

"समस्तमस्ति" इति यायावरीयः । किन्तु त्रिपथमर्थमध्यगीष्महि, यदुत, अन्ययोनिर्निह्नुतयोनिरयोनिश्च इति ।

तत्रान्ययोनिर्द्विधा, प्रतिबिम्बकल्प, आलेख्यप्रख्यश्च इति । निह्नुतयोनिरपि द्विधा, तुल्यदेहितुल्यः परपुरप्रवेशसदृशश्च इति । अयोनिः पुनरेकादृश एव ।

तत्र— अर्थः स एव सर्वो वाक्यान्तरविरचना परं यत्र ।
तदपरमार्थविभेदं काव्यं प्रतिबिम्बकल्पं स्यात् ॥

यथा— "ते पान्तु वः पशुपतेरलिनीलभासः कण्ठप्रदेशघटिताः फणिनः स्फुरन्तः ।
चन्द्रामृताम्बुकणसेकसुखप्ररूढैर्यैरङ्कुरैरिव विराजति कालकूटः ॥"

यथा च— "जयन्ति नीलकण्ठस्य नीलाः कण्ठे महाहयः ।
गलद्गङ्गाम्बुसंसिक्ताः कालकूटांकुरा इव ॥"

कियताऽपि यत्र संस्कारकर्मणा वस्तु भिन्नवद्भाति ।
तत् कथितमर्थचतुरैरालेख्यप्रख्यमिति काव्यम् ॥

तत्रैवार्थे यथा— "जयन्ति धवलव्यालाः शम्भोर्जूटावलम्बिनः ।
गलद्गङ्गाम्बुसंसिक्तचन्द्रकन्दांकुरा इव ॥"

विषयस्य यत्र भेदेऽप्यभेदबुद्धिर्नितान्तसादृश्यात् ।
तत्तुल्यदेहितुल्यं काव्यं बध्नन्ति सुधियोऽपि ॥

यथा— "अवीनादौ कृत्वा भवति तुरगो यावदवधिः
पशुर्धन्यस्तावत् प्रतिवसति यो जीवति सुखम् ।
अमीषां निर्माणं किमपि तदभूद्गन्धकरिणां
वनं वा क्षोणीभृद्भवनमथवा येन शरणम् ॥"

अत्रार्थे— "प्रतिगृहमुपलानामेक एव प्रकारो मुहुरुपकरणत्वादर्जिताः पूजिताश्च ।
स्फुरति हतमणीनां किन्तु तद्धाम येन क्षितिपतिभवने वा स्वाकरे वा निवासः ॥"

मूलैक्यं यत्र भवेत् परिकरबन्धस्तु दूरतोऽनेकः ।
तत् परपुरप्रवेशप्रतिमं काव्यं सुकविभाव्यम् ॥

यथा— "यस्यारातिनितम्बिनीभिरभितो वीक्ष्याम्बरं प्रावृषि
स्फूर्जद्गर्जितनिर्जिताम्बुधिरवस्फाराभ्रवृन्दाकुलम् ।
उत्सृष्टप्रसभाभिषेणनभयस्पष्टप्रमोदाश्रुभिः
किञ्चित्कुञ्चितलोचनाभिरसकृद् घ्राताः कदम्बानिलाः ॥"

अत्रार्थे— "आच्छिद्य प्रियतः कदम्बकुसुमं यस्यारिदारैर्नवम्
यात्राभङ्गविधायिनो जलमुचां कालस्य चिह्नं महत् ।

हृष्यद्भिः परिचुम्बितं नयनयोर्न्यस्तं हृदि स्थापितं
सीमन्ते निहितं कथञ्चन ततः कर्णावतंसीकृतम् ॥"

तदेतच्चतुष्टयनिबन्धाश्च कवीनां द्वात्रिंशद्धरणोपायाः। अमीषां चार्थानामन्वर्था अयस्कान्तवच्चत्वारः कवयः, पञ्चमश्चादृष्टचरार्थदर्शी।

तदाहुः— "भ्रामकश्चुम्बकः किञ्च कर्षको द्रावकश्च सः।
स कविर्लौकिकोऽन्यस्तु चिन्तामणिरलौकिकः॥
तन्वानोऽनन्यदृष्टत्वं पुराणस्यापि वस्तुनः।
योऽप्रसिद्ध्यादिभिर्भ्राम्यत्यसौ स्याद् भ्रामकः कविः॥
यश्चुम्बति परस्यार्थं वाक्येन स्वेन हारिणा।
स्तोकार्पितनवच्छायं चुम्बकः स कविर्मतः॥
परवाक्यार्थमाकृष्य यः स्ववाचि निवेशयेत्।
समुल्लेखेन केनापि स स्मृतः कर्षकः कविः॥
अप्रत्यभिज्ञेयतया स्ववाक्ये नवतां नयेत्।
यो द्रावयित्वा मूलार्थं द्रावकः स भवेत् कविः॥
चिन्तासमं यस्य रसैकसूतिरुदेति चित्राकृतिरर्थसार्थः।
अदृष्टपूर्वो निपुणैः पुराणैः कविः स चिन्तामणिरद्वितीयः॥

तस्य चायोनिरर्थः। स च त्रिधा लौकिकालौकिकभेदेन, तयोर्मिश्रत्वेन च। तत्र लौकिकः—

"मा कोशकारलतिके वह वर्णगर्वं किं डम्बरेण चणिके तव कौसुमेन।
पुण्ड्रेक्षुयष्टिरियमेकतरा चकास्तु या स्यन्दते रसमृतेऽपि हि यन्त्रयोगात्॥"

अलौकिकः— "देवी पुत्रमसूत नृत्यत गणाः किं तिष्ठतेत्युद्भुजे
हर्षाद् भृङ्गिरिटावुदाहृतगिरा चामुण्डयाऽऽलिङ्गिते।
पायाद्वो जितदेवदुन्दुभिघनध्वानप्रवृत्तिस्तयो-
रन्योन्याङ्गनिपातजर्जरजरत्स्थूलास्थिजन्मा रवः॥"

मिश्रः— "स्थिते कुक्षेरन्तर्मरकथिनि निश्वासमरुतो
जनन्यास्तन्नाभीसरसिजपरागोत्करमुचः।

निपीताः सानन्दं रचितफणचक्रेण हलिना
समन्तादस्यासुः प्रतिदिवसमेनांसि भवतः ॥"

तेषां च चतुर्णामर्थानाम्—

चत्वार एते कथिता मयैव येऽर्थाः कवीनां हरणोपदेशे ।
प्रत्येकमष्टत्ववशाद् भवन्ति द्वात्रिंशता तेऽनुगताः प्रभेदैः ॥

तत्र प्रतिबिम्बकल्पविकल्पाः । स एवार्थः पौर्वापर्यविपर्यासाद् व्यस्तकः ।

यथा— "दृष्ट्वाऽन्येभं छेदमुत्पाद्य रज्ज्वा यन्तुर्वाचं मन्यमानस्तृणाय ।
गच्छन्नग्रे नागराजः करिण्या, प्रेम्णा तुल्यं बन्धनं नास्ति जन्तोः ॥"

अत्रार्थे— "निर्विवेकमनसोऽपि जन्तोः प्रेमबन्धनमभङ्गुरदाम ।
यत्प्रति प्रतिगजं गजराजः प्रस्थितश्चिरमधारि करिण्या ॥"

वृहतोऽर्थस्याऽर्द्धप्रणयनं खण्डम् ।

यथा— "पुरा पाण्डुप्रायं तदनु कपिशिम्ना कृतपदं तनः पाकोद्रेकादरुणगुणसंवर्द्धितवपुः ।
शनैः शोषारम्भे स्थपुटनिजविष्कम्भविषमं वने वीतामोदं बदरमरसत्वं कलयति ॥"

अत्रार्थे— "पाकक्रियापरिचयप्रगुणीकृतेन संवर्द्धितारुणगुणं वपुषा निजेन ।
आपादितस्थपुटसंस्थितिशोषपोषादेतद्वने विरसतां बदरं बिभर्त्ति ॥"

संक्षिप्तार्थविस्तरेण तैलबिन्दुः ।

यथा— "यस्य तन्त्रभराक्रान्त्या पातालतलगामिनी ।
महावराहदंष्ट्राया भूयः सस्मार मेदिनी ॥"

अत्रार्थे— "यत्तन्त्राक्रान्तिमज्जत्पृथुलमणिशिलाशल्यवेल्लत्फणान्ते
क्रान्ते पत्यावहीनां चलदचलमहास्तम्भसम्भारसीमा ।
सस्मार स्फारचन्द्रद्युति पुनरवनिस्तद्धिरण्याक्षवक्षः—
स्थूलास्थिश्रेणिशाणानिकषणसितमप्याशु दंष्ट्राग्रमुग्रम् ॥"

अन्यतमभाषानिबद्धं भाषान्तरेण परिवर्त्यते इति नटनेपथ्यम् ।

यथा— "णेच्छइ पासासंको काओ दिण्णं पि पहिअघरिणीए ।
ओहत्थकरअलोग्गलिअवलयमज्झट्ठिअं पिण्डं ॥"

अत्रार्थे— "दत्तं पिण्डं नयनसलिलक्षालनाधौतगण्डं द्वारोपान्ते कथमपि तथा सङ्गमाशानुबन्धात्
वक्रग्रीवश्चलनतशिराः पार्श्वसञ्चारिचक्षुः पाशाशङ्की गलितवलयं नैनमश्नाति काकः ॥"

छन्दसा परिवृत्तिश्छन्दोविनिमयः ।

यथा— "कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धनात्
तद्वासः श्लथमेखलागुणधृतं किञ्चिन्नितम्बे स्थितम् ।
एतावत् सखि वेद्मि केवलमहं तस्याङ्गसङ्गे पुनः
कोऽसौ काऽस्मि रतं नु किं कथमपि स्वल्पाऽपि मे न स्मृतिः ॥"

अत्रार्थे— "धन्यास्तु याः कथयथ प्रियसङ्गमेऽपि विस्रब्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु ।
नीवीं प्रति प्रणिहितश्च करः प्रियेण सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥"

कारणपरावृत्त्या हेतुव्यत्ययः ।

यथा— "ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतरुचिः शशी ।
दध्रे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम् ॥"

अत्रार्थे— "समं कुसुमचापेन गर्भिणीगण्डपाण्डुना ।
उदयाद्रिशिरःसीम्नि निहितं पदमिन्दुना ।"

दृष्टस्य वस्तुनोऽन्यत्र संक्रमितिः संक्रान्तकम् ।

यथा— "स्नानार्द्रार्द्रैर्विधूतकबराबन्धलोलैरिदानीं
श्रोणीभारः कृतपरिचयः पल्लवैः कुन्तलानाम् ।
अप्येतेभ्यो नभसि पततः पङ्क्तिशो वारिबिन्दून्
स्थित्वोद्ग्रीवं कुवलयदृशां केलिहंसाः पिबन्ति ॥"

अत्रार्थे— "सद्यः स्नातजपत्तपोधनजटाप्रान्तस्रुताः प्रोन्मुखैः
पीयन्तेऽम्बुकणाः कुरङ्गशिशुभिस्तृष्णाव्यथाविक्लवैः ।
एतां प्रेमभरालसां च सहसा शुष्यन्मुखीमाकुलः
श्लिष्यन् रक्षति पक्षसम्पुटकृतच्छायः शकुन्तः प्रियाम् ॥"

उभयवाक्यार्थोपादानं सम्पुटः ।

यथा— "विन्ध्यस्याद्रेः परिसरनदी नर्मदा सुभ्रु सैषा
याद्रोभर्तुः प्रथमगृहिणीं यां विदुः पश्चिमस्य ।
यस्यामन्तःस्फुरितशफरत्रासहासाकुलाक्षी
स्वैरं स्वैरं कथमपि मया तीरमुत्तारिताऽसि ॥"

यथा— "नाभीगुहाबिलविशृङ्खलवीचिजातमञ्जुध्वनिश्रुतिकणज्जलकुक्कुभानि ।
रेवाजलान्यविरलं प्रहिलीक्रियन्ते लाटाङ्गनाभिरपराह्णनिमज्जनेषु ॥

अत्रार्थे— "यद्भर्याभिर्जगाहे गुरुशकुलकुलास्फालनत्रासहास-
व्यस्तोरुस्तम्भिकाभिर्दिशि दिशि सरितां दिग्जयप्रक्रमेषु ।
अम्भो गम्भीरनाभीकुहरकवलनोन्मुक्तिपर्यायलोलत्-
कल्लोलाबद्धमुग्धध्वनिचकितरणत्कुक्कुभं कामिनीभिः ॥"

सोऽयं कवेरकवित्वदायी सर्वथा प्रतिबिम्बकल्पः परिहरणीयः ।

यतः— पृथक्त्वेन न गृह्णन्ति वस्तु काव्यान्तरस्थितम् ।
पृथक्त्वेन न गृह्णन्ति स्ववपुः प्रतिबिम्बितम् ॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे शब्दार्थहरणेषु
कविप्रभेदाः प्रतिबिम्बकल्पविकल्पस्य समीक्षा द्वादशोऽध्यायः ।

त्रयोदशोऽध्यायः

अर्थहरणेषु आलेख्यप्रख्यादिभेदाः

आलेख्यप्रख्यपरिसंख्याः। सदृशसञ्चारणं समक्रमः।

यथा— "अस्ताद्रिवेश्मनि दिशो वरुणप्रियाया स्तिर्यक्कथञ्चिदपयन्त्रणमास्थितायाः।
गण्डैकपार्श्वमिव कुङ्कुमपङ्कचुम्बि बिम्बं रुचामधिपतेररुणं रराज॥"

यथा च— "प्राग्दिशः प्रतिफलं विलसन्त्याः कुंकुमारुणकपोलतलेन।
साम्यमेति कलितोदयरागः पश्य सुन्दरि तुषारमयूखः॥"

अलङ्कृतमनलङ्कृत्याभिधीयत इति विभूषणमोषः।

यथा— "कुवलयसिति मूले बालचन्द्राङ्कुराभं तदनु खलु ततोऽग्रे पाकपीताम्रपीतम्।
अभिनवरविरोचिर्धूमधूम्रं शिखायामिति विविधविकारं दिद्युते दैपमर्चिः॥"

अत्रार्थे— "मनाङ्मूले नीलं तदनु कपिशान्मेषमुदरे ततः पाण्डु स्तोकं स्फुरदरुणलेखं च तदनु।
शिखायामाधूम्रं धृतविविधवर्णक्रममिति क्षणादर्चिर्दैपं दलयति तमः पुञ्जितमपि॥"

क्रमेणाभिहितस्यार्थस्य विपरीताभिधानं व्युत्क्रमः।

यथा तत्रैव— "श्यामं शिखाभुवि मनागरुणं ततोऽधः स्तोकावपाण्डुरघनं च ततोऽप्यधस्तात्।
आपिञ्जरं तदनु तस्य तले च नीलमन्धं तमःपटलमर्दति दैपमर्चिः॥"

सामान्यनिबन्धे विशेषाभिधानं विशेषोक्तिः।

यथा— "इत्युद्गते शशिनि पेशलकान्तदूतीसंलापसञ्चलितलोचनमानसाभिः।
अग्राहि मण्डनविधिर्विपरीतभूषाविन्याසहासितसखीजनमङ्गनाभिः॥

अत्रार्थे— "चकार काचित्सितचन्दनाङ्के, काञ्चीकलापं स्तनभारपृष्ठे।
प्रियं प्रति प्रेषितचित्तवृत्तिर्नितम्बबिम्बे च बबन्ध हारम्॥"

उपसर्जनस्यार्थस्य प्रधानतायामुत्तंसः।

यथा— "दापयन्नथ नभः किरणौघैः, कुङ्कुमारुणपयोधरगौरैः।
हेमकुम्भ इव पूर्वपयोधेरुन्ममज्ज शनकैस्तुहिनांशुः॥"

अत्रार्थे— "ततस्तमःश्यामलपट्टकञ्चुकं, विपाटयत्किञ्चिददृश्यतान्तरा।
निशातरुण्याः स्थितशेषकुङ्कुमस्तनाभिरामं शकलं कलावतः॥"

तदेव वस्तूक्तिवशादन्यथा क्रियत इति नटनेपथ्यम्।

यथा— "आननेन्दुशशलक्ष्म कपोले सादरं विरचितं तिलकं यत् ।
तत् प्रिये विरचितावधिभङ्गे धौतमीक्षणजलैस्तरलाक्ष्याः ॥"

अत्रार्थे— "शोकाश्रुभिर्वासरखण्डितानां, सिक्ताः कपोलेषु विलासिनीनाम् ।
कान्तेषु कालात्ययमाचरत्सु, स्वल्पायुषः पत्रलता बभूवुः ॥"

परिकरसाम्ये सत्यपि परिकरस्यान्यथात्वादेकपरिकार्यः ।

"अव्याद् गजेन्द्रवदनः स इमां त्रिलोकीं, यस्योद्गतेन गगने महता करेण ।
मूलप्ररूढसितदन्तबिसांकुरेण, नालायितं तपनबिम्बसरोरुहस्य ॥"

अत्रार्थे— "सरलकरदण्डनालं गजवपुषः पुष्करं विभोर्जयति ।
मूलबिसकाण्डभूमौ यत्राभूदेकदंष्ट्रैव ॥"

विकृतेः प्रकृतिप्रापणं प्रत्यापत्तिः ।

यथा— "रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुषाराविलमण्डलः ।
निःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥"

अत्रार्थे— "तस्याः प्रतिद्वन्द्विभवाद्विषादात्सद्यो विमुक्तं मुखमाबभासे ।
निःश्वासवाष्पापगमे प्रपन्नः प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्शः ॥"

ता इमा आलेख्यप्रख्यस्य भिदाः । सोऽयमनुग्राह्यो मार्गः ।

आहुश्च— "सोऽयं भणितिवैचित्र्यात्समस्तो वस्तुविस्तरः ।
नटवद्वर्णिकायोगादन्यथात्वमिवाच्छंति ॥"

अथ तुल्यदेहितुल्यस्य भिदाः । तस्यैव वस्तुनो विषयान्तरयोजनादन्यरूपापत्तिर्विषयपरिवर्तः ।

यथा— "ये सीमन्तितगात्रभस्मरजसो ये कुम्भकद्वेषिणो
ये लीढाः श्रवणाश्रयेण फणिना ये चन्द्रशैत्यद्रुहः ।
ते कुप्यद्गिरिजाविभक्तवपुषश्चित्तव्यथासाक्षिणः
स्थाणोर्दक्षिणनासिकापुटभुवः श्वासानिलाः पान्तु वः ॥"

अत्रार्थे— "ये कीर्णक्वथितोदराब्जमधवो ये म्लापितोरःस्रजो
ये तापात्तरलेन तल्पफणिना पीतप्रतीपोज्झिताः ।
ते राधास्मृतिसाक्षिणः कमलया सासूयमाकर्णिता
गाढान्तर्दवथोः प्रतप्तसरलाः श्वासा हरेः पान्तु वः ॥"

द्विरूपस्य वस्तुनोऽन्यतमरूपोपादानं द्वन्द्वविच्छित्तिः ।

यथा— "उत्क्लेशं केशबन्धः कुसुमशररिपोः कल्मषं वः स मुष्याद्-
यत्रेन्दुं वीक्ष्य गङ्गाजलभरलुलितं बालमाधाद्भूताम् ।
क्रौञ्चारातिश्च फाण्टस्फुरितशफरिकामोहलोलेक्षणश्रीः
सद्यः प्रोद्यन्मृणालीग्रहणरसलसत्पुष्करश्च द्विपास्यः ॥"

अत्रार्थे— "दिश्याद्धूर्जटिजूटकोटिसरिति ज्योत्स्नालवोल्लासिनी
शाशाङ्की कलिका जलभ्रमिवशाद् द्राग् दृष्टनष्टा सुखम् ।
यां चञ्चच्छफरीभ्रमेण मुकुलीकुर्वन्फणालीं मुहु-
र्मुह्यल्लक्ष्यमहिर्जिघृक्षतितमामाकुञ्चनप्राञ्चनैः ॥"

पूर्वार्थानामर्थान्तरैरन्तरणं रत्नमाला ।

यथा— "कपाले मार्जारः पय इति करांल्लेढि शशिनः
तरुच्छिद्रप्रोतान् बिसमिति करेणुः कलयति ।
रतान्ते तल्पस्थान् हरति वनिताऽप्यंशुकमिति
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विभ्रमयति ॥"

अत्रार्थे— "ज्योत्स्नार्चिर्दुग्धबुद्ध्या कवलितमसकृद्भाजने राजहंसैः
स्वांसे कर्पूरपांसुच्छुरणरभसतः सम्भृतं सुन्दरीभिः ।
पुम्भिर्व्यस्तं स्तनान्तात्सिचयमिति रहः सम्भ्रमे वल्लभानां
लीढं द्राक् सिन्धुवारेष्वभिनवसुमनोलम्पटैः षट्पदैश्च ॥"

सङ्ख्यावैषम्येणार्थप्रणयनं सङ्ख्योल्लेखः ।

यथा— "नमन्नारायणच्छायाच्छुरिताः पादयोर्नखाः ।
त्वच्चन्द्रमिव सेवन्ते रुद्र रुद्रेन्दवो दश ॥"

अत्रार्थे— "उमैकपादाम्बुरुहे स्फुरन्नखे कृतागसो यस्य शिरःसमागमे ।
षडात्मतामाश्रयतीव चन्द्रमाः स नीलकण्ठः प्रियमातनोतु वः ॥"

सममभिधायाधिकस्योपन्यासश्चूलिका । द्विधा च सा संवादिनी विसंवादिनी च ।

तयोः प्रथमा यथा— "अङ्गणे शशिमरीचिलेपने सुप्तमिन्दुकरपुञ्जसन्निभम् ।
राजहंसमसमीक्ष्य कातरा रौति हंसवनिताश्रुगद्गदम् ॥"

अत्रार्थे— "चन्द्रप्रभाप्रसरहासिनि सौधपृष्ठे दुर्लक्षपक्षनिपुटां न विवेद जायाम् ।
मूढश्रुतिर्मुखरनूपुरनिःस्वनेन व्याहारिणीमपि पुरो गृहराजहंसः ॥"

द्वितीया तत्रैवार्थे यथा—"ज्योत्स्नाजलस्नायिनि सौधपृष्ठे विविक्तमुक्ताफलपुञ्जगौरम् ।
विवेद हंसी दयितं कथञ्चित् चलत्तुलाकोटिकलैर्निनादैः ॥"

निषेधस्य विधिना निबन्धो विधानापहारः ।

यथा— "कुरबक कुचाघातक्रीडारसेन वियुज्यसे
बकुलविटपिन् स्मर्तव्यं ते मुखासवसेचनम् ।
चरणघटनाशून्यो यास्यशोक सशोकता-
मिति निजपुरत्यागे यस्य द्विषां जगदुः स्त्रियः ॥"

अत्रार्थे— "मुखमदिरया पादन्यासैर्विलासविलोकितै-
बकुलविटपी रक्ताशोकस्तथा तिलकद्रुमः ।
जलनिधितटीकान्ताराणां क्रमात्ककुभां जये
झगिति गमिता यद्वर्गाभिर्विकासमहोत्सवम् ॥"

बहूनामर्थानामेकत्रोपसंहारो माणिक्यपुञ्जः ।

यथा— "शैलच्छलेन स्वं दीर्घं भुजमुत्तम्य भूवधूः ।
निशासख्याः करोतीव शशाङ्कतिलकं मुखे ॥"

यथा च— "फुल्लातिमुक्तकुसुमस्तबकाभिरामदूरोल्लसत्किरणकेसरमिन्दुसिंहम् ।
दृष्ट्वोदयाद्रिशिखरस्थितमन्धकारदुर्वारवारणघटा व्यघटन्त सद्यः ॥"

यथा च— "संविधातुमभिषेकमुदासे, मन्मथस्य लसदंशुजलौघः।
यामिनीवनितया ततचिह्नः, सोत्पलो रजतकुम्भ इवेन्दुः॥"

यथा च— "उदयति पश्य कृशोदरि दलितत्वक्सारकरणिभिः किरणैः।
उदयाचलचूडामणिरेष पुरो रोहिणीरमणः॥"

यथा च— "उदयति नवनीतपिण्डपाण्डुः कुमुदवनान्यवघट्टयन्कराग्रैः।
उदयगिरितटस्फुटाट्टहासो रजनिवधूमुखदर्पणः शशाङ्कः॥"

यथा च— "प्रोषितैकेन्दुहंसेऽस्मिन् सस्नाविव तमोऽम्बुभिः।
नभस्तडागे मदनस्ताराकुमुदहासिनि॥"

अत्रार्थे— "रजनिपुरन्ध्रिरोध्रतिलकस्तिमिरद्विपयूथकेसरी
रजतमयोऽभिषेककलसः कुसुमायुधमेदिनीपतेः।
अयमुदयाचलैकचूडामणिरभिनवदर्पणो दिशा-
मुदयति गगनसरसि हंसस्य हसन्निव विभ्रमं शशी॥"

कन्दभूतोऽर्थः कन्दलायमानैर्विशेषैरभिधीयत इति कन्दः।

यथा— "विशिखामुखेषु विसरति पुञ्जीभवतीव सौधशिखरेषु।
कुमुदाकरेषु विकसति शशिकलसपरिस्रुता ज्योत्स्ना॥"

अत्रार्थे— "वियति विसर्पतीव कुमुदेषु बहुभवतीव योषितां
प्रतिफलतीव जरठशरकाण्डपाण्डुषु गण्डभित्तिषु।
अम्भसि विकसतीव लसतीव सुधाधवलेषु धामसु
ध्वजपटपल्लवेषु ललतीव समीरचलेषु चन्द्रिका॥

स्फटिकमणिघट इवेन्दुस्तस्यामपिधानमाननमिवाङ्कः।
क्षरति चिरं तेन यथा ज्योत्स्ना घनसारधूलिरिव॥
सितमणिकलसादिन्दोर्हरिणहरित्तृणपिधानतो गलितैः।
रजनिभुजिष्या सिञ्चति नभोऽङ्गणं चन्द्रिकाम्भोभिः॥

संविधातुमभिषेकमुदासे मन्मथस्य लसदंशुजलौघः ।
यामिनीवनितया ततचिह्नः सोत्पलो रजतकुम्भ इवेन्दुः ॥"

ता इमास्तुल्यदेहितुल्यस्य परिसंख्याः ।

"सोऽयमुल्लेखवाननुग्राह्यो मार्गः" इति सुरानन्दः ।

तदाह— "सरस्वती सा जयति प्रकामं, देवी श्रुतिः स्वस्त्ययनं कवीनाम् ।
अनर्घतामानयति स्वभङ्ग्या, योल्लिख्य यत्किञ्चिदिहार्थरत्नम् ॥"

अथ परपुरप्रवेशसदृशस्य भिदाः । उपनिबद्धस्य वस्तुनो युक्तिमती परिवृत्तिर्हुडयुद्धम् ।

यथा— "कथमसौ न भजत्यशरीरतां, हतविवेकपदो हतमन्मथः ।
प्रहरतः कदलीदलकोमले, भवति यस्य दया न वधूजने ॥"

अत्रार्थे— "कथमसौ मदनो न नमस्यतां, स्थितविवेकपदो मकरध्वजः ।
मृगदृशां कदलीललितं वपुर्यदभिहन्ति शरैः कुसुमोद्भवैः ॥"

प्रकारान्तरेण विसदृशं यद्वस्तु तस्य निबन्धः प्रतिकञ्चुकम् ।

यथा— "माद्यच्चकोरेक्षणतुल्यधाम्नो धारां दधाना मधुनः पतन्तीम् ।
चञ्च्वग्रदष्टोत्पलनालहृद्या हंसीव रेजे शशिरत्नपात्री ॥"

अत्रार्थे— "मसारपात्रेण बभौ दधाना, काचित्सुरां विद्रुमनालकेन ।
वल्लूरवल्लीं दधतेव चञ्च्वा केलीशुकेनाञ्जलिना धृतेन ॥"

उपमानस्योपमानान्तरपरिवृत्तिर्वस्तुसञ्चारः ।

यथा— "अविरलमिव दाम्ना पौण्डरीकेण बद्धः स्नपित इव च दुग्धस्रोतसा निर्भरेण ।
कवलित इव कृत्स्नश्चक्षुषा स्फारितेन प्रसभममृतमेघेनेव सान्द्रेण सिक्तः ॥"

अत्रार्थे— "मुक्तानामिव रज्जवो हिमरुचेर्मालाः कलानामिव
क्षीराब्धेरिव वीचयः क्रममुषः पीयूषधारा इव ।
दीर्घाऽपाङ्गनदीं विलङ्घ्य सहसा लीलानुभावाञ्चिताः
सद्यः प्रेमभरोल्लसा मृगदृशो मामभ्यषिञ्चन्दृशः ॥"

शब्दालङ्कारस्यार्थालङ्कारान्तरेणाऽन्यथात्वं धातुवादः ।

यथा— "जयन्ति बाणासुरमौलिलालिताः दशास्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः ।
सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः ॥"

अत्रार्थे— "सन्मार्गालोकनप्रौढिनिरजीकृतजन्तवः ।
जयन्त्यपूर्वव्यापाराः पुरारेः पादपांसवः ॥"

तस्यैव वस्तुन उत्कर्षणान्यथाकरणं सत्कारः ।

यथा— "स्नानार्द्रैर्विधूतकबरीबन्धलोलैरिदानीं
श्रोणीभारः कृतपरिचयः पल्लवैः कुन्तलानाम् ।
अप्येतेभ्यो नभसि पतितः पंक्तिशो वारिबिन्दून्
स्थित्वोद्ग्रीवं कुवलयदृशां केलिहंसाः पिबन्ति ॥"

अत्रार्थे— "लक्ष्म्याः क्षीरनिधेरुदक्तवपुषो वेणीलताग्रच्युता
ये मुक्ताग्रथनामसूत्रसुभगाः प्राप्ताः पयोबिन्दवः ।
ते वः पान्तु विशेषसस्पृहदृशा दृष्टाश्चिरं शार्ङ्गिणा
हेलोद्ग्रीवजलेशहंसवनितालीढाः सुधास्वादवः ॥"

पूर्वं सदृशः पश्चाद्भिन्नो जीवञ्जीवकः ।

यथा— "नयनोदरयोः कपोलभागे रुचिमद्रत्नगणेषु भूषणेषु ।
सकलप्रतिबिम्बितेन्दुबिम्बा शतचन्द्राभरणेव काचिदासीत् ॥"

अत्रार्थे— "भास्वत्कपोलतलकुण्डलपारिहार्यसन्मेखलामणिगणप्रतिबिम्बितेन ।
चन्द्रेण भाति रमणी रमणीयवक्त्रशोभाभिभूतवपुषेव निषेव्यमाना ॥"

प्राक्तनवाक्याभिप्रायनिबन्धो भावमुद्रा ।

यथा— "ताम्बूलवल्लीपरिणद्धपूगास्वेलालतालिङ्गितचन्दनासु ।
तमालपत्रास्तरणासु रन्तुं प्रसीद शश्वन्मलयस्थलीषु ॥"

अत्रार्थे— "निश्चेतनानामपि युक्तियोगदो नूनं स एनं मदनोऽधितिष्ठति ।
एला यदाश्लिष्यतीह चन्दनं पूगद्रुमं नागलताऽधिरोहति ॥"

पूर्वार्थपरिपन्थिनी वस्तुरचना तद्विरोधिनी ।

यथा— "हारो वक्षसि दन्तपत्रविशदं कर्णे दलं कौमुदं
माला मूर्ध्नि दुकूलिनी तनुलता कर्पूरशुभ्रौ स्तनौ।
वक्त्रे चन्दनबिन्दुरिन्दुधवलं बालं मृणालं करे
वेषः किं सित एष सुन्दरि शरच्चन्द्रात्त्वया शिक्षितः ॥"

अत्रार्थे— "मूर्तिर्नीलदुकूलिनी मृगमदैः प्रत्यङ्गपत्रक्रिया
बाहू मेचकरत्नकङ्कणभृतौ कण्ठे मसारावली।
व्यालम्बालकवल्लरीकमलिकं कान्ताभिसारोत्सवे
यत्सत्यं तमसा मृगाक्षि विहितं वेषे तवाचार्यकम् ॥"

इत्यर्थहरणोपाया द्वात्रिंशदुपदर्शिताः।
हानोपादानविज्ञाने कवित्वं तत्र मां प्रति ॥

किं चैते हरणोपाया ज्ञेयाः सप्रतियोगिनः।
अर्थस्य वैपरीत्येन विज्ञेया प्रतियोगिता ॥"

किञ्च— शब्दार्थशासनविदः कति नो कवन्ते यद्वाङ्मयं श्रुतिधनस्य चकास्ति चक्षुः।
किन्त्वस्ति यद्वचसि वस्तु नवं सदुक्तिसन्दर्भिणां स धुरि तस्य गिरः पवित्राः ॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
अर्थहरणेष्वालेख्यप्रख्यादिभेदास्त्रयोदशोऽध्यायः ॥

चतुर्दशोऽध्यायः

जातिद्रव्यक्रियासमयस्थापना

अशास्त्रीयमलौकिकं च परम्परायातं यमर्थमुपनिबध्नन्ति कवयः स कविसमयः।

"नन्वेष दोषः। कथङ्कारं पुनरुपनिबन्धनार्हः?" इत्याचार्याः। "कविमार्गानुग्राही कथमेष दोषः?" इति यायावरीयः।

"निमित्तं तर्हि वाच्यम्" इत्याचार्याः। "इदमभिधीयते" इति यायावरीयः।

पूर्वं हि विद्वांसः सहस्रशाखं साङ्गं च वेदमवगाह्य, शास्त्राणि चावबुध्य, देशान्तराणि द्वीपान्तराणि च परिभ्रम्य, यानर्थानुपलभ्य प्रणीतवन्तस्तेषां देशकालान्तरवशेनान्यथात्वेऽपि तथात्वेनोपनिबन्धो यः स कविसमयः। कविसमयशब्दश्चायं मूलमपश्यद्भिः प्रयोगमात्रदर्शिभिः प्रयुक्तो रूढश्च।

तत्र कश्चिदाद्यत्वेन व्यवस्थितः कविसमयेनार्थः, कश्चित्परस्परोपक्रमार्थं स्वार्थाय धूर्त्तैः प्रवर्त्तितः। स च त्रिधा—स्वर्ग्यो भौमः पातालीयश्च इति। स्वर्ग्यपातालीययोर्भौमः प्रधानः। स हि महाविषयः। स च चतुर्धा जातिद्रव्यगुणक्रियारूपार्थतया। तेऽपि प्रत्येकं त्रिधा, असतो निबन्धनात्, सतोऽप्यनिबन्धनात्, नियमतश्च।

तत्र सामान्यस्याऽसतो निबन्धनं यथा—नदीषु पद्मोत्पलादीनि। जलाशयमात्रेऽपि हंसादयः। यत्र तत्र पर्वतेषु सुवर्णरत्नादिकं च।

नदीपद्मानि यथा— "दीर्घीकुर्वन्पटुमदकलं कूजितं सारसानां
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः।
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्गानुकूलः
शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः॥"

नदीनीलोत्पलानि— "गगनगमनलीलालम्भितान् स्वेदबिन्दून्
मृदुभिरनिलचारैः खेचराणां हरन्तीम्।
कुवलयवनकान्त्या जाह्नवीं सोऽभ्यपश्यत्
दिनपतिसुतयेव व्यक्तदत्ताङ्कपालीम्॥"

एवं नदीकुसुमाद्यपि। सलिलमात्रे हंसा यथा—

"आसीदस्ति भविष्यतीह स जनो धन्यो धनी धार्मिकः
यः श्रीकेशववत् करिष्यति पुनः श्रीकुञ्जकेश्वरम्।

हेलान्दोलितहंससारसकुलक्रेङ्कारसम्मूर्च्छितै-
रित्याघोषयतीव तन्नवनदी यच्चेष्टितं वीचिभिः ॥"

पर्वतमात्रे सुवर्णं यथा—

"नागावासश्चित्रपोताभिरामः स्वर्णस्फातिव्याप्तदिक्चक्रवालः ।
साम्यात्सख्यं जग्मिवानम्बुराशेरेषु ख्यातस्तेन जीमूतभर्ता ॥"

रत्नानि यथा— "नीलाश्मरश्मिपटलानि महेभमुक्तसूत्कारशीकरविसृञ्जि तटान्तरेषु ।
आलोकयन्ति सरलीकृतकण्ठनालाः सानन्दमम्बुदधियाऽत्र मयूरनार्यः॥"

एवमन्यदपि । सतोऽप्यनिबन्धनं तद् यथा—न मालती वसन्ते, न पुष्पफलं चन्दनद्रुमेषु, न फलमशोकेषु ।

तत्र प्रथमः— "मालतीविमुखश्चैत्रो विकासी पुष्पसम्पदाम् ।
आश्चर्यं जातिहीनस्य कथं सुमनसः प्रियाः ॥"

द्वितीयः— "यद्यपि चन्दनविटपी विधिना फलकुसुमवर्जितो विहितः ।
निजवपुषैव परेषां तथापि सन्तापमपहरति ॥"

तृतीयः— "दैवायत्ते हि फले किं क्रियतामेतदत्र तु वदामः ।
नाशोकस्य किसलयैर्वृक्षान्तरपल्लवास्तुल्याः ॥"

अनेकत्रप्रवृत्तवृत्तीनामेकत्राचरणं नियमः । तद् यथा—समुद्रेष्वेव मकराः, ताम्रपर्ण्यामेव मौक्तिकानि ।

तयोः प्रथमः— "गोत्राग्रहारं नयतो गृहत्वं स्वनाममुद्राङ्कितमम्बुराशिम् ।
दायादवर्गेषु परिस्फुरत्सु दंष्ट्रावलेपो मकरस्य वन्द्यः ॥"

द्वितीयः— "कामं भवन्तु सरितो भुवि सप्रतिष्ठाः स्वादूनि सन्तु सलिलानि च शुक्तयश्च ।
एतां विहाय वरवर्णिनि ताम्रपर्णीं नान्यत्र सम्भवति मौक्तिककामधेनुः ॥"

असतोऽपि द्रव्यस्य निबन्धनम् । तद् यथा—मुष्टिग्राह्यत्वं सूचीभेद्यत्वं च तमसः, कुम्भापवाह्यत्वं च ज्योत्स्नायाः ।

तत्र प्रथमम्— "तनुलग्ना इव ककुभः भूवलयं चरणचारमात्रमिव ।
दिवमिव चालिकदघ्नीं मुष्टिग्राह्यं तमः कुरुते ॥"

यथा च— "पिहिते कारागारे तमसि च सूचीमुखाग्रनिर्भेद्ये ।
मयि च निमीलितनयने तथापि कान्ताननं व्यक्तम् ॥"

द्वितीयम्— "यन्त्रद्रावितकेतकोदरदलस्रोतः श्रियं बिभ्रती
येयं मौक्तिकदामगुम्फनविधौ योग्यच्छविः प्रागभूत् ।
उत्सेच्या कलसीभिरञ्जलिपुटैर्ग्राह्या मृणालांकुरैः
पातव्या च शशिन्यमुग्धविभवे सा वर्तते चन्द्रिका ॥"

द्रव्यस्य सतोऽनिबन्धनम । तद् यथा—कृष्णपक्षे सत्या अपि ज्योत्स्नायाः, शुक्लपक्षे त्वन्धकारस्य ।

तयोः प्रथमम्— "ददृशाते जनैस्तत्र यात्रायां सकुतूहलैः ।
बलभद्रप्रलम्बघ्नौ पक्षाविव सितासितौ ॥"

द्वितायम्— "मासि मासि समा जोत्स्ना पक्षयोः शुक्लकृष्णयोः ।
तत्रैकः शुक्लतां यातो यशः पुण्यैरवाप्यते ॥"

द्रव्यनियमः । तद् यथा—मलय एव चन्दनस्थानं, हिमवानेव भूर्जोत्पत्तिस्थानम् ।

तत्र प्रथमः— "तापापहारचतुरो नागावासः सुरप्रियः ।
नान्यत्र मलयादद्रेर्दृश्यते चन्दनद्रुमः ॥"

द्वितीयः— "न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोणाः ।
व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणामनङ्गलेखक्रिययोपयोगम् ॥"

प्रकीर्णकद्रव्यकविसमयस्तु तद् यथा—क्षीरक्षारसमुद्रयोरैक्यं, सागरमहासमुद्रयोश्च ।

तयोः प्रथमः— "शेतां हरिर्भवतु रत्नमनन्तमन्तर्लक्ष्मीप्रसूतिरिति नो विवदामहे हे ।
हा दूरदूरसपयास्तृषितस्य जन्तोः किं त्वत्र कूपपयसः स मरोर्जघन्यः ॥"

द्वितीयः— "रङ्गतरङ्गभ्रूभङ्गैस्तर्जयन्तीमिवापगाः ।
स ददर्श पुरो गङ्गां सप्तसागरवल्लभाम् ॥"

असतोऽपि क्रियार्थस्य निबन्धनम् । यथा—चक्रवाकमिथुनस्य निशि भिन्नतटाश्रयणम्, चकोराणां चन्द्रिकापानं च ।

तत्र प्रथमः— "सङ्क्षिपता यामवतीस्तटिनीनां तनयता पयःपूरान् ।
रथचरणाह्वयवयसां किं नोपकृतं निदाघेन ॥"

द्वितीयः— "एतास्ता मलयोपकण्ठसरितामेणाक्षि रोधोभुव-
श्चापाभ्यासनिकेतनं भगवतः प्रेयो मनोजन्मनः ।
यासु श्यामनिशासु पीततमसो मुक्तामयीश्चन्द्रिकाः
पीयन्ते विवृतोर्ध्वचञ्चु विचलत्कण्ठं चकोराङ्गनाः ॥"

सतोऽपि क्रियार्थस्यानिबन्धनम् । तद् यथा—दिवा नीलोत्पलानामविकासो, निशानिमित्तश्च शेफालिकाकुसुमानामवस्रंसः ।

तत्र प्रथमः— "आलिख्य पत्रमसितागुरुणाभिरामं रामामुखे क्षणसभाजितचन्द्रबिम्बे ।
जातः पुनर्विकसनावसरोऽयमस्येत्युक्त्वा सखी कुवलयं श्रवणे चकार ॥"

द्वितीयः— "त्वद्विप्रयोगे किरणैस्तथोग्रैर्दग्धाऽस्मि कृत्स्नं दिवसं सवित्रा ।
इतीव दुःखं शशिने गदन्ती शेफालिका रोदिति पुष्पबाष्पैः ॥"

नियमस्तु तद् यथा—ग्रीष्मादौ सम्भवतोऽपि कोकिलानां विरुतस्य वसन्त एव, मयूराणां वर्षास्वेव विरुतस्य नृत्यस्य च निबन्धः ।

तयोः प्रथमः— "वसन्ते शीतभातेन कोकिलेन वने रुतम् ।
अन्तर्जलगताः पद्माः श्रोतुकामा इवोत्थिताः ॥"

द्वितीयः— "मण्डलीकृत्य बर्हाणि कण्ठैर्मधुरगीतिभिः ।
कलापिनः प्रनृत्यन्ति काले जीमूतमालिनि ॥"

कवीनां समयः सोऽयं जातिद्रव्यक्रियागतः ।
गुणस्थोऽथ ततः स्वर्ग्यः पातालीयश्च कथ्यते ॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
जातिद्रव्यक्रियासमयस्थापना चतुर्दशोऽध्यायः ॥

पञ्चदशोऽध्यायः

गुणसमयस्थापना

असतो गुणस्य निबन्धनम् । यथा—यशोहासप्रभृतेः शौक्ल्यम्, अयशसः पापप्रभृतेश्च कार्ष्ण्यं, क्रोधानुरागप्रभृतेश्च रक्तत्वम् ।

तत्र यशःशौक्ल्यम्— "स्त्वेमः स्तोकोऽपि नाङ्के श्वसितमविकलं चक्षुषां सैव वृत्ति-
मैध्येक्षीराब्धि मग्नाः स्फुटमथ च वयं कोऽयमीदृक्प्रकारः ।
इत्थं दिग्भित्तिरोधक्षतविसरतया मांसलैस्त्वद्यशोभिः
स्तोकावस्थानदुःस्थैस्त्रिजगति धवले विस्मयन्ते मृगाक्ष्यः ॥"

हासशौक्ल्यम्— "अट्टहासच्छलेनास्वाद्यस्य फेनौघपाण्डुराः ।
जगत्क्षय इवापीताः क्षरन्ति क्षीरसागराः ॥"

अयशःकृष्णत्वम्— "प्रसरन्ति कीर्तयस्ते तव च रिपूणामकीर्तयो युगपत् ।
कुवलयदलसंवलिताः प्रतिदिनमिव मालतीमालाः ॥"

पापकार्ष्ण्यम्— "उत्खातनिर्मलमयूखकृपाणलेखाश्यामायिता तनुरभूद्धयकन्धरस्य ।
सद्यःप्रकोपकृतकेशववंशनाशसङ्कल्पसंजनितपापमलीमसेव ॥"

क्रोधरक्तता— "आस्थानकुट्टिमतलप्रतिबिम्बितेन कोपप्रभाप्रसरपाटलविग्रहेण ।
भौमेन मूर्च्छितरसातलकुक्षिभाजा भूमिश्चचाल चलतोदरवर्तिनेव ॥"

अनुरागरक्तता यथा— "गुणानुरागमिश्रेण यशसा तव सर्पता ।
दिग्वधूनां मुखे जातमकस्मादर्द्धकुङ्कुमम् ॥"

सतोऽप्यस्य गुणस्यानिबन्धनम् । कुन्दकुड्मलानां कामिदन्तानां च रक्तत्वं, कमलमुकुलप्रभृतेश्च हरितत्वं, प्रियंगुपुष्पाणां च पीतत्वम् ।

कुन्दकुड्मलाद्यरक्तत्वम्— "द्योतितान्तःसभैः कुन्दकुड्मलाग्रदतः स्मितैः ।
स्नपितेवाभवत्तस्य शुद्धवर्णा सरस्वती ॥"

पद्ममुकुलाहरितत्वम्—

"उद्दण्डोदरपुण्डरीकमुकुलभ्रान्तिस्पृशा दंष्ट्रया
मग्नां लावणसैन्धवेऽम्भसि महीमुद्यच्छतो हेलया ।

तत्कालाकुलदेवदानवकुलैरुत्तालकोलाहलं
शौरेराद्विवराहलीलमवताद्भ्रं लिहाग्रं वपुः ॥"

प्रियंगुपुष्पापीतत्वम्— "प्रियंगुश्याममम्भोधिरन्ध्रीणां स्तनमण्डलम् ।
अलङ्कर्तुमिव स्वच्छाः सूते मौक्तिकसम्पदः ॥"

गुणनियमस्तु तद् यथा—सामान्योपादाने माणिक्यानां शोणता, पुष्पाणां शुक्लता, मेघानां कृष्णता च ।

तत्र प्रथमः— "सांयात्रिकैरविरतोपहृतानि कूटैः श्यामासु तीरवनराजिषु सम्भृतानि ।
रत्नानि ते दधति कश्चिदिहायताक्षि मेघोदरोदितदिनाधिपबिम्बशङ्काम् ॥"

पुष्पशुक्लता— "पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम् ।
ततोऽनुकुर्याद् विशदस्य तस्यास्ताम्रौष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य ॥"

मेघकार्ष्ण्यम्— "मेघश्यामेन रामेण पूतवेदिर्विमानराट् ।
मध्ये महेन्द्रनीलेन रत्नराशिरिवाबभौ ॥"

कृष्णनीलयोः, कृष्णहरितयोः, कृष्णश्यामयोः, पीतरक्तयोः, शुक्लगौरयोरेकत्वेन निबन्धनं च कविसमयः । कथम् । कृष्णनीलयोरैक्यम्—

"नदीं तूर्णं कर्णोप्यनुसृतपुलिनां दाक्षिणात्याङ्गनाभिः
समुत्तीर्णौ वर्णामुभयतटनलाबद्धवानीरहाराम् ।
तटे सह्यस्योच्चैः स्वसलिलनिवहो भाति नीलः स यस्याः
प्रियस्यांसे पीने लुलित इव घनः केशपाशः सुकेश्याः ॥

कृष्णहरितयोरैक्यम्— "मरकतसदृशं च यामुनं स्फटिकशिलाविमलं च जाह्नवम् ।
तदुभयमुदकं पुनातु वो हरिहरयोरिव सङ्गतं वपुः ॥"

कृष्णश्यामलयोरैक्यम्— "एतत् सुन्दरि नन्दनं शशिमणिस्निग्धालवालद्रुमं
मन्दाकिन्यभिषिक्तमौक्तिकशिले मेरोस्तटे नन्दति ।
यत्र श्यामनिशासु मुञ्चति मिलन्मन्दप्रदोषानिला-
मुद्दामामरयोषितामभिरतं कल्पद्रुमश्चन्द्रिकाम् ॥"

पीतरक्तयोरैक्यम्— "लेखया विमलविद्रुमभासा सन्ततं तिमिरमिन्दुरुदासे ।
दंष्ट्रया कनकभङ्गपिशङ्ग्या मण्डलं भुव इवादिवराहः ॥"

शुक्लगौरयोरैक्यम्— "कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् ।
अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्त्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम् ॥"

एवं वर्णान्तरेष्वपि । चक्षुरादेरनेकवर्णोपवर्णनम् ।

तत्र चक्षुषः शुक्लता— "तिष्ठन्त्या जनसंकुलेऽपि सुदृशा सायं गृहप्राङ्गणे
तद्द्वारं मयि निःसहालसतनौ वीक्ष्यामृदु प्रेङ्खति ।
ह्रीनम्राननयैव लोलसरलं निःश्वस्य तत्रान्तरे
प्रेमार्द्राः शशिखण्डपाण्डिममुषो मुक्ताः कटाक्षच्छटाः ॥"

श्यामता— "अथ पथि गमयित्वा रम्यक्लृप्तोपकार्ये कतिचिदवनिपालः शर्वरीः शर्वकल्पः ।
पुनरविशदयोध्यां मैथिलीदर्शिनीनां कुवलयितगवाक्षां लोचनैरङ्गनानाम् ॥"

कृष्णता— "पादन्यासक्वणितरशनास्तत्र लीलावधूतै-
रत्नच्छायाखचितवलिभिश्चामरैः क्लान्तहस्ताः ।
वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान्प्राप्य वर्षाग्रबिन्दू-
नामोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान् कटाक्षान् ॥"

मिश्रवर्णता— "तामुत्तीर्य व्रज परिचितभ्रूलताविभ्रमाणां
पक्ष्मोत्क्षेपादुपरि विलसत्कृष्णशारप्रभाणाम् ।
कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्रीमुषामात्मबिम्बं
पात्रीकुर्वन्दशपुरवधूनेत्रकौतूहलानाम् ॥"

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
गुणसमयस्थापना पञ्चदशोऽध्यायः ॥

षोडशोऽध्यायः

स्वर्ग्यपातालीय-कविरहस्यस्थापना

भौमवत् स्वर्ग्योऽपि कविसमयः। विशेषस्तु चन्द्रमसि शशहरिणयोरैक्यम्।

यथा— "मा भैः शशाङ्क मम सीधुनि नास्ति राहुः खे रोहिणी वसति कातर किं बिभेषि।
प्रायो विदग्धवनितानवसङ्गमेषु पुंसां मनः प्रचलतीति किमत्र चित्रम्॥"

यथा च— "अङ्काधिरोपितमृगश्चन्द्रमा मृगलाञ्छनः।
केसरी निष्ठुराक्षिप्तमृगयूथो मृगाधिपः॥"

कामकेतने मकरमत्सयोरैक्यं यथा—

"चापं पुष्पमयं गृहाण मकरः केतुः समुच्छ्रीयतां
चेतोलक्ष्यभिदश्च पञ्च विशिखाः पाणौ पुनः सन्तु ते।
दग्धा कापि तवाकृतेः प्रतिकृतिः कामोऽसि किं गूहसे
रूपं दर्शय नात्र शङ्करमयं सर्वे वयं वैष्णवाः॥"

यथा च— "मीनध्वजस्त्वमसि नो न च पुष्पधन्वा केलिप्रकाश तव मन्मथता तथापि।
इत्थं त्वया विरहितस्य मयोपलब्धाः कान्ताजनस्य जननाथ चिरं विलापाः॥"

यथा वा— "आपातमारुतविलोडितसिन्धुनाथो हात्कारभीतपरिवर्तितमत्सचिह्नाम्।
उल्लङ्घ्य यादवमहोदधिभीमवेलां द्रोणाचलं पवनसूनुरिवोद्धरामि॥"

अत्रिनेत्रसमुद्रोत्पन्नचन्द्रयोरैक्यम्—

"वन्द्या विश्वसृजो युगादिगुरवः स्वायम्भुवाः सप्त ये
तत्रात्रिर्दिवि सन्दधे नयनजं ज्योतिः स चन्द्रोऽभवत्।
एका यस्य शिखण्डमण्डनमणिर्देवस्य शम्भोः कला
शेषाभ्योऽमृतमाप्नुवन्ति च सदा स्वाहास्वधाजीविनः॥"

यथा च— "यदिन्दोरन्वेति व्यसनमुदयं वा विधिरपा-
मुपाधिस्तत्रायं जयति जनिकर्तुः प्रकृतिता।

अयं कः सम्बन्धो यदनुहरते तस्य कुमुदं
विशुद्धाः शुद्धानां ध्रुवमनभिसन्धिप्रणयिनः ॥"

बहुकालजन्मनोऽपि शिवचन्द्रमसो बालत्वम् ।

"मालायमानामरसिन्धुहंसः कोटीरवल्लीकुसुमं भवस्य ।
दाक्षायणीविभ्रमदर्पणश्रि बालेन्दुखण्डं भवतः पुनीतात् ॥

कामस्य मूर्तत्वं च यथा—

"अयं स भुवनत्रयप्रथितसंयमः शङ्करो बिभर्त्ति वपुषाऽधुना विरहकातरः कामिनीम् ।
अनेन किल निर्जिता वयं इति प्रियायाः करं करेण परिताडयन् जयति जातहासः स्मरः ॥"

यथा च— "धनुर्माला मौर्वी क्वणदलिकुलं, लक्ष्यमबला-
मनो भेद्यं शब्दप्रभृति य (त) इमे पञ्च विशिखाः ।
इयान् जेतुं यस्य त्रिभुवनमनङ्गस्य विभवः
स वः कामः कामान् दिशतु दयितापाङ्गवसतिः ॥"

द्वादशानामप्यादित्यानामैक्यम्—

"यस्याधोऽधस्तथोपर्युपरि निरवधि भ्राम्यतो विश्वमश्वै-
रावृत्तालातलीलां रचयति रयतो मण्डलं चण्डधाम्नः ।
सोऽव्यादुत्तप्तकार्त्तस्वरसरलशरस्पर्द्धिभिर्धामदण्डै-
रुद्दण्डैः प्रापयन् वः प्रचुरतमतमःस्तोममस्तं समस्तम् ॥"

नारायणोमाधवयोश्च यथा—"येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो
यो गङ्गां च दधेऽन्धकक्षयकरो यो बर्हिपत्रप्रियः ।
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः
सोऽव्यादष्टभुजङ्गहारवलयस्त्वां सर्वदोमाधवः ॥"

एवं दामोदरशेषकूर्मादिः, कमलासम्पदोश्च । यथा—

"दोर्मन्देरितमन्दरेण जलधेरुत्थापिता या स्वयं
यां भूत्वा कमठः पुराणककुदन्यस्तामुवस्तम्भयत् ।
तां लक्ष्मीं पुरुषोत्तमः पुनरसौ लीलाञ्चितभ्रूलता-
निर्देशैः समवीविशत्प्रणयिनां गेहेषु दोष्णि क्षितिम् ॥"

भौमस्वर्ग्यपातालीयोऽपि कविसमयः । तत्र नागसर्पयोरैक्यम् ।

यथा— *"हे नागराज बहुमस्य नितम्बभागं भोगेन गाढमभिवेष्ट्य मन्दराद्रेः ।
सोढाविषह्यवृषवाहनयोगलीलापर्यङ्कबन्धनविधेस्तव कोऽतिभारः ॥

दैत्यदानवासुराणामैक्यम् । यथा—तत्र हिरण्याक्षहिरण्यकशिपुप्रह्लादविरोचनबलिबाणादयो दैत्याः, विप्रचित्तिशम्बरनमुचिपुलोमप्रभृतयो दानवाः, बलवृत्रविक्षुरवृषपर्वादयोऽसुराः ।

तेषामैक्यं यथा— "जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः ।
सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः ॥"

यथा च— "तं शम्बरासुरशराशनिशल्यसारं केयूररत्नकिरणारुणबाहुदण्डम् ।
पीनांसलम्रदयिताकुचपत्रभङ्गं मीनध्वजं जितजगत्त्रितयं जयेत् कः ॥"

यथा च— "अस्ति दैत्यो हयग्रीवः सुहृद्वेश्मसु यस्य ताः ।
प्रथयन्ति बलं बाह्वोः सितच्छत्रस्मिताः श्रियः ॥"

यथा च हयग्रीवं प्रति— "दानवाधिपते भूयो भुजोऽयं किं न नीयते ।
सहायतां कृतान्तस्य क्षयाभिप्रायसिद्धिषु ॥"

यथा च— "महासुरसमाजेऽस्मिन् न चैकोऽप्यस्ति सोऽसुरः ।
यस्य नाऽशनिनिष्पेषनीराजितमुरःस्थलम् ॥"

एवमन्येऽपि भेदाः—

"सोऽयं कवीनां समयः काव्ये सुप्त इव स्थितः ।
स साम्प्रतमिहास्माभिर्यथाबुद्धि विबोधितः ॥"

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
स्वर्ग्यपातालीयकविरहस्यस्थापनो षोडशोऽध्यायः ॥

सप्तदशोऽध्यायः

देशविभागः

देशं कालं च विभजमानः कविर्नार्थदर्शनदिशि दरिद्राति । जगज्जगदेकदेशाश्च देशः । "द्यावापृथिव्यात्मकमेकं जगत्" इत्येके ।

तदाहुः— "हलमगु बलस्यैकोऽनड्वान् हरस्य न लाङ्गलं
क्रमपरिमिता भूमिर्विष्णोर्न गौर्न च लाङ्गलम् ।
प्रवहति कृषिर्नाद्याप्येषां द्वितीयगवं विना
जगति सकले नेदृग् दृष्टं दरिद्रकुटुम्बकम् ॥"

"दिवस्पृथिव्यौ द्वे जगती" इत्यपरे ।

तदाहुः— "रुणद्धि रोदसी चास्य यावत् कीर्तिरनश्वरी ।
तावत् किलायमध्यास्ते सुकृती वैबुधं पदम् ॥"

"स्वर्गमर्त्यपातालभेदात् त्रीणि जगन्ति" इत्येके ।

यदाहुः— "त्वमेव देव पातालमाशानां त्वं निबन्धनम् ।
त्वं चामरमरुद्भूमिरेको लोकत्रयायसे ॥"

"तान्येव भूर्भुवः स्वः" इत्यन्ये ।

तदाहुः— "नमस्त्रिभुवनाभोगभृतिखेदभरादिव ।
नागनाथाङ्गपर्यङ्कशायिने शार्ङ्गधन्वने ॥"

"महर्जनतपःसत्यमित्येतैः सह सप्त" इत्यपरे ।

तदाहुः— "संस्तम्भिनी पृथुनितम्बतटैर्धरित्र्याः संवाहिनी जलमुचां चलकेतुहस्तैः ।
हर्षस्य सप्तभुवनप्रथितोरुकीर्तेः प्रासादपंक्तिरियमुच्छिखरा विभाति ॥"

"तानि सप्तभिर्वायुस्कन्धैः सह चतुर्दश" इति केचित् ।

तदाहुः— "निरवधि च निराश्रयं च यस्य स्थितमनुवर्तितकौतुकप्रपञ्चम् ।
प्रथम इह भवान् स कूर्ममूर्तिर्जयति चतुर्दशलोकवल्लिकन्दः ॥"

"तानि सप्तभिः पातालैः सहैकविंशतिः" इति केचित् ।

तदाहुः— "हरहासहरावासहरहारनिभप्रभाः ।
कीर्तयस्तव लिम्पन्तु भुवनान्येकविंशतिम् ॥"

"सर्वमुपपन्नमिति" यायावरीयः । अविशेषविवक्षा यदेकयति विशेषविवक्षा तु अनेकयति । तेषु भूर्लोकः पृथिवी । तत्र सप्त महाद्वीपाः ।

"जम्बूद्वीपः सर्वमध्ये ततश्च प्लक्षो नाम्ना शाल्मलोऽतः कुशोऽनः ।
क्रौञ्चः शाकः पुष्करश्चेत्यथैषां बाह्या बाह्या संस्थितिर्मण्डलीभिः ॥
लावणो रसमयः सुरोदकः सार्पिषो दधिजलः पयःपयाः ।
स्वादुवारिरुदधिश्च सप्तमस्तान् परीत्य त इमे व्यवस्थिताः ॥"

"एक एवायं लावणः समुद्रः" इत्येके ।

तदाहुः— "द्वीपान्यष्टादशात्र क्षितिरपि नवभिर्विस्तृता स्वाङ्गखण्डै-
रेकोऽम्भोधिर्दिगन्तप्रविसृतसलिलः प्राज्यमेतत् सुराज्यम् ।
कस्मिन्नप्याजिकेलिव्यतिकरविजयोपार्जिते वीरवर्ये
चक्रे पुञ्जेन दातुं तदिदमिति धिया वेधसे यश्चुकोप ॥"

"त्रयः" इत्यन्ये ।

तदाहुः— "आकम्पितक्षितिभृता महता निकामं हेलाभिभूतजलधित्रितयेन यस्य ।
वीर्येण संहतिमिदा विहतोन्नतेन कल्पान्तकालविसृतः पवनोऽनुचक्रे ॥"

यथा वा— "मातङ्गानामभावे मदमलिनमुखैः प्राप्तमाशाकरीन्द्रै-
र्जाते रत्नापहारे दिशि दिशि ततयो भान्ति चिन्तामणीनाम् ।
छिन्नेषूद्यानवापीतरुषु विरचिताः कल्पवृक्षा रिपूणां
यस्योदञ्चत्त्रिवेलावलयफलभुजां मानसी सिद्धिरासीत् ॥"

"चत्वारः" इत्यपरे ।

तदाहुः— "चतुःसमुद्रवेलोर्मिरचितैकावलीलतम् ।
मेरुमप्यद्रिमुल्लङ्घ्य यस्य क्वापि गतं यशः ॥"

"भिन्नाभिप्रायतया सर्वमुपपन्नम्" इति यायावरीयः । सप्तसमुद्रीवादिनस्तु शास्त्रादनपेता एव ।

तदाहुः— "अगस्त्यचुलुकोच्छिष्टसप्तवारिधिवारिणि ।
मुहूर्तं केशवेनापि तदन्तः प्रस्तरायितम् ॥"

"कविप्रसिद्ध्या वाऽविमृष्टपरमार्थं सर्वमुपपन्नम्" इति यायावरीयः ।

मध्येजम्बूद्वीपमाद्यो गिरीणां मेरुर्नाम्ना काञ्चनः शैलराजः ।
योऽमर्त्यानामौषधीनां निधानं यश्चावासः सर्ववृन्दारकाणाम् ॥

तमेनमवधीकृत्य देवेनाम्बुजजन्मना ।
तिर्यगूर्ध्वमधस्ताच्च विश्वस्य रचना कृता ॥

स भगवान् मेरुराद्यो वर्षपर्वतः । तस्य चतुर्दिशमिलावृतं वर्षम् । तस्योत्तरेण त्रयो वर्षगिरयः—नीलः श्वेतः शृङ्गवांश्च । रम्यकं, हिरण्मयम्, उत्तराः कुरवः इति च क्रमेण त्रीणि तेषां वर्षाणि । दक्षिणेनापि त्रय एव निषधो हेमकूटो हिमवांश्च । हरिवर्षं, किंपुरुषं, भारतमिति च त्रीणि वर्षाणि ।

तत्रेदं भारतं वर्षम् । अस्य च नव भेदाः । इन्द्रद्वीपः, कसेरुमान्, ताम्रपर्णी, गभस्तिमान्, नागद्वीपः, सौम्यो, गन्धर्वो, वरुणः, कुमारीद्वीपश्चायं नवमः ।

पञ्चशतानि जलं, पञ्च स्थलमिति विभागेन प्रत्येकं योजनसहस्रावधयो दक्षिणात् समुद्रादद्रिराजं हिमवन्तं यावत् परस्परमवगम्यास्ते । तान्येतानि यो जयति स सम्राडिति उच्यते ।

कुमारीपुरात् प्रभृति बिन्दुसरोऽवधि योजनानां दशशती चक्रवर्तिक्षेत्रम् । तां विजयमानश्चक्रवर्ती भवति ।

चक्रवर्त्तिचिह्नानि तु— "चक्रं रथो मणिर्भार्या निधिरश्वो गजस्तथा ।
प्रोक्तानि सप्त रत्नानि सर्वेषां चक्रवर्त्तिनाम् ॥"

अत्र च कुमारीद्वीपे— "विन्ध्यश्च पारियात्रश्च शुक्तिमानृक्षपर्वतः ।
महेन्द्रसह्यमलयाः सप्तैते कुलपर्वताः ॥"

तत्र विन्ध्यादयः प्रतीतस्वरूपाः । मलयविशेषास्तु चत्वारः ।

तेषु प्रथमः— "आ मूलयष्टेः फणिवेष्टितानां सचन्दनानां जननन्दनानाम् ।
कक्कोलकैलामरिचैर्युतानां जातीतरूणां च स जन्मभूमिः ॥"

द्वितीयः— "यस्योत्तमां मौक्तिककामधेनुरुपत्यकामर्चति ताम्रपर्णी ।
रत्नेश्वरो रत्नमहानिधानं कुम्भोद्भवस्तं मलयं पुनाति ॥
तत्र द्रुमा विद्रुमनामधेया वंशेषु मुक्ताफलजन्म तत्र ।
मदोत्कटैः केसरिकण्ठनादैः स्फुटन्ति तस्मिन् घनसारवृक्षाः ॥"

तृतीयः— "विलासभूमिः सकलामराणां पदं नृणां गौर्मुनिपुङ्गवस्य ।
सदाफलैः पुष्पलताप्रवालैराश्चर्यमूलं मलयः स तत्र ॥"

चतुर्थः— "सा तत्र चामीकररत्नचित्रैः प्रासादमालावलभीविटङ्कैः ।
द्वारार्गलाबद्धसुरेश्वराङ्का लङ्केति या रावणराजधानी ॥
प्रवर्त्तते कोकिलनादहेतुः पुष्पप्रसूः पञ्चमजन्मदायी ।
तेभ्यश्चतुर्भ्योऽपि वसन्तमित्रमुदङ्मुखो दक्षिणमातरिश्वा ॥"

पूर्वापरयोः समुद्रयोर्हिमवद्विन्ध्ययोश्चान्तरमार्यावर्त्तः । तस्मिंश्चातुर्वर्ण्यं चातुराश्रम्यं च । तन्मूलश्च सदाचारः । तत्रत्यो व्यवहारः प्रायेण कवीनाम् ।

तत्र वाराणस्याः परतः पूर्वदेशः । यत्र अङ्ग-कलिङ्ग-कोसल-तोसल-उत्कल-मगध-मुद्गर-विदेह-नेपाल-पुण्ड्र-प्राग्ज्योतिष-ताम्रलिप्तक-मलद-मल्लवर्त्तक-सुह्म-ब्रह्मोत्तरप्रभृतयो जनपदाः । बृहद्गृह-लोहितगिरि-चकोर-दर्दुर-नेपाल-कामरूपादयः पर्वताः । शोणलौहित्यौ नदौ । गङ्गा-करतोया-कपिशाद्याश्च नद्यः । लवलीग्रन्थिपर्णकागुरुद्राक्षाकस्तुरिकादीनामुत्पादः ।

माहिष्मत्याः परतो दक्षिणापथः । यत्र महाराष्ट्र-माहिषक-अश्मक-विदर्भ-कुन्तल-क्रथकैशिक-सूर्पारक-काञ्ची-केरल-कावेर-मुरल-वानवासक-सिंहल-चौड-दण्डक-पाण्ड्य-पल्लव-गाङ्ग-नासिक्य-कौङ्कण-कोल्लगिरि-वल्लारप्रभृतयो जनपदाः । विन्ध्य-दक्षिणपाद-महेन्द्र-मलय-मेकल-पालमञ्जर-सह्य-श्रीपर्वतादयः पर्वताः । नर्मदा-तापी-पयोष्णी-गोदावरी-कावेरी-भैमरथी-वेणा-कृष्णवेणा-वञ्जुरा-तुङ्गभद्रा-ताम्रपर्णी-उत्पलावती-रावणगङ्गाद्या नद्यः । तदुत्पत्तिर्मलयोत्पत्त्या व्याख्याता ।

देवसभायाः परतः पश्चाद्देशः । तत्र देवसभ-सुराष्ट्र-दशेरक-त्रवण-भृगुकच्छ-कच्छीय-आनर्त्त-अर्बुद-ब्राह्मणवाह-यवनप्रभृतयो जनपदाः । गोवर्धन-गिरिनगर-देवसभ-माल्यशिखर-अर्बुदादयश्च पर्वताः । सरस्वती-श्वभ्रवती-वार्तघ्नी-मही-हिडिंबाद्या नद्यः । करीरपीलुगुग्गुलु-खर्जूरकरभादीनामुत्पादः ।

पृथूदकात् परतः उत्तरापथः । यत्र शक-केकय-वोक्काण-हूण-वाणायुज-काम्बोज-वाह्लीक-वह्लव-लिम्पाक-कुलूत-कीर-तङ्गण-तुषार-तुरुष्क-बर्बर-हरहूरव-हूहुक-सहुड-हंसमार्ग-रमठ-करकण्ठ-प्रभृतयो जनपदाः । हिमालय-कलिन्द-इन्द्रकील-चन्द्राचलादयः पर्वताः । गङ्गा-सिन्धु-सरस्वती-शतद्रु-चन्द्रभागा-यमुना-इरावती-वितस्ता-विपाशा-कुहू-देविकाद्या नद्यः । सरल-देवदारु-द्राक्षा-कुङ्कुम-चमराऽजिन-सौवीर-स्रोतोऽञ्जन-सैन्धव-वैदूर्य-तुरङ्गाणामुत्पादः ।

तेषां मध्ये मध्यदेश इति कविव्यवहारः । न चायं नानुगन्ता शास्त्रार्थस्य ।

यदाहुः— "हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत् प्राग् विनशनादपि ।
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्त्तितः ॥"

तत्र च ये देशाः पर्वताः सरितो द्रव्याणामुत्पादश्च तत् प्रसिद्धिसिद्धम् इति न निर्दिष्टम् ।

द्वीपान्तराणां ये देशाः पर्वताः सरितस्तथा ।
नातिप्रयोज्याः कविभिरिति गाढं न चिन्तिताः ॥"

"विनशनप्रयागयोर्गङ्गायमुनयोश्चान्तरमन्तर्वेदी । तदपेक्षया दिशो विभजेत" इत्याचार्याः । "तत्रापि महोदयं मूलमवधीकृत्य" इति यायावरीयः ।

"अनियतत्वाद् दिशामनिश्चितो दिग्विभागः" इत्येके। तथाहि यो वामनस्वामिनः पूर्वः स ब्रह्मशिलायाः पश्चिमः, यो गाधिपुरस्य दक्षिणः स कालप्रियस्योत्तर इति।

"अवधिनिबन्धनमिदं रूपम् इतरत् तु अनियतमेव" इति यायावरीयः
"प्राच्यवाचीप्रतीच्युदीच्यः चतस्रो दिशः" इत्येके।

तदाहुः— "चतसृष्वपि दिक्षु रणे द्विषतः प्रति येन चित्रचरितेन।
विहितमपूर्वमदक्षिणमपश्चिममनुत्तरं कर्म ॥"

"ऐन्द्री, आग्नेयी, याम्या, नैर्ऋती, वारुणी, वायव्या, कौबेरी, ऐशानी चाष्टौ दिशः" इत्येके।

तदाहुः— "एकं ज्योतिर्दृशौ द्वे त्रिजगति गदितान्यब्जजास्यैश्चतुर्भि-
र्भूतानां पञ्चमं यान्यलमृतुषु तथा षट्सु नानाविधानि।
युष्माकं तानि सप्त त्रिदशमुनिनुतान्यष्टदिग्भाञ्जि भानो-
र्यान्ति प्राह्णे नवत्वं दश दधतु शिवं दीधितीनां शतानि ॥"

"ब्राह्मी नागीया च द्वे। ताभ्यां सह दशैताः" इत्यपरे।

तदाहुः— "दशदिक्तटपर्यन्तसीमसङ्कटभूमिके।
विषमा स्थूललक्ष्यस्य ब्रह्माण्डग्रामके स्थितिः ॥"

सर्वमस्तु। विवक्षापरतन्त्रा हि दिशामियत्ता। तत्र चित्रास्वात्यन्तरे प्राची, तदनुसारेण प्रतीची, ध्रुवेणोदीची, तदनुसारेणावाची, अन्तरेषु विदिशः, ऊर्द्धं ब्राह्मी, अधस्तान्नागीयेति। द्विविधो व्यवहारः कवीनां प्राक्सिद्धो विशिष्टस्थानावधिसाध्यश्च। तत्र प्राक्सिद्धे

प्राची— "द्वित्रैर्व्योम्नि पुराणमौक्तिकमणिच्छायैः स्थितं तारकै-
र्ज्योत्स्नापानमरालसेन वपुषा सुप्ताश्चकोराङ्गनाः।
यातोऽस्ताचलचूलमुद्रसमधुच्छत्रच्छविश्चन्द्रमाः
प्राची बालबिडालकोचनरुचां जाता च पात्रं ककुप् ॥"

दक्षिणा— "दक्षिणो दक्षिणामाशां यियासुः सोऽधिकं बभौ ।
जिहासुर्दक्षिणामाशां भगवानिव भास्करः ॥"

पश्चिमा— "पश्य पश्चिमदिगन्तलम्बिना निर्मितं मितकथे विवस्वना ।
दीर्घया प्रतिमया सरोऽम्भसस्तापनीयमिव सेतुबन्धनम् ॥"

उत्तरा— "अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।
पूर्वापरौ तोयनिधी विगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥"

विशिष्टस्थानावधौ तु दिग्विभागे पूर्वपश्चिमौ यथा—

"यादांसि हे भरत संगतगोत्रतन्त्रं पूर्वेण चन्दनगिरेरुत पश्चिमेन ।
नो चेन्निरन्तरधराधरसेतुसूतिराकल्पमेष न विरंस्यति वो वियोगः ॥"

दक्षिणोत्तरौ यथा— "काञ्च्याः पुरो दक्षिणदिग्विभागे तथोत्तरस्यां दिशि वारिराशेः ।
कर्णान्तचक्रीकृतचारुचापो रत्या समं साधु वसत्यनङ्गः ॥"

उत्तरादावपि उत्तरदिगभिधानं, अनुत्तरादावपि उत्तरदिगभिधानम् । तयोः

प्रथमम्— "तत्रागारं धनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयं दूराल्लक्ष्यं सुरपतिधनुश्चारुणा तोरणेन।
यस्योद्याने कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे हस्तप्राप्यः स्तबकविनतो बालमन्दारवृक्षः॥"

द्वितीयम्— "सह्याद्रेरुत्तरे भागे यत्र गोदावरी नदी ।
पृथिव्यामिह कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥"

एवं दिगन्तरेष्वपि । तत्र देशपर्वतनद्यादीनां दिशां च यः क्रमस्तं तथैव निबध्नीयात्। साधारणं तूभयत्र लोकप्रसिद्धितश्च ।

तद्वद् वर्णनियमः । तत्र पौरस्त्यानां श्यामवर्णः, दाक्षिणात्यानां कृष्णः, पाश्चात्यानां पाण्डुः, उदीच्यानां गौरः, मध्यदेश्यानां कृष्णः श्यामो गौरश्च ।

पौरस्त्यश्यामता— "श्यामेष्वङ्गेषु गौडीनां सूत्रहारैकहारिषु ।
चक्रीकृत्य धनुः पौष्पमनङ्गो वल्गु वल्गति ॥"

दाक्षिणात्यकृष्णता— "इदं भासां भर्त्तुर्द्रुतकनकगोलप्रतिकृति
क्रमान्मन्दज्योतिर्गलति नभसो बिम्बवलयम्।
अथैष प्राचीतः सरति मुरलीगण्डमलिन-
स्तरुच्छायाचक्रैः स्तबकित इव ध्वान्तविसरः ॥"

पाश्चात्यपाण्डुता— "शाखास्मेरं मधुकवलनाकेलिलोलेक्षणानां
भृङ्गस्त्रीणां बकुलमुकुलं कुन्तलीभावमेति।
किं चेदानीं यवनतरुणीपाण्डुगण्डस्थलीभ्यः
कान्तिः स्तोकं रचयति पदं नागवल्लीच्छदेषु ॥"

उदीच्यगौरता— "पुष्पैः सम्प्रति काञ्चनारतरवः प्रत्यङ्गमालिङ्गिता
वाह्लीकीदशनव्रणारुणतरैः पत्रैरशोकोऽर्चितः।
जातं चम्पकमप्युदीच्यललनाला क्षमं
माञ्जिष्ठैर्मुकुलैश्च पाटलतरोरन्यैव काचिल्लिपिः ॥"

यथा वा— "काश्मीरीगात्रलेखासु लोललावण्यवीचिषु।
द्रावयित्वेव विन्यस्तं स्वर्णं षोडशवर्णकम् ॥"

मध्यदेश्यकृष्णता यथा— "युधिष्ठिरक्रोधवह्नेः कुरुवंशैकदाहिनः।
पाञ्चालीं ददृशुः सर्वे कृष्णां धूमशिखामिव ॥"

तद्वत् मध्यदेश्यश्यामता। न च कविमार्गे श्यामकृष्णयोः पाण्डुगौरयोर्वा महान् विशेष इति कविसमयेषु अवोचाम।

मध्यदेश्यगौरता— "तव नवनवनीतपिण्डगौरे प्रतिफलदुत्तरकोसलेन्द्रपुत्र्याः।
अवगतमलिके मृगाङ्कबिम्बं मृगमदपत्रनिभेन लाञ्छनेन ॥"

विशेषस्तु पूर्वदेशे राजपुत्र्यादीनां गौरः पाण्डुर्वा वर्णः। एवं दक्षिणदेशेऽपि।

तत्र प्रथमः— "कपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्युतिमुषि
स्मरस्मेरः स्फारोड्डमरपुलकं वक्त्रकमलम्।
मुहुः पश्यन् शृण्वन् रजनिचरसेनाकलकलम्
जटाजूटग्रन्थिं द्रढयति रघूणां परिवृढः ॥"

द्वितीयः— "तासां माधवपत्नीनां सर्वासां चन्द्रवर्चसाम् ।
शब्दविद्येव विद्यानां मध्ये जज्वाल रुक्मिणी ॥"

एवमन्यदपि यथासम्भवमभ्यूह्यम् ।

निगदितनयविपरीतं देशविरुद्धं वदन्ति विद्वांसः ।
तत् परिहार्यं यत्नात् तदुदाहृतयस्तु दोषेषु ॥

इत्थं देशविभागो मुद्रामात्रेण सूत्रितः सुधियाम् ।
यस्तु जिगीषत्यधिकं पश्यतु मद्भुवनकोशमसौ ॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
देशविभागः सप्तदशोऽध्यायः ॥

अष्टादशोऽध्यायः

कालविभागः

कालः काष्ठादिभेदभिन्नः। तथा च—

काष्ठा निमेषा दश पञ्च चैव त्रिंशच्च काष्ठाः कथिताः कलेति।
त्रिंशत्कलश्चैव भवेन्मुहूर्त्तस्तैस्त्रिंशता रात्र्यहनी समेते॥

ते च चैत्राश्वयुजमासयोर्भवतः। चैत्रात् परं प्रतिमासं मौहूर्त्तिकी दिवसवृद्धिः निशाहानिश्च त्रिमास्याः; ततः परं मौहूर्त्तिकी निशावृद्धिः दिवसहानिश्च। आश्वयुजात् परतः पुनरेतदेव विपरीतम्।

राशितो राश्यन्तरसङ्क्रमणमुष्णभासो मासः; वर्षादि दक्षिणायनं शिशिरादि उत्तरायणम्; द्व्ययनः संवत्सर इति सौरं मानम्।

पञ्चदशाऽहोरात्रः पक्षः। वर्धमानसोमः शुक्लो, वर्धमानकृष्णिमा कृष्ण इति पित्र्यं माससानम्। अमुना च वेदोदितः कृत्स्नोऽपि क्रियाकल्पः। पित्र्यमेव व्यत्ययितपक्षं चान्द्रमसम्। इदमार्यावर्तवासिनः कवयश्च मानमाश्रिताः। एवं च द्वौ पक्षौ मासः। द्वौ मासावृतुः। षण्णामृतूनां परिवर्त्तः संवत्सरः।

स च चैत्रादिरिति दैवज्ञाः, श्रवणादिरिति लोकयात्राविदः।

तत्र नभो नभस्यश्च वर्षाः, इष ऊर्जश्च शरत्, सहः सहस्यश्च हेमन्तः, तपस्तपस्यश्च शिशिरः, मधुर्माधवश्च वसन्तः, शुक्रः शुचिश्च ग्रीष्मः।

तत्र "वर्षासु पूर्वो वायुः" इति कवयः। "पाश्चात्यः, पौरस्त्यस्तु प्रतिहन्ता" इत्याचार्याः। तदाहुः—"पुरोवाता हता प्रावृट् पश्चाद्वाता हता शरत्" इति।

तदाहुः— "प्रावृष्यम्भोभृताम्भोदमरनिर्भरमम्बरम्।
कादम्बकुसुमामोदा वायवो वान्ति वारुणाः॥"

"वस्तुवृत्तिरतन्त्रं, कविसमयः प्रमाणम्" इति यायावरीयः।

तदाहुः— "पौरस्त्यस्तोयदर्त्तोः पवन इव पतन् पावकस्येव धूमो
विश्वस्येवादिसर्गः प्रणव इव परं पावनं वेदराशेः।
सन्ध्यानृत्तोत्सवेच्छोरिव मदनरिपोर्नन्दिनान्दीनिनादः
सौरस्याग्रे सुखं वो वितरतु विनतानन्दनः स्यन्दनस्य ॥"

शरदि अनियतदिक्को वायुर्यथा—"उषःसु ववुराकृष्टजडावश्यायशीकराः।
शेफालीकलिकाकोशकषायामोदिनोऽनिलाः ॥"

"हेमन्ते पाश्चात्यो वायुः" इत्येके। "उदीच्य" इत्यपरे। "उभयमपि" इति यायावरीयः।

तयोः पाश्चात्यः— "भञ्जन्भूर्जद्रुमालीस्तुहिनगिरितटेषूद्धतास्त्वक्कराला:
रेवाम्भःस्थूलवीचीचयचकितचलच्चातकान् व्याधुनानः।
पाश्चात्यो वाति वेगाद् द्रुततुहिनशिलाशीकरासारवर्षी
मातङ्गक्षुण्णसान्द्रस्रुतसरलतरत्सारसारी समीरः ॥"

उदीच्यः— "लम्पाकीनां किरन्तश्चिकुरविरचनां रल्लकांल्लासयन्त-
श्चुम्बन्तश्चन्द्रभागासलिलमविकलं भूर्जकाण्डैकचण्डाः।
एते कस्तूरिकैणप्रणयसुरभयो वल्लभा बाह्लवीनां
कौलूतीकेलिकाराः परिचयिनहिमं वायवो वान्त्युदीच्याः ॥"

शिशिरेऽपि हेमन्तवदुदीच्यः पाश्चात्यो वा। वसन्ते दक्षिणः। तदुक्तम्—

"धुन्वंल्लङ्कावनालीर्मुहुरलकलता लासयन् केरलीना-
मन्ध्रीधम्मिल्लबन्धान् सपदि शिथिलयन् वेल्लयन् नागवल्लीः।
उद्दामं दाक्षिणात्यो मिलितमलयजः सारथिर्मीनकेतोः
प्राप्तः सीमन्तिनीनां मधुसमयसुहृन्मानचौरः समीरः ॥

"अनियतदिक्को वायुर्ग्रीष्मे" इत्येके। "नैर्ऋतः" इत्यपरे। "उभयमपि" इति यायावरीयः।

तत्र प्रथमः— "वात्याचक्रकचुम्बिताम्बरभुवः स्थूला रजोदण्डकाः
संप्रथ्नन्ति भविष्यदभ्रपटलस्थूणावितर्कं नभः
किं चान्यन्मृगतृष्णिकाम्बुविसरैः पात्राणि वीतार्णसां
सिन्धूनामिह सूत्रयन्ति दिवसेष्वागामिनीं सम्पदम् ॥"

द्वितीयः— "सोऽयं करैस्तपति वह्निमयैरिवार्कः साऽङ्गारविस्तरभरेव धरा समग्रा ।
वायुः कुकूलमिव वर्षति नैर्ऋतश्च कार्शानवैरिव शरैर्मदनश्च हन्ति ॥"

किञ्च — "गर्भान् बलाकासु निवेशयन्तो वंशाङ्कुरान् स्वैर्निनदैः सृजन्तः ।
रजोऽम्बुदाः प्रावृषि मुद्रयन्तो यात्रोद्यमं भूमिभृतां हरन्ति ॥
स सल्लकीसालशिलीन्ध्रयूथीप्रसूनदः पुष्पितलाङ्गलीकः ।
दग्धोर्वरासुन्दरगन्धबन्धुरर्घत्ययं वारिमुचामनेहा ॥
वनानि नीलीदलमेचकानि धाराम्बुधौता गिरयः स्फुरन्ति ।
पूराम्भसा भिन्नतटास्तटिन्यः सान्द्रेन्द्रगोपानि च शाद्वलानि ॥
चकोरहर्षी यतिचारचौरो वियोगिनीवीक्षितनाथवर्त्मा ।
गृहान् प्रति प्रस्थितपान्थसार्थः कालोऽयमाध्मातनभाः पयोदैः ॥
या केलियात्रा करिकामिनीभिर्या तुङ्गहर्म्याग्रविलासशय्या ।
चतुःसमं यन्मृगनाभिगर्भं सा वारिदर्तौ प्रथमानिथेयी ॥
चलच्चटुलचातकः कृतकुरङ्गरागोदयः सदर्दुररवोद्यमो मदभरप्रगल्भोरगः ।
शिखण्डिकुलताण्डवामुदितमद्गुकङ्काह्वयो वियोगिषु घनागमः स्मरविषं विषं मुञ्चति
दलत्कुटजकुड्मलः स्फुटितनीपपुष्पोत्करो धवप्रसवबान्धवः प्रचितमञ्जरीकार्जुनः ।
कदम्बकलुषाम्बरः कलितकेतकीकोरकश्चलन्निचुलसञ्चयो हरन्ति हन्त घर्मात्ययः ॥"

इति वर्षाः

"द्राग् गर्जयन्तो विमदान्मयूरान् प्रगल्भयन्तो कुररद्विरेफान ।
शरत् समभ्येति विकास्य पद्मानुन्मीलयन्तो कुमुदोत्पलानि ॥
सा भाति पुष्पाणि निवेशयन्ती बन्धूकबाणासनकुङ्कुमेषु ।
शेफालिकासप्तपलाशकाशभाण्डीरसौगन्धिकमालतीषु ॥
सखञ्जरीटा सपयःप्रसादा सा कस्य नो मानसमाच्छिनत्ति ।
कादम्बकारण्डवचक्रवाकससारसक्रौञ्चकुलानुयाना ॥

उपानयन्ती कलहंसयूथमगस्त्यदृष्ट्या पुनती पयांसि ।
मुक्तासु शुभ्रं दधती च गर्भं शरद् विचित्रैश्चरितैश्चकास्ति ॥
क्षितिं खनन्तो वृषभाः खुराग्रैः रोधो विषाणैर्द्विरदा रदन्तः ।
शृङ्गं त्यजन्तो रुरवश्च जीर्णं कुर्वन्ति लोकान् अवलोकनोत्कान् ॥
अत्रावदातद्युति चन्द्रिकाम्बु नीलावभासं च नभः समन्तात् ।
सुरेभवीथीदिवसावतारो जीर्णाभ्रखण्डानि च पाण्डुराणि ॥
महानवम्यां निखिलास्त्रपूजा नीराजना वाजिभटद्विपानाम् ।
दीपालिकायां विविधा विलासा यात्रोन्मुखैरत्र नृपैर्विधेयाः ॥
व्योम्नि तारतरतारकोत्करः स्यन्दनप्रचरणक्षमा मही ।
भास्करः शरदि दीप्रदीधितिर्बुध्यते च सह माधवः सुरैः ॥
केदार एव कलमाः परिणामनम्राः प्राचीनमामलकमर्घति पाकनीलम् ।
एर्वारुकं स्फुटननिर्गतगर्भगन्धमम्लीभवन्ति च जरत्त्रपुसीफलानि ॥
गेहाजिरेषु नवशालिकणावपातगन्धानुभावसुभगेषु कृषीवलानाम् ।
आनन्दयन्ति मुसलोल्लसनावधूतपाणिस्खलद्वलयपद्धतयो वधूट्यः ॥
तीक्ष्णं रविस्तपति नीच इवाचिराढ्यः शृङ्गं रुरुस्त्यजति मित्रमिवाकृतज्ञः ।
तोयं प्रसीदति मुनेरिव धर्मचिन्ता कामी दरिद्र इव शोषमुपैति पङ्कम् ॥
नद्यो वहन्ति कुटिलक्रमयुक्तशुक्तिरेखाङ्कबालपुलिनोदरसुप्तकूर्माः ।
अस्यां तरङ्गितनुतोयपलायमानमीनानुसारिबकदत्तकरालफालाः ॥
अपङ्किलतटावटः शफरफाण्टफालोज्ज्वलः पतत्कुररकातरभ्रमदद्भ्रमीनार्भकः ।
लुठत्कमठसैकतश्चलबकोटवाचाटितः सरित्सलिलसञ्चयः शरदि मेदुरः सीदति ॥”

इति शरत् ॥

“द्वित्रिमुचुकुन्दकलिकस्त्रिचतुरमुकुलः क्रमेण लवलीषु ।
पद्मषफलिनीकुसुमो जयति हिमर्त्तुर्नवावतरः ॥
पुन्नागरोध्रप्रसवावतंसा वामभ्रुवः कञ्चुकगुम्फिताङ्ग्यः ।
वक्त्रोल्लसत्कुङ्कुमसिक्थकाङ्काः सुगन्धतैलाः कबरीर्वहन्ति ॥

यथा यथा पुष्यति शीतकालस्तुषारचूर्णोत्करकीर्णवातः ।
तथा तथा यौवनशालिनीनां कवोष्णतामत्र कुचा लभन्ते ॥
वराहवर्ध्राणि नवौदनानि दधीनि सन्नद्धशराणि चात्र ।
सुकोमलाः सर्षपकन्दलीश्च भुक्त्वा जनो निन्दति वेदविद्याम् ॥
अत्रोपचारः सलिलैः कवोष्णैर्यत् किञ्चिदत्र स्वदतेऽन्नपानम् ।
सुदुर्भगामत्र निपीड्य शेते स्वस्त्यस्तु नित्यं तुहिनर्तवेऽस्मै ॥
विमुक्तबर्हा विमदा मयूराः प्ररूढगोधूमयवा च सीमा ।
व्याघ्रीप्रसूतिः सलिलं सबाष्पं हेमन्तलिङ्गानि जयन्त्यमूनि ॥
सशमीधान्यपाकानि क्षेत्राण्यत्र जयन्ति च ।
त्रिशङ्कुतिलका रात्र्यः पच्यन्ते लवणानि च ॥
उद्यानानां मूकपुंस्कोकिलत्वं भृङ्गस्त्रीणां मौनमुद्रा मुखेषु ।
मन्दोद्योगा पत्रिणां व्योमयात्रा हेमन्ते स्यात् सर्पदर्पक्षयश्च ॥
कर्कन्धूनां नागरङ्गीफलानां पाकोद्रेकः खाण्डवोऽप्याविरस्ति ।
कृष्णेक्षूणां पुण्ड्रकाणां च गर्भे माधुर्यश्रीर्जायते चाप्यपूर्वा ॥
येषां मध्येमन्दिरं तल्पसम्पत् पार्श्वे दाराः स्फारतारुण्यताराः ।
लीलावह्निर्निङ्गुतोद्दामधूमस्ते हेमन्तं ग्रीष्मशेषं विदन्ति ॥"

इति हेमन्तः ॥

हेमन्तधर्मा शिशिरः । विशेषस्तु –

रात्रिर्विचित्रसुरतोचितयामदैर्घ्या चण्डो मरुद् वहति कुङ्कुमपङ्कसाध्यः ।
तल्पस्थितिर्द्विगुणतूलपटा किमन्यदर्घन्ति चात्र विततागुरुधूपधूमाः ॥
आश्लेषिणः पृथुरतक्लमपीतशीतमायामिनीं घनमुदो रजनीं युवानः ।
ऊर्वोर्मुहुर्वलनबन्धनसन्धिलोलपादान्तसंवलिततूलपटाः स्वपन्ति ॥
पानेऽम्भसोः सुरसनीरसयोर्न भाति स्पर्शक्रियासु तुहिनानलयोर्न चात्र ।
नो दुर्भगासुभगयोः परिरम्भणे च नो सेवने च शशिभास्करयोर्विशेषः ॥

पुष्पक्रिया मरुबके जलकेलिनिन्दा कुन्दान्यशेषकुसुमेषु धुरि स्थितानि ।
सौभाग्यमेणतिलकाद्व्रजतेऽर्कबिम्बं काले तुषारिणि दहन्ति च चन्दनानि ॥
सिद्धार्थयष्टिषु यथोत्तरहीयमानसन्तानभिन्नघनसूच्चिपरम्परासु ।
द्वित्रावशेषकुसुमासु जनिक्रमेण पाकक्रमः कपिशिमानमुपादधाति ॥
उदीच्यचण्डानिलताडितासु सुलीनमीनासु जलस्य मूले ।
नालावशेषाब्जलतास्विदानीं विलासवापीषु न याति दृष्टिः ॥
मादान्मतङ्गः पृषतैकतोषी पुष्यद्वराहो धृतिमल्लुलायः ।
दरिद्रनिन्द्यः सधनैकवन्द्यः स एष कालः शिशिरः करालः ॥
अभिनववधूरोषस्वादुः करीषतनूनपादसरलजनाश्लेषक्रूरस्तुषारसमीरणः ।
गलितविभवस्याज्ञेवाद्य द्युतिर्मसृणा रवेर्विरहिवनितावक्त्रौपम्यं बिभर्त्ति निशाकरः ॥
स्त्रियः प्रकृतिपित्तलाः क्वथितकुङ्कुमालेपनैर्नितम्बफलकस्तनस्थलभुजोरुमूलादिभिः ।
इहाभिनवयौवनाः सकलरात्रिसंश्लेषितैर्हरन्ति शिशिरज्वरारतिमतीव पृथ्वीमपि ॥

इति शिशिरः ॥

"चैत्रे मदर्द्धिः शुकसारिकाणां हारीतदात्यूहमधुव्रतानाम् ।
पुंस्कोकिलानां सहकारबन्धुः मदस्य कालः पुनरेष एव ॥
मनोऽधिकं चात्र विलासलास्ये प्रेङ्खासु दोलासु च सुन्दरीणाम् ।
गीते च गौरीचरितावतंसे पूजाप्रपञ्चे च मनोभवस्य ॥
पुंस्कोकिलः कूजति पञ्चमेन बलाद्विलासा युवतौ स्फुरन्ति ।
स्मरो वसन्तेऽत्र नवैः प्रसूनैः स्वचापयष्टेर्घटनां करोति ॥
पिनद्धमाहारजनांशुकानां सीमन्तसिन्दूरजुषां वसन्ते ।
स्मरीकृते प्रेयसि भक्तिभाजां विशेषवेषः स्वदते वधूनाम् ॥
अयं प्रसूनोद्धुरकर्णिकारः पुष्पप्रपञ्चार्चितकाञ्चनारः ।
विजृम्भणाकोविदकोविदारः कालो विकाशोद्यनसिन्दुवारः ॥
रोहीतकाम्रातककिङ्किराता मधूकमोचाः सह माधवीभिः ।
जयन्ति शोभाञ्जनकश्च शाखी सकेसरः पुष्पभरैर्वसन्ते ॥

यो माधवीमुकुलदृष्टिषु वेणिबन्धो यः कोकिलाकलहते कथने च लाभः ।
पूजाविधिर्दमनकेन च यः स्मरस्य तस्मिन् मधुः स भगवान् गुरुरङ्गनानाम् ॥
नालिङ्गितः कुरबकस्तिलको न दृष्टो नो ताडितश्च चरणैः सुदृशामशोकः ।
सिक्तो न वक्त्रमधुना बकुलश्च चैत्रे चित्रं तथापि भवति प्रसवावकीर्णः ॥
चैत्रे चित्रौ रक्तनीलावशोकौ स्वर्णाशोकस्तत्तृतीयश्च पीतः ।
जैत्रं तन्त्रं तत्प्रसूनान्तरेभ्यः चेतोयोनेः भूर्भुवःस्वस्त्रयेऽपि ॥
गुवाकानां नालिकेरद्रुमाणां हिन्तालानां पाटलीकिंशुकानाम् ।
खर्जूराणां ताडताडीतरूणां पुष्पापीडन्यासहेतुर्वसन्तः ॥

इति वसन्तः ॥

विकाशकारी नवमल्लिकानां दलच्छिरीषप्रसवाभिरामः ।
पुष्पप्रदः काञ्चनकेतकीनां ग्रीष्मोऽयमुल्लासितधातकीकः ॥
खर्जूरजम्बूपनसाम्रमोचप्रियालपूगीफलनालिकेरैः ।
द्वन्द्वानि खेदालसतामपास्य रतानुसन्धानमिहाद्रियन्ते ॥
स्रोतांस्यनम्भांसि सकूपकानि प्रपाः कठोरेऽहनि पान्थपूर्णाः ।
शुचौ समभ्यर्थितसक्तुपाने प्रगे च सायं च वहन्ति मार्गाः ॥
यत्कायमानेषु दिनार्धनिद्रा यत्स्नानकेलिर्दिवसावसाने ।
यद्रात्रिशेषे सुरतावतारः स मुष्टियोगो घनघर्ममाथी ॥
या चन्द्रिका चन्दनपङ्कहृद्या या जालमार्गानिलवीचिमाला ।
या तालवृन्तैरुदबिन्दुवृष्टिर्जलाञ्जलिं सा शुचये ददाति ॥
कर्पूरचूर्णं सहकारभङ्गस्ताम्बूलमार्द्रक्रमुकोपक्लृप्तम् ।
हाराश्च तारास्तनुवस्त्रमेतन्महारहस्यं शिशिरक्रियायाः ॥
मुक्तालताश्चन्दनपङ्कदिग्धा मृणालहारानुसृता जलार्द्राः ।
स्रजश्च मौलौ स्मितचम्पकानां ग्रीष्मेऽपि सोऽयं शिशिरावतारः ॥"

अत्र हि— "पच्यन्त इव भूतानि ताप्यन्त इव पांसवः ।
क्वथन्त इव तोयानि ध्मायन्त इव चाद्रयः ॥

एणाः स्थलीषु मृगतृष्णिकया ह्रियन्ते स्रोतस्तनुत्वजनिता जलवेणिबन्धाः ।
ताम्यत्तिमीनि च सरांसि जलस्य शोषादुच्चारघट्टघटिकावलयाश्च कूपाः ॥
करभाः शरभाः सरासभा मदमायान्ति भजन्ति विक्रियाम् ।
करवीरकरीरपुष्पिणीः स्थलभूमीरधिरुह्य चासते ॥
सहकाररसार्चिता रसाला जलभक्तं फलपानकानि मन्थाः ।
मृगलावरसाः शृतं च दुग्धं स्मरसञ्जीवनमौषधं निदाघे ॥
जडचन्दनचारुचारुवस्त्ररुच्यः सजलार्द्राः सहृतारहारमालाः ।
कदलीदलतल्पकल्पनस्थाः स्मरमाहूय निवेशयन्ति पार्श्वे ॥
ग्रीष्मे चीरीनादवन्तो वनान्ताः पङ्काभ्यक्ताः सैरिभाः सेभकोलाः ।
लोलजिह्वाः सर्पसारङ्गवर्गा मूलस्रस्तैः पत्त्रिणश्चांसदेशैः ॥
हर्म्यं रम्यं चन्द्रिकाधौतपृष्ठं कान्तोच्छिष्टा वारुणी वारिमिश्रा ।
मालाः कण्ठे पाटलामल्लिकानां सद्यो ग्रीष्मं हन्त हेमन्तयन्ति ॥

इति ग्रीष्मः ॥

चतुरवस्थश्च ऋतुरुपनिबन्धनीयः । तद् यथा—सन्धिः, शैशवं, प्रौढिः, अनुवृत्तिश्च । ऋतुद्वयमध्यं सन्धिः । शिशिरवसन्तसन्धिर्यथा—

"च्युतसुमनसः कुन्दाः पुष्पोद्गमेष्वलसा द्रुमा मनसि च गिरं गृह्णन्तीमे गिरन्ति न कोकिलाः ।
अथ च सवितुः शीतोल्लासं लुनन्ति मरीचयो न च जरठतामालम्बन्ते क्लमोदयदायिनीम् ॥"

वसन्तशैशवम्—
"गर्भग्रन्थिषु वीरुधां सुमनसो मध्येऽङ्कुरं पल्लवा
वाञ्छामात्रपरिग्रहः पिकवधूकण्ठोदरे पञ्चमः ।
किं च त्रीणि जगन्ति जिष्णु दिवसैर्द्वित्रैर्मनोजन्मनो
देवस्यापि चिरोज्झितं यदि भवेदभ्यासवश्यं धनुः ॥"

वसन्तप्रौढिः—
"साम्यं सम्प्रति सेवते विचकिलं षाण्मासिकैर्मौक्तिकैः
कान्तिं कर्षति काञ्चनारकुसुमं माञ्जिष्ठधौतात् पटात् ।

हूणीनां कुरुते मधूकमुकुलं लावण्यलुण्टाकतां
लाटीनामिभिभं चकास्ति च पतद्वृन्ताग्रतः केसरम् ॥"

अतिक्रान्ततु लिङ्गं यत् कुसुमाद्यनुवर्त्तते ।
लिङ्गानुवृत्तिं तामाहुः सा ज्ञेया काव्यलोकतः ॥

वर्षासु ग्रीष्मलिङ्गाब्जविकासानुवृत्तिः ।

यथा— "ख वस्ते कलविङ्ककण्ठमलिनं कादम्बिनीकम्बलं
चर्चां पारयतीव दर्दुरकुलं कोलाहलैरुन्मदम् ।
गन्धं मुञ्चति सिक्तलाजसदृशं वर्षेण दग्धा स्थली
दुर्लक्ष्योऽपि विभाव्यते कमलिनीहासेन भासां पतिः ॥"

एवमन्येऽपि । किञ्च—

ग्रैष्मिकसमयविकासी कथितो धूलीकदम्ब इति लोके ।
जलधरसमयप्राप्तौ स एव धाराकदम्बः स्यात् ॥

यथा— "धूलीकदम्बपरिधूसरदिङ्मुखस्य रक्तच्छटासुरशरासनमण्डनस्य ।
दीप्तायुधाशनिमुचो ननु नीलकण्ठ नोत्कण्ठसे समरवारिधरागमस्य ॥"

जलसमयजायमानां जातिं यां कार्दमीति निगदन्ति ।
सा शरदि महोत्सविनी गन्धान्वितषट्पदा भवति ॥

यथा— "स्थूलावश्यायबिन्दुद्युतिदलितबृहत्कोरकग्रन्थिभाजो
जात्या जालं लतानां जरठपरिमलप्लावितानां जजृम्भे ।
नानाहंसोपधानं सपदि जलनिधेश्चोत्ससर्पापरस्य
ज्योत्स्नाशुक्लोपधानं शयनमिव शशी नागभोगाङ्कमम्भः ॥"

स्तोकानुवृत्तिं केतक्या अपि केचिदिच्छन्ति ।

यथा— "असूच्यत शरत्कालः केतकीधूलिधूसरैः ।
पद्मातात्रैर्भवायातश्चरणैरिव वासरैः ॥"

शरद्भवानामनुवृत्तिरत्र बाणासनानां सकुरुण्टकानाम् ।
हेमन्तवर्क्त्रे यदि दृश्यतेऽपि न दृश्यते बन्धविधिः कवीनाम् ॥

हेमन्तशिशिरयोरैक्ये सर्वलिङ्गानुवृत्तिरेव । उक्तञ्च—"द्वादशमासः संवत्सरः, पञ्चर्तवो हेमन्तशिशिरयोः समासेन ।" इति ।

मरुबकदमनकपुन्नागपुष्पलिङ्गानुवृत्तिभिः सुरभिः ।
रचनीयश्चित्रश्रीः किञ्चित् कुन्दानुवृत्त्या च ॥

यथा— "गेहे वाहीकयूनां वहति दमनको मञ्जरीकर्णपूरान्
उन्मादः पामरीणां मरुति मरुबकामोदिनि व्यक्तिमेति ।
सद्योभङ्गानुसारस्रुतसुरभिशिराः शीकरः साहकारः
सर्पज्जम्भः शरावे रचयति च रसो रेचकीचन्द्रकाणि ॥"

यथा वा— "कुन्दे मन्दस्तमाले मुकुलिनि विकलः कातरः किङ्किराते
रक्ताशोके सशोकश्चिरमतिविकचे चम्पके कुञ्चिताक्षः ।
पान्थः खेदालसोऽपि श्रवणकटुरटच्चक्रमभ्येति धुन्वन्
सोत्कण्ठः षट्पदानां नवमधुपटलीलम्पटं कर्पटेन ॥"

यथा वा— "धुनानः कावेरीपरिसरभुवश्चन्दनतरून् मरुन्मन्दः कुन्दप्रकरमकरन्दानवकिरन् ।
प्रियक्रीडाकर्षच्युतकुसुममामूलसरलं ललाटे लाटीनां लुठितमलकं ताण्डवयति ॥"

एवमन्यापि अनुवृत्तिः ।

विचकिलकेसरपाटलिचम्पकपुष्पानुवृत्तयो ग्रीष्मे ।
तत्र च तुहिनर्तुभवं मरुबकमपि केचिदिच्छन्ति ॥

यथा— "कर्णे स्मेरं शिरीषं शिरसि विचकिलस्रग्लताः पाटलिन्यः
कण्ठे मार्णालहारो वलयितमसिताम्भोजनालं कलाच्योः ।
सामोदं चन्दनाम्भः स्तनभुवि नयने म्लानमाञ्जिष्ठपृष्ठे
गात्रं लोलज्जलार्द्रं जयति मृगदृशां ग्रैष्मिको वेष एषः ॥"

यथा च— "अभिनवकुशसूचिस्पर्द्धि कर्णे शिरीषं
मरुबकपरिवारं पाटलादाम कण्ठे।
स तु सरसजलार्द्रोन्मीलितः सुन्दरीणां
दिनपरिणतिजन्मा कोऽपि वेषश्चकास्ति ॥"

एवमुदाहरणान्तराणि।

ऋतुभवत्र्यनुवृत्ती दिङ्मात्रेणात्र सूत्रिते सन्तः।
शेषं स्वधिया पश्यत नामग्राहं कियद् ब्रूमः ॥
देशेषु पदार्थानां व्यत्यासो दृश्यते स्वरूपस्य।
तन्न तथा बध्नीयात्कविबद्धमिह प्रमाणं नः ॥
शोभास्रगगन्धरसैः फलार्चनाभ्यां च पुष्पमुपयोगि।
षोढा दर्शितमेतत्स्यात्सप्तममनुपयोगि तथा ॥

यथा— यत् प्राचि मासे कुसुमं निबद्धं तदुत्तरे बालफलं विधेयम्।
तदग्रिमे प्रौढिधरं च कार्यं तदग्रिमे पाकपरिष्कृतं च ॥
द्रुमोद्भवानां विधिरेष दृष्टो वल्लीफलानां न महाननेहा।
तेषां द्विमासावधिरेव कार्यः पुष्पे फले पाकविधौ च कालः ॥
अन्तर्व्याजं बहिर्व्याजं बाह्यान्तर्व्याजमेव च।
सर्वव्याजं बहुव्याजं निर्व्याजं च तथा फलम् ॥
लकुचाद्यन्तर्व्याजं तथा बहिर्व्याजमत्र मोचादि।
आम्राद्युभयव्याजं सर्वव्याजं च ककुमादि
पनसादिबहुव्याजं नीलकपित्थादि भवति निर्व्याजम्।
सकलफलानां षोढा ज्ञातव्यः कविभिरिति भेदः ॥
एकद्वित्र्यादिभेदेन सामस्त्येनाथवा ऋतून्।
प्रबन्धेषु निबध्नीयात्क्रमेण व्युत्क्रमेण वा ॥
न च व्युत्क्रमदोषोऽस्ति कवेरर्थपथस्पृशः।
तथा कथा कापि भवेत् व्युत्क्रमो भूषणं यथा ॥

अनुसन्धानशून्यस्य भूषणं दूषणायते ।
सावधानस्य च कवेर्दूषणं भूषणायते ।
इति कालविभागस्य दर्शिता वृत्तिरीदृशी ।
कवेरिह महान् मोह इह सिद्धो महाकविः ॥

इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे
कालविभागो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥

समाप्तमिदं प्रथममधिकरणं कविरहस्यं काव्यमीमांसायाम् ।

काव्यमीमांसायाः मूलभागस्य शुद्धपत्रम्

* *	मुद्रितम् अशुद्धरूपम्	पठनीयं विशुद्धरूपम्
१८९।६	रातिनिर्णयं	रीतिनिर्णयं
,, ।११	प्रयोजनाङ्गवता	प्रयोजनाङ्गवती
१९१।१८	ण्डभयाद्धि	दण्डभयाद्धि
१९४।४	वाल्माकि	वाल्मीकि
१९४।२३	सवे	सर्वे
१९५।१९	किंचिर्द्राद्रितमना	किंचिदार्द्रितमना
१९८।३	रुद्र कुमार	रुद्र-कुमार
१९८।२०	मन्त्रातन्त्राद्य पदेशप्रभवा	मन्त्रतन्त्राद्यु पदेशप्रभवा
२०१।१६	कारयित्रीमावयित्री	कारयित्री भावयित्री
२०२।५	श्रेयसा	श्रेयसी
२०५।४	निह्नुते	निह्नुते
,, ।१८	दालायते	दोलायते
२०९।१७	आनुवघ्नं	आनुवघ्नं
२२१।१३	ज्वरान् ध्नन्तु	ज्वरान् घ्नन्तु
२२२।१६	मालाजनः	मालीजनः
२२५।८	एकाः	एको
२२६।१२	किरीटनाथम्	किरीटमाथम्
२२७।९	निबन्धा	निबन्धो
,, ।१०	नारसस्य	नीरसस्य
,, ।२४	चंचविचलत्कण्ठं	चंचुविचलत्कण्ठं
२३३।१९	उपमध्याह्नं	उपमध्याह्नं
२३९।१९	चव	चैव
२४३।१०	तत्तल्यदेहितुल्यं	तत्तुल्यदेहितुल्यम्
२४५।२१	चन्द्रयति	चन्द्रयु ति

* * प्रथमा संख्या सूचयति पृष्ठं, द्वितीया तु पङ्क्तिम् ।

* *	मुद्रितम् अशुद्धरूपम्	पठनीयं विशुद्धरूपम्
२४६।४	नोवा	नीवी
,, ।१२	दभ्र	दभ्रे
,, ।१६	कबरा	कबरी
,, ।२१	विक्लवैः	विक्लवैः
२४८।९	कपिशान्मेषमुदरे	कपिशोन्मेषमुदरे
,, ।२०	दापयन्नथ	दीपयन्नथ
,, । ,,	कुङ्कमारुण	कुङ्कुमारुण
२५१।९	चलतुलाकोटि	चलत्त लाकोटि
,, ।१४	वकुलविटपी	बकुलविटपी
२८७।८	चन्दनद्रमेषु	चन्दनद्रुमेषु
२५९।१५	शातभातेन	शीतभीतेन
२७५।१	काष्ठादमदभिन्नः	काष्ठादिभेदभिन्न

* * प्रथमा संख्या सूचयति पृष्ठं, द्वितीया तु पङ्क्तिम् ।